Presented

BY

Surendranath Tagore

~~Raja Ram Ranjan Chakrabutty Bahadoor,~~

To Vishvabharati Library

Calcutta

~~HETAMPUR,~~

The 26th April 1924.

বাল্য-কাহিনী।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড।

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায প্রণীত।

শ্রীহবিনাথ ভট্টাচার্য্য প্রকাশিত।

হেতমপুব রাজচতুষ্পাঠীর অধ্যাপক
শ্রীছযকড়ি ন্যাযরত্ন কর্ত্তৃক সংশোধিত।

হেতমপুব বাজবাটী।

শ্রীবামপুব টাউন প্রিন্টিং ওয়ার্কসে
শ্রীমন্মথ নাথ গোস্বামী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১১।

বিজ্ঞাপন।

ত্রিংশদ্‌বর্ষাধিক কাল অতীত হইল বঙ্গের জমিদারকুল-তিলক পরহিতব্রত আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ একজন জমিদার বাল্যে পিতৃহীন হওয়াতে তদানীন্তন "কোর্ট-অব-ওয়ার্ড্‌সের" প্রবল শাসনের অলীক আশঙ্কায় তাঁহাকে কিরূপ মানসিক উদ্বেগ সহ্য করিতে ও নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল—তদীয় মাতৃস্থানীয়া প্রাচীনা পিতামহীর সানুনয় প্রতিবাদের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নাবালকের ভাবিমঙ্গলসাধন কামনায় তাঁহার ক্রোড় হইতে প্রাণ-প্রতিম শিশুকে বলপূর্ব্বক স্থানান্তরিত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর প্রভৃতি রাজপুরুষগণ কিরূপ যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন—পুত্রশোকবিধুরা পৌত্রস্নেহে বিমুগ্ধা বৃদ্ধা পিতামহী গবর্ণমেণ্টের মহদুদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পিতৃহীন পৌত্রকে প্রাণান্তে পরিত্যাগ করিব না এইরূপ কৃতসংকল্পা হইয়া কিরূপ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন,—নাবালক উদ্ধারার্থে রাজপুরুষগণের নানাবিধ সুদৃঢ় আচরণ পিতৃহীনশিশু বালস্বভাববশতঃ বিভীষিকাময় পরিদর্শন করিয়া ব্যাধ-বিতাড়িত কুরঙ্গশিশুর ন্যায় কিরূপ প্রতিনিয়ত গ্রাম

হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণ করিয়াছিলেন,—এবং স্বার্থপর সুহৃদগণ ও আত্মীয়বর্গ আপন আপন দুরভিসন্ধি সিদ্ধিরজন্য গবর্ণমেণ্টের মহদুদ্দেশ্য নিস্ফল করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানপূর্ব্বক শোকসংতপ্তা পিতামহী ও ভয়বিহ্বল শিশুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া স্বার্থসাধনে কিরূপ তৎপর হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য সেই শোচনীয় ব্যাপার কিরূপ শোচনীয় চরমাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল—এই সমস্ত দুঃখের কাহিনী "বাল্য-কাহিনীতে" কথঞ্চিৎ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ইহা আমাদের নিকট অতি পরিচিত দুঃখের কাহিনী। সুখের কাহিনী অপেক্ষা, দুঃখের কাহিনী বর্ণন করিয়া অপরের চিত্তে দুঃখ উদ্দীপন করিতে স্বতঃই লোকের মনে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। তাই তখনকার দিনের, আমার মর্ম্মবিদ্ধ একটী দুঃখের কাহিনী দুঃখের সুরে গাইয়া দশ জনের মনে সমবেদনা উৎপাদন করিবার আশা করিয়াছি। কিন্তু আপনার মনের দুঃখ, উপযুক্ত কথায়, উপযুক্তভাবে বর্ণন করিয়া সহৃদয় পাঠকগণের মনে তত্তুল্য দুঃখের ভাব উৎপাদন করাও সহজ ব্যাপার নহে। কতদূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না।

গ্রন্থ-মধ্যে, নাবালকের ভ্রমণ-সূত্রে কথা-প্রসঙ্গে আনু-

সঙ্গিক এ প্রদেশস্থ কতকগুলি পল্লী সম্বন্ধে চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ, জনপদপ্রচলিত উপাখ্যান, ধর্ম্মমূলক জনশ্রুতি প্রভৃতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। যেহেতু ঐ সকল স্থানের উল্লেখসূত্রে তত্তৎ স্থান সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণও পাঠকগণের জ্ঞাতব্য বিবেচনা করি।

পরিশেষে বক্তব্য—প্রজারঞ্জন ও প্রজাপুঞ্জের পিতৃতুল্য ভক্তিভাজন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা অসীম কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ এবং তজ্জন্য আমাদের কায়মনোবাক্যে সতত ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। পিতৃহীনের পরম আশ্রয়স্বরূপ "কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের ইন্‌ষ্টিটিউশান" প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক যদি প্রতিষ্ঠিত না হইত, তাহা হইলে দেশের ধনাঢ্য পিতৃহীন শিশু, কুবের তুল্য ধনশালী হইলেও অপ্রকৃত, কপট বন্ধু ও ভণ্ড আত্মীয়গণের মোহিনী মায়াজালে জড়িত ও বিপর্য্যস্ত এবং তাহাদের কুহকে প্রতারিত হইয়া অচিরে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়াইতে হইত। কোনও নাবালক ধনী সন্তান পিতৃহীন হইবামাত্র, সদয় গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন— অনুক্ষণ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ ও বিদ্যাভ্যাস ও চরিত্র গঠনের সুচারুব্যবস্থা বিধান করেন, তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও পৈত্রিক ঋণ পরিশোধ করিয়া

তাঁহার ধনসঞ্চয় প্রভৃতি যাবদীয় কার্য্য সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার হিতার্থ প্রকৃত পিতৃবৎ সম্পাদন করিয়া থাকেন।

অতএব পাত্রবিশেষে ভ্রমবশতঃ তীব্রস্বরূপ প্রতীয়মান "কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস" সংঘটিত আইন দর্শনে নিরপেক্ষ ন্যায়পথাবলম্বী কর্ত্তৃপক্ষের আচরণে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হওয়া অতি অকর্ত্তব্য। নাবালকঘটিত আইনের বহির্ভাগ ক্ষেত্রবিশেষে নিদারুণ হইলেও উহার অন্তর নবনীতুল্য কোমল ও সুস্নিগ্ধ করুণারসের ভাণ্ডার এবং উহার উদ্দেশ্য পরম মহৎ ও পরম হিতকর।

শ্রীনীলকণ্ঠ শৰ্ম্মণঃ।

বংশাবলী।

আদিম পুরুষবর নাম শ্রীমুরলীধর
তদাত্মজ চৈতন্যচরণ
চৈতন্য চরণ পুত্র শ্রীচৈতন্য কৃপাপাত্র
রাধানাথ বংশের ভূষণ।
অতুল ভকতিভরে স্থাপিলা আপনঘরে
ভব-পারাবার-কর্ণধার
শ্রীরাধাবল্লভনাম নিখিল সৌন্দর্য্যধাম
লইলেন রাজ-বংশভার।
রাধানাথ সুধাকরে হরিনামামৃত ক্ষরে
প্রবাহের নাহিক বিরাম
কর্ণ পথে হৃদে যায় পুনঃ মুখে বাহিরায়
নিয়মিত এক লক্ষ নাম।
কালে মিলিল তনয় বিপ্রভক্তি-রসময়
শ্রীবিপ্রচরণ গুণাকর
দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত কুল-দেবে অনুরক্ত
রাজ কার্য্যে পণ্ডিত প্রবর।

ভূদেব-ভোজন-রীতি শুনিলে জুড়ায় শ্রুতি
মনে হয় উপকথা-প্রায়
সাধু দীন অভ্যাগত নিত্য নিত্য আসে কত
আনন্দ হৃদয়ে ফিরি যায়।
ক্রমে রাজ্য সুবিস্তার ঐশ্বর্য্যের নাহি পার
সুকৃতি লতায় ধরে ফল
সুন্দর সম সুন্দর শশ-হীন শশধর
পুত্র পেয়ে আনন্দে বিকল।
অন্তিমে জাহ্নবী তীরে পুণ্যনীরে ধীরে ধীরে
জীবনের যবনিকা-পাত
বিষম বারতা হায় ছুটী নক্ষত্রের প্রায়
হানে পত্নী-শিরে বজ্রাঘাত।
করি আরাধ্য রতন পিতৃদেব বিসর্জ্জন
কৃষ্ণ চন্দ্র ফিরিলেন ঘরে
হৃদে শোক অনিবার্য্য সাধিলেন পিতৃ কার্য্য
যশোব্যাপ্ত দিগ দিগন্তরে।
সুপালনে প্রজাপুঞ্জে শোক ভূলি সুখভুঞ্জে
কৃষ্ণচন্দ্র দয়ার আগার
দীন হীনে অন্নদাতা কাঙ্গালের মাতা পিতা
কলিকালে কর্ণ অবতার।

কভু রাজ লক্ষ্মী কোলে আনন্দ-হিল্লোলে দোলে
কভু ভাসে রসের পাথারে
পূরিল মনের কাম শ্রীরাম রঞ্জন নাম
পুত্র চাঁদ হিয়ার মাঝারে।
কিন্তু বিধি নিরদয় পর সুখ নাহি সয়
আনন্দ প্রতিমা কাড়ি নিল
ঘোর দুরদৃন্ট ঝড়ে কল্পতরু ভূমেপড়ে
কৃষ্ণ চাঁদে রাহু গরাসিল।
সবাকার হাহাকার চারিদিক অন্ধকার
পূর্ণিমা হইল অমাঘোর
মাতৃ বুকে শেল হানি সোনার পুতুল খানি
হরিল করাল কাল চোর।
পিতৃহীন নিরাশ্রয় তাহে মাজিষ্টর-ভয়
ভব বনে দিশা-হারা রাম
কভু লুক্কায়িত ঘরে কভু বাস দেশান্তরে
অকারণ বিধি কেন বাম।
কিন্তু স্বর্ণকার বিধি জানেন শোধন বিধি
তাই দুঃখ দহেন দহিয়া
বহ্নি যোগে নিরমল যথা হেম ঝলমল
শোধন করিল রাম হিয়া।

বিশ্বেশ্বর দিলা স্থান　　　　কাশীধামে অবস্থান
কিছুকাল পরে প্রত্যাগত
বীজ পুণ্য-ক্ষেত্রস্থিত　　　　ক্রমে হৃদে অঙ্কুরিত
এবে মহাবৃক্ষে পরিণত।
নানাধর্ম্ম ক্রিয়াচার　　　　নিত্য হোম পূজা আর
ব্যবহার পরম উদার
অঙ্গে হেরি নামাবলি　　　　শিহরিয়া উঠে কলি
দুঃখে করে আপন ধিক্কার।
কীর্ত্তি স্তম্ভ কত হয়　　　　প্রবেশিকা বিদ্যালয
দাতব্য চিকিৎসাগার আর
কাশীধামে শিবালয　　　　প্রতিষ্ঠিলা মহোদয়
পিতৃকুল করিতে উদ্ধার।
পরকালে বাসতরে　　　　বাস্তু কিনি ব্রজপুরে
অপরূপ সেবা পরকাশ
শ্রীরাস বিহারি হরি　　　　অষ্ট সখী সঙ্গে করি
যাহে সুখে করেন বিলাস।
যথা রাজা মহোদয়　　　　সকল-গুণ-নিলয়
রাণী মাতা তথা গুণাধার
কৃষ্ণ-ভক্তি রস-পাত্রী　　　　রাজ্য-লক্ষ্মী-অধিষ্ঠাত্রী
পতি সনে বহে রাজ্য-ভার।

বিষয়ে বিশদমতি বুঝি কমলা ভারতী
একাধারে শ্রীপদ্ম সুন্দরী
পুরে কলেজ স্থাপন অশেষ হিত সাধন
কীর্ত্তিস্রোত বহে দেশ ভরি।
করি বিশেষ আগ্রহ স্থাপিলা গৌর বিগ্রহ
ভব ভেলা বান্ধিলেন ঘরে
বিনা গৌর দয়াময় নাশিবারে ভব ভয়
কেবা আর অবনী-ভিতরে।
দম্পতী সুকৃতিলতা ফল ভরে অবনতা
চারি কন্যা পুত্র পঞ্চজন
জ্যেষ্ঠ নিত্য নিরঞ্জন করি লীলা সম্বরণ
নিত্য ধামে করিল গমন।
তদাত্মজ গুণধাম শ্রীজ্ঞান রঞ্জন নাম
কমল কোরক সুকুমার
বাল্যে স্বধর্ম্ম নিরত সদা সদাচার-ব্রত
রাজ কীর্ত্তি করিবে বিস্তার।
দ্বিতীয় রাজ নন্দন নাম সত্য নিরঞ্জন
শত সূর্য্যসম পরভাব
কার্য্যেতে সুদৃঢ় মতি অনাথ জনের গতি
দয়ানিধি সরল স্বভাব।

হৃদয় নন্দন তার সুললিত রূপভার
চিত্ত-হারি ব্রহ্ম নিরঞ্জন
সুখ রস সরোবরে দিবা রজনী বিহরে
সবাকার আনন্দ বৰ্দ্ধন।
শ্রীমহিমা নিরঞ্জন রাজ-কার্য্যে বিচক্ষণ
ভূপতির তৃতীয় কুমার
প্রশান্ত-জলধিনীর- সদৃশ গম্ভীর ধীর
ভোগ ত্যজি বহে রাজ্যভার।
থিয়েটার রঙ্গালয় সদাগীত বাদ্যময়
কুমারের প্রীতি-কারাগার
নাট্য গীতি রচনায় সুখে দিন বহি যায়
রাজকুলে কবির প্রচার।
তাঁর অনুজ কুমার আনন্দ ভূষণ যার
মহামতি সদা নিরঞ্জন
বিষয়ে নির্লিপ্ত মন হাস্য-সদন বদন
বিলাসের বিলাস ভবন।
নৃপ নন্দন কনিষ্ঠ অভীষ্ঠ সাধন নিষ্ঠ
সুধীর কমলা নিরঞ্জন
প্রীতি ভাজন রাজার আর্য্য-যাত্রা-মূলাধার
পদ্মনাভে মেদিনী যেমন।

যত রাজ পরিবার অমায়িক-ব্যবহার
অহঙ্কার স্বপনে না জানে
প্রাসাদে দিবা রজনী বহে সুখ তরঙ্গিণী
ইন্দ্র পুরী বলি লোকে মানে।
শ্রীরাধাবল্লভ জয় জয় গৌর দয়াময়
সুখে রাখ রাজ পরিবারে
অন্তিমে ভব কাণ্ডারি তরাইবে ভববারি
ভুলোনাহে অকূল পাথারে।

ওঁ রামঃ শ্রীদুর্গা।

ওঁ নমো গণেশায় ॥

গুরুবন্দনা।

শ্রীগুরুপদাম্বুবিন্দ, জিনি অরবিন্দ-বৃন্দ,
মকরন্দ ঝরিয়া পড়িছে।
সেই মধু পান আশে, মনোভৃঙ্গ চারি পাশে,
ঘুরি ঘুরি উড়িয়া বসিছে ॥
জয় গুরু মহেশ্বর, সর্ব্বপাপ-তাপহর,
জগতের চৈতন্য-স্বরূপ।
জয় গুরু নিত্যানন্দ, সর্ব্বজীবচিত্তানন্দ,
ব্রহ্মাদ্বৈত সর্ব্বরূপারূপ ॥
জয় গুরু জগন্ময়, সকল-মঙ্গলালয়,
নিদয় নহেন কারে ভবে।
সর্ব্বধাম গুরুধাম, সর্ব্বনাম গুরুনাম,
সর্ব্বভাব গুরুতে সম্ভবে ॥
নিষ্ঠাভক্তি পেয়ে নর, গুরুময় চরাচর,
যবে যেবা দরশন পাবে।
তবে আর কভু তার, রবেনা কোন বিকার,
মনের আন্ধার দূরে যাবে ॥

অতএব গুরু জ্ঞানে, ভক্তি ভাবে ধর ধ্যানে,
গণেশাদি পঞ্চ দেবতায়।
যদি পূরাইবে কাম, সদা ডাকি রাধাশ্যাম,
লুটিয়া পড়হ রাঙ্গা পায়॥

গীত।

ইষ্ট মম ইষ্ট, পতি মম কৃষ্ণ, গতি মোর লক্ষ্মী নারায়ণ।
দুর্গা মম মাতা, শিব মম পিতা, শুভকারী ভ্রাতা গজানন।
সূর্য্যদেব মম সর্ব্বারোগ্যকারী, সর্ব্বপাপহন্তা রাম রাবণারি,
পরম বন্ধু আমার যারা নিন্দাকারী; আমার ভবের তরি,
সাধু আলাপন।
তাহে কাণ্ডারী শ্রীগুরু, বাঞ্ছাকল্পতরু "কবীন্দ্রনন্দন" প্রভু রাম;
সুন্দর-স্বরূপ, পরব্রহ্মরূপ, পদে সার্ষ্ট্যাদি সালোক্য মোক্ষধাম।
ভূজন-সমাজে বলি করবদ্ধে, ভদ্রদান মোরে কর, ভদ্রাভদ্রে,
মতি রতি থাকে গুরু-পাদপদ্মে, (যেন) টলেনা ভুলেনা
পাপ মন।
গুরু ব্রহ্মা, গুরু শ্রীবিষ্ণু শ্রীহরি, গুরু মহাদেব মহেশ্বর;
গুরুই জগন্মাতা, গুরুই জগৎপিতা, গুরুই পরমব্রহ্ম পরাৎপর।
কণ্ঠ কহে মন বুঝে নিবি ঐ, গুরুই ব্রহ্মময় গুরুই ব্রহ্মময়ী, আমি
যখন যথা থাকি যার কথা কই, ভবে গুরু বই কেবা অন্য জন।

বাল্য-কাহিনী।

প্রথম খণ্ড।

—*—

(বীরভূমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।)

ধন্য ধন্য বীরভূম পুণ্যময় স্থান;
এ দেশে জনমে যেই সেই পুণ্যবান।
ইহার পশ্চিম সীমা বৈদ্যনাথ ধাম;
পূর্ব্বপ্রান্তে মহাপীঠ "অট্টহাস" নাম।
দক্ষিণাংশে "শ্যামরূপা" অজয়ের পার;
উত্তরে মধুসূদন-শিখর 'মন্দার'।
এই দেশে মহাতীর্থ নাম "বক্রেশ্বর";
গুপ্ত বারণসী বলি খ্যাত চরাচর।
বক্রেশ্বরে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা;
বিস্তারিয়া কার সাধ্য করিতে বর্ণনা।
নানা স্থানে নানা কুণ্ডে সুনির্ম্মল বারি;
সকল জনের পাপ-সন্তাপ-নিবারি।
'শ্বেতগঙ্গা'-সরসীর কি অদ্ভুত জল;
অর্দ্ধেক প্রবল উষ্ণ অর্দ্ধেক শীতল।

আর এক নদী পার হ'তে হয় ছুটে
অনল-সমান জল 'টগবগ্' ফুটে।
তটিনীর নাম তথা হয় "পাপহরা"
পরমপবিত্র জল সর্ব্বপাপহরা।
ব্রহ্মকুণ্ড-বারি যেন জ্বলন্ত অনল
অঙ্গুলি ডুবায়ে কেহ ছুঁতে নারে জল।
সে কুণ্ডে করিতে স্নান যেতে নারে নরে
কিন্তু মীন খেলে দোলে তাহার ভিতরে।
বক্রেশ্বর নদী তথা উত্তরবাহিনী
শিব-সন্নিহিতা জীব-কৈবল্যদায়িনী।
এই স্রোতস্বতী-তীরে শ্মশান-ভবনে
অদ্যাপিও সিদ্ধি লাভ করে কত জনে।
আর এই দেশে এক পুণ্য তীর্থস্থান
গোপাল-মূরতি যথা দেব ভগবান।
বিভাণ্ড আশ্রম সেই নাম ভাণ্ডিবন
"ভাণ্ডেশ্বর" নামে যথা দেব পঞ্চানন।
এই দেশে সুপ্রসিদ্ধ 'একচক্রা' গ্রাম
যাহে জনমিলা নিত্যানন্দ গুণধাম।
ব্রজের বলাই হয়ে 'হাড়াই' সন্তান
হরিনাম বিতরিয়া জগৎ মাতান।
এই দেশে 'জয়দেব' জনম লভিলা
যাঁর গুণে সুরধনী উজান বহিলা।

জয়দেব-তুল্য ভক্ত কারে গণ্য করি
যাঁর গ্রন্থে নিজ হস্তে লিখিলেন হরি।
জয়দেব-যশ, জন-জল্পনায় যত
আনিতে না পারে কবি কল্পনায় তত।
এই পুণ্য বীরভূমে দ্বিজ 'চণ্ডীদাস'
করেন 'নান্দুর' গ্রামে বহুদিন বাস।
যতনে পূজিয়া মাতা বাশুলীর (১) পায়
বিরচিলা ব্রজলীলা দেবীর কৃপায়।
এই স্থানে জনমিলা 'শ্রীবিল্বমঙ্গল'
চরমে হইল যাঁর পরম মঙ্গল।
তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি সর্ব্বজনাদৃত
রচিলা অপূর্ব্বগ্রন্থ "কৃষ্ণকর্ণামৃত।"
বীরভূমে জনমিয়া "শ্রীজগদানন্দ"
বিরচিলা হরিলীলা করি নানা ছন্দ।
এ দেশে 'মঙ্গলডিহি' খ্যাত চিরকাল
যথা জনমিলা ভক্ত "শ্রীপর্ণিগোপাল।"
এ দেশে ছিলেন অগ্রে মদনমোহন
পরে বিষ্ণুপুরে তিনি করেন গমন।

---

(১) 'বাশুলী' 'বিশালাক্ষী' ইনি চণ্ডীদাসের আরাধ্যা দেবী। ইহারই কৃপায় চণ্ডীদাস সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

এ দেশে 'ঢেকুরাগড়' করিয়া বিস্তার
করিলেন লাউসেন ইছাই সংহার।
ইছাই ঘোষের কথা কেবা নাহি জানে
প্রকাশিত আছে তাহা শ্রীধর্ম্মপুরাণে।
এ দেশে 'কান্দড়া' গ্রাম তুল্য স্থান নাই
যথায় জনমে গান মনোহরসাই (১)।
এ দেশের মধ্যে মহাপীঠ সে "কঙ্কালী"
জলের ভিতরে যথা বিরাজেন কালী।
এই দেশে তারাপীঠে বিরাজেন তারা
ভয়হরা ভবেশ-বন্দিতা ভবদারা।
তারাপীঠে কেহ যদি করে লক্ষ জাপ
সিদ্ধি লাভ হয় তার দূরে যায় পাপ।
শত শত সাধক বসিয়া সেই স্থানে
ভক্তিভরে তারা করে তারা-গুণ-গান।
এবে সেই তারাপদ করিয়া স্মরণ
কণ্ঠ ক্ষয় শুন সবে শ্যামাসংকীর্ত্তন।

---

(১) 'মনোহরসাই' প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন গান-বিশেষ। মনোহরসাই পরগণায় ইহার প্রথম উৎপত্তি বলিয়া 'মনোহরসাই' নাম হইয়াছে। কান্দড়া গ্রাম মনোহরসাই পরগণারই অন্তর্গত।

গীত।

তাপিত তনয়ে তার মা তারিণি।
আমার অদৃষ্ট বিগুণ, পাপের আগুন,
তাপায় দ্বিগুণ, ত্রিগুণধারিণি।
ওমা শবাসনা সর্ব্বেশ্বরী দয়ান্বিতা,
প্রপন্নপালিনী পরা পরাজিতা,
পরমা ঈশানী পরমপূজিতা,
বশিষ্ঠারাধিতা বসুধাপালিনী।
তাই ভাবি মা ; এ ভবে আসি কি করিলাম,
তব নিত্য-তীর্থভূমি ভ্রমে না ভ্রমিলাম,
তারা তারা মুখে কভু না বলিলাম,
চিরকাল রহিলাম শ্রীচরণে ঋণী।
তীর্থগণে বুঝে তীর্থের মরম,
ধর্ম্ম উপদেশ কহয়ে ধরম,
জগতে আসিয়া শুনি আজনম,
তুমি গো জনম-যন্ত্রণাহারিণী।
কবে আসি কেশে ধরিবে শমন,
সেই ভয়ে তব রাতুল চরণ,
কাতর হইয়া করি মা স্মরণ,
(জানি) শমন-ভবন-গমন-বারিণী।

(পয়ার।)

তারাপীঠ-পশ্চিমাংশে ‘নলহাটী’ গ্রাম
ইহা এক মহাপীঠ নিত্যতীর্থ ধাম।
নলহট্টে সতী অঙ্গ ললাট পড়িল
পরম আরাধ্যা দেবী তাহে প্রকটিল।
‘যোগেশ্বর’ ভৈরব জাগ্রত সেই ধামে
যোগী গিয়া যজ্ঞাহুতি দেন তাঁর নামে।
আগম নিগম দেখি সাধকেরা কয়
তথায় ভকত আশা পরিপূর্ণ হয়।
নলহাটী পশ্চিমাংশে ক্রোশৈক অন্তরে
সীতা-পদচিহ্ন আছে শিলার উপরে।
অদ্যাপিও সেই চিহ্ন নবীনে প্রবীণে
আদরে পূজিয়া আসে বিবাহের দিনে।
বীরভূমে বিরূপাক্ষ জনম লভিলা
যাঁর লাগি জগদম্বা বহিলেন শিলা।
এই দেশে আগে হয় ধর্ম্মের পূজন
তার পর বহু স্থানে পূজে বহুজন।
বিরচিনু বীরভূম-বিবরণ যত
ইহা ভিন্ন সিদ্ধ স্থান আছে শত শত।
বিশেষ বর্ণিতে তাহা মোর সাধ্য নাই
এবে সাধ্যমত কিছু হরিগুণ গাই।

(তোটক।)

ব্রজ-বল্লভ-দুর্লভ-শ্রীচরণে
ভুলনা ভুলনা মন শেষ দিনে।
ভবসিন্ধু ত'রে যদি যাবি সুখে
লহ "মাধব" "কেশব" নাম মুখে।
ভবসাগর দুস্তর বিস্তর রে
হরি ভিন্ন সুনাবিক নাহিক রে।
লভি সম্পদ সে পদ না ভজিলে
গুণসিন্ধু-গুণাবলি না বলিলে।
মন মত্ত-মতঙ্গজ তুল্য হ'লে
হরি-ভক্ত-সরোজ-দলে দলিলে।
সুজনের সনে কভু না রহিলে
চিরকাল বিশাল দুখে মজিলে।
ভজ রে মধুসূদন সাধু সনে
হবি নির্ভয় নির্জ্জর কণ্ঠ ভণে।

গীত।

মন ভজ শ্রীরাধাবল্লভে।
দিনে দিনে দিন গত হ'ল রাধাকৃষ্ণ নাম কবে ক'বে।
ভবে আসি কিবা হ'ল সুখোদয়,
অনুদিন তনু ত্রিতাপে তাপয়,

কবে বা চরমে পরম আশ্রয়,
শ্রীপদপল্লবে ল'বে।
যে দিনে স্বদূত পাঠাবে শমন,
সে দিনে তুমি কি করিবে রে মন,
না ভজিলে ঐ শমন দমন, কেবল নীরবে রবে।
ভয়ঙ্কর দূতের নাই রে করুণা,
কান্দিলে খালাস দিবে না দিবে না,
কারও শুনিবে না মানা,
নানারূপে নানা যাতনা সে দিবে দিবে।
তুমি হলে শব, তোমার যে সব,
দিন দুই তিন হবে নিরুৎসব,
চতুর্দ্দিনাবধি করিবে উৎসব, তব মহোৎসবে সবে।
যারে যারে তুমি বল আপনার,
তারা কি করিবে ভবার্ণবে পার;
তখন কৃষ্ণ বিনা আর, নীলকণ্ঠের ভার,
কাহারে সম্ভবে ভবে।

আদিবংশ-কথন।

এই বীরভূম মধ্যে রমণীয় স্থান
বিখ্যাত "হেতমপুর" পুরের প্রধান।
অধুনা এ স্থান অতি সুখের সদন,
যথায় বিরাজে রাজা শ্রীরামরঞ্জন।
যাঁর বৃদ্ধ পিতামহ পরম বৈষ্ণব
স্থাপিত করিয়া যান শ্রীরাধাবল্লভ।
ঐ সে বৈষ্ণবরাজ নাম রাধানাথ
ভ্রমিতেন রাধানাথ-ভক্তগণ সাথ।
পুণ্যবান্ পরমপবিত্র-কলেবর
করিতেন লক্ষনাম দিবস ভিতর।
বর্ণিতে তাঁহার গুণ শক্ত হয় কেবা
সদা করিতেন সাধু ব্রাহ্মণের সেবা।
সেই ফলে পান এক অপূর্ব্ব-নন্দন
গোবিপ্রপালক, নাম "শ্রীবিপ্রচরণ"
তাঁহার জীবনলীলা কি কহিব আর
যাঁহার প্রসাদে হয় এ রাজ্য বিস্তার।

(ত্রিপদী।)

ধন্য শ্রীবিপ্রচরণ ব্রাহ্মণ-কুল-ভূষণ,
যাঁর কীর্ত্তি অচল অক্ষয়।
প্রতিষ্ঠিলা নৃপবর বহুতর সরোবর
রাসমঞ্চ আদি সমুদয়।

তদাত্মজ কৃষ্ণচাঁদ ভুবনমোহন ফাঁদ
পূর্ণচাঁদ যিনি পূর্ণোদয়,
দিবা নিশি সুপ্রকাশ রাহু নাহি করে গ্রাস
আর তাহে নাহি তিথিক্ষয়।
সিন্ধুজাত শশধর গরলের সহোদর
সরল অন্তর নহে তাই,
আর তাহে যায় দেখা কালিমা কলঙ্করেখা
কৃষ্ণচন্দ্রে কোন দোষ নাই।
কৃষ্ণচন্দ্র-চন্দ্রানন দেখিয়া বিপ্রচরণ
ভাসিতেন আনন্দ পাথারে,
স্নেহভরে মহীপাল নয়নের অন্তরাল
কখন না করিতেন তারে।
পরে পুনঃ কি আহ্লাদ চাঁদের কোলেতে চাঁদ
জনমিলা শ্রীরামরঞ্জন,
নিরখিয়া পৌত্র-মুখ পাইলা পরম সুখ
মহামতি সে বিপ্রচরণ।
পুত্র পৌত্র সহযোগে অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগে
লয়ে বহুজন দাস দাসী,
দীর্ঘকাল করি রাজ্য সমাধিয়া পুণ্যকার্য্য
কর্ত্তা বাবু হন স্বর্গবাসী।

(কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর পীড়া ও রাজ্যরক্ষার উপায় চিন্তা।)

কৃষ্ণচন্দ্র সুসন্তান করিয়া শ্রাদ্ধাদি দান
করিতে লাগিলা রাজ্যভোগ,
বার শ' আটষট্টি সালে বিষম বরিষাকালে
হ'ল তাঁর সাংঘাতিক রোগ।
দেখিয়া উদরাময় হইল তাঁহার ভয়
কিবা হয় এই ভাবি মনে,
শ্রীনবীন (১) রূপলালে (২) ডাকাইয়া সেই কালে
কহিছেন কাতর বচনে।
শুন হে বলি নবীন হইল ব্যাধি কঠিন
অনুমানি না হবে আরাম,
কিছুতেই নাহি সুখ ভয়েতে কম্পিত বুক
দিনে দিনে বাড়িছে ব্যারাম।
করি কত মুষ্টিযোগ কিছুতে না'গেল রোগ
বুঝিতে পারি না কিবা ঘটে,
হৃদয়েতে "দক্‌দক্‌" জ্বলিছে দুঃখপাবক
জীবননাশক রোগ বটে।

---

(১) 'নবীন'—শ্রীনবীন কিশোর সরকার, ইনি হেতমপুর রাজষ্টেটের তাৎকালিক দেওয়ান ছিলেন।

(২) 'রূপলাল'—লালারূপলাল, ইনি বীরভূম কলেক্টরী খাজাঞ্চী ছিলেন।

(লঘু ত্রিপদী।)

করি করযোড় কহেন কিশোর
শুন হে ভূপাল-সুত,
সামান্য ব্যাধিতে না হয় কান্দিতে
হয়ে জ্ঞানী গুণযুত।
দেবতা কিন্নর গন্ধর্ব্ব অপ্সর
আময় না হয় কার,
আমরা ত নর ভাঙ্গিবে উদর
ইহা কি আশ্চর্য্য আর।
হয়েছে ব্যারাম হইবে আরাম,
তাহার ভাবনা কেন,
সংসার ভিতরে নর-কলেবরে
হয় যায় কত হেন।
কেন দুঃখে দহ লহ অহরহ
শ্রীরাধাবল্লভ-নাম,
নামের প্রভাবে, দুঃখ দূরে যাবে,
পূর্ণ হবে মনস্কাম।
এতেক বলিয়া তাহারা চলিয়া
গেল সবে নিজালয়,
এখানে তখন কৃষ্ণচন্দ্র-মন
বিষাদে ব্যাকুল হয়।

ভাবিয়া ভাবিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া
কহেন শ্রীগুরু স্মরি,
ওহে দয়াময় বিপদ্ সময়
রক্ষ কমলাক্ষ হরি।

গীত।

ভগবান্ কৃপাবান হও হে প্রপন্নে,
এ ব্যাধির ঔষধ দাও হে জঘন্যে।
যন্ত্রণা ঘুচাও হে, পরাণ বাঁচাও হে,
(একবার) ফিরে চাও হে, কৃপাকটাক্ষ কোণে।
কণ্ঠ কহে হরি, ভবে ডুবে মরি,
দাও হে চরণ-তরি, ভব-তুফানে।

(পয়ার।)

কৃষ্ণে ডাকি কৃষ্ণচন্দ্র ভাবিছেন মনে
আমি যদি মরি রাজ্য চলিবে কেমনে।
মাতৃহীন শিশু মোর শ্রীরামরঞ্জন
কে তারে রাখিবে সদা করিয়া যতন।
অতি বৃদ্ধা জননী আছেন মোর ঘরে
আমার অভাবে কেবা তাঁর সেবা করে।
হায় কি দুর্ভাগ্য মোর হ'ল কি দুর্দ্দিন
মরিতে হইল বুঝি রাখি মাতৃ ঋণ।

এ সময় হয় যদি আমার মরণ
কে দেখিবে রাজকার্য্য কে রাখিবে ধন।
এত বলি করতলে দিয়া গণ্ডস্থল
বসন ভিজান ফেলি নয়নের জল।
অনন্তর আঁখিনীর নিবারি নয়নে
লিখিয়া ক্ষমতাপত্র রাখেন গোপনে।
সেই সে ক্ষমতাপত্র লিখিলা এ ভাবে
আমার সম্পত্তি কোর্ট-ওয়ার্ডে না যাবে।
আমার কুমার যোগ্য না হবে যাবৎ
কর্ম্মচারি হাতে রাজ্য থাকিবে তাবৎ।
দেওয়ান নবীন আর বাবু রূপলাল
ইহাদের মন আমি জানি চিরকাল।
এই দুই জন অতি সরলহৃদয়
কোনরূপে কোন কার্য্যে অবিশ্বাসী নয়।
ইহাদিগে দিলে ভার না হইবে ক্ষতি
বরঞ্চ হইবে এই রাজ্যের উন্নতি।
নাবালক সাবালক হইবে যখন
আপন বিষয় বুঝি লইবে তখন।
এরূপে ক্ষমতাপত্র লিখি নিজ করে
রাখিলেন সযতনে বাকস ভিতরে।

(কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত নবীন ও রূপলালের কথোপকথন।)

তারপর দিন দেওয়ান নবীন
আইল বাবুর কাছে,
দেখিতে ভূপাল বাবু রূপলাল
আইল তাহার পাছে।
দেখিয়া দু'জনে সজল-নয়নে
বাবু কন মৃদুরবে,
বাঁচিব না আর এ রাজ্যের ভার
লহ হে তোমরা সবে।
এ কথা বলিয়া বাকস খুলিয়া
ক্ষমতাপত্রিকা ল'য়ে,
উভয়ের করে সমর্পণ করে
নানামত কথা ক'য়ে।
তাহা করি পাঠ উঠে কান্নাহাট
ভাসিয়া নয়ন-জলে,
শিরে কর হানি সে কাগজ খানি
নবীন ছিঁড়িল বলে।
পরে সেই কয় কেন মহাশয়
এ সংশয় তব মনে?
বিপদ প্রভূত আপনি আহূত
করে বল কোন জনে।

শুনিলে এ বাণী কর্ত্রী ঠাকুরাণী
মরিবে শঙ্কট গণি,
অনলে পশিবে জলেতে ডুবিবে
অথবা ধরিবে ফণী।
তোমার বয়ান শশীর সমান
সতত অমৃতভাষী,
সে বদনে কেন কুবচন হেন
তরল-গরল-রাশি।
এতেক বলিয়া কর আঘাতিয়া
নবীন ভাঙ্গিল ভাল,
তাহা নিরখিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া
কহিতেছে রূপলাল।

গীত।

কহে রূপলাল, ওহে মহীপাল,
মোদের ভাঙ্গিল কি কপাল এতদ্দিনে।
হারাইয়া চন্দ্র, হ'য়ে চির-অন্ধ,
ও কে রবে হে অন্ধকার ভবনে।
পুর-দূরবাসী যত, আর কত সভাসদ,
থাক্‌তে জীবন হইবে হত,
কেউ জীবেনা জীবেনা পাপ-জীবনে।

(পয়ার।)

ছিঁড়িল ক্ষমতাপত্র দেওয়ান নবীন
দেখিয়া কহেন তারে বাবু সুপ্রবীণ।
ছিঁড়িয়া ক্ষমতাপত্র করিলে না ভাল
ইহা লাগি পরিণামে ঘটিবে জঞ্জাল।
মমতাবশেতে ভাবী না ভাবিলা মনে
পরে প্রতিফল পাবে সবে সে কারণে।
শুনিয়া বাবুর মুখে সকল বচন
নবীন মলিন-মুখে কহিছে তখন।
কেন হেন অকুশল করিছ চিন্তন
এ নহে শঙ্কট রোগ হবে নিবারণ।
এইরূপে প্রবোধিয়া তবে দুইজনে
কান্দিতে কান্দিতে গেল আপন ভবনে।

(কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর শিহুড়ি গমন ও বৈদ্যমতে চিকিৎসা।)

পরে কিছুদিন গতে বাবুর সদন
উপনীত হন আসি বহু বন্ধুজন।
তাঁহাদের সঙ্গে যুক্তি করি অতিমান
বায়ু-পরিবর্ত্ত হেতু শিহুড়িতে যান।

তথায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে হ'য়ে উপনীত
দুর্গাগতি-দ্বিজবরে (১) ডাকান ত্বরিত।
দুর্গাগতি মহাকৃতী অতি বুদ্ধিমান
যশস্বী সুজন দাতা জজের দেওয়ান।
রোগের বৃত্তান্ত শুনি হ'য়ে নিরানন্দ
উপনীত হন আসি যথা কৃষ্ণচন্দ্র।
শ্রীকুলদানন্দ (২) তাঁর সঙ্গেতে আসিয়া
বসিলেন কৃষ্ণচন্দ্র-সন্নিকটে গিয়া।
বাবুর অবস্থা দেখি উভয়ে তখন
হইল বিষাদ-সিন্ধুনীরে নিমগন।
তবে তারা বুঝাইয়া বাবু কৃষ্ণচন্দ্রে
আনাইলা যুক্তি হেতু শ্রীজগদানন্দে (৩)।

---

(১) 'দুর্গাগতি'—রায়বাহাদুর শ্রীদুর্গাগতি মুখোপাধ্যায়, সি, আই, ই,। ইনি পূর্ব্বে বীরভূম-জজের সেরেস্তাদার ছিলেন। তিনি কলিকাতায় ষ্ট্যাম্প কলেক্টার ও বেঙ্গল্ লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য থাকিয়া সম্প্রতি কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন।

(২) 'শ্রীকুলদানন্দ'—শ্রীকুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর ভগ্নীপতি। ইনি চব্বিশপরগণায় সব-জজ ছিলেন।

(৩) 'শ্রীজগদানন্দ'—শ্রীজগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা। ইনি হাই-কোর্টের উকিল ছিলেন।

উপনীত হ'য়ে তিনি বাবুর নিকটে
দেখিলেন রোগ অতি-ভয়ঙ্কর বটে।
তবে সবে বিচারিয়া বাবুর অবস্থা
বৈদ্যমতে চিকিৎসার করিলা ব্যবস্থা।
তবে শীঘ্র চন্দ্রবৈদ্যে (১) করি আনয়ন
চন্দ্র-করে কৃষ্ণচন্দ্রে করেন অর্পণ।
বিবিধ-বিধানে বৈদ্য চিকিৎসা করিল
কিন্তু কিছু ফললাভ করিতে নারিল।
বৈদ্যের ঔষধে কিছু ধরিল না গুণ
বরঞ্চ রোগের বৃদ্ধি হইল দ্বিগুণ।
লিখিতে দুঃখের কথা কান্দিছে অন্তর
এবে কহি শুন যাহা হয় অতঃপর।

(জজ্‌সাহেবের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের কথোপকথন।)

এক দিন সে ভবনে · জজ্-ম্যালেটের (২) সনে
প্রসিদ্ধ-ডাক্তার-"স্যারিডান" (৩)

---

(১) 'চন্দ্রবৈদ্য'—শ্রীচন্দ্র কিশোর সেন। ইনি কলিকাতায় খ্যাতনামা কবিরাজ ছিলেন।

(২) 'ম্যালেট্'—ও, ডবলিউ, ম্যালেট্ সাহেব। ইনি বীরভূমের তদানীন্তন জজ্ ছিলেন।

(৩) 'স্যারিডান'—বীরভূমের সিভিল সার্জ্জন ছিলেন।

পাদ্রি (১) ও জগদানন্দ হ'য়ে সবে নিরানন্দ
যান যথা বাবু বিদ্যমান।
নিরখিয়া তাসবারে বাবু কন বারে বারে
আর মোর বেশী দিন নাই
পরে করি মুণ্ড হেট্ করেতে ধরিয়া পেট
কহেন ম্যালেট্-মুখ চাই।
ঔষধ খাইনু কত তবু রোগ ক্রমাগত
বাড়ে এবে ভেবেছি অসার
ক্ষীর সর আদি গব্যে রুচি নাই কোন দ্রব্যে
ঘুচিলনা পেটের বিকার।
কি কষ্ট দিলেন ধাতা নাহি পিতা কিম্বা ভ্রাতা
পর ল'য়ে চালাই সংসার
কেবা বুঝে লবে রাজ্য কেবা চালাইবে কার্য্য
কার করে দিয়ে যাব ভার।
অনেক পুণ্যের ফলে পেয়েছিনু করতলে
এ হেন রাজত্ব ধনাগার
করিতে না পেনু ভোগ হইল অসাধ্য রোগ
যায় প্রাণ না দেখি নিস্তার।

---

(১) 'পাদ্রি—ইঁহার নাম উইলিয়ামসন। ইনি চিকিৎসা ব্যবসাও করিতেন।

এবে সে ভাবিনু সার তোমা বিনে গতি আর
নাহি কোন জনের নিকটে
লইয়া রাজ্যের ভার করহ মোরে নিস্তার
পড়িয়াছি বিষম সঙ্কটে।

গীত।

দেখ সাহেব ধর্ম্ম অবতার! তোমারই একতার।
সুবিচারে রেখ রাজ্য, ক'র না হে অবিচার॥
জননী মোর জীর্ণজরা, শোকেতে অতি কাতরা,
আমি হে তাঁর নয়নের তারা।
নয়ন-তারা হারাইয়ে, থাকিবেন অন্ধিনী হ'য়ে,
তাঁরে যেন মন্দ ক'য়ে কেহ না করে তিরস্কার॥
নয়নের অঞ্জন আমার শ্রীরামরঞ্জন হে,
দেখ যেন যত্ন করে রেখ সর্ব্বক্ষণ হে;
এটী আমার কুলের তিলক, মাতৃহীন সোহাগের বালক,
কুলোজ্জ্বল কুলের আলোক, সর্ব্বদা স্বচক্ষে রেখ,
সুধাময় বাক্যে ডেক, বিপদ্ হ'লে তুমি দেখ,
নইলে কে দেখিবে আর।

(পয়ার।)

সাহেব বলেন ইহা আমারে না কবে
আইনে যা নাই তাহা কেমনে সম্ভবে।

কোর্টেতে (১) সম্পত্তি গেলে দেখে কালেক্টার
আমার নাহিক তাহে কোন অধিকার।
কোর্টেতে সম্পত্তি যদি নাহি দিতে চাও
বিশ্বাসী-লোকের হাতে রাজ্যভার দাও।
এমন সময় তথা সভ্য এক জন
কহিলেন মোরে রাজ্য করহ অর্পণ।
আমার করেতে রাখি নিজ-রাজ্য-ধন
সমুদ্র-ভ্রমণে বাবু করহ গমন।
দক্ষিণের বায়ু ভাল আর ভাল জল
দুই এক মাস মধ্যে পাইবে সুফল।
আরোগ্য হইলে দেশে করি আগমন
পুনরায় নিজ রাজ্য করিবে গ্রহণ।
এ কথা শুনিয়া বাবু অধোমুখে রন
অন্তরে লাগিল ব্যথা মনে মনে কন।

গীত।

বিধির কি ঘটনা মরি হায়।
কি না আছে লিপিবদ্ধ, বুঝিতে নারি অন্ধ,
ভুলে গেলাম নিজ গুরুর পাদপদ্ম, মম দেখিয়া অভদ্র,
এ হেন সুভদ্র, সমুদ্রে ভাসাতে চায়॥

(১) কোর্ট অর্থাৎ কোর্ট অব ওয়ার্ডস্।

বামহস্তে দিয়া নিজ গণ্ডস্থল, যুগলনয়ন করে ছলছল,
(ভাবেন) কেমনে খাইব সমুদ্রের জল, সহজে দুর্ব্বল-কায়॥
এ সময়ে আমায় যদি কোন ধীরে,
না পাঠায়ে দূর-সমুদ্রের নীরে,
ল'য়ে যায় মাতাসুরধুনী-তীরে, সুহৃদ্ বলিব তায় ॥

(পয়ার।)

সমুদ্র-ভ্রমণে তাঁর না হইল মন
জানিতে পারিল সব সমাগত জন।
সাহেব বলেন আমি বুঝিলাম ভাবে
বাবু তুমি সমুদ্র ভ্রমণে নাহি যাবে।
কিন্তু হে মনের কথা বলহ প্রকাশি
কারে রাজ্য দিতে চাও কে হয় বিশ্বাসী।
ইহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র কহেন কাতরে
যা হয় করিব তাহা শুনিবেন পরে।
এক্ষণে বাসনা, না রহিব এ ভবনে
জননীর পাদপদ্ম পড়িয়াছে মনে।
পরাণপুতলি মম নয়ন-অঞ্জন
নয়নে দেখিব গিয়া শ্রীরামরঞ্জন।
নিদান-সময়ে কেন অন্য ধামে রব
নয়নে দেখিব গিয়া শ্রীরাধাবল্লভ।

বুঝেছি সকল যাহা হবে যাবে পরে
নিদানের কার্য্য সব করি গিয়া ঘরে।
বাটীতে যাইতে সদা কান্দিছে পরাণ
যাইয়া করাব শান্তি পড়াব পুরাণ।
মনে মনে সার যুক্তি করিয়াছি ধ্রুত
ঔষধ না খেয়ে খাব প্রভু-পদামৃত।
করিয়া যাতনা ভোগ যত দিন জী'ব
তত দিন প্রাণপুত্রে নয়নে দেখিব।
যত দিন এই দেহে থাকিবে জীবন
তত দিন মাতৃপদ করিব দর্শন।

গীত।

হেথা মন কেন সুখী রবে।
স্মরি রাধাশ্যাম, চল নিজ ধাম,
ব্যারাম আরাম না হয় না হবে॥
যত দিন এসেছি এ অশুভালয়,
তদবধি মাতার চক্ষে বারি বয়,
স্মরণ করিলে সেই পদদ্বয়,
আমার হৃদয় সতত দ্রবে॥
সর্ব্বশাস্ত্রকার সর্ব্বশাস্ত্রে গান,
জননী জন্মভূমি স্বরগসমান,

ত্যজিয়া সে স্থান, আসিয়ে এ স্থান,
প্রাণ কেন জুড়াইবে ॥
ঘরে গিয়া মায়ের চরণ সেবিব,
তিনি যা বলিবেন তাই সে করিব,
তাঁর অনুগ্রহে ত্বরিতে তরিব,
না হয় মরি ত মরিব ভবে ॥
দুধের বালক আমার শ্রীরামরঞ্জন,
কার কাছে বসি করিছে ক্রন্দন,
দেখিলে তাহার সে চন্দ্রবদন,
অনেক বেদনা যাবে ॥
এ দেহ দুর্ব্বল প্রবল ব্যারাম,
যদি দুরদৃষ্টে না হয় আরাম,
তবে সে নিদানে কাণের কাছে রাম,
আমায় রামনাম শুনাইবে ॥

(হেতমপুরে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রত্যাগমন।)

বাবুর আক্ষেপ বাক্য করিয়া শ্রবণ
নিজ নিজ বাসে সবে করিল গমন।
এখানেতে কৃষ্ণচন্দ্র দিবা গত করি
শুভযাত্রা করিলেন স্মরিয়া শ্রীহরি।
অতি সে দুর্ব্বল কায় শিবিকারোহণে
উপনীত হন আসি আপন ভবনে।

শ্রীরাধাবল্লভ-পদে প্রণাম করিয়া
দেখেন যুগলরূপ নয়ন ভরিয়া।
প্রেমজলে ভিজাইয়া পরিধেয় ধুতি
কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রে করিলেন স্তুতি।
পরে প্রণিপাত করি মায়ের চরণে
কোলে লইলেন পুত্র শ্রীরামরঞ্জনে।
চিবুক ধরিয়া করি বদন চুম্বন
শীতল হইল তাঁর তাপিত জীবন।
তথাপি নিজের দশা ভাবি পুনরায়
বালকের মুখ দেখি করে হায় হায়।
ঝর ঝর ঝরিতে লাগিল দুই আঁখি
সে দুঃখ দেখিয়া কান্দে কাননের পাখী।
জনক-নয়নে নীর নিরখি নন্দন
কাতরে কোলেতে বসি করেন ক্রন্দন।
নন্দন-ক্রন্দন দেখি দুঃখিত হইয়া
কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রে কহেন কান্দিয়া।

গীত।

এ কি দুরদৃষ্ট, ঘটাইলে কৃষ্ণ,
এত কষ্ট কেন আমায় দিলে।
আমার হেন রাজ্যধন, অমূল্যরতন,
কি গুণেতে দিয়া কি দোষে নিলে॥

তুমি কারে বা হাসাও, কারে বা কান্দাও,
কারে ভাসাও হে সাগর-সলিলে ॥
কারে রাখ বেশান্তরে, কারে দাও হে দেশান্তরে,
নরে বুঝতে নারে তোমার লীলে ॥
তাই বল ভগবান, আমার এমন সন্তান,
একে ধরবে কে আর করবে কোলে ॥
ওহে জগতজনক, ত্রিলোক-পালক,
এ দীন বালকে করিহ কোলে ॥
ওহে কৃষ্ণধন, গিরি গোবর্দ্ধন,
ধরেছিলে নিজ করাঙ্গুলে;
ওহে করুণাবতার, শ্রীনন্দকুমার,
সে ভার চেয়ে নয় ভার আমার ছেলে ॥

(পয়ার।)

তারপর কৃষ্ণচন্দ্র নিরানন্দমনে।
উপনীত হন আসি বিশ্রাম-ভবনে।
গোবিন্দসায়র'পরে মনোহর ঘর
শয়ন করেন গিয়া তাহার ভিতর।
মনে মনে যুক্তি করি কাতর অন্তরে
লিখিলা ক্ষমতাপত্র পুনঃ নিজ করে।

শ্রীরূপ, নবীন আর শ্রীতারাচরণ (১)
এ ধন সম্পত্তি সদা করিবে রক্ষণ
শিশু যবে যোগ্য হ'য়ে বুঝিবেন কার্য্য
আপনার হাতে লবে আপনার রাজ্য।
এরূপ ক্ষমতাপত্র লিখি কৃষ্ণচন্দ্র
বাকসে রাখিয়া চাবি করিলেন বন্ধ।
তদন্তে দুঃখের কথা কি বলিব হায়
কহিতে কঠিন কথা বুক ফেটে যায়।
বার শ' আট্‌ষট্টি সাল আশ্বিন মাহায়
বাড়িল বাবুর ব্যাধি প্রাণ যায় যায়।
সে সংবাদ গেল তবে শিহুড়ি জেলায়
শুনিয়া সাহেবগণ করে হায় হায়।
"পাদ্‌রি" সাহেব আর সেই স্মারিডান
রাজবাটী যাব বলি সাজাইলা যান।
আসিয়া হেতমপুরে হন উপনীত
দেখিয়া বাবুর মন হয় হরষিত।
"পাদ্‌রি" করেন তবে শুভাদি জিজ্ঞাসা
বাবু কন জীবনের নাই আর আশা।
যেরূপ যাতনা প্রাণে যে কষ্টেতে আছি
বেঁচে মরে আছি যেন মলে প্রাণে বাঁচি।

---

(১) শ্রীতারাচরণ মুখোপাধ্যায়—ইনি রাজষ্টেটের মোক্তার এবং কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর অত্যন্ত বিশ্বাস ভাজন ছিলেন।

গীত।

আর কি শুধাও সাহেব, তোমায় প্রকাশিয়ে কব কত।
সর্ব্বদা অসুখ, জ্বলে যায় বুক, শুখাইছে মুখ তৃষা সতত॥
প্রাণান্তে পারি না একটী পা হাঁটিতে,
চারি মাস আছি মিশায়ে মাটীতে,
সুখ নাই খেতে শুতে দিন রেতে,
হ'লাম ভাবিতে ভাবিতে জীবিতে মৃত॥

(পয়ার।)

শুনিয়া বাবুর কথা তাঁহারা তখন
যাইতে করেন ইচ্ছা আপন ভবন।
বাবু কন দেহে প্রাণ থাকিবে যাবৎ
তোমরা যাইতে সবে পাবে না তাবৎ।
অনুগ্রহ প্রকাশিয়া মোর বাক্য রাখ·
আমার নিকটে কিছু দিন দোঁহে থাক।
শুনিয়া বাবুর মুখে কাতর বচন
ফিরিয়া না যান আর সাহেব দু'জন।
চিকিৎসক স্যারিডান করেন চিকিৎসা
পাদ্রি সাহেব করে সদা যাওয়া আসা।

(কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর মৃত্যু।)

কিছু দিন গত হ'ল শুন তার পরে
অকস্মাৎ মহাভয় বাবুর অন্তরে।
বার শ' আট্‌ষট্টি সাল কার্ত্তিক মাহায়
আশ্বিনের চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়ায়।
রোগের যাতনা বড় উঠিল বাড়িয়া
কাতরে কান্দেন বহু বিলাপ করিয়া।
ডাকিয়া নবীন চাঁদে কহে কৃষ্ণচাঁদ
কি করিব কোথা যাব ঘটিল প্রমাদ।
ওহে মন্ত্রি আজি মম নাহিক কল্যাণ
দিবা কিম্বা রাত্রি শেষে হারাইব প্রাণ।
তোমরা আমার কাছ না যাবে ছাড়িয়া
সকলে আসিয়া মোরে থাকিবে বেড়িয়া।
কাল নিশি অবশেষে দেখেছি স্বপন
নিশ্চয় জানিনু মোর নিকটে মরণ।
ওহে মন্ত্রিবর যেন বন্ধনে না মরি
ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিও কোমরের দড়ি।
একমাত্র যজ্ঞসূত্র রাখি যথা স্থানে
বিদায় করিহ মোরে অতি সাবধানে।

পৌরাণিক আনি শীঘ্র পুরাণ শুনাও
প্রায়শ্চিত্ত বৈতরণী সত্বরে করাও।
দেখ হে নবীন যেন ভুলনা সে কালে
সময়ে রামের নাম লিখে দিও ভালে।
দেখ হে ভুলনা যেন রেখ রেখ ধর্ম্ম
সময়ে বলাবে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।
আমি যদি ভুলে যাই তুমি না ভুলিবে
কাণের কাছেতে নাম সকলে বলিবে।
সর্ব্বাঙ্গ লেপিয়া দিও গঙ্গা-মৃত্তিকায়
"হরেকৃষ্ণ" "হরেরাম" লিখে দিও তায়।
কি আর বলিব তুমি জানহ সকল
বদনে ঢালিয়া দিও সুরধুনী-জল।
শিয়রে তুলসীবৃক্ষ করিয়া স্থাপন
মুখেতে তুলসীপত্র করিবে অর্পণ।
নিকটে বসিয়া যেন কেন্দ না হে সবে
পুনঃ পুনঃ হরিনাম কর্ণমূলে কবে।
এ কথা শুনিয়া মন্ত্রী শিরে দিল হাত
একবারে হ'ল যেন শত বজ্রাঘাত।
নিবারিতে নারে অশ্রু করয়ে ক্রন্দন
কাতর বচনে কহে ধরিয়া চরণ।

গীত।

হায় রে আজ এ কুকাজ করি কেমনে।
থাক্‌তে প্রাণ, তব অন্তর্দ্ধান, দেখ্‌ব নয়নে॥
কেন বা এ হীন, ছিল এত দিন,
কেন ম'ল না নবীন ফণী দংশনে॥
এ দেশে না রব, দেশান্তরী হব,
জীবন ত্যজিব ডুবি জীবনে॥

(পয়ার।)

এ কথা শুনিয়া বলিলেন কৃষ্ণচন্দ্র
কেন হে নবীন! হ'লে এত নিরানন্দ?
চোর সাধু পণ্ডিতাদি নবীন প্রবীণ
কেহ এড়াইতে নারে মরণের দিন।
জন্ম মৃত্যু লাভালাভ ভাগ্যে যাহা রয়
হইতেই হবে তাহা খণ্ডিবার নয়।
ঈশ্বর নিকটে এবে এই ভিক্ষা চাই
পরম আনন্দে যেন ভবপারে যাই।
এত বলি মৌনভাব করিয়া ধারণ
স্মরণ করেন হৃদে গোবিন্দ-চরণ।
মরণ নিকট ভয়ে কাঁপিতেছে প্রাণ
বিপদবারতা হরি-শ্রীপদে জানান।

গীত।

এই আমার খেলা সাঙ্গ হ'ল হে হরি।
দেহ হইল বিভঙ্গ, ফিরে চাও হে ত্রিভঙ্গ,
আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ থর হরি ॥
স্মরণ করি হরি তব পাদপদ্মে,
দয়া করে এস মম হৃদ্‌পদ্মে,
নিজ গুণে অদ্য ফিরে চাও ক্ষুদ্রে,
নইলে দুঃখের সমুদ্রে ডুবিয়া মরি ॥
ফাটে বুক দুখ না হয় সম্বরণ,
তাইতে তোমায় ঘন ডাকি শ্যামবরণ,
সর্ব্বেশ্বর কর সর্ব্বদুঃখ হরণ,
মরণ কালে দাও হে শ্রীচরণ-তরি ॥

(পয়ার।)

বাবুর অবস্থা তবে করি নিরীক্ষণ
জননীরে সমাচার দিল একজন।
যেরূপ দেখিয়া গেছে তাহাই কহিল
শুনিয়া মায়ের প্রাণ চমকি উঠিল।
কান্দিতে কান্দিতে মাতা করেন গমন
পুত্রের নিকটে আসি দিলা দরশন।

দুঃখের সময়ে নিজ জননীদর্শনে
ঝর ঝর ঝরে বারি যুগলনয়নে।
প্রণমি জননী-পদে নিজ হস্ত তুলি
শির'পরে ধরিলেন চরণের ধূলি।
পুত্রদশা মলিন দেখিয়া ঠাকুরাণী
কান্দিয়া কান্দিয়া কন শিরে কর হানি।
হায় কি ঘটিল হেন কুৎসিত ব্যারাম
পরাণপুতলি মোর হ'ল না আরাম।
এ দেহে পরাণ আর কি সুখে রাখিব
প্রভাতে উঠিয়া কার বদন দেখিব।
পতি হারাইয়া কভু করি নাই দুখ
পরম আনন্দে ছিনু দেখি পুত্রমুখ।
সে পুত্রের হয় যদি অকালে মরণ
তবে প্রাণ রাখি বল কিসের কারণ।
ভুজঙ্গ ধরিব কিম্বা গরল ভক্ষিব
জলেতে ডুবিব নয় অনলে পশিব।
এই বার ইহা আমি করিলাম সার
এ পাপ-জীবন-ভার না রাখিব আর।
শুনিয়া মায়ের মুখে বিলাপ-বচন
বাবুর মনেতে হ'ল বিষম বেদন।

কান্দিয়া বলেন কৃষ্ণচন্দ্র গুণমণি
আমার মরণে কেন মরিবে জননী।
মাতৃহীন শিশু মোর শ্রীরামরঞ্জন
তুমি ম'লে কে তাহারে করিবে পালন।
আশীর্ব্বাদ কর মাতা মোর পানে চাই
তব আশীর্ব্বাদে যেন হরি-পদ পাই।

গীত।

আমায় বিদায় দাও জননি! শেষের বলা এই বলিলাম।
আমার মনে ছিল যা, হ'ল না গো তা,
(অকালে) কালের কবলে পতিত হ'লাম॥
(কর) এই আশীর্ব্বাদ মোরে, পদ দিয়ে শির'পরে,
বাঁধে না আমায় শমনকিঙ্করে, যেন মরি না ডরে,
মুখে হরিগুণ গাই, প্রেমানন্দ পাই,
সুখে যাই সেই বৈকুণ্ঠধাম॥
আমারে মনেতে পড়িবে যখন,
তখন দেখিবে শ্রীরামরঞ্জন, নয়নের অঞ্জন,
দেখ দিও না গো ফেলে, মাতৃহীন ছেলে
তোমার কোলে তুলে সঁপিয়ে দিলাম॥

ত্রিপদী।)

শুনি সেই বাণী কর্ত্রী-ঠাকুরাণী
হইল পাগলীপারা।
দু'নয়ন ঝরে বুক বেয়ে পড়ে
একবারে শত ধারা।
বলে বাছাধন কেন রে জীবন
ত্যাজিবি কি তব দুখ
জননী দুখিনী রবে একাকিনী
হেরিয়া কাহার মুখ।
তোমার জনক সে পুণ্যশোলক
গিয়াছে স্বরগ বাসে।
আমি অভাগিনী পাপিনী তাপিনী
বাঁচিব কি সুখ আশে॥
এ ঘর-দুয়ার সকলি আন্ধার
হইবে তোমার লাগি
তোর শোকানল হইয়া প্রবল
হৃদয়ে রহিবে জাগি।
ছাড়িয়া আমারে মা বলিবি কারে
কি দোষ পাইলে মার?

হইয়াছে যাহা প্রকাশহ তাহা
পুনঃ না হইবে আর ॥
তোমারে না দেখে তোমারে না ডেকে
কেমনে রহিব বাপ।
মৃদু মৃদু স্বরে মা বল সত্বরে
শুনিয়ে ঘুচাই তাপ ॥
(ওরে) জীবন কুমার বাপ রে আমার
মিষ্ট বড় কৃষ্ণনাম
ডেকে সুখ পাই সদা ডাকি তাই
ভুলি নারে অবিরাম।
এ ঘর দুয়ার করিয়া আন্ধার
কার ঘরে কোথা যাবি?
বল কুলমণি কার ঘরে ননী
মা বলিয়ে চেয়ে খাবি।

গীত।

ও বাপ কোথায় যাও কৃষ্ণচন্দ্র রে আমার।
ওরে ওরে প্রাণধন, পরম রতন, ভুবন জীবন করে অন্ধকার ॥
কারে দিয়া যাবি রত্ন-গৃহ-চাবি,
কারে দিয়া যাবি অশ্ব গজ গাভী,

মায়ে দুখ দিয়ে কত সুখ পাবি,
কার করে দিবি এ রাজ্যের ভার ॥
একমাত্র বংশধর তব কুলে,
শ্রীরামরঞ্জন মাতৃহীন ছেলে,
শয়নে স্বপনে তোমারে না ভুলে,
কার কোলে তুলে দিবি সে কুমার ॥

(লঘু ত্রিপদী।)

মায়ের বচন শুনিয়া তখন
বলিছেন কৃষ্ণচন্দ্র
দিবা গত প্রায় রবি অস্ত যায়
সময় আসিছে মন্দ।
গোখুরের ধূলি ভরিয়াছে কুলি
আনে গোপাল গো-পালে,
পাখীগণ সব করে কলরব
বসিয়া গাছের ডালে।
কুলের বনিতা পাকায়ে পলিতা
প্রদীপ করিছে দান,
আরতি ঝাঁঝর বাজিছে কাঁসর
শুনহ পাতিয়ে কান।

দ্বিজগণ সব সন্ধ্যা-স্তব-রব
করিছে দক্ষিণঘাটে
কান্দিছে পরাণ বেলা অবসান
সূরয বসিল পাটে।
আন ত্বরা ক'রে নবীন কিশোরে
কথা আছে তার সনে
ক'র না আক্ষেপ সময় সংক্ষেপ
বুঝিতে পেরেছি মনে।
বলিতে বচন সাহেব দু'জন
রূপলাল তারাচাঁদে
শ্রীকুলদানন্দে লয়ে নিরানন্দে
দেখিতে আইল চাঁদে।
সম্ভ্রম-শালিনী বাবুর জননী
পশ্চিম ঘরেতে যান,
সবে সবে আসি আঁখি জলে ভাসি
করিতেছে অনুমান।
যেরূপ লক্ষণ করি নিরীক্ষণ
শুন ওহে রূপলাল!
বুঝিবা এ বার নাহিক নিস্তার
নিকট হইল কাল।

শুনি বাবু কন নিশ্চয় মরণ
হইরে যামনা-ভাগে,
(কেহ) যেও না ত্যাজিয়ে যামিনী জাগিয়ে
থাকহ আমার আগে।
জীবন চঞ্চল শরীর বিকল
সতত কাঁপিছে বুক,
নিশ্চয় বাণী পোহালে রজনী
আর না দেখিবে মুখ।
রোদন উপেখি দেখ দেখ দেখি
দেখা দেখি হ'ল সায়
আর না ডাকিবে আর না দেখিবে
প্রাণ দিব হরিপায়।
ক্ষমতা দিয়াছি বাক্সে রেখেছি
লিখিয়া যাদের নাম
সেই অনুসারে এ রাজ-সংসারে
করিহ সকল কাম।
এ কথা বলিয়ে অঙ্গুলি হেলায়ে
ডাকিয়া র।নমঞ্জনে
নবীনের করে সমর্পণ ক'রে
কহেন দুঃখিত মনে।

গীত।

ধরে পুত্রের দু'কর আপনার করে নবীনের করে করেন অর্পণ।
আমার এইমাত্র এক, সর্ব্বদাই দেখ, যত্নে রেখ আমার শ্রীরামরঞ্জন॥
মম অদর্শনে বসিয়া বিরলে, কান্দবে যখন ছেলে,
পিতা পিতা বলে, তখন যত্নে দিবে তুলে,
জননীর কোলে, যায় যাতে ভুলে আমার স্মরণ॥

(পয়ার।)

আহা আহা উহু উহু হুহু হুহু রবে
পিতা কান্দে পুত্র কান্দে আর কান্দে সবে।
কৃষ্ণচন্দ্রে বলে কেহ করুণা-বচনে
কান্দিয়া কান্দাও কেন শ্রীরামরঞ্জনে।
পড়িয়া রয়েছে বাছা ভূমে অঙ্গ ঢেলে
কোলে তুলে লও এই মাতৃহীন ছেলে।
কপালে আঘাত করে তোমার জননী
দারুণ দুঃখেতে যেন মণিহারা ফণী।
অন্তরে বুঝিয়া দেখ সবার অন্তর
একবারে সকলেতে হয়েছে কাতর।

হৃদয় সুস্থির কর সুহৃদ্-বচনে
পুত্র প্রতি ফিরে চাও করুণা-নয়নে।
একথা শুনিয়া বাবু মেলিয়া নয়ন
একদৃষ্টে নিরখেন শ্রীরামরঞ্জন।
প্রাণ কেন্দে উঠে দেখি সে চাঁদ-বদন
অঙ্গুলি হেলায়ে কাঁছে ডাকেন তখন।
আয় রে প্রাণের প্রাণ আয় কোলে আয়
দেখিয়া তোমার মুখ বুক ফেটে যায়।

গীত।

(পরাণ) যাদুয়া রে (বাপ) একবার (আমার) আয় রে কোলে।
তোরে কোলে লয়ে দুঃখ যাই ভুলে॥
আমার কোলে ব'সে বাপ, বল দেখি বাপ,
আমি জুড়াই সর্ব্বতাপ অন্তিম-কালে॥
আজ মম বড় বেড়েছে ব্যারাম,
নিশ্চয় মরিব হবে না আরাম,
বিধি হ'ল বাম, আমার বুকে আয় রে রাম,
(জুড়াও) হৃদয়-ধাম, (ও রাম) শুনাও রামের নাম কর্ণমূলে॥

(পয়ার।)

কোলে করি বাবু কন বাপ রে কুমার
কিছুই করিতে আমি নারিনু তোমার
বাছাধন এই খেদে বিদরে হৃদয়
দেখিতে না পাইলাম তব পরিণয়।
হৃদয়-মাঝারে মম রয়ে গেল দুখ
দেখিতে না পেনু পুত্র তব পুত্রমুখ।
এ সব মনের কথা কহিব রে কারে
রহিল দারুণ-দুঃখ হৃদয়-মাঝারে।
বলিতে কহিতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
ঊর্দ্ধশ্বাস বহে কণ্ঠ করে ঘড় ঘড়।
সর্ব্বাঙ্গ শীতল হ'ল হস্তে ধাতু নাই
বুকের পঞ্জর সব করে আই ঠাই।
অঙ্গের বন্ধন সব খসিতে লাগিল
মৃত্যুর লক্ষণ প্রায় সমস্ত হইল।
মরণ নিকট বুঝি নবীন তখন
সর্ব্বাঙ্গেতে হরি নাম করিলা লিখন।
সর্ব্বাঙ্গ লেপন করি গঙ্গা-মৃত্তিকায়
সারি সারি রাম নাম লিখি দিল তায়।

শ্রীরাধাবল্লভ নাম লিখে সেই কালে
রাম আসি রামনাম লিখি দিল ভালে।
কেহ দেয় বদনেতে তুলসীর দল
কেহ দেয় তাড়াতাড়ি সুরধুনী-জল।
কেহ টেনে ছিঁড়ে দেয় কোমরের দড়ি
কেহ বা কাণের কাছে বলে হরি হরি।
প্রেমভক্তি-ভরে স্মরি গঙ্গা-নারায়ণ
কৃষ্ণচন্দ্র বৈকুণ্ঠেতে করেন গমন।

কর্ত্রী ঠাকুরাণীর বিলাপ।

(গীতিকা ছন্দ।)

তাপিতা-জননী অতি-বিষাদিনী
মৃত দেখি কৃষ্ণচাঁদে
হ'য়ে পাগলিনী শিরে কর হানি
আছাড় খাইয়া কাঁদে।
পিপীড়া-জড়িত মহীলতা যেন
উলট পালট করে
অথবা যেমন সজীবন মীন
তপত কটাহে পুড়ে।

ক্ষণে সচেতন ক্ষণে অচেতন
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে
শানের উপরি মাথা কুঁড়ি কুঁড়ি
রুধিরে ভাসায় বাসে।
(বলে) আন গো কাটারি কঠিন কুঠারী
হানিব আপন ভালে
আকুলিত প্রাণ ঝাঁপ দিতে যান
গোবিন্দসায়র (১) জলে।
কখন পড়িয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে
শবের নিকটে যান
শব দেহ ধরি চাঁদমুখ হেরি
চুম্বন করিতে চান।
(বলে) দাঁড়ারে দাঁড়ারে পরাণ যাদুয়া
সঙ্গেতে চলিব আমি
(কেন) না দিতেছ রা কার মাকে মা
বলিতে চলিলে তুমি।
কে দিবে তোমার গলে মণিহার
কে দিবে রে ক্ষীর-সর
তোমার ভোজন সময় কখন
কেমনে বুঝিবে পর।

---

(১) গোবিন্দসায়র—এটি হেতমপুর গ্রামের মধ্যস্থিত বৃহৎ পুষ্করিণী।

এত বার আমি তোমারে ডাকিনু
হইয়ে তোমার মা,
তুমি রে আমার কুমার হইয়ে
কেন না দিতেছ রা।
উহু উহু বুক ফাটিয়ে যাইছে
কেমনে যাইব ঘরে
এখনি পাঁজর ঝাঁঝর হইল
আর কি হইবে পরে।
সুখ-ঘন দুখ পবনে উড়াল
না পাইনু বিন্দুনীরে
কোন অপরাধে এমন হইল
বজর পড়িল শিরে।
কখন ত কোন দেবে না নিন্দিনু
না করি দুরূহ কাণ্ড
তবে কেন বিধি মোর হাতে তুলি
দিল হলাহল-ভাণ্ড।
এ বদন আমি কেমনে দেখাব
কি আশে বা ঘরে যাই
জনমের মত সুখের বাসনা
পুড়িয়া হইল ছাই।

শবেরে দেখিয়া লুটিয়া লুটিয়া
যতেক বিলাপ করে
সে কথা শুনিয়া পশু কি মনুজ
ধৈরয ধরিতে নারে।
গায়ে মেখে ধূলা কান্দে রাজবালা (১)
পিতার চরণ ছান্দে
পিতার বদন দেখিয়া রঞ্জন
ফুলিয়া ফুলিয়া কান্দে।
যতেক বান্ধব করি হাহা রব
পড়িলা ধরণী-তলে
সবার বেদনা সমান হয়েছে
কেবা কারে ধরি তোলে।

গীত।

এত দিনে হেতমপুর হ'ল দিনে অন্ধকার।
যে আসি দেখ্‌ছে সবে, কান্দছে সব হাহা রবে,
কভু নীরবে, হ'ল এক শবে সর্ব্ব দেহ শবাকার॥
এমন হাহাকার, কভু হয় না কার,
যেমন শ্যাম বিনে ব্রজের দশা সেই প্রকার;

(১) রাজবালা—শ্রীমতী রাজবালা দেবী, ইনি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর কন্যা।

বনে কান্দছে সব বন্যপশু, মায়ের কোলেতে শিশু,
কান্দে 'আ'—স্বরে, বনের পাখীর আঁখিতে বহে অশ্রুধার ॥

(কর্ত্রী ঠাকুরাণীর প্রতি কুলদানন্দের সান্ত্বনাবাক্য।)

বিবিধ বিলাপ শুনি ভাবিয়া শঙ্কট
শ্রীকুলদানন্দ কন মায়ের নিকট।
পাপিনী নহ গো মাতা তুমি পুণ্যবতী
তবে যে ঘটিল ইহা সংসারের গতি।
মরিব মরিব কর এত ভাল নয়
পুত্রশোক হেতু দুঃখ অনেকেরই হয়।
বংশের সহিত দেখ মরিল রাবণ
তবুত নিকষা মাতা রাখিল জীবন।
শত পুত্র হত হ'ল পাণ্ডবের শরে
তবুত গান্ধারী মাতা জীবনে না মরে।
কেবা কার মাতা পিতা কে কার সন্তান
যে জন জানে না ভবে সেই ত অজ্ঞান।
কেবা কার পতি কেবা কাহার বনিতা
কে কার দৌহিত্র কেবা কাহার দুহিতা।
কেবা কার মেসো পিসে কে কার মাতুল
যে জন বুঝে না ইহা সেই সে বাতুল।

কেবা কার মাসী পিসি কে কার শাশুড়ী
কেবা কার খুড়া জেঠা কেবা কার খুড়ী।
কেবা কার দাদা দিদি কেবা কার ভাই
কে কার শ্বশুর শালা কে কার জামাই।
কেবা কার রাজা কেবা কার মন্ত্রী পাত্র
পথিকে পথিকে পথে পরিচয় মাত্র।
কার সনে কি সম্বন্ধ আছে বল কার
নয়ন মুদিলে হয় সব অন্ধকার।
অতএব মাতা শোক কর সম্বরণ
নয়ন মেলিয়া দেখ শ্রীরামরঞ্জন।
অত্যন্ত হয়েছে তার মনের বেদনা
স্নেহবাক্যে তারে তুমি করহ সান্ত্বনা।
সঙ্গে লয়ে রাজবালা তুমি যাও ঘরে
করিতে অন্ত্যেষ্টি মোরা যাইব সত্বরে।
এইরূপ কত শত প্রবোধ বচন
বলিলেন তবু মাতা ক্ষান্ত নাহি হন।
তবে তাঁরে ধরাধরি করি দুই জনে
অনেক যতনে ল'য়ে যায় নিকেতনে।

গীত।

কান্দিতে কান্দিতে ঠাকুরাণী ঘরে যায় রে।
এক পদ বাড়াইয়া পুনঃ ফিরে চায় রে॥
(বলে) দিয়ে নিধি কার করে, চলিলাম আপন ঘরে,
এত দিন পরে ঘটে ঘটিল কি দায় রে॥
এই কি কপালে ছিল হায় হায় হায় রে॥

(পয়ার।)

অনেক যতনে মাতা আসি নিজ ঘর
উবুড় হইয়া পড়ে ধরণী উপর।
দুই করে ছন্দ বন্ধ করি শির'পরে
দর দর বারি ধারা দু'নয়নে ঝরে।
অনিবার এত বারি বহিয়া পড়িল
কঠিন কঙ্কর মাটী কর্দ্দম হইল।
পঙ্কিল তপত জলে শফরী যেমন
আজিরে মায়ের দশা ঘটেছে তেমন।

(শ্মশান গমন।)

এখানেতে শব লয়ে বসে আছে সব
শিরে কর হানি করে হরি হরি রব।
কৃষ্ণচন্দ্র-মৃতদেহ তুলিয়া দোলায়
সবে শব দাহন করিতে চলি যায়।

স্কন্ধেতে লইয়া দোলা দ্রুতপদে চলে
থেকে থেকে উচ্চরবে হরি হরি বলে।
ফেটে যায় বুক দুঃখ কি বলিব হায়
কেন্দে কেন্দে নাবালক পাছু পাছু যায়।
প্রবীণ নবীন আর শ্রীকুলদানন্দ
কত না বুঝান তাঁর ধরি মুখচন্দ্র।
বলে বাপ অনুতাপ ক'র নারে তুমি
যে সময়ে যা চাহিবে তাই দিব আমি।
সহ্য ক'রে দুঃখ কিছু হৃদে ধৈর্য্য বাঁধ
কাতর হইয়া বাপ কেন এত কাঁদ।
ভাবিয়া খুজিয়া তুমি দেখ পূর্ব্বাপর
পিতা লয়ে চিরকাল কে করেছে ঘর।
অতএব বলি শুন আমার বচন
শোক পরিহরি কর শ্রীহরি স্মরণ।
আমরা রাখিব রাজ্য কিছু নাহি যা..
দুঃখ নহে স্থায়ী পুনঃ সেই সুখ পাবে।
তবুত না বুঝে শিশু কেন্দে কেন্দে যায়
যেতে যেতে নানারূপে নানা ভয় পায়।
নগরে কুকুর কান্দে করি ভেউ ভেউ
বাহিরে কুৎসিত রবে ডাকিতেছে ফেউ।

কোটরেতে কেঁচ মেঁচ করিছে পেঁচায়
শকুনি সহিত গাছে গৃধিনী চেঁচায়।
উড়ে নড়ে বসে ডালে করে ঝড় ঝড়
বাতাসে তালের পাত করে খড় খড়।
পুকুরে পুরাণ মীন করয়ে 'হুড়াম'
ভূতরব ভাবি ভয়ে ভীত হয় রাম।
গগণে গরজে মেঘ অতি ভয়ঙ্কর
বহিছে প্রবল বায়ু তাহার ওপর।
ঘোর ঘন ঘটা ঘেরি শশীরে ঢাকায়
অখিল আলোক রাশি আঁধারে লুকায়।
গাছের পাতায় জল পড়ে 'টপ্ টপ্'
তৃণাদি ভিজিয়া মাটী করে সপ্ সপ্।
কঠিন কঙ্কর-মাটী বহু জলজালে
হয়েছে কর্দ্দম যেন বরিষার কালে।
হাড়র বাহিয়া জল পড়ে 'হুড় হুড়'
ভয়েতে সবার বুক করে দুর্ দুর্।
উজান বহিয়া মাছ উঠে ঝাঁকে ঝাঁক
পাঁকের উপরে ভেক করে মেক মাক।
তথায় যাইয়া কেবা জীবন বাঁচায়
ভেকের নিকটে মাথা নাগিনী নাচায়।

চৌদিকে সাপিনী কুল করে ফুস ফাস
দেখিয়া সবার মনে লাগয়ে তরাস।
তবে ত ঈশানে স্মরি শ্মশানেতে যায়
দেখিয়া ভীষণ স্থান মনে ভয় পায়।
শব ধরি শিবাকুল করে ছুট্‌ফট্‌
ভূমিতলে শব দেহ করে লট্‌ পট্‌।
কেহ বা আপন বলে টানে নাড়ী ভুঁড়ি
কেহ দিয়ে শোষে মুখ চুষে খায় মুড়ি।
আনন্দিত হয়ে কোন শৃগালী শৃগাল
ছিঁড়ি ছিঁড়ি মাস খায় ভরি ভরি গাল।
কত কত শৃগাল ছাড়িয়া দিয়া মুড়ি
কলরব করি করে কামড়া কামড়ি।
কেহ বা নদীতে চলে যায় টক্‌ টক্‌
চেখে চেখে জল খায় চক্‌ চক্‌ চক্‌।
এমন সময়ে সবে শব ল'য়ে যায়
ভয় পেয়ে শিবাকুল দূরেতে পলায়।
কিছু দূর গিয়া শিবা দাঁড়ায়ে ডাকিছে
এদিকে ইহারা গিয়া শ্মশান দেখিছে।
কলসী-সহিত কাঁথা কড়ি দড়ি খাট
স্থানে স্থানে পড়ে কত পোড়া-মুড়ো-কাঠ।

সাদা মাথা-খুলি হাড় অঙ্গারের রাশি
ছড়ায়ে রয়েছে কত জলে ভাসি আসি।
কত স্থানে কতরূপ পুড়িতেছে মড়া
চড়্ চড়্ শবদে করয়ে নড়া চড়া।
জ্বলিছে অনল জোরে দক্ দক্ দক্
পোড়া মাস খসে পড়ে থক্ থক্ থক্।
পড়্ পড়্ করে পুড়ে নাড়ি ভুঁড়ি ঘাড়
ফট্ ফট্ করে ফুটে বড় বড় হাড়।
আধ পোড়া মড়াদেহ অতি-কদাকার
দেখিয়া পাইল ভয় শ্রীরাজকুমার।
আঁখি বহি পড়ে বারি ঝর ঝর ঝর
কাঁপিছে কোমল দেহ থর থর থর।
তাঁরে দেখি কাতর কুলদানন্দ দ্বিজ
নিজবাসে মুছায়ে বদন-সরসিজ।
বলেন সাহস কর না কর রে ভয়
রাজার তনয় ভীরু হওয়া ভাল নয়।
যাহার সাহস নাই নহে বলবান
সেই নর অতি হীন নারীর সমান।
বাপের ঠাকুর তুমি শ্বশুরের নাতি
পালটিয়া দেখে চল উলটিয়া ছাতি।

ভয়ের ভবন নহে এই ত শ্মশান
ইহাতে করেন বাস ঈশানী ঈশান।
ডাক হে শ্মশানে সেই শ্যামা মুণ্ডমালী
এখনি অভয় দান করিবেন কালী।
তারা তারা তারা বলে ডাক দেখি ত্বরা
করিবে অভয় দান বরাভয়-করা।
ভক্তিসহ শক্তিপদ ভাব নিজমনে
জীবের কি আছে ভয় শিবের ভবনে।
এইরূপ কিছুক্ষণ বলিতে বলিতে।
কিঞ্চিৎ সাহস হয় বালকের চিতে।
তবে ত বিশাল-শাল-তটিনীর (১) তটে
শব দেহ নামাইল শ্মশান নিকটে।
চারি দিকে শব দেহ ঘেরিয়া তথায়
শ্মশান-বৈরাগ্য-হেতু হরিগুণ গায়।

গীত।

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥

---

(১) শালতটিনী—হেতমপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তিনী শালনদী নাম্নী নদী; ইহার তীরেই শ্মশান।

জগদীশ্বর জগজীবন, জগতারণ অঘনাশন,
নারায়ণ মধুসূদন যদুপতি মধুকৈটভারে ॥
কমলাপতি কমলাসন, কূর্ম্ম বরাহ মীন বামন,
কালীয়-দমন কেশি-মথন, কেশব হে কংসারে ॥
জয় জয় জয় গরুড়ধ্বজ, গোকুলপতি গোপাঙ্গজ,
রাম রাম রামানুজ, গিরিধর মুরহর মুরারে ॥

———

(কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রীরামরঞ্জনের গৃহে প্রত্যাগমন।)

পরেতে সরায় অন্ন সযতনে রান্ধি
কুমার পিতায় পিণ্ড দিতেছেন কান্দি।
সারিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়া বিমুখ
বলেন দারুণ দুঃখে ফেটে যায় বুক।
নানারূপে কান্দে শিশু বিনায়ে বিনায়ে
অংকে বুঝাতে নারে অনেক বুঝায়ে।
কান্দিতে কান্দিতে করে এই অনুতাপ
আর না দেখিতে পাব আপনার বাপ।
আর না ডাকিবে পিতা সুমধুর বোলে
আর না উঠিব কভু জনকের কোলে।

আর না নাচিব কভু,ধরে ধরে হাত
আর না চলিব কভু জনকের সাথ।
যত আশা ছিল মনে সব হ'ল হত
এই ত হইল দেখা জনমের মত।
এত বলি ঘরে যান শ্রীরামরঞ্জন
সঙ্গেতে চলিল তাঁর দুই-চারি জন।
ঘোর নিশা জোর করে ডাকে গণ্ গণ্
তাহাতে প্রবলবায়ু বহে শন্ শন্।
'চড়্ চড়্' শবদে ঘন ঘন কাড়ে রা
'থর থর' কাঁপিছে দেহ থড়্ রিছে পা।
পিছলে পড়িয়া পদ দৈবের ঘটন
ঠন্ ঠন্ করে ভেঙ্গে পড়িল লণ্ঠন।
দুঃখের উপরে দুঃখ কি বলিব হায়
বাতাসে বাতির আলো নিভাইয়া যায়।
ঘেরিল পঙ্কিল পথ বিপুল আন্ধারে
কোলের মানুষ কেহ চিনিতে না পারে।
কর্দ্দমে আচ্ছন্ন বহু কঠিন কঙ্কর
বিপাকেতে পড়ে পদ তাহার উপর।
কাটিল কোমল চর্ম্ম বড় লাগে পায়
উহু উহু করে রক্ত-লহরী খেলায়।

(ত্রিপদী।)

ঘনে ঘনে অবিরাম চমকে দামিনী-দাম
তাহা দেখি যান রাম ঘরে
আর কত অগণিত বিভীষিকা বিপরীত
দেখে হয় চিত ভীত ডরে।
আঁখি দুটি ছল ছল বয়ানে নয়ন-জল
তাহে বহে কল কল ঘাম
না মানি আন্ধার ঘোর চলি যায় করি জোর
ঘন ঘন ডাকি ঘনশ্যাম।
কণ্টক কুটিল পায় শঙ্কট না মানি তায়
পিছলেতে যায় পদ দাবি
কেটেছে কঙ্কর চালা নিভায় সে পদজ্বালা
শঙ্কর-আরাধ্য-পদ ভাবি।
পাখী করে ফড় ফড় শাখী করে ঝড় ঝড়
বাঁশ করে কড় কড় কত
চিত ভীত নহে তায় খরতর চ'লে যা[illegible]
তরতর ফুরাইল পথ।
বহুস্থান হয়ে পার সদর সাঁকোর দ্বা[illegible]
উপনীত হন ত্বরা করি
দাঁতে কাটি নিম্বদল আলোচাল গঙ্গাজল
মুখে ল'য়ে দুঃখে বলে হরি।

শুনি "হরি হরি" রব হইল হৃদয় দ্রব
কান্দিয়া উঠিল সব ঘরে
একজন আগুসার হইয়া খুলিল দ্বার
বালক চলিল তারপরে।
যে ঘরেতে ঠাকুরাণী ফেলান নয়ন-পানী
তথা গিয়া তাঁর পদ ছান্দি
দুঃখানলে দেহ দহে দু'নয়নে বারি বহে
কুমার কহেন কান্দি কান্দি।
উঠ উঠ পিতামহি! কেন বা ধরেছ মহী
কোলে নাও দু'বাহু পশারি
দেখিয়া তোমার মুখ বিদরিয়ে যায় বুক
এত দুঃখ সহিতে না পারি।
এ কথা শুনিয়া পরে রঞ্জন আইল ঘরে
জানি মাতা উঠিয়া তখন
তাহারে লইয়া কোলে কতই করুণ-বোলে
কেন্দে কেন্দে ঠাকুরাণী কন।

গীত।

তুই কি ঘরে এলি রে রঞ্জন।
(বাছা) ভেঙ্গেছে অদৃষ্ট, পিতার করিয়ে অন্ত্যেষ্ট,

কষ্টেতে এসেছ তিষ্ঠ তিষ্ঠ তিষ্ঠ,
কোথায় রেখে এলি সে গুণবিশিষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রানন ॥
অতি সুখে সুখে মুখে স্তন ধরে,
যে শুইত মম বক্ষের উপরে,
সে কেমনে কঠিন কাষ্ঠের উপরে, কষ্টে করিবে শয়ন ॥
পরম আদরে তুলি নিজ কোলে,
যে বদনে দিতাম ক্ষীর সর তুলে,
সেই মুখে কি আজ মুখ-অগ্নি দিলে, বিমুখ হয়ে বদন ॥

পশারি দু'পাণি কর্ত্রী ঠাকুরাণী
বালক লইয়া কোলে
নয়নের জলে বসন ভিজিল
কান্দিয়া কান্দিয়া বলে।
ওরে বাছাধন পরাণ-রতন
পরম পরশ-মণি
তোমার বদন বিরস দেখিয়া
বিকল হতেছে প্রাণী।
জনম অবধি দুঃখেতে পড়িলে
না পাইলে সুখ লেশ
জননী হারায়ে পিতারে হারালে
হইল দুঃখের শেষ।

তব পিতামহ করিতেন স্নেহ
কত না সোহাগ তাঁর
সে সব বচন করিলে স্মরণ
জীবন জ্বলে আমার।
রাজার কুলেতে জনম লইয়ে
দুঃখের ভাজন হ'লে
তোমার দুঃখেতে কত দুঃখ পাই
কি আর জানাব ব'লে।
চাঁদের চাঁদ রতনের রতন
কেন্দ না কেন্দ না তুমি
তোমার বদন চাহিয়া এখন
জীবন রেখেছি আমি!
কাল ত সকালে খাইতে না পাবে
না দেখি নিশির তারা
নিদারুণ দিন কেমনে যাইবে
তাই ত ভাবিয়া সারা।

(পয়ার।)

পরে ঠাকুরাণী ধরি বালকের করে
লয়ে যান তাঁরে নিজ শয়নের ঘরে।

শুইল বালক হায় ভূতল শয্যায়
অন্তরে অনন্ত দুঃখ করে হায় হায়।

(কৃষ্ণচন্দ্রের মৃতদেহ গঙ্গাতীরে প্রেরণ ও বন্ধুগণের প্রতি কুলদানন্দের উপদেশ।)

এখানে শ্মশানে সবে লয়ে শবকায়
গঙ্গায় লইয়া যেতে কেহ নাহি চায়।
তবে সে ঈশান সেন (১) ভীষণ শাসনে
বলেতে ধরিয়া আনে অনেক ব্রাহ্মণে।
অনেক বুঝায়ে সবে শব তুলে দিল
সুরধুনী-তীরে তারা ত্বরিতে চলিল।
সুরতটিনীর তটে যারা নাহি গেল
শুন শুন তারা ঘরে কিরূপে আইল।

(ত্রিপদী।)

তবে সে এখানে ভীষণ শ্মশানে
ঈশানী ঈশানে স্মরি
সুহৃদ্ স্বজনে চলিল সদনে
বদনে বলিয়ে হরি।

---

(১) ঈশান চন্দ্র সেন শ্রীযুক্ত বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সময় হইতে তাঁহার ষ্টেটে মুন্সিপদে নিযুক্ত ছিলেন।

কেহ কারে ছেন্দে করে কণ্ঠ বেন্ধে
কেন্দে কেন্দে বলে ভাই
কেমনে রতনে অতি অযতনে
পোড়ায়ে করিবে ছাই।
বিধাতা বিমুখ বড় দিল দুখ
বুক ফেটে যায় শোকে
যেরূপ অন্তর করে দর দর
কি আর বলিব তোকে।
শুনি এই কথা কহিছেন তথা
কুলীন কুলদানন্দ
শুনহ সংক্ষেপ ক'র না আক্ষেপ
যাহাতে ঘটয়ে মন্দ।
এ ভব সংসার সকলি অসার
মায়াময় সব দেহ
হরির ইচ্ছায় কত হয় যায়
সময়ে রবে না কেহ।
কিবা জল স্থল অনিল অনল
শশী দিনকর রুদ্র
অষ্ট-কুলাচল সব চলাচল
কি সুমেরু কি সমুদ্র।

চল চিত্ত বিত্ত কেহ নহে নিত্য
সকলি অনিত্য হয়
যাঁর লাগি নিত্য কান্দে সাধু-চিত্ত
নিত্য সেই দয়াময়।
শাব নিরাকার সেই নির্ব্বিকার
সগুণ নির্গুণ হরি
পাইলে যাঁহার কৃপামৃত-ধার
এ ভব-সংসার তরি।
অজ্ঞানান্ধ যেবা সেই শোক সেবা
করিয়া দুঃখেতে মরে
জ্ঞানাঞ্জন যার আছয়ে তাহার
দুখে সুখে কিবা করে।
তুমি জ্ঞান হত পাগলের মত
কান্দিয়া আকুল হলে
তোমার বান্ধব করি হাহারব
কান্দিবে না তুমি ম'লে।
আপন মরণ বুঝ না এখন
এ কেমন তুমি মূর্খ
সকল জানিয়ে দেখিয়ে শুনিয়ে
কর কেন এত দুঃখ।

এই কথা বলি ঘুমে ঢলি ঢলি
পথ ভুলি ভুলি যায়
ঢলিতে ঢলিতে না পারে চলিতে
অলসে অবশকায়।
সকলে কাতর বহুক্ষণ পর
রাজার দুয়ারে আসে
দাঁতে নিম্ব ধরি বলি হরি হরি
নয়ন সলিলে ভাসে।
শুনি হরি বোল ক্রন্দনের রোল
উঠিল অন্দর'পরে
সে রোদন ধ্বনি শুনিয়া অমনি
চলি গেল সব ঘরে।

(নবীন দেওয়ানের শ্মশান-বৈরাগ্য ও পুরবাসিগণের
দুঃখ-বর্ণন।)

আসি নিজঘরে শয্যার উপরে
শুইয়া নবীনচন্দ্র
শ্মশান-বিরাগে মন অনুরাগে
ভাবে হরিপদ দ্বন্দ্ব।

বলে মূঢ় মন ত্যজরে এখন
চপল সুখের আশা
ভজিয়ে অসার করিবি রে আর
কত বার যাওয়া আসা।

গীত।

কি কর কি কর মন নিকটে এল শমন
কেমনে রয়েছ রে নির্ভয়
পরিণাম স্মরি চল হরি হরি হরি বল
অরিদল হবে পরাজয়।
ধন জন পরিবার তরি নয় তরিবার
মরিবার কালে কিছু নয়
কি গর্ব্ব করিছ হেসে সময়ে শমন এসে
নিমিষে হরিবে সমুদয়।
যদি জান কেবা কার তবে কর সেবা কার
সে বাঁকার না লয়ে আশ্রয়
রিপু বশে মজে কামে না মজিলি হরিনামে
পরিণামে হবে দুঃখোদয়।

(পয়ার।)

শ্মশান-বৈরাগ্য মনে যতক্ষণ থাকে
ততক্ষণ ভক্তি-ভরে জীব শিবে ডাকে।
যতক্ষণ থাকে অনুরাগের লহরী
ততক্ষণ ঘন ঘন বলে হরি হরি।
পুনঃ প্রবাহিত হলে মায়ার তরঙ্গ
শ্মশান-জনিত যোগ হয়ে যায় ভঙ্গ।
এবে সে শ্মশান-যোগ বাবুর ভাঙ্গিল
শোকেতে কাতর হয়ে কান্দিতে লাগিল।
অনিবার অশ্রুধার বহিল সে কালে
পড়ে মনোমৃগ দুঃখ-শোক-রূপ জালে।
পুরবাসি দশা দেখি পরাণ দহিছে
কাতর হইয়া কেন্দে নবীন কহিছে।
মাধব মাধব-কালে মথুরা প্রয়ান
করি করী আদি পশু কাননে কান্দান।
তুরঙ্গ তুরঙ্গ অতি হইল আকুল
কুরঙ্গ কুরঙ্গ করে হইয়া বাতুল।
গোকুলে গোকুলে তৃণ-জল নাহি খায়
গোপালে গোপালে বসি করে হায় হায়।

হরি হরি না দেখিয়া সে শোক-দহনে
জ্বলে জলে ঝাঁপ দিতে যায় সে কারণে।
রমণীর মণি রাধা ধরাতলে পড়ে
বিষখা বিষ খাইতে বিষধরে ধরে।
হরি সে হরিষে দুঃখ দিলেন যেমন
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হেতু এ ধাম তেমন।
রাজার অভাবে আজ রাজার-ভবন
নিরখি নয়নে যেন জনশূন্য বন।
হায় হায় একি দায় ঘটাইলে হরি
উঠিল সুখ-সাগরে দুঃখের লহরী।
সুরঙ্গে নাচে না দেখ বনের কুরঙ্গ
এখনি ভাবিয়া তনু হইল কুরঙ্গ।
শিকল ছিঁড়িয়া যায় পলাইয়া করী
বিকল হইয়া কান্দে আর্ত্তনাদ করি।
মনের বেদনা পায় বনের নকুল
এ দুঃখ-সাগরে আর নাহি দেখি কূল।
সারি সারি কান্দে কত নারী কিবা নর
মনের বেদনা পায় বনের বানর।
কঙ্কণ সহিত নিজ শিরে হানি কর
রুধিরে ভাসায় বাস রমণী নিকর।

মাতার অন্তর আজি নিরন্তর জ্বলে
ঝাপিয়া পড়িতে যান সায়রের জলে।
কেহ আঁখি মুদে থাকে মিলিয়ে না চায়
কেহ ধরে বিষধরে বিষ খেতে চায়।
কেন্দে কেন্দে হয় কার তাপিত জীবন
ভূতলে শুইছে ঢেলে শীতল জীবন।
সবে শব-প্রায় ভূমে ঢালিয়াছে কায়
প্রবোধ বিতরে বল কেবা আসি কায়।
ভূমিতে পড়িয়া রাজ-তনয়া-তনয়
কেঁদে আকুলিত করে সবার হৃদয়।
সবারে জেরেছে কৃষ্ণ-অদর্শন বিস
বিসম যাতনা তাহে পায় অহর্নিশ।
অযোধ্যা যেমন রাম-বনবাস দিনে
তেমতি এ ধাম আজি কৃষ্ণচন্দ্র বিনে।
দৈবের ঘটনা এ কি হায় রে এখন
শব-প্রায় সব দেহ ভূমে অচেতন।
বিবেক বিহীন মন সেই বিধাতার
অকালে হরিল নিধি করি অবিচার।
এত বলি শ্রীনবীন আঁখি-জলে ভেসে
বলিতে লাগিল কিছু বিধির উদ্দেশে।

গীত।

বিধি নিধি হরে নিলি রে কি জন্যে।
কি অপরাধ কি অসৌজন্যে ॥
পুরবাসী করে হায়; সময়েতে নাহি খায়,
এত দুঃখ নাহি পায় দৈন্যে ॥
শিশু শাবক জননী-কাছে নাহি যায়,
মুখে স্তন দিলে দুঃখে নাহি খায়, না পিয়ায়,
নয়ন মিলায়ে তারা নাহি চায়,
কেন্দে কেন্দে ভূমে গড়াগড়ি যায়;
পুরে কান্দে পুর-নারী, পিঞ্জরে কান্দিছে শারি,
সারি সারি পাখী রোয় অরণ্যে ॥

(রাজকার্য্য পরিচালনের যুক্তি।)

এই মতে কত হল দিন গত
করি শ্রাদ্ধ-সমাধান
শিহুড়ি সহরে সাহেব-গোচরে
করেন সংবাদ দান।

পরে এক দিন সেই সে নবীন
তারাচাঁদ রূপলাল
মায়ের নিকটে হয় উপনীত
দেখিয়ে শকট-কাল।
বাবুর প্রদত্ত ক্ষমতা-পত্রিকা
বাকসেতে যাহা ছিল
ঠাকুরাণী পাশে মনের হুতাশে
তাহারে ছিঁড়িয়া দিল।
পত্রিকা ছিঁড়িয়া নিকটে বসিয়া
কান্দিয়া নবীন কয়
এই ত আমরা বিদায় হলু
প্রণমিয়া পদদ্বয়।

গীত।

মা তোমার রাজ্যভার আর নারিব নিতে।
এ সময় বড় ভয় হতেছে চিতে॥
থাকি তব ধাম, পেয়েছি সুনাম,
পারব না সে নামে কলঙ্ক নিতে॥

পয়ার।।

শুনিয়া নবীন-মুখে নিদারুণ বাণী
কান্দিয়া কান্দিয়া কন কর্ত্রী ঠাকুরাণী।
র নবীন কিবা হইল তোমার
।.লইবে তুমি এ রাজ্যের ভার?
আকুলা আমি পতি-পুত্র বিনে
তোমরা ছাড়িবে কেন এ দুঃখের দিনে।
নবীন কহিছে মাতা নিবেদি চরণে
রাজ্যভার না লইব যাহার কারণে।
শিশু আর স্ত্রীমালিক সে রাজ্যেতে হয়
সে রাজ্যে কর্ত্তৃত্ব করা সোজা কাজ নয়।
সাধু ভাবে থাকিলেও লোকে বলে চোর
বিনা দায়ে দায়ী হওয়া কি বিপদ ঘোর।
অতএব পাদপদ্মে মাগিনু বিদায়
অন্যে অধিকার দাও নাহি দুঃখ তায়।
মাতা কন এ জগতে কে আছে আমার
বিশ্বাস করিয়া দিব কারে রাজ্যভার।
নবীন কহেন মাতা জামাতা তোমার
শ্রীকুলদানন্দ বাবু ধর্ম্ম-অবতার!

তাঁর করে কর মাতা এ রাজ্য প্রদান
অশুভ না রবে হবে সকল কল্যাণ।
এ কথা শুনিয়া মাতা হরষিত মন
তিন জনে লয়ে যুক্তি করেন তখন।
রূপলাল বাবু আর তারাচাঁদ দ্বিজ
অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নিজ নিজ।
শুন গো জননি বলি তোমার নিকটে
কহিল দে(ও)য়ান যাহা ভাল যুক্তি বটে।
তবে জামাতারে ডাকি ঠাকুরাণী কন
তুমি মোর পুত্রাধিক স্নেহের ভাজন।
কি আর দেখাব বাপ সে স্নেহের চিহ্ন
পুত্র আর জামাতায় নহেত বিভিন্ন।
তুমি না লইবে যদি এ রাজ্যের ভার
আপন বলিতে মম কেবা আছে আর।
যদিও পেয়েছ তুমি 'সদরালা' পদ
সে পদ ছাড়িয়া মম রাখহ সম্পদ।
যেমন তোমার পুত্র দক্ষিণারঞ্জন
তেমনি জানিও এই শ্রীরামরঞ্জন।
দয়াকর দেখি এই দুঃখিত কুমার
তোমার করেতে দিনু এ রাজ্যের ভার।

নাবালক সাবালক না হয় যাবৎ
তুমি সে আমার ঘরে থাকহ তাবৎ।
বাবু কন কেমনেতে রক্ষা করি রাজ্য
কেমনে ছাড়িয়া দিব আপনার কার্য্য।
এমন মানের কাজ কেমনে ঘুচাব
আর কিছু দিন পরে পেনসন পাব।
না বুঝিয়া কেন মোরে বল হেন বাণী
সে আশে বঞ্চিত কেন হব ঠাকুরাণি!
এত বলি তবে সদরালা বাহাদুর
আপনার কার্য্যে চলি যান রঙ্গপুর।
তাহা দেখি কাতর হইয়া ঠাকুরাণী
কান্দিতে লাগিলা নিজ শিরে কর হানি।
বিনায়ে বিনায়ে এই বলিছেন মাতা
কোন কালে উপকারী না হয় জামাতা।
অন্যে কি দূষিব নিজ কর্ম্মচারিগণ
সময় বিগুণে বাক্য না করে পালন।

(ম্যানেজার মহানন্দ চৌধুরীর হেতমপুর আগমন।)

(ত্রিপদী।)

নবীন দে(ও)য়ান আজ না করিল ভাল কাজ
নারাজ হইল রাজকাজে।
আমরা হইনু ভার তারাচাঁদ মুখোয্যার
এ কথা কহিতে বুকে বাজে।
বলিতে বলিতে তাঁর দুই চক্ষে শতধার
একবারে বহিতে লাগিল।
অন্তরে অনন্ত দুখ শুকাইয়া গেল মুখ
পুত্র-শোক উথলি উঠিল।
তবে দুই দিন পরে পত্র যায় কালেক্টরে (১)
শুনিয়া সাহেব চিন্তে মনে।
করিতে রাজ্য-রক্ষণ কার্য্যক্ষম বিচক্ষণ
এক্ষণে পাঠাই কোন জনে?

---

(১) কালেক্টার—শ্রীযুক্ত লুইস সাহেব; ইনি বীরভূমের তদানীন্তন কালেক্টার ছিলেন।

তবে সেই কালেক্টার করিয়া বহু বিচার
তার পর করি যুক্তিসার
হুকুম দিয়া আনন্দে শ্রীচৌধুরি মহানন্দে (১)
পাঠান প্রথম ম্যানেজার।
তবে সে চৌধুরী রায় আরোহিয়া শিবিকায়
বেগে ধায় দক্ষিণাভিমুখে
প্রবেশ করিতে পুরে এক নারী থাকি দূরে
"কার পাল্কী" শুধাইছে দুখে।
কেহ বলে 'চুপকর' বটে কাজ গুরুতর
ম্যানেজর পুরে যায় জোরে
শুনি জ্বর এই শব্দ রমণী অমনি স্তব্ধ
বলে আমি পড়িনু কি ঘোরে।

(ষোড়শাক্ষরী পয়ার।)

সুধামুখী হইয়ে দুঃখী বল্‌ছে তদন্তর
কোথায় থেকে এল বাবা পালকীচাপা জ্বর?
ধর্‌ল মাথা শাস্ত্র-কথা সকল দেখি ভূল
জ্বরসনে (এ) জ্বর মিলালে হয় না সমতুল।

---

(১) মহানন্দ—ব্যাঘ্রডহরি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মহানন্দ রায় চৌধুরী।

তিন মুণ্ড ছয় হস্ত জ্বরের নয় লোচন
এ জ্বরের মূর্ত্তি ঠিক বাবু ভেয়ের মতন।
নিত্যজ্বর পিত্তজ্বর ইহাই শুনতে পাই
ম্যানেজর যে জ্বর আছে তা কভু শুনি নাই।
ব্রহ্মার সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ডেতে কত না আছে রোগ
বুঝতে নারি এ জ্বরে করে কত দিন ভোগ।
তাহার বাণী শুনি অমনি অন্য ধনী কয়
(এ) জ্বরটির ভোগের কাল অনেক দিন নয়।
এই জ্বরে দণ্ড পৌগণ্ড কৈশোরেতে না করে
বিষম-রোগ পিতৃ-বিয়োগ নাবালকে ধরে।
শুনিয়ে বাণী বল্‌ছে ধনী ভেবে প্রাণ গেল
এক জ্বরেতে সর্ব্বনাশ আবার জ্বর এল।

—

গীত।

এল জ্বর কেমন জ্বর, ম্যানেজর।
এল কার আদেশে কি উদ্দেশে কোন দেশেতে ছিল এ জ্বর ॥
বুঝিলাম বুঝিলাম এবে, জ্বর যাবেনা বৈদ্য-সেবে,
জ্বরের জ্বালায় ভেবে ভেবে, ঝাঁঝর হবে পাঁজর ॥

দহনে ইন্দ্র-বজর, দলনে মত্ত কুঞ্জর,
অন্তর জর্জ্জর কর ভিন্নাকার দেখি জ্বর ॥
কর্ণে শুনি নাই দেখি নাই চক্ষে, নূতন জ্বরের নূতন আখ্যে,
করতে নারি জ্বরের ব্যাখ্যে, ভেবে অঙ্গ জর জর ॥

(...নের নিকট ম্যানেজারের তালিকা গ্রহণ।)

...নজার আসি পুরে হুজুর-হুকুম জোরে
পরয়ানা যতনে দেখান।
যাইয়া নবীন যথা বিস্তারি সকল কথা
তালিকা বুঝিয়া নিতে চান।

(পয়ার।)

কহেন চৌধুরী বাবু শুন হে নবীন
অতি বিজ্ঞ হও তুমি বয়সে প্রবীণ।
কেন তুমি নিজ হস্তে না লইলে রাজ্য
বুদ্ধিমান্ হয়ে তুমি না বুঝিলে কার্য্য।
সকল্ল ঝঞ্চট দিয়ে আমার উপরে
তোমরা বসিয়ে রবে আপনার ঘরে।

কি জানি আছয়ে কিবা কপালেতে অঙ্ক
যায় বা সকল যশ হয় বা কলঙ্ক।
ইহাদের সুহৃদ আমরা চিরকাল
সাহেব ঘটায়ে দিলা এই সে জঞ্জাল।
করুণা করিয়া তুমি মোর পানে চাও
বালকের 'তায়দাত' বুঝাইয়া দাও।
ভদ্রতা করিয়া ফর্দ্দে তুলি সমুদয়
লিখি দাও এ রাজ্যের কত আয় ব্যয়।
জলকর ঘাসকর পাতকর আর
ফলকর নলকরে কি আদায় তার?
হাটকর ঘাটকর পাটকরে কত
লিখে দাও নীলকর বিলকরে যত।
লিখে দাও বর্ষে কত ঘৃতাদি আদায়
লিখে দাও জঙ্গলের লাঙ্গলের আয়।
লিখে দাও লেনা দেনা কাগজের মিলে
কাহার কাছাতে কত নিলে আর দিলে?
লিখে দাও যত স্থানে যত ঘর বাড়ী
কত গজ কত ঘোড়া কত ঘোড়া-গাড়ী।
লিখে দাও কত শাল জামা জামিয়ার
কত কোচ কত ম্যাজ টেবিল চেয়ার।

লিখে দাও যত আছে আসন বাসন
লিখে দাও যত আছে বসন ভূষণ।
প্রত্যেকে মিলায়ে দাও সব অলঙ্কার
গজমতি পান্না চুনি হেম হীরাহার।
কাগজাত অনুযায়ী অঙ্ক করি মিল
বুঝাইয়া দাও কত মজুত তৌবিল।
দেওয়ান-আদেশেতে গঙ্গানারায়ণ (১)
মালিকে তালিকা ফর্দ্দ বুঝান তখন।

গীত।

ধর এই তালিকা-ফর্দ্দ ওহে ভদ্র গুণাকর!
পত্রেতে অঙ্কিত আছে নাবালকের ধনাকর
পরিণামে ইষ্ট হবে হৃষ্ট মনে দৃষ্ট কর॥
লিখিলাম সুরঙ্গ করি, তুরঙ্গ কুরঙ্গ করী,
জমি জমা জমিদারী, জায়গীর আর বাড়ীঘর॥

---

(১) গঙ্গানারায়ণ—শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ সিংহ; ইনি এই রাজষ্টেটে তদানীন্তন খাজাঞ্চী ছিলেন।

(ম্যানেজার মহানন্দ চৌধুরীর সহিত শ্রীরামরঞ্জনের শিহুড়ি গমন এবং তাঁহার প্রতি জজের উপদেশ।)

তালিকা বুঝিয়া লয়ে মনে আনন্দিত হয়ে
কার্য্যালয়ে যান মহানন্দ
সুহৃদের মত কার্য্য করিয়ে চালান রাজ্য
তাহে কিছু না হইল মন্দ।
সুনিয়মে একসন করেন রাজ্য রক্ষণ
পরে শুন অপূর্ব্ব কথন
কোর্টের হুকুম এল কালেক্টর জানাইল
হুকুমের এই বিবরণ।
হেতমপুর-চূড়ামণি কৃষ্ণচন্দ্র মহাধনী
তদাত্মজ শ্রীরামরঞ্জন
পরয়ানা দৃষ্টে তায় পাঠাও কলিকাতায়
সবিশেষ আছে প্রয়োজন।
রেখ না পণ্ডিত-টোলে পড়াইতে হবে স্কুলে
আইনের এই অভিপ্রায়
করি বিদ্যা অধ্যয়ন হবে যবে বিচক্ষণ
হেতমপুর যাবে পুনরায়।

গীত।

রাজ-কুলে রাজার সন্তান, হলে হীন জ্ঞান,
রাজ্য-নষ্ট প্রজার কষ্ট অবিচাঁরে হরে প্রাণ।
বুঝ্‌তে নারে কথার ছন্দ, নয়ন থাকিতে অন্ধ,
হিতে বিপরীত গতি মন্দ, না বুঝে রাজ্যের নীতি,
না বুঝে কার্য্যের রীতি, শিখাইলে ধর্ম্ম-নীতি,
মনে ভাবে অপমান॥
বচনে খণ্ডিতে নারে পণ্ডিতের ফাঁকী,
নিজ হস্তে উসুল দিয়া থোকায় ধোঁকা বাকী,
রাজার তনয় হলে মূর্খ বুঝ্‌তে নারে সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম,
ধর্ম্মপথে করে না সে লক্ষ্য, ক্ষুদ্র কথায় হয়ে রুক্ষ,
অনেকে দেন বহু দুঃখ, হয়ে থাকেন ধন-যক্ষ,
অভক্ষ্য ভক্ষিতে যান॥

(পয়ার।)

পরয়ানা লইয়া সাহেব কালেক্টর
জানান যতনে তাহা জজের গোচর।

শুনিয়া দুঃখিত অতি সাহেব ম্যালেট
ভাবিছেন সেই কথা মাথা করি হেট।
হুজুর-হুকুম বল হায় কি করিব
কেমনে বালকে নিজ নিকটে রাখিব।
বলে ছিলা কৃষ্ণচন্দ্র নিজমৃত্যু দিনে
নাবালক থাকিবেন তোমার অধীনে।
যদি না পালিতে পারি নিজ অঙ্গীকার
তবে কে বলিবে মোরে ধর্ম্ম-অবতার।
আপন প্রতিজ্ঞা আমি অবশ্য পালিব
নিশ্চয় বালকে নিজ নিকটে রাখিব।
ইহা বলি করেতে কাগজ খণ্ড ছিঁটি
লিখিয়া হেতমপুরে পাঠাইলা চিঠি।
সে চিঠি পাইয়া তবে কর্ত্রী ঠাকুরাণী
ভাসেন নয়ন-নীরে শিরে করহানি।
তবে নিজ নিকটে ডাকিয়া মহানন্দে
কহিছেন ঠাকুরাণী অতি নিরানন্দে।
ওরে মহানন্দ! আমি কি করি উপায়
শিহুড়ি সহরে বৎসে লয়ে যেতে চায়।
প্রাণাধিক প্রিয়তম শ্রীরামরঞ্জন
কেমনে থাকিব তার না হেরি বদন।

কাহারে দেখিয়া আমি জুড়াইব আঁখি
কেমন করিয়া দেহে এ জীবন রাখি।
একে আমি পুত্র-শোকে হয়েছি কাতর
এমন আঘাত কেন তাহার উপর।
দূরদেশে যাবে বাছা না দেখিব মুখ
কেমনে বাঁচিয়া রব ফেটে যায় বুক।

গীত।

আমি নারিব পাঠাতে বাছাধন জীবনের জীবন।
কেমন ক'রে থাকব ঘরে না দেখি ঐ চাঁদ বদন॥
নাবালক যাবে শিহুড়ি, এ কথা শুনে শিহরি,
যে দুঃখ তা জানেন সে হরি;
কার কথা না শুনিব, কার মানা না মানিব,
(বাছায়) বিদায় দিতে না পারিব থাক্‌তে দেহে এ জীবন॥
একে ভেঙ্গেছে অদৃষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র ঘরে নাই রে;
ঐ চাঁদের চাঁদকে কোলে করে জীবন জুড়াই রে,
প্রাণের প্রাণ দিয়ে স্থানান্তে, রইতে নারিব জীবনান্তে
এ কথা কেউ ব'ল না ভ্রান্তে;
বল্‌তে কথা ফাটে হিয়ে, প্রাণের প্রাণকে বিদায় দিয়ে,
থাক্‌ব আমি কি ধন লয়ে কি আছে মোর অন্যধন॥

(ত্রিপদী।)

শুনিয়া মায়ের বোল　　না করিয়া গণ্ডগোল
　　মহানন্দ কান্দিতে লাগিল
পরেতে ধরিয়া পায়　　করিয়া বিনয় তাঁয়
　　নানারূপে বুঝাইয়া দিল।
শুনিয়া তাহার বাণী　　মানিলেন ঠাকুরাণী
　　বহু কষ্টে দিলেন বিদায়
বন্দিয়া শ্রীপদদ্বন্দ্ব　　সে চৌধুরী মহানন্দ
　　বালকে শিহুড়ি লয়ে যায়।
ব্যগ্র হয়ে শীঘ্রগতি　　যথা জজ মহামতি
　　তথা গিয়া উপনীত হন
সাদরে সেলাম করি　　ম্যানেজার সে চৌধুরী
　　করপুটে সবিশেষ কন।
জজ কন এস এস　　নিকটে আসিয়া বস
　　মন দিয়া শুন মোর কথা
এ হেন রাজ-সন্তানে　　পড়াব নির্জ্জন স্থানে
　　রাখিব না গোলমাল যথা।
পাঠাইলে ত ইস্কুলে　　গোলে পাঠ যাবে ভুলে
　　নাবালকে ঘরে পড়াইবে
বিদ্যাবান বিচক্ষণ　　সুশিক্ষক একজন
　　শীঘ্র শীঘ্র নিযুক্ত করিবে।

ইহা শুনি মহানন্দ মনে পেয়ে মহানন্দ
বালক লইয়ে চলে যায়
চালাইল ঘোড়া-গাড়ী উপনীত তাড়াতাড়ি
বালকের আপন বাসায়।
সেই রাত্রি সে বাসাতে থাকিয়া উঠিয়া প্রাতে
সাহেব নিকটে চলি যায়
মহেন্দ্র মাষ্টার (১) সঙ্গে ত্বরিতে পরম রঙ্গে
আসিল জজের কামরায়।
জজ বড় মতিমান করিয়া বহু সম্মান
নাবালকে বসাইল কাছে
অতি হরিষ অন্তরে পড়িতে আপন ঘরে
হুকুম করিয়া দেন পাছে।
নানামতে বুঝাইয়া অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া
কহিছেন সদা কর পাঠ
না শিখিলে লেখা পড়া বুঝিবে না গণ্ডা কড়া
রাখিতে নারিবে রাজপাট।

---

(১) মহেন্দ্র মাষ্টার—শ্রীযুক্তবাবু মহেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ইনি শিহুড়ি জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন ও নাবালকের প্রাইভেট শিক্ষক ছিলেন।

গীত।

পড়রে পড়রে বাছাধন, শ্রীরামরঞ্জন,
ভাল হবে সকলী পক্ষে চক্ষে পাবে জ্ঞানাঞ্জন।
হে সুবুদ্ধি নাবালক, সদা লিখ সদা শিখ,
সদালাপে সর্ব্বদা থাক;
খেলা ধূলা পাশা তাস, ছাড়হ অলস বিলাস,
পূর্ণ হবে অভিলাষ মান্য হবে এ ভুবন॥
প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিত ধন,
তৃতীয়ে নার্জ্জিত পুণ্য চতুর্থে কি করে জন॥
সেতু বন্দে পয়োগতে পায় না বারি কোনমতে,
তেমনি জেনো বয়োগেতে বৃথা বিদ্যা অধ্যয়ন॥

(শ্রীরামরঞ্জনের বিবাহের পরামর্শ ও উদ্যোগ।)

এই ভাবে সম্বৎসর গত করি তার পর
সুসময় মনে অনুমানি
জজ আর দুর্গাগতি মহানন্দ মহামতি
তুলিলেন বিবাহের বাণী।

বালক বিবাহ দিয়া বধূ-মুখ নিরখিয়া
সবে মিলে আনন্দে ভাসিব ,
করি তাহে মহাধূম মাতাইব বীরভূম
হেন দিন কবে নিরখিব।
ইহাবলি সেইক্ষণ লিখিয়া শুভ লিখন
রাজপুরে পাঠান সত্বর
পত্র শুনি ঠাকুরাণী লিখায়ে মধুর বাণী
ত্বরিতে পাঠান প্রত্যুত্তর।

গীত।

শীঘ্র হবে বিবাহ দিতে।
নইলে কিবা সুখ ধরণীতে ॥
মনে যে ভাব উদয়, কাঁপিছে হৃদয়, নানাভয় হয় চিতে ॥
সকলে তোমরা করিয়া আগ্রহ, বিবাহের দ্রব্য করহ সংগ্রহ,
কার্য্য করিতে হইবে সত্বর নির্ব্বাহ, আমি দেখিব বিবাহ জীতে ॥
আমি অভাগিনী নাই রে ক্ষমতা,
তোমরা না কৈলে কে করে মমতা,
কে দিবে রে উহার বামেতে বনিতা,
এমন আপন কে অবনীতে ॥

(পয়ার।)

মাতার প্রেরিত পত্র করিয়া শ্রবণ
মহানন্দ হ'ল মহা আনন্দে মগণ।
দুর্গাগতি সহ তবে যুকতির পর,
কালেক্টরে অভিপ্রায় জানান সত্বর।
অকাল বিবাহ কথা শুনি মহাভাগ,
প্রকাশিলা পরিণয়ে বিষম বিরাগ।
সে কারণে কোনরূপ না দেন হুকুম।
এখানে লাগিয়া গেছে বিবাহের ধূম।
রাগিলেন কালেক্টর বিবাহ-কথায়;
সে সংবাদ মহানন্দ পুরেতে পাঠায়।
কালেক্টর-মতান্তর শুনিয়া জননী
বিনয়ে দরখাস্ত লিখি পাঠান অমনি।
লিখিলেন হে হুজুর মোর পানে চাও
বিবাহ খরচ কিছু পাঠাইয়া দাও।
আবেদন পত্র খানি পড়ি মতিমান
কোর্টের নিকটে তিনি সকল পাঠান।
কোর্টের না হ'ল মত বিবাহ দিবার
জেলা কোর্টে হুকুম চলিয়া এল তার।

সে হুকুম অনুসারে লিখেন হুজুর
বিবাহ খরচ দেওয়া হলনা মঞ্জুর।
শুনি কর্ত্রী ঠাকুরাণী করি পরিতাপ
হরি হরি বলি করে বিবিধ বিলাপ।
এই কি ছিল রে মোর কপালে লিখন।
আপনি না পাই চেয়ে আপনার ধন।

গীত।

আর কত দুঃখ দিবি রে বিধি, আর কি তোমার আছে মনে।
চরণ ধরিয়ে জানাই বল দেখি তাই
জীবন জুড়াই কথাটী শুনে॥
আমি একে প্রবীণা, পতি-পুত্রহীনা,
ভেবে ভেবে ক্ষীণা যামিনী দিনে।
দুঃখ একমুখে কি ব্যক্ত করি প্রাপ্ত হইনা আপ্তধনে॥

(পয়ার।)

নবীন কহিছে মাতা না কর রোদন
জজের নিকটে লিখ সব বিবরণ।

ইহা শুনি এক পত্র লিখিয়া পাঠান
প্রেরিত্ব পত্রিকা যায় জজ বিদ্যমান।
সংবাদ জানিয়া জজ ভাবেন অন্তরে
কেমনে বালক বিভা ঘটিবে সত্বরে।
কোর্টের হুকুম নাই কালেক্টর ক্রুদ্ধ
বিফল হইবে যদি করি বাক্‌যুদ্ধ।
এত বলি জজ মনে ভাবিয়া সত্বর
সযতনে দিলা তাঁর পত্রের উত্তর।
লিখিলেন কোন কথা মোরে না বলিবে
যেরূপ বুঝহ ভাল তাহাই করিবে।

(ত্রিপদী।)

পত্র লয়ে পদাতিক আসিয়া পঁহুছিল ঠিক
পঞ্চমীর প্রহর নিশায়
প্রেরিত পত্রিকা ধ'রে দিয়া সে দেওয়ান করে
নত হয়ে প্রণমিল তায়।
পত্রে লিখা ছিল যত হয়ে তাহা অবগত
ভাল মন্দ কিছু না বুঝিয়া
নবীন জানায় সবে শুনিয়া তাহারা তবে
কহিছেন দিয়ে দাও বিয়া।

নবীন কহেন বাণী কি বলেন ঠাকুরাণী
আগে আমি শুনে আসি তাই
যদি বুঝি অভিপ্রায় তবে আর কিবা দায়
দু'দিনে বিবাহ দিব ভাই।
এত বলি বেগে ধায় আসিয়া জননী-পায়
প্রণমিয়া কহে সব কথা
শুনিয়া সকল বাণী নতমুখী ঠাকুরাণী
অন্তরেতে পাইলেন ব্যথা।
নবীন কহেন মাতা কেন নোয়াইলে মাথা
কেন তব কি হইল শঙ্কা
জননী প্রকাশি কন এজন্য দুঃখিত মন
কোথা পাব বিবাহের তঙ্কা?

(পয়ার।)

নবীন কহিছে মাতঃ! চিন্তা নাহি তার
অনুমতি পেলে কার্য্য করিব উদ্ধার।
শুনি বাণী ঠাকুরাণী আনন্দিত মনে
বিবাহ দিবার আজ্ঞা দিলা সেইক্ষণে।

আজ্ঞা পেয়ে নবীন কহিছে হৃষ্টচিতে
কল্য পাঠাইব আমি কন্যা তল্লাসিতে।
মাতা কন কন্যা আর খুঁজিতে না হবে
আমি যারে বলি, তার সহ বিভা দিবে।
শ্রীরামরঞ্জন বিভা দিবার কারণ
করে ছিলা কৃষ্ণচন্দ্র কন্যা নিরীক্ষণ।
বলি রে সে সব কথা তোমাদের স্থানে
গিয়াছিল বাছা মোর গঙ্গার সিনানে।
তথায় বসিয়া যাহা ঘটিল ঘটন
যতনে শুনহ বলি সব বিবরণ।

(একাবলী।)

এক দিন সুরধুনীর ঘাটে
নবীনা বালিকা দেখিল বাটে।
প্রবীণা সহিত সেই সে বালা
যেন কত শত বিজরীমালা।
বদনে মধুর মধুর হাসি
ঝরিছে যেমন অমিয়-রাশি।
মুখ নিশামণি নয়ন-পদ্ম
অতি অপরূপ শোভার সদ্ম।

ধীরি ধীরি বালা আইলে কাছে
পরে পরিচয় শুধায় পাছে।
শুনিয়া কুমারী কহিল তায়
আমার জনক কালিয় রায়।
মোদের বসতি দাঁড়কা গ্রাম
শ্রীপদ্ম সুন্দরী আমার নাম।
পরিচয় পেয়ে তনয় মোর
স্নেহ-ভরে নিলা আপন ক্রোড়।
সে দিবসে সুরধুনীর কূলে
বিবাহের কথা এসেছে তুলে।
শুভাশিষ করি আসিল যায়
আমার পরাণ তাহারে চায়।
কাঙ্গাল কহিছে এই সে সার
ইহা বই কিছু জানি না আর।

———

(পয়ার।)

শুনিয়া সবার মনে আনন্দ অপার
কন্যা-ঘরে পাঠাইল শুভ-সমাচার।
কন্যার জনক পেয়ে মঙ্গল সংবাদ
শুভদিনে ক'রে যান শুভ আশীর্ব্বাদ।

পরম পবিত্র দিনে করি দিন ধার্য্য
আনন্দে করেন সবে বিবাহের কার্য্য।
বিবাহ-কার্য্যেতে যাহা হয় প্রয়োজন
দুই তিন দিনে, তাহা করে আয়োজন।
করিবারে শুভ কার্য্যে শুভ নিমন্ত্রণ
অনেক জনেতে লিখে অনেক লিখন।
আত্ম-বন্ধু সর্ব্বজনে নিমন্ত্রণ দিল
সময় উচিত কালে সকলে আইল।
সবে শুভ সন্দর্শন সবারে করিয়া
সবার আনন্দ-নদী উঠে উথলিয়া।

(শ্রীরামরঞ্জনের বিবাহ-যাত্রা।)

বিবাহের দিনে পাত্র পরি পট্টধুতি
পুরোধার পদে প্রণমিয়া করে স্তুতি।
অলকা তিলকা শোভে কপালের মাঝে
মাথায় 'মউর' অতি মনোহর সাজে।
কত স্থানে বাজে কত মধুর বাজনা
উলু উলু ধ্বনি করে যত কুলাঙ্গনা।
সমুচিত সাজে সাজি শ্রীরাজকুমার
চতুর্দ্দোলে বসিলেন যেমন কুমার।

হর্ষযুতা হয়ে তথা কর্ত্রী ঠাকুরাণী
হেরেন বরের বেশে নয়নের মণি।
ক্ষণে উছলিয়া উঠে শোক-পারাবার
বিনা কৃষ্ণচন্দ্র যেন সব অন্ধকার।
তবে সে নয়ন-জল নয়নে সম্বরি
কহিতে লাগিলা মাতা কৃষ্ণচন্দ্রে স্মরি।

গীত।

ওরে জীবনের জীবন, পরম রতন
কোথায় কৃষ্ণধন এমন দিনে।
আমি করি নাই আহ্বান, তাই কি এলি না সন্তান,
হাঁরে তোর অভিমান আজ সাজবে কেনে॥
চিরকাল বাছারে ছিলিরে সম্মুখ,
কি জন্যে বা আজ হলি রে বিমুখ,
তোমার ছেলের আজ কে কল্লে নান্দীমুখ,
ফেটে যায় বুক দুখ সই কেমনে॥
তোমার সন্তান তোরে হ'য়ে হারা,
ডাকিছে অন্তরে কাঙ্গালের পারা,
তুইত দেখিলি না বিবাহের দিনে বসুধারা,
এসে আমার এ দু'ধারা দেখ নয়নে॥

কথা বল্‌তে ফাটে হিয়ে, তোমার ছেলের বিয়ে,
দিবে গিয়ে সব অন্যজনে ॥

'(পয়ার ।)

দেখি জননীর কান্না কাঁদিল রঞ্জন
জলেতে ভাসিয়া গেল নয়ন-অঞ্জন।
তবে কিছুক্ষণ পরে শোক সম্বরিল
কজ্জল সহিত জল বসনে মুছিল।
সাদরে প্রণমি তবে ঠাকুরাণী-পায়
বিবাহ করিতে বর হইল বিদায়।
চৌদল বাহকগণ আঁটি কটী বান্ধে
শুভক্ষণে চতুর্দ্দোল তুলি নিল কান্ধে।
দোলার সাজন দেখি চমকিত চিত
মতি পুঁতি থালাসহ রতন খচিত।
প্রজানাথ স্মরণ করেন প্রজাপতি
চলিল বাহকগণ অতি শীঘ্রগতি।
কত স্থানে কত লোক সুখেতে সাজিল
কত স্থানে কত বাদ্য বাজিতে লাগিল।
শিবিকায় পথ সব হয়ে গেল জোড়া
কে গণিতে পারে কত হাতী আর ঘোড়া।

কে গণিতে পারে লোক চলে কতগুলি
আকাশ আন্ধার করে চরণের ধূলি।
করি গোল বাজে ঢোল বোল তার নানা
সুমধুর বাজে বাঁশী কাঁসি আর সানা।
তুরঙ্গের হ্রেষারব মাতঙ্গের সাড়া
তোল পাড় করে যায় দুই তিন পাড়া।
ঢোলের গোলের সহ করিয়া ঝগড়া
রগড়ে বাজিল কত দগড়ী দগড়া।
বরযাত্র দলে চলে করি অতি জোর
কিছুক্ষণ পরে পাছু ক'রে কচুজোড়।
জ্বালিয়া শিড়ির আলো শিহুড়ী ছাড়ায়
কুনুরি করিয়া পিঠে শিহ্নিয়ায় যায়।
ময়ূরাক্ষী নদী-তীরে দাঁড়কা নগরে
সকলে আইল রাত্রি প্রথম প্রহরে।
জোরে ঘোর বাদ্য সব বাজিতে লাগিল
শুনিয়া দাঁড়কাবাসী চমকি উঠিল।
ঢোলের বাঁয়াতে কাঠি জোরে মারে ডোম
গোল করি বোল উঠে "ডোডোম্ ডোডোম্।"
দগড়ে রগড় দেয় করি লম্ফ ঝম্প
জগৎ দোলায়ে যেন বাজে জগঝম্প।

বিবিধ বাজনা সব বাজে কত ঢঙ্গে
চলিতেছে বহু লোক বহুতর রঙ্গে।
পুড়িছে আতসবাজী করি মহাধুম
বোমের শবদ উঠে "গুড়ুম গাড়ুম।"
তারা সব ছুটে যায় হাওয়াই'র আলা
গগণে খেলিছে যেন বিজলীর মালা।
গাছ মাছ সীতাহার কি বাহার তার
ফনাশে বিনাশে ঘোর আকাশ আঁধার।
মোটা মোটা আশা সোটা আড়ালীর সঙ্গে
ধরিয়াছে কত লোক কত রূপ ঢঙ্গে।
কতই শিড়ির আলো দুই পাশে যায়
লাল নীল শ্বেত পীত পতাকা তাহায়।
ফুল ছড়ি আর ঝাড় ধরি কত লোক
পলকে ঝলকে কত তাহার আলোক।
শুনিয়া নগরবাসী বিবাহ বাজন
দেখিতে শুনিতে ধেয়ে যায় কত জন।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ ধায় তাড়াতাড়ি
তিলমাত্র স্থল নাই পথে হুড়াহুড়ি।
হৃদয় ছুটিছে আগে পাছু দেহ যায়
কত সাধ করে সবে পাখীর পাখায়।

ধরি ছড়ি ধীরি ধীরি বুড়ার গমন
দেহ জরাগ্রস্ত মন নবীনযৌবন।
বাজনার স্রোতে বুঝি চিত্ত ভাসি যায়
তাই অন্ধজনে ছুটে দিশাহারা প্রায়।
গৃহ সব শূন্যপ্রায় কুলের কামিনী
সমাজ-নিগড়ে কারারুদ্ধা একাকিনী।
ধড়ফড় করে চিত্ত দেখিবার তরে
আনন্দের সমুচ্ছ্বাস হৃদয়ে না ধরে।
গবাক্ষের দ্বারে গিয়া অনিমিষে চায়
ক্ষণেক বিলম্বে যেন শত যুগ যায়।
অমৃত বণ্টন কালে দেবাসুরগণ
আস্বাদিতে সুধা যথা উৎকণ্ঠিত মন।
তেমতি অধীরমতি যত কুলবধূ
মিটা'তে মনের সাধ্ হেরি বরবিধু।

হেন কালে ধীরি ধীরি চারি দিক আলো করি
উদিল শ্রীরাম নিশাকর।
রতন মণি খচিত পট্টবস্ত্র সুশোভিত
শিরে শোভে মুকুট সুন্দর॥
শিরোদেশে বক্ষঃস্থলে হীরক রতন জ্বলে
রাজ-সাজ করে ঝলমল।

বদনচন্দ্রমা ঘেরি নৃত্য করে সারি সারি
অগণিত তারকামণ্ডল ॥
সে চাঁদমুখকিরণ ভেদি ললনা নয়ন
দ্রুতবেগে মরমে পশিল।
যত অবলার কুল সুখের না পায় কূল
অপরূপ রসেতে ভাসিল ॥
বলে আহা মরি মরি বিধির কি কারিকুরী
কি দিয়া গড়িল হেন ধন।
যুবতীর কিবা কথা ঘুরায় প্রবীণা মাথা
সর্ব্বচিত্ত করে আকর্ষণ ॥
হেন মনে লয় বিধি মথি মাধুরী-জলধি
নিরমিল হেন রূপভার।
লাবণ্য রস ছাঁকিয়া তাহে মাখাইয়া দিয়া
এ জগতে দিল উপহার ॥
আকর্ণায়ত লোচন কমলমদ ভঞ্জন
সে আঁখি নিরখে যার প্যানে।
সুদৃঢ় ধৈরযাচল করে তার টলমল
ফুলধনু বিন্ধে তার প্রাণে ॥
সুরঙ্গিম বিম্বাধরে মৃদু হাসি খেলা করে
লুকাচুরি খেলে লোক সনে।

বিজলি-ছটার প্রায় ক্ষণে আসে ক্ষণে যায়
অবলাবিপত্তি নাহি গণে ॥
অনেক সুকৃতি ফলে যার হেন পতি মিলে
সে রমণী নারী শিরোমণি।
ভাগ্যের নাহিক ওর পাবে হেন পতি ক্রোড়
সুখে রবে দিবস রজনী ॥
যথা রতি-রতিপতি অথবা হরপার্ব্বতী
কিম্বা কমলিনী প্রভাকর।
আজ্ সৌন্দর্য্য-সদন নব দম্পতীমিলন
হবে সর্ব্ব নয়নগোচর ॥
কোন্ দেবতারে স্মরি কোন্ সাধু মুখ হেরি
পোহাইল গত বিভাবরী।
সেই দেবতার নাম ল'ব আমি অবিরাম
সেই মুখ নিতি নেন হেরি ॥
ধন্য ধন্য দ্বিজবর কালাচাঁদ ভাগ্যধর
কত পুণ্য পুঞ্জ তাঁর ছিল।
অখিল জন-রঞ্জন হেন জামাতা রতন
সেই পুণ্য বলেতে মিলিল ॥
মোহিয়া সকল হিয়া ক্রমেতে চৌদল গিয়া
উপনীত বিবাহের বাড়ী।

রসিকা রমণী সব করিতে বাসরোৎসব
সাজিয়া চলিল তাড়াতাড়ি ॥

গীত।

কি আনন্দ হ'ল আজ কি আনন্দ হ'ল রে।
অতল সুখসলিলে দাঁড়কা ডুবিল রে ॥
পুরবাসী পুঞ্জ পুঞ্জ, শিশু বৃদ্ধ অন্ধ খঞ্জ,
বিবাহ-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিয়া চলিল রে ॥
যতেক ললনাকুল, সুখরসে সমাকুল,
অমিয় হাসির ফুল, বদনে ফুটিল রে ॥
বিবাহের কোলাহল, কি স্থল নভোমণ্ডল,
ঘাট বাট হাট মাঠ সকল ব্যাপিল রে ॥
মর্ত্ত্যলোকে মর্ত্ত্যজন, স্বর্গেতে অমরগণ,
হেরি সে আনন্দোৎসব আপনা ভুলিল রে ॥

(শ্রীরামরঞ্জনের বিবাহ।)

তবে যত পুরবাসী নিকটে আসিয়া
নামাইয়া লয় পাত্রে আনন্দে ভাসিয়া।
আলেপনা রেখা লেখা অতি সরু সরু
তার পাশে রোপিয়াছে রামরম্ভা তরু।

পূর্ণ-কুম্ভোপরি দিয়া আম্রের পল্লব
দুই দিকে সারি সারি বসায়েছে সব।
তাহা নিরখিয়া পাত্র পুরে প্রবেশিল
দেখি পুরবাসী সুখ-সমুদ্রে ভাসিল।
বড়ই সুন্দর বর বরণ উজ্জ্বল
আলোর জ্যোতিতে মুখ করে ঝলমল।
রাজার কুমার যবে আসনে বসিল
পূর্ণশশী আসি যেন উদয় হইল।
বরের পাশেতে বসি বর-যাত্রগণ
পুরবাসী সহ করে নানা আলাপন।
আনন্দে মগনা যত কুলের রমণী
হুলাহুলি করি করে 'উলু উলু' ধ্বনি।
এক জন কহে তবে বর-মুখ চাই
নরের এরূপ রূপ কভু দেখি নাই।
সেহ ভাবি ভাবি কয় হয়ে ভাবাবেশ
দানব ভয়েতে বুঝি মানব সুরেশ।
কেহ প্রতিবাদ করে তা নয় তা নয়
হর ভয়ে স্মর আসি হইল উদয়।
কেহ বলে রাহু ভয়ে গগণের শশী
ধরিয়া নরের রূপ রয়েছেন বসি।

চাঁদ যদি নহে তবে কেমনে সবার
বিনাশ করিল আসি মনের আঁধার।
কেহ বলে ভাল চাঁদে দেখাইলে ভাই
চাঁদের অধিক গুণ এই চাঁদে পাই।
চাঁদেতে আছয়ে কাল কলঙ্কের রেখা
এ চাঁদে কলঙ্ক চিহ্ন নাহি যায় দেখা।
রাত্রিকালে উঠে চাঁদ দিবসে না রয়
এই চাঁদ দিবানিশি সমান উদয়।
এইরূপ প্রতিবাদ করে পরস্পর
হেন কালে হয় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
তাহা দেখি এক জন কহে সভা-মাঝ
শীঘ্র করি সার এবে বিবাহের কাজ।
বিবাহের আয়োজন প্রস্তুত হয়েছে
পুঁথি লয়ে পুরোহিত বসিয়া রয়েছে।
উপবাসী আছে কন্যাকর্ত্তা আর বর
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অতি হয়েছে কাতর।
দ্বিজ-মুখে এই কথা করিয়া শ্রবণ
বিবাহের কার্য্য তবে করে আরম্ভন।
লগ্ন ভগ্ন হবে বলে অতি শীঘ্র করি
সারিল বিবাহ-কার্য্য মঙ্গল আচরি।

(বাসর-কৌতুক।)

বিবাহ নির্ব্বাহ পর চলিল বাসর-ঘর
বর বর-শ্রীরাজকুমার
মৃদু মৃদু হাসি হাসি উদয় মন্দিরে আসি
যেন শশী কুমার কি মার।
বাসর নিশির ভাত না দিয়া তাহাতে হাত
না পুজিয়া শিলাষষ্ঠী মায়
যেরূপ নিয়মাবলী সেই অনুসারে চলি
শুইলেন অপূর্ব্ব শয্যায়।
অযোগ্য অলির পাশে কোরক-কমল ভাসে
ভয়ে ভুজ মৃণাল কাঁপিছে
দারুণ লজ্জার দায় আঁখি মেলি নাহি চায়
নিজ বাসে বদন ঝাঁপিছে।
বাসর বরের খাট ঘেরিয়া রমণী হাট
যারা এসে করে হুলাহুলি
চতুর্ভিতে আগে পাছে পূর্ণ-শশধর কাছে
তারা তারা যেন কতগুলি।
বলিছেন কোন ধনী এমন নায়ক-মণি
কোন দেশে কার ঘরে ছিল
কোন পুণ্য ফলে বিধি এমন গুনের নিধি
আমাদের ঘরে আনি দিল।

ধরি ধরি চাঁদ আনি সব সুধা ছানি ছানি
জমাইয়া তাহে করি তাল
বিধি বড় গুণবান এই মুখ নিরমাণ
করেছে খাটিয়া বহু কাল।
রাখিব আপন পাশে এই মন অভিলাষে
বিধি করি এ দেহ গঠিত
অনুমানে বুঝি তাই গড়ি রূপ দেখে নাই
দেখিলে ছাড়িয়া নাহি দিত।
আঁখি মেলি দেখ তোরা তরুণ কামের কোঁড়া
অরুণ অধরে মাখা হাসি
ওরূপ রূপের চূড়া দেখিলে সে পোড়া ছোঁড়া
পোড়ায়ে করয়ে ভস্মরাশি।
জোড়া ভুরু নিরমাণ যেমন কামের বাণ
নিরখিয়ে মনে এই বাসি
পূজি হরি-পদ্মনাভ উহারে করিব লাভ
হইব পদ্মার পদে দাসী।
বিধি হয়ে অনুকূল ইঁহাকে করিত ফুল
তবে কেশে গুঁজিতাম ছলে
মণি কি মাণিক হ'ত সব জ্বালা দূরে যেত
হার করি পরিতাম গলে।

এত বলি হাসি হাসি বরের নিকটে আসি
নয়ন নাচায়ে কন্যা কয়
তাহা দেখি কুতূহলে অনেক বাক্যের ছলে
কহে বর-নৃপতি-তনয়।

সুন্দরি! এ কৌশল শিখিলে কোথায়।

খগ-নাসা-পাশে বেণী দোলে যেন কাল ফণী
তবু খগ ফণীরে না খায়॥
সীঁতার সিন্দুর দাগ তরুণ অরুণ রাগ
চতুর্দ্দিকে সমান প্রকাশে
কিন্তু কি আশ্চর্য্য হায় চতুর্দ্দিক দীপ্ত তায়
তবু কেশ ঢাকা তম-বাসে।
ভুরু-ধনু আঁখি-বাণ সদা পুরে সুসন্ধান
তবু কাণ-গৃধিণী না ডরে
আর রিপু তার মূলে মকর কুণ্ডল দোলে
সেহ তারে গ্রাস নাহি করে।
তবাধর রক্তনিভ পক্ক বিম্বফল-প্রভ
দন্তচয় মুকুতার পাঁতি
তারামালা লাজ পায় দিবসে না উঠে তায়
চাঁদ কাছে কাঁদে সারা রাতি।

তব মুখ সুধাকর দুই পদ্ম দুই কর
শশীর নিকটে পদ্ম ফুটে
দেখি কুচ শম্ভুদ্বয় কাম নাহি করে ভয়
আপন মন্দিরে আসি জুটে।
তব কটী সিংহরাজ সতত করে বিরাজ
তার কাছে উরু করি শুণ্ড
কিন্তু সেই করি-কর নাহি খায় পশুবর
বিস্তার করিয়া নিজ তুণ্ড।
তার কাছে অতি গুরু জঘন কদলী-তরু
করি-করে তাহে নাহি ভাঁগে
জানিয়া তোমার মর্ম্ম অহিংসা পরম ধর্ম্ম
শিক্ষা করিয়াছে তব আগে।
আর এক দেখি ভাল গমন কালে মরাল
আসি মিলে তব পদতলে
কত বার আসে যায় কিন্তু সেহ নাহি খায়
তব ভুজ-মৃনাল যুগলে।
তব দেহেন্দ্রিয়গণ পরম সুখে মগন
সবার সমান মন সিধে
তবে তব দু' নয়ন কুটিল কেন এমন
আসিয়া আমার মন বিঁধে।

শুন ওলো ও সুন্দরি! ক্ষমা কর করে ধরি
হেন না কটাক্ষ শর-শূল
মম চিত্ত অকপট না হই দক্ষিণ শঠ
আমি সে নায়ক অনুকূল।

পয়ার।

নারী কহে তুমি যদি সেই সে নায়ক
তবে কেন আঁখি তব কুসুম-শায়ক।
জোড়া ভুরু সরু সরু কামের কার্ম্মুক
একবারে বিঁধে কত অবলার বুক।
কথার শিকলে বান্ধ নারী-প্রাণ-পাখী
কেহ ফিরি যেতে নারে রূপে দিয়া আঁখি।
বাহিরে সরল ভাব অন্তরেতে আন
ইহা দেখি বড়ই ব্যাকুল মন প্রাণ।
সাধুভাবে পরিচিত হয়ে বহু জন
ছলে যেন হরে ধনী গৃহস্থের ধন।
তেমনি তোমার মন বুঝিনু এখন
বাহিরেতে সাধু অন্তে চোরের লক্ষণ।
সামান্য চোরেতে লয় ঘটী বাটী ধান
তুমি চুরি কর যত অবলার প্রাণ।
বিশেষ বুঝিতে তব বচনের অর্থ
পণ্ডিত আনিতে হয় দিয়া বহু অর্থ।

কুমার কহিছে যদি সমর্থা হইতে
আমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিতে।
তুমি সে নায়িকা অতি প্রগল্‌ভা চকিতা
কেমনে বুঝিবে বল আমার কবিতা।
পরের পতির পানে কুভাবেতে চাও
সরম সহিত স্ব ধরম না বাঁচাও।
তোমারে চঞ্চলা দেখি হতেছে সন্দেহ
আগে তুমি আপনার পরিচয় দেহ।
কাহার দুহিতা তুমি কাহার ভামিনী
জাগাতে আইলে এই বাসর-যামিনী।
নারী বলে মন দিয়া শুন মহাশয়
গোপনে কি ফল, দিব নিজ পরিচয়।
আমি সে সুন্দরী মোর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর
যে নরে বরেছি হয় সে নর সুন্দর।
লোকের সৌভাগ্য হয় পাইলে মাণিক
মোর অন্ন নাই পেয়ে সে পর মাণিক।
না কামায় এক পোয়া সে করে কামাই
দিন রেতে খেটে ছুটে আমি যা কামাই।
পতি সে পাষাণ ধরে আর চায় শান
অনেক লোকের কাজ করয়ে আসান।

বেহুঁস মানুষ নহে নহে চোর ভাঁড়
কি জানি কি দোষে বিধি হাতে দিল ভাঁড়।
কুৎসিত বলিলে তার নাহি ঘৃণা-পীত
পরে পর-পরা-বাস না নীল না পীত।
মূঢ় পতি ভাল নাহি শিখে না শিখায়
বাম হাতে ধরে কত ব্রাহ্মণ শিখায়।
ডরে মোর কাঁপে বুক করি 'মুখ কাণ'
তবু কভু কভু ধরে ব্রাহ্মণের কাণ।
দ্বিজ শিরে দুই হাত সতত চাপায়
সেই ভয়ে ধরি কত দ্বিজাঙ্গন-পায়।
সেবিতে পরের পদ এনু অবনীতে
ইহাতেই বুঝ আমি কাহার বনিতে।
বর বলে বরাননি কও বা না কও
বুঝিতে পেরেছি তুমি নাপিতিনী নও।
সুচতুরা তুমি অতি মধুর ভাষিনী
হইবে এদের কোন কুল সাঙ্গাতিনী।
ইহা বলি হাঁসি হাসি মধুর মধুর
চতুরা নিকটে পুনঃ কহিছে চতুর।

সুন্দরি! তুঁহু এক অপরূপ রামা।
নয়ন-কটাক্ষে বহুত বিখ বরিখহ
বদন মলিন হিম-ধামা॥
আর এক অদ্ভুত তুঁহু দেহ খেলত
সুরাসুর দোঁহে দল মেলি
তা সব সহায়ে মন্থিয়া হৃদি সাগর
মুর সরবস হরি লেলি।
উচ কুচ সুন্দর মেরুক মন্দর
হার ভুজঙ্গ সমান
ধৈরয কঠিন কমঠে করি মন্থন
দোঁহ দলে দেয়ত টান।
মন ঐরাবত ভকতি লছমি সহ
প্রেম পীযূষ হরি লেল
কাঙ্গাল কহত আহা হৃদি বারিধি মাহা
সবহুঁ রতন শূন ভেল।

(পয়ার।)

এইরূপে হাস পরিহাস করে সবে
হেন কালে শুকতারা উঠিল পূরবে।
বিগতা যামিনী দেখি এক সহচরী
কহিতেছে আপনার সখী করে ধরি।

প্রভাত-বর্ণনা।

(একাবলী ছন্দ।)

দেখনা সজনি রজনী ভোর
ঘুঘুগণ ঘন ঘোষয়ে'ঘোর।
দয়িত বিরহে দারুণ শোক
মুদল সুদল কুমুদ কোক।
তিমির-গরব করি গরাস
তরুণ-অরুণ-কর-প্রকাশ।
প্রিয়-দরশন পেয়ে আভাস
বিমল কমলে কমল-হাস।
করিছে মধুপ মধুর গান
কোকিল সকলে ধরিছে তান।
কাক-কলকলি কুরব তায়
পেচক চকিতে কোটরে ধায়।
পাখী শাখী'পরে করিছে রব
নগরে নাগরী জাগিল সব।
ছাঁদিয়া বাঁধিছে এলান কেশ
সুখের যামিনী হইল শেষ।
প্রমদা প্রমাদে কহিছে হায়
সুখের রজনী পোহায়ে যায়।

গীত।

' হায় হায় কি করি উপায়,
সুখের রজনী সখি ঐ যে পোহায়ে যায়।
তরুণ অরুণ দেখি একি নিকরুণ কায়,
তিমির গরব গ্রাসি ঐ ত উদিল প্রায়॥
সরোজে সুরন পূজা কর কর প্রমোদে,
যেন কোন কালে রবি গগণেতে না উদে,
শশী সহ নিশি যেন যুগে যুগে র'য়ে যায়॥

(দাঁড়কা হইতে বর-কন্যা বিদায়।)'

নারীগণ প্রায় নিশি প্রভাত দেখিয়া
দুঃখিত হইয়া ঘরে গেলেন চলিয়া।
সেই দিন বরযাত্র রহিল তথায়
কোন মতে কেহ কিছু কষ্ট নাহি পায়।
দিবসে করিয়া সবে অপূর্ব্ব ভোজন
এক জন করে গান বিবাহ বর্ণন।

গীত।

এমন বিয়ের ধূম দেখেছে কে কোথায়।
আমি বলব কি কথায় কথায়;
মিষ্টি খেয়ে মুখ মেরেছে মণ্ডাদি খাজা গজায়॥

কোন রাজারে কে সেবিয়ে, কে দেখেছে এমন বিয়ে,
কাক তাড়ালাম গোল্লা দিয়ে, লুচি চিনি কে সুধায় ॥
বাদাম পেস্তা কমলা লেবু, চায় না কেউ আর খায় না বাবু,
সুখ-সায়রে উঠু ডুবু প্রভু ভৃত্য সমুদয় ॥

পয়ার।

খায় দায় নাচে গায় হাসে খেলে কত
দেখিতে দেখিতে হ'ল দিবা অস্তগত।
নিশিতে বরেত ভাত করিয়া ভোজন
উত্তম শয্যায় সবে করিল শয়ন।
তবে দিনমণি যবে হইল প্রকাশ
সকলে করিল গৃহে গমনাভিলাষ।
কন্যাকর্ত্তা আসি ক'ন কন্যার মাতায়
কেমনে বিদায় করি কন্যা জামাতায়।
সহিতে পারি না হৃদে উঠে বড় দুঃখ
পাঠাইতে প্রাণ কান্দে ফেটে যায় বুক।
তাহা শুনি জননীর ভাসিল বয়ান
কে কারে প্রবোধ দেয় উভয়ে সমান।

কিছুক্ষণ পরে দুঃখ করি সম্বরণ
কন্যা পাঠাইতে শীঘ্র করে আয়োজন।
আনিয়া যৌতুক-ধন দিল বহু ভার
কত শত স্বর্ণ-মুদ্রা বস্ত্র অলঙ্কার।
দোলার নিকটে পদ্ম দাঁড়াইয়া আছে
দেখিতে পড়সী সব ধেয়ে এল কাছে।
কত না সঙ্গিনী আসি কত কথা কয়
শুনিয়া পদ্মার চক্ষে বারি-ধারা বয়।
কন্যার নয়নে জল দেখিয়া জননী
কান্দিয়া কান্দিয়া কন সকরুণ বাণী।

গীত।

কেমন করে এ ঘরে রইব মা বল এখন।
না দেখি তোর বদন চাঁদে, মম প্রাণ সদাই কাঁদে মরি খেদে গো,
হৃদে পাষাণ বেন্ধে কি রাখব এ জীবন॥
তব অদর্শন, দারুণ হুতাশন,
(দেখ) সই প্রবল অনলে করবে জীবন বিনাশন॥
হৃদে যে দুঃখ হয় আমার, তোমায় কি বলব আর; বারম্বার গো;
হ'ল আমার সেই দশা মেনকার দশা যেমন॥

লঘু ত্রিপদী।

বলেন জননী পাঠা'য়ে নন্দিনী
কেমনে রহিব ঘরে
এ ঘর দুয়ার সকলি আন্ধার
হইবে ইহার পরে।
এখন বদন করি দরশন
যতক্ষণ আছে কাছে
করিলে গমন কেমনে জীবন
রহিবে ইহার পাছে।
এখনি পরাণ করে আন চান
ধৈরয ধরিতে নারি
হ'লে অদর্শন বুঝিবা জীবন
পলাবে এ দেহ ছাড়ি।
কন্যার জননী যেন পাগলিনী
দাঁড়ায়ে নন্দিনী পাশে
দেখি মুখ-চাঁদ পিতা কালাচাঁদ
নয়নের নীরে ভাসে।
কভু ধরে হাতে কভু ধরে মাথে
কখন দু'বাহু ছান্দে
সুখে দুখে দেখি হ'ল মাখা মাখি
হরিষ বিষাদে কান্দে।

গীত।

কান্দে মা পিতাম্বরী কেমনে রহিব ঘরে পদ্ম সুন্দরি।
অতি সন্নিকটে গিয়া, করুণা করি কাঁদিয়া,
চিবুকে অঙ্গুলি দিয়া মুখ নেহারি,
ঝর ঝর ঝরিতেছে নয়নে বারি॥
হর পূজি বিল্বদলে, অনেক পুণ্যের ফলে,
তোমারে পাইনু কোলে প্রাণ-কুমারি;
তিল আধ না দেখিলে পরাণে মরি॥

পয়ার।

এতেক বলিয়া মাতা কান্দিতে লাগিল
কন্যা-পাত্র চৌদলেতে উঠিয়া বসিল।
মোরেশ্বর শিব সন্নিহিত হন যবে
চৌদল হইতে দোঁহে নামিলেন তবে।
শিবে প্রণমিয়া কৃষ্ণচন্দ্র-কুলোদ্ভব
ভক্তি সহকারে এই করিলেন স্তব।

গীত।

জয় জয় শিব ত্রিগুণধারী, সৃজন পালন নিধনকারী,
ত্রিপুরান্তক ত্রিপুরহারী, ত্রিপুরপতি তিমির নাশন।
হর হর হর বিশ্বেশ্বর, পরমেশ্বর পঞ্চানন॥

হর হর হর বম্ বম্ বম্, করেতে ডমরু বাজে 'ডম্ ডম্'
ভালে আলোকে বালক সোম, সুষমা সম ভস্ম ভূষণ ॥
জয় জয় ভবভাবী ভাবক, করুণামৃত নয়নে পাবক,
জীব শিবদানে ত্বরিত ধাবক, যাবক জিত যুগল চরণ ॥
হর হে তব মহিমা অপার, রূপ গুণ যশ বর্ণে সাধ্য কার,
তুমি হে সাকার, তুমি নিরাকার, নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ॥
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব শান্তিপ্রদ হে তব কে জানে অন্ত
বেদ বেদান্ত তন্ত্র মন্ত্র দেখি তদন্ত করে কোন্ জন ॥
না জানিয়া তব সত্য তত্ত্ব, ভ্রমে ভ্রমি সদা স্বর্গ মর্ত্ত্য,
না বুঝি অর্থ চায় হে অর্থ বিষয় মত্ত পাপমন ॥
এবে সে বিষয় অতি ভয়ঙ্কর, নিকটে বিকট শমন কিঙ্কর,
কাল-ভয়ে কণ্ঠ হ'য়েছে কাতর, বিতর বিতর এ দীনে শরণ ॥

(বরকন্যা হেতমপুর আগমন ও পুরে প্রবেশ।)

শিবে প্রণমিয়া দোঁহে চৌদলে চাপিল
পুরবাসিগণ মুখ চাহিয়া রহিল।
শুভক্ষণে কন্যাপাত্র যান নিজ পুরে
শুভদিবা বামে শিবা দেখিল অদূরে।
বৎসযুতা গাভী রহে দক্ষিণ পাশেতে
ক্ষেমঙ্করী উড়ি উড়ি বেড়ায় ঊর্দ্ধেতে।

কত বার দেখা দিল নীলকণ্ঠ পাখী
মঙ্গল ঘটনা কিছু না রহিল বাকী।
বেহারা চালায় দোলা যেন চলে রথ
দূর্ দূর্ শবদে ফুরায়ে গেল পথ।
দুঃখের নাহিক লেশ কি সুখের হাট
ঘণ্টায় হাটিল এক প্রহরের বাট।
লহর করিয়া কত প্রহরের অন্তে
শিবিকা-বাহক এল নগরের প্রান্তে।
ডুডুম্ ডুডুম্ করি বেজে উঠে ঢোল
বিবাহ আইল বলি হ'ল মহাগোল।
জানিল আইল বিয়ে শুনিল বাজন
দেখিতে পরম সুখে যায় কত জন।
কেহ বা খাইতে ছিল মধ্যাহ্নের ভাত
বিবাহ দেখিতে ধায় ফেলি দিয়ে পাত।
কেহ বা বান্ধিতে ছিল মস্তকের ঝুঁটি
না হইল বান্ধা প'ড়ে রয় পাকা শুটি।
কেহ বা পরিয়া ভালে সিন্দূর তিলক
লইতে পেলে না নাকে নলক বলক।
কেহ বা পরিতেছিল আপন বসন
বসন পরিয়া পরা হ'ল না ভূষণ।

কেহ বা পরিয়া অঙ্গে সকল ভূষণ
সময় পেলে না আর লইতে অঞ্জন ।৷
যে যাহা করিতেছিল তাহা না করিয়ে
চলিল দেখিতে সবে আনন্দের বিয়ে।

গীত।

দেখিতে রঞ্জন বিভা আগমন রমণীগণ ধায় রে।
স্থান নাই বাটে, সবে আগে হাঁটে,
পাছু পানে নাহি চায় রে ॥
কার আধ বন্ধন বেণী, কার আধ তিলক শ্রেণী,
কার আধ সিন্দূর ভালে, পরি আধ গ্রন্থিত মালে,
কার আধ অঞ্জন চক্ষে, কার আধ বসন বক্ষে,
কেহ নূপুর পরি হাতে, কেহ হার সাজা'য়ে মাথে,
আনন্দ বিহ্বলা, হইয়ে অবলা,
কাহারে কেহ নাহি চায় রে ॥

পয়ার।

কেহ বা দাঁড়ায় নিজ শিশু ধরি বক্ষে
কেহ বা দাঁড়ায় লয়ে পূর্ণঘট কক্ষে।
নেহারিয়া পূর্ণঘট আর জলধার
শুভক্ষণে নামে দোলা সদরের দ্বার।

প্রবীণা দাসীর মুখে শুনি শুভবাণী
পরম আনন্দে যান কর্ত্রী ঠাকুরাণী।
বিধু জিনি বধূমুখ করি দরশন
নয়নে আনন্দ-বারি গলিল তখন।
বলেন এমন কন্যা কোন্ দেশে ছিল
কোন্ পুণ্যফলে আজ এ ঘরে উদিল।
যেমন সুন্দর নাম শ্রীপদ্মসুন্দরী
তেমনি পদ্মের চিহ্ন অঙ্গের উপরি।
পদ্মদল সম আঁখি মুখ পদ্ম প্রায়
পদ্ম চিহ্ন করে দেখি পদ্মগন্ধ গায়
বুঝি এর মাতা পিতা করি পদ্মাসন
পূজে ছিল পদ্মে পদ্মপলাশলোচন।
কামনা করিয়া ধরি হরি-পাদপদ্ম
হরির বরেতে লাভ করেছে এ পদ্ম।
ধন্য ধন্য কৃষ্ণচন্দ্র আমার কুমার
কন্যা নিরখিতে ভাল চক্ষু ছিল তার।
এই কথা কহিতে কহিতে নানা ছান্দে
মনেতে পড়িয়া গেল পুত্র কৃষ্ণচাঁদে।
অন্তরে উঠিল শোক আগুন সমান
চঞ্চলা হরিণীমত চারি দিকে চান।

সুখের দিনেতে হ'ল দুঃখভরা মন
কেন্দে কেন্দে ঠাকুরাণী মনে মনে ক'ন্।

গীত।

ও বাপ্ কোথা রইলি কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রানন।
বাপ্ রে তোমারি শ্রীপদ্ম সুন্দরী
নব বধূমাতার শুভ আগমন ॥
স্মরিয়ে শ্রীহরি করিয়া আহ্লাদ,
পদ্মেরে আনিতে মনে ছিল সাধ,
পদ্ম নয় এ ত পূর্ণিমার চাঁদ,
চাঁদ আসি চাঁদে কর দরশন ॥
কি যাতনা মোরে দেন জগদীশ,
অমৃত-সাগরে উথলিল বিষ,
পুত্র হ'য়ে কেন মাকে দুঃখ দিস্,
এসে কর সে আশীষ মঙ্গল কারণ ॥
ওরে জীবনের জীবন অন্তিম সম্বল,
একবার আসিয়ে হাসিয়ে মা বল,
তোমা বিনে আর কে করিবে বল,
পরম মঙ্গল ঘটাদি স্থাপন ॥

পয়ার।

তবে নিজ দুঃখ মাতা নিবারি অন্তরে
শুভক্ষণে নব বধূ লয়ে যান ঘরে।
পুরবাসী সবে আজি আনন্দ মগন
মহাসমারোহে হয় ব্রাহ্মণ ভোজন।
লোক জন বিবাহেতে এসে ছিল যত
বিদায় হইয়া সবে যায় শত শত।
তবে দুই দিন পরে শুন কিছু আর
যাহাতে বাড়িল দুঃখ সমুদ্র অপার।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

—*—

বাল্য-কাহিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বাল্য-কাহিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

—:0:—

(নাবালকে কলিকাতা পাঠাইবার কারণ কোর্টের হুকুম প্রেরণ এবং তদ্দৃষ্টে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর বিলাপ।)

বিবাহ নির্ব্বাহ কথা শুনি কালেক্টর
হইলেন অতিশয় কুপিত অন্তর।
ছিলেন রাগিয়া পূর্ব্বে অগ্নির সমান
সে আগুনে হ'ল পুঃন ঘৃতাহুতি দান।
বলিলেন এত বল হইল রে কার
না শুনিল না মানিল হুকুম আমার।
কোর্টের হুকুম আমি করিলাম জারি
যাহাতে ডরায় কত শত ছত্রধারী।

জ্ঞানী হ'য়ে না মানিল কোর্টের হুকুমে
হেন বীর কেবা আছে এই বীরভূমে।
বুঝিলাম তথায় অনেক লোক জুটে
কেহ না মঙ্গল চায় খায় সব লুটে।
বালকের কিবা দোষ সে ত জ্ঞানহীন
যত কিছু করে কাজ দেওয়ান নবীন।
সে যাহা বলায় শিশু সেই কথা বলে
সে যথা চালায় শিশু সেই পথে চলে।
এত বলি কাগজ তুলিয়া চট্‌পট্‌
চূড়ান্ত করিয়া লেখে দুরন্ত রিপোর্ট।
অতি শীঘ্র পাঠাইল অতিশয় চোটে
ঝট্‌ পট্‌ সে রিপোর্ট পৌঁছিল কোর্টে।
বেআইন হইয়াছে রিপোর্ট শুনিয়া
ক্রোধেতে কোর্টের কর্ত্তা উঠেন জ্বলিয়া।
ক্রোধভরে দিয়া নিজ অঙ্গুলিতে চুম্‌
প্রেরণ করেন অতি প্রবল হুকুম।
লিখিলেন তুমি কার কথা না শুনিবে
নাবালকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিবে।
সেই সে হুকুমনামা পেয়ে কালেক্টর
পড়িতে পড়িতে হন্‌ হরিষ অন্তর।

ত্রিপদী।

পরয়ানা পাঠান্তরে মহানন্দ ম্যানেজারে
হুকুম পাঠান কালেক্টর
নাবালকে সঙ্গে লয়ে আসিবে তুরঙ্গে ধেয়ে
অবিলম্বে এই বরাবর।
হুকুমের অনুযায় তোমাকে এ লেখা যায়
কদাচ অন্যথা না করিবে
কল্য দ্বিতীয় প্রহরে পৌঁহুছিয়া এ সহরে
নাবালকে হাজির করিবে।
ঘরে না রাখিব তায় পাঠাব কলিকাতায়
এ কথায় নাহিক অন্যথা
যদি না হাজির কর ছল কিম্বা বল কর
সজোরে ধরিব গিয়া তথা।
পরয়ানা পাঠ করি মহানন্দ চতুর্ধরী
হইলেন ভয়েতে বিব্রত
অতি মৃদু মৃদু স্বরে দেওয়ান নবকিশোরে
যাইয়া করান অবগত।

গীত।

নাবালকের স্কুলে কাল নাবালকে যেতে হবে।
কেহ যদি কর মানা পরয়ানা দেখ তবে॥

ভঙ্গি ক'রে সঙ্গী মেলে, সদাই বেড়ায় খেলে খেলে,
এ'ত বালক দুধের ছেলে বিদেশে কেমনে রবে ॥
বাছা যাবে ভিন্ন স্থানে, এ দুঃখ কি সয় হে প্রাণে,
বুঝা যায় না অনুমানে কি বিপদ ঘটিবে কবে ॥

পয়ার।

নবীন কহিছে আমি কি বলিব ভাই
চল চল ঠাকুরাণী-সন্নিকটে যাই।
এত বলি দুই জনে গমন করিল
ত্বরা করি জননীর নিকটে আসিল।
বলিতে দারুণ কথা বাক্য নাহি সরে
অনিবার অশ্রুধারা দু'নয়নে ঝরে।
দেখি নবীনের দুঃখ ঠাকুরাণী ক'ন্
কেন রে তোমার দশা হইল এমন।
কাহার পীড়নে তুমি পেলে এত দুখ
কিসের কারণে এত শুকাইল মুখ।
মনের যাতনা কিবা কহ রে ত্বরায়
দেখিয়ে তোমার মুখ বুক ফেটে যায়।

গীত।

নবীন বল কি কারণে, বাক্য নাই চাঁদ বদনে।
হ'য়ে কি হারা, ধারা বয় তোর নয়নে ॥

কেন থাকৃতে বাক্ হলি মূক, জলে ভাসালি বুক,
কিবা দুখ রে, কেন এত মুখ শুকাল কি কারণে॥
নয়ন থাক্‌তে কে হ'ল অন্ধ, কার শনি গতরন্ধ্র
করে দ্বন্দ্ব রে কে কি মন্দ বলেছে তব সদনে॥

পয়ার।

নবীন বলেন মাগো বলিতে না পারি
বলিতে গলিয়া পড়ে নয়নের বারি।
আমারে জিজ্ঞাসা কেন কর পুনঃপুনঃ
চৌধুরি-নিকটে কথা কর্ণ পাতি শুন।
তবে কর্ত্রী মাতা ক'ন্ কহ মহানন্দ
কেন বা হইলি তোরা এত নিরানন্দ।
মহানন্দ কয় কথা শুন গো জননি
কোর্টের হুকুম এই এসেছে এখনি।
হুকুমের মর্ম্ম মাতঃ! শুনহ শ্রবণে
কলিকাতা লয়ে যাবে শ্রীরামরঞ্জনে।
বিদ্যা শিক্ষা করাইবে সুযতন করে
অনুমতি দেহ দেবি! সরল অন্তরে।
শিক্ষিত হইয়া যবে ঘরেতে আসিবে
পুরবাসী সবে সুখ-সমুদ্রে ভাসিবে।

কিবা আছে তার যার নাহি বিদ্যাবল
বিদ্যাহীন মানবের জীবন বিফল।
শুন গো জননি! ইহা শাস্ত্রের লিখন
বিদ্যাবান্ তুল্য নহে রাজা মহাজন।
রাজগণ পূজ্য হন নিজ নিজ দেশে
বুধবৃন্দে সদা বন্দে স্বদেশে বিদেশে।
কিন্তু যদি রাজা হ'য়ে হন বিদ্যাবান্
কে বলিতে পারে তাঁর কত যে সম্মান।
অতএব বলি মাতঃ! মোর কথা লও
নাবালকে কলিকাতা পাঠাইয়া দাও।
শুনি বাণী ঠাকুরাণী শিরে দিলা হাত
একেবারে হ'ল যেন শত বজ্রাঘাত।
কান্দিছেন ঠাকুরাণী করি হায় হায়
দায়ের উপরে একি হইল রে দায়।
একে হারা হ'য়ে আছি অঞ্চলের নিধি
তদুপরি হেন দুঃখ কেন দিলি বিধি।
ধরিয়া চৌধুরি-করে ঠাকুরাণী ক'ন্
নারিব পাঠাতে আমি শ্রীরামরঞ্জন।
পলকে হারায়ে যারে হই রে অস্থির
কেমনে করিব তারে ঘরের বাহির।

আঁখি অন্তরাল হ’য়ে যদি খেলে গিয়া
ধৈরয ধরিতে নারি ফেটে যায় হিয়া।
পাঠাইয়া দূরদেশে সে হেন সন্তান
কেমনে রহিবে দেহে তাপিত পরাণ।

গীত।

ওরে মহানন্দ, বিনা কৃষ্ণচন্দ্র,
হ’য়ে আছি আমি অন্ধিনী-পারা।
আমার বিধাতা বিমুখ, পেলাম পুত্রশোক,
তার উপরে দুখ দিস নারে তোরা॥
আমার জীবন-রঞ্জন নয়ন-অঞ্জন
শ্রীরামরঞ্জন নয়ন-তারা॥
কথা বল্‌তে ফাটে হিয়ে, নয়ন-তারা দিয়ে,
থাকব কি ধন নিয়ে তারা হইয়ে হারা॥

পয়ার।

ব’ল না ব’ল না কথা রবে না রবে না
(ও) ধনে বিদায় দেওয়া হবে না হবে না।
উরু উরু করে প্রাণ না দেখে যাহারে,
কেমনেতে দূরদেশে পাঠাব তাহারে।

পলকে না হেরে যারে হয় যুগ জ্ঞান
তারে কভু না দেখিয়ে বাঁচে কি রে প্রাণ।
অন্তরে অসহ্য শোক পতি পুত্র নাই
বাছারে দেখিয়ে দুখ সব ভুলে যাই।
তোরা যদি জোরে ধরে পাঠাইয়া দিস্,
নিশ্চয় খাইব কাল ভুজঙ্গের বিষ।
যদি প্রাণ নাহি যায় সাপের গরলে,
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ ঝাঁপ দিয়া জলে।
চোখায়ে কাটারি লব আপন গলায়
তাহাই করিব প্রাণ যাহাতে পলায়।
বাপ্ রে চৌধুরি মম জীবনের শেষে
বাছারে পাঠায়ে দিবে সেই দূরদেশে।

পাকাকীর্ত্তন ডাস পেড়ে।

বাছাধন নবীন বয়সে, কেমনে যাইবে দূরদেশে।
না হয় মুরখ হবে ছেলে, না দিব পাঠায়ে প্রাণ গেলে।
না হয় যাইবে জমিদারী, তবু ত বিদায় দিতে নারি।
না হয় পলা'য়ে দূরে যাব, ঘরে ঘরে মাগিয়ে খাইব।
যদি কেহ আসি মোরে বান্ধে, তবু না পাঠা'য়ে দিব চাঁদে।
বল দেখি কে আছে আমার, চাঁদ গেলে সকলি আন্ধার।
পাইয়ে কিছু কথার আঁচ, নীলকণ্ঠ কহে এই সাঁচ।

গীত।

বিদায় দিব না দিব না জীবনান্তে।
বরং রাজত্ব ত্যজিব, না হয় জীবনে না জীব,
তবু না দিব পাঁঠায়ে সে দেশান্তে॥
শ্রীচৌধুরি মহানন্দ কহে কথা অতি মন্দ.
করে অন্ধ নয়ন-তারা নিতে চায়;
মরি মরি ঐ দুঃখে বুক ফেটে যায়;
(বাছা) শুনে মনে পায় ব্যথা, কেন যাবে কলিকাতা,
এ কথা শুন্‌ব না মনো-ভ্রান্তে॥

(ম্যানেজার মহানন্দ চৌধুরির কার্য্যচ্যুতি এবং
ম্যানেজার দুর্গাদাসের আগমন।)

এ কথা শুনিয়া তাঁর শ্রীচৌধুরি ম্যানেজার
নিরুত্তর হইয়ে তখন
করি মনে যুক্তি সার কালেক্টরে সমাচার
পত্র যোগে করিলা প্রেরণ।
সে পত্র পড়িলে পর রাগিলেন কালেক্টর
সবিশেষ কোর্টেতে জানান
তথা হ'তে অতি ত্বরা আইল হুকুম কড়া
তাহা শুনে কেঁপে উঠে প্রাণ।

মর্ম্ম তার সবিশেষ পুরেতে করি প্রবেশ
নাবালকে বলেতে ধরিবে
না মানিয়া প্রতিরোধ কিম্বা কোন উপরোধ
কলিকাতা পাঠাইয়া দিবে।
শ্রীচৌধুরি মহানন্দ তাহার স্বভাব মন্দ
অনুমানে বুঝা গেল সব
অতএব পদে তার রাখিবে করি বিচার
কার্য্যক্ষম সুবিজ্ঞ মানব।
ইহা পড়ি কালেক্টর হয়ে অতি তৎপর
ম্যানেজারী-কর্ম্মের কারণ
ডাকাইয়া নিজ বাসে বসায়ে আপন পাশে
বিস্তারিয়া দুর্গাদাসে (১) কন।
হেতমপুরেতে গিয়া মহানন্দে ডাকাইয়া
সকল হিসাব বুঝে নিবে
নাবালকী-দ্রব্য যত করিয়া তালিকাগত
দরবারে পাঠাইয়া দিবে।

---

(১) দুর্গাদাস—শ্রীদুর্গাদাস বসু; ইনি বর্দ্ধমানে তদানীন্তন মতরজ্জুম ছিলেন।

করিয়া কোন কৌশল অথবা প্রকাশি বল
বালক পাঠায়ে দিবে ত্বরা
শীঘ্র শীঘ্র না যাইলে কষ্ট পাবে লুকাইলে
কোনরূপে নাহি দিবে ধরা।
এত শুনি মহামতি চলিলেন শীঘ্রগতি
আরোহন করি ঘোড়া-গাড়ী
পরম আনন্দে ভাসি প্রহরের মধ্যে আসি
উপনীত হন রাজবাড়ী।
যেরূপ আছে হুকুম তত না করিয়ে ধূম
ভদ্রতা করিয়া দুর্গাদাস
অন্তরে ভাবিয়া হরি পরয়ানা হাতে ধরি
গিয়ে ক'ন্ শ্রীচৌধুরি-পাশ।

গীত।

ধর ধর ও চৌধুরি কালেক্টরি পরয়ানা।
হ'য়েছে এই হুকুমজারি তোমার ম্যানেজারি মানা॥
পার্‌লে না পাঠাতে কুমার,
সেই দোষে কাজ গেল তোমার,
কি আছে ভাগ্যেতে আমার, তাওত কিছু যায় না জানা॥

ত্রিপদী।

পরয়ানা পাঠ করি মহানন্দ চতুর্দ্ধরী
না ভাবিয়া মনেতে বিষাদ
না করি কোন গরজ বুঝায়ে দিল কাগজ
মনো-মধ্যে জন্মিল আহ্লাদ।
বুঝিয়ে কাগজ পত্র স্বকার্য্যে হ'ন্ প্রবর্ত্ত
দুর্গাদাস নব ম্যানেজার
বিজ্ঞতম ভদ্র অতি সতত স্বধর্ম্মে মতি
হিত চিন্তা করে সবাকার।
বিনয়ে বলেন বাণী হুজুর-হুকুম মানি
বালক হাজির কর সবে
নতুবা রবে না মান হ'তে হবে অপমান
কেন ভাই পেশমান হবে।
এই সে ভারত-মাঝে সেবিয়ে ইংরাজ-রাজে
কোন্ দুঃখ হয় বল কার
সকল গুণের ধাম প্রজাপক্ষে যেন রাম
লোকে কয় ধর্ম্ম-অবতার।

বঙ্গেতে বাঙ্গালী নর আছে যুগযুগান্তর
'পূর্ব্বাপর ভেবে দেখ ভাই
পালন করিতে প্রজা ইংরাজের মত রাজা
কলিকালে আর হয় নাই।
এত বলি ম্যানেজার জননীরে সমাচার
দিতে পাঠাইলা এক জনে
কহিয়া দিলেন আর কি হুকুম হয় তাঁর
আসি মোরে বল এইক্ষণে।
এত বলি সেই জন যাইয়া মায়েরে কন্
ঠাকুরাণী অসম্মতা তায়
যা বলিলা ঠাকুরাণী সবিশেষ সব বাণী
আসি দুর্গাদাসেরে জানায়।

পয়ার।

দুর্গাদাস বলে, মাতা কি বলিলা বল
দূত বলে কিছু নাহি বুঝিনু মঙ্গল।
কান্দিয়া কান্দালে মাতা পড়িনু বিপদে,
যা বলিলা সব কথা প্রকাশিব পদে।

গীত।

থাক্‌তে জীবন হেন হবে না কখন
ও জীবন-ধনে বিদায় দিতে নারব রে।
ছলে যদি হরে বাছায় বলে যদি ধরে,
তবে আমি বিষধরে ধর্‌ব রে॥
মমাঙ্গ মাতঙ্গ তুরঙ্গ কুরঙ্গ
স্বরঙ্গে বিদায় দিতে পার্‌ব রে॥
নয়ন-অঞ্জন আমার শ্রীরামরঞ্জন,
আঁখি নিমিখে হারা'লে প্রাণে মর্‌ব রে॥

(ম্যানেজার কর্ত্তৃক নাবালকের অস্থাবর সম্পত্তি শিহুড়ি প্রেরণ।)

শুনি অনুচিত কথা ম্যানেজার পান ব্যথা
বলে আর আমি কি করিব
হুজুর-হুকুম-বলে ধরিতেই হবে বলে
মুখ চেয়ে রাখিতে নারিব।
এত বলি মহাভাগ মনে মনে করি রাগ
করিলেন হুকুম প্রচার
কে আছ রে বলবান বলেতে ধরিয়া আন
জ্ঞানহীন রাজারকুমার।

পুনঃ আজ্ঞা দেন চরে তালিকা লইয়া করে
রাজপুরে প্রবেশ করিয়া
গো মহিষ গজ বাজি সহিত রতনরাজি
দরবারে দাও পাঠাইয়া।
এতেক শুনিয়া সবে অতীব আনন্দ রবে
প্রবেশিয়া রাজার ভবনে
তালিকার জায় দেখে হুকুম বাজায় রেখে
লইতে লাগিল সব ধনে।

পয়ার।

জুলিচা গালিচা আর কাবুলী-কম্বল
শত শত সতরঞ্চ মাজুরি ডবল।
কোচ ম্যাজ কেদেরা পালঙ্ক আর খাট
টীন টব টেবিল তসর আর পাট।
জামা জোড়া জামিয়ার উত্তম রুমাল
বানারসী গঙ্গাজলী কাশমেরী শাল।
বড়ধূস বালাপোষ ঢাকাই দোলাই
সুলতানী বনাত সহিত ধূপছাই।
পোষাক তোষক সহ লেপ আর তুলী
আশ পাশ সুগোল বালিশ কতগুলি।

খাটুলী মাচুলী আর বড় বড় মোড়া
ঝল্‌মল্ করে কত মখমলে মড়া।
বান্ধা হুঁকা গড়গড়া সহিত বিদরী
চিম্‌নি লণ্ঠন ঝাড় বেল্ দেলগিরি।
কঙ্কণ বলয়া বাজু তাবিজ লুটনি
রতন-জড়িত, হেম-হীরা-হার মনি।
কত সিঁথি কাণবালা নলক বলক
গায়ের গহনা আর গলার পদক।
কতই বসন আর কতই ভূষণ
কতই আসন আর কতই বাসন।
কত আসা সোটা ঢাল তরবাল লাঠি
কত থালা থালি আর কত ঘটী বাটী।
ঝাঁজায় ঝাঁজায় যায় ঝাঁজরা ঝাঁজরি
ডাগর গাগর আর বড় বড় ঝারি।
গো মহিষ গাড়র গজেন্দ্র আর ঘোড়া
পালে পালে বাহির হইল জোড়া জোড়া।
তবে দুর্গাদাস দিন প্রহর বেলায়
ঝিউড়ি কান্দায়ে সব শিহুড়ি চালায়।
পাঠায় সকল দ্রব্য করিয়া তালিকা
কান্দিতে লাগিল পুরে বালক বালিকা।

বুঝে সুঝে সব দ্রব্য বোঝাই করিল
গড়্ গড়্ করে গাড়ী চলিতে লাগিল।
ছাগী বাঘী গজ গরু মহিষের পাল
কান্দিতে কান্দিতে যায় মুখে ভাঙ্গে লাল।
রাজার ভাণ্ডার হেন শূন্যময় হ'ল
অশ্বতরী পুত্র যেন প্রসব করিল।
পশুকুল আকুল যাইতে নাহি চায়
ঢিপ্ ঢিপ্ করে মার পিট পেতে খায়।
গলার গলান্দি গাঁঠ টানিয়া গলায়
গাঙ্গিয়া গাবিন গাই গোয়ালে পলায়।
কত পশু যায় ছুটে বনের ডাঙ্গায়
মহীতে পড়িয়া কত মহিষ গাঙ্গায়।
ভাবিয়া ভেঁড়ার পাল ভয়েতে ভেবায়
ছাগল পাগল কত কাতরে মেমায়।
কান্দে করী নাদ করি কাঁপিতেছে অঙ্গ
কুরঙ্গ কান্দিছে কত তুরঙ্গের সঙ্গ।
ফুকারে কান্দিতে নারে বিনাইয়া বাণী
ভাবিছে কোথায় পাব ঘাস দানা পানী।
মুখে নাই বাক্, বুক্ করে ধস্ ধস্
নয়ন বহিয়া জল পড়ে টস্ টস্।

আঁধার নয়ন তাহে পড়ে জলজাল
গাধার সহিত কান্দে মহিষের পাল।
বিকল সকল প্রাণ হ'য়েছে ব্যাকুল
সবার অধিক দেখি গোকুল আকুল।
নীলকণ্ঠ কহে আমি কি করিব হায়
দেখিয়ে এ সব দুখ বুক ফেটে যায়।

গীত।

মনের দুখে গোবিন্দ কেন্দে কেন্দে যায়।
কভু ভূমে গিরে কভু চলে ধীরে
ভাসি চক্ষু-নীরে ফিরে ফিরে ফিরে চায়॥
মনে মনে কেন্দে কহে যেন গাবী,
বাছা রে রঞ্জন কার কাছে যাবি,
ক্ষুধার্ত্ত হইলে কার দুগ্ধ খাবি,
ঐ ভাবি ভাবি মম প্রাণ যায়॥
একেত তোমার ঘরে নাই মাতা,
তার উপরে দুঃখ দিল রে বিধাতা,
দুগ্ধপোষ্য শিশু দুগ্ধ পাবি কোথা,
এই ত গাবী মাতা তোমার হইল বিদায়॥

একাবলী।

এই খেদে যেন করিয়া হায়
আঁখি জলে গাবী ভাসিয়া যায়।
দেখিয়ে পরাণ যায় যে ফাটি
নয়নের জলে ভিতিল মাটী।
রাজার আদর ধরিয়া ধ্যানে
ফিরিয়া না চায় বাছুরি পানে।
অজা, মেষ, গজ, গমন করে
ঝর ঝর বারি নয়নে ঝরে।
গজ বাজী গরু-গাড়ী নিকট
কট্ কট্ করে ডাকে শকট।
গড়্ গড়্ গাড়ী চলিয়া যায়
ছিনপাই ছাড়ি পানুড়ে পায়।
বাযপুর দীঘি বামে ফেলায়
কিছুক্ষণ পরে নদীতে যায়
পিপাসায় প্রাণ ছিল বিকল
নামো ঘাড় করি পিয়য়ে জল।
জলপান করি গেল পিয়াস
না পাইল পথে খাইতে ঘাস।

চলিতে না পারে করিয়ে বল
ক্ষুধায় জ্বলিছে জঠরানল।
গো-গাড়ীর গরু ভাল না যায়
নদীর বালিতে শুইতে চায়।
চালক জ্বলিছে বলিছে মার
অনেক যতনে হইল পার।
রহিয়া রহিয়া চলিয়া যায়
দিবা অবসানে শিহুড়ি পায়।
কালেক্‌টরের নিকটে যাই
সকল জিনিষ দিল বুঝাই।
বাসন বসন ভূষণ শাল
মেষ বৃষ গজ মহিষ পাল।
ঘোড়া জোড়া মোড়া টেবিল টব
সাহেব বুঝিয়া নিলেন সব।
যতনে রতন রাখিলে ঘরে
চাবি বন্ধ করে আসিয়ে চরে।
চালক ফিরিল লয়ে গোযান
সাহেব উঠিয়া ঘুমা'তে যান।
ঘুমালেন ছয় ঘটিকা জোর
দেখিতে দেখিতে রজনী ভোর।

প্রভাতে উঠিয়া তাহার পর
দেওয়ানে বলিয়ে ডাকান চর।
তাহারে কহেন সহরে যাও
সব ঘরে ঘরে ঘোষণা দাও।
দ্বারে দ্বারে তুমি এই সে কবে
রাজার জিনিষ নিলাম হবে।
ইহা শুনি চর অমনি যায়
পাছু পানে আর ফিরি না চায়।
বাজারে বাজারে করিয়া গোল
বাজিতে লাগিল নিলাম-ঢোল।
নীলকণ্ঠ মনো-বিষাদে গায়
বুঝিবা এবার সকল যায়।

(নাবালকের অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম।)

তবে চর উচ্চৈঃস্বরে ডাকি বার বার
করিতে লাগিল সেই নিলাম প্রচার।
বলে, হে বাজারবাসি! সকলে যাইবে
রাজার জিনিষ সব নিলাম হইবে।
আছয়ে অনেক দ্রব্য রকম রকম
গহনা কাপড় আদি দরে পাবে কম।

নবীন গাবিন গাই হাতী আর ঘোড়া
ছাগল মহিষ মেষ কত জোড়া জোড়া।
জরিজড়া শাড়ী আর ঢাকাই চাদর
রেশমী পশমী সব সুবিধার দর।
বিলাতী বনাত পটু রাঙ্গা লাঠু লাঠি
চট পট ঘট কত ঘটী আর বাটী।
ঝলমল মলমল মখমল ছাতি
চক্‌চকে চিক্ চাকু চাক্‌পারা জাঁতি।
ঢাকাই বেলুন আর কানতাই কড়া
হাতা বেড়ী বড় বড় ঝাঁঝরী ঝাঁঝরা।
বড় বড় ঘড়ী আর বড় বড় ঘড়া
দড় দড় জাম দাম দুই চারি কড়া।
নীরের দরেতে পাবে দধি দুগ্ধ ক্ষীরে
জিরের দরেতে পাবে হেম-হার হীরে।
ছাতির দরেতে পাবে হাতীর হাওদা
বাতির দরেতে পাবে জাঁতির যেয়াদা।
আমড়ার দরে পাবে ভাল ভাল আম
কামরাঙ্গা-দরে পাবে বেদানা বাদাম।
চামড়ার দরে পাবে দামড়া বাছুর
ছামড়ার দরে যাবে কামরা বা পুর।

নিলামের কথা দুঃখে নীলকণ্ঠ বলে
ভঙ্গিতে শুনহ সবে সঙ্গীতের ছলে।

গীত।

বলিতেছে উচ্চরবে কাণ পেতে ভাই শুন সবে।
আজকে বেলা নয়টার পরে অনেক জিনিষ নিলাম হবে।
নিলামের এই ব্যবস্থা, কাঁসা পিতল রাং কি দস্তা,
শাল জামিয়ার বস্তা বস্তা সস্তাতে পাওয়া সম্ভবে॥

ত্রিপদী।

বাজিল নিলাম ঢোল হইল বাজার গোল
চলিল সকল লোক শুনে
ফেলি সুতা-ভাতা-ভাত চলে তাঁতী রামনাথ
মনে মনে কত তাঁত বুনে।
চলিলেন চক্রধর ব্রজনাথ বংশীধর
গোপাল গোবিন্দ গদাধর
নরহরি নরোত্তম নবীন পুরুষোত্তম
যাদব মাধব দামোদর।

চলিলেন হলধর রামদাস হরিহর
শ্যামদাস শ্যামাপদ বলা
কৃষ্ণচাঁদ কালাচাঁদ তারা তারিণী প্রসাদ
কাশীকান্ত কমলা বিমলা।
জমিদার মহাজন চলিতেছে সর্ব্বজন
সুলভে লওয়ার অভিপ্রায়
যত যান ধনবান ততোধিক পরিমাণ
লক্ষ্মীছাড়া লক্ষ্মীকান্ত যায়।
গালফুলো গোপীনাথ কাশীধরা কাশীনাথ
যায় জরো জগন্নাথ জোরে
চাপিয়া টাঙ্গন ঘোড়া চলে কত শত খোঁড়া
করেতে টাকার তোড়া ধরে।
নির্দ্দিষ্ট নিলাম ঘরে গিয়া সবে থরে থরে
উপনীত হাজার হাজার
স্থানে স্থানে বুলি বুলি কহে কথা হেলি দুলি
হ'ল যেন কেন্দুলি বাজার।
নিলামী দ্রব্যের থাক দেখিয়ে লাগায়ে তাক
অবাক হইয়া সবে থাকে
তেলী মালী মল ধল যাহার যেমন বল
তেমনি সকল দ্রব্য ডাকে।

নিলামের ভারী জাঁক এক ডাক দুই ডাক
তিন ডাকে হইল খতম
ছাতি সহ হাতী ঘোড়া বিকাইল জোড়া জোড়া
ঘড়া মোড়া পশম রেশম।
চিম্‌নি লণ্ঠন ঝাড় হেম সহ হীরা-হার
কিছু আর না রহিল পড়ে
যা কিছু চালানে ছিল একে একে ধরে দিল
সব গেল নিলামেতে চড়ে।
অশ্ব-জীন টীন টব গো মহিষ গম যব
সকলে সম্ভব দরে পেল
বাজায় রহিল খুঁট পিয়াদার কথা ঝুট
সবে মোট আনা দুই গেল।

(দূতকর্ত্তৃক সংবাদ প্রাপ্তে নাবালককে গোপন
করিবার যুক্তি।)

পয়ার।

নিলামের টাকা সব করি তোড়া তোড়া
রাখিল যতন করি মুখে দিয়া মোড়া।
হইল মঙ্গলময় নিলাম সুদিনে
যাহার প্রভাবে শিশু মুক্ত হয় ঋণে।

অবশিষ্ট যত টাকা রহিল মজুত
তাহাতে সুদের আয় হইল বহুত।
না বুঝিয়া এক দূত আসি রাজধানী
ঠাকুরাণী কাছে কহে রিপরীত বাণী।
দূত কহে ঠাকুরাণী এবে কি করিবে
জিনিষ নিলাম হ'ল বালকে ধরিবে।
শুনে কন্ ঠাকুরাণী শিরে কর হানি
আর কিবা হবে যাবে কিছুই না জানি।
কলিকাতা ল'য়ে যাবে দুখের গোপালে
না জানি কি হত বিধি লিখেছে কপালে।
লোনা গঙ্গাজল খেয়ে ভাঙ্গিবে উদর
ইহার কারণে মনে লাগে বড় ডর।
হারায়েছি প্রাণ-পুত্র আর নিজ-স্বামী
শিশুর বদন চেয়ে বেঁচে আছি আমি।
তাহারে পাঠায়ে হায় হায় দেশান্তরে
কেমনে রহিব এই শূন্যময় ঘরে।
কি জানি সেখানে যদি ঘটে কুঘটন
তবে এ জীবন রাখা কিসের কারণ।
সে সময় যারা যারা ছিলেন নিকটে
তাঁরা কয় জননি গো! তাই বটে বটে।

দেখাইয়া অস্থিরতা কাছে আসি কেহ
অনেক কথার ছলে ধরায় সন্দেহ।
কোন জন বলে মা গো ভগবানে ডাক
পরাণ-পুতুলি ধনে লুকাইয়া রাখ।
যায় যাক্ এ সম্পদ্ নাই প্রয়োজন
প্রাণ চেয়ে বেশী নয় রাজ্য আর ধন।
শুনি বাণী রাণী কন এই যুক্তি সার
লুকায়ে রাখিব আমি প্রাণের কুমার।
নীলকণ্ঠ কহে ভাল বুঝিলে না রাণী
সরকার কভু কার না করেন হানি।
যাহা হ'ক সে কথার প্রয়োজন নাই
অপর বৃত্তান্ত এবে শুন বলি ভাই।

(শ্রীরামরঞ্জনের কেন্দুলি মোকামে গমন।)

পলায়ন করা স্থির ভাবিয়া সকলে
নিশিযোগে বাহিরিলা অনেক কৌশলে।
কর্ত্রী ঠাকুরাণী বেশে শ্রীসারদা রায় (১)
বালকে লইয়া কোলে চড়ে শিবিকায়।

---

(১) শ্রীসারদা রায়—হেতমপুর নিবাসী শ্রীসারদা প্রসাদ রায়; ইনি এই রাজষ্টেটে কর্ম্মচারী ছিলেন।

শিবিকা উপরে চড়ি শ্রীরামরঞ্জন
কৃষ্ণচন্দ্রাত্মজ চাঁদ করেন রোদন।
উপাধানে দিয়া মাথা ভাসান নয়ন
চন্দনে মিলিয়া গেল নয়ন-অঞ্জন।
শ্যামামার* মানসিক সুধিবার ছলে
দক্ষিণাভিমুখে তবে দ্রুতবেগে চলে।
দ্বিতীয় প্রহর নিশি ঘোর অন্ধকার
অনেক যতনে শাল নদী হ'ল পার।
স্মরণ করিয়া শ্যামরূপা-পদদ্বয়
অজয় নদীর তীরে উপনীত হয়।
শীর্ষা† করিয়া বামে শুকডালা দক্ষে†
উপনীত হইলেন ভেরুলিয়া-বক্ষে†।
আল-খাল-পথ তাহে যায় হেলি দুলি
নিশিশেষে যায় জয়দেবের কেন্দুলি‡।
জাগিল অনেক লোক বেহারার রবে
আসিয়া সম্ভাষ করি চিনিলেন সবে।

---

* শ্যামামার—ইনি শ্যামরূপা-নাম্নী দেবী; হেতমপুরের দক্ষিণে প্রায় ৬ ক্রোশ দূরে গড়জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের উপরে ইঁহার মন্দির।

† শীর্ষা, শুকডালা ও ভেরুলিয়া—এই তিনটী গ্রামের নাম।

‡ কেন্দুলি—হেতমপুরের দক্ষিণে ৪ ক্রোশ দূরে কেন্দুবিল্ব নামক একটী গ্রাম, এইখানে উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে মহামেলা হয়।

লয়ে যায় পুরবাসী পরম আদরে
প্রবেশে চাঁদের চাঁদ তারাচাঁদ-ঘরে।
মুখবংশ-অবতংশ শ্রীতারাচরণ
বালক দেখিয়া বড় আনন্দিত হন।
যতনে আনিয়া দিল পবিত্র আসন
তাহাতে বসেন শিশু শ্রীরামরঞ্জন।
আনিল মিষ্টান্নসহ বহুবিধ ফল
খাস্তা কচুরী ক্ষীর সুবাসিত জল।
খেয়ে মিষ্ট ফল জল করি আচমন
অপূর্ব্ব শয্যায় গিয়া করেন শয়ন।
তারাচাঁদ পুত্র জগবন্ধু (১) গিয়া তথা
কুমার নিকটে কয় কত শত কথা।
কুমার কহিছে অন্য কথা না শুনিব
সেই কথা বল যা'তে আনন্দ পাইব।
ইচ্ছা মম এই আজ তোমার বদনে
জয়দেব-সুচরিত শুনিব শ্রবণে।
জয়দেব কেবা ছিল কেবা পদ্মাবতী
কোথায় তা'দের জন্ম কোথায় বসতি।

---

(১) জগবন্ধু—শ্রীজগবন্ধু মুখোপাধ্যায়।

কোন্ মাসে কোন্ দিনে তাঁর মেলা হয়
বিশেষিয়া সেই কথা কহ মহাশয়।'

(জয়দেব-বৃত্তান্ত।)

জগবন্ধু বলে আমি অতি হীনজ্ঞান
কেমনে কহিব জয়দেব-উপাখ্যান।
একান্ত জানিতে যদি তব অনুরাগ
তবে হে যেমন জানি শুন মহাভাগ।
জয়দেব ছিল পূর্ব্বে মুচুকুন্দ ভূপ
এবে জনমিলা হয়ে জয়দেবরূপ।
পদ্মাবতী ছিলা পূর্ব্বে পট্টমহারাণী
এবে পদ্মাবতীরূপা এই আমি জানি।
হরিদাস নামে পাণ্ডা জগন্নাথ-ধামে
তাঁর কন্যা ধন্যা মান্যা পদ্মাবতী নামে।
হরিদাস করেছিলা এই দৃঢ় পণ
এই কন্যা জগন্নাথে করিব অর্পণ
সঙ্কল্প না হ'ল পূর্ণ গেল বহুদিবা
জগন্ময় জগন্নাথ না করিলা বিভা।
নিশিযোগে জগন্নাথ দিলেন স্বপন
এই কন্যা জয়দেবে করহ অর্পণ।

সে যদি গ্রহণ করে তোমার কুমারী
তবে জেন সেই বিভা হইবে আমারি।
যদি বল তাঁরে কোথা পাইব খুঁজিয়া
অতএব পরিচয় দিতেছি বলিয়া।
বীরভূমে কেন্দুবিল্ব গ্রামের নিকটে
বাস করে জয়দেব অজয়ের তটে।
তথায় গমন কর পদ্মারে লইয়া
সমাদরে তাঁর সহ দিয়ে এস বিয়া।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না ভাবিহ আন
চরমে হইবে তব পরম কল্যাণ।

(শ্রীজয়দেব গোস্বামীর পদ্মাবতীসহ বিবাহ।)

নিশিযোগে এই স্বপ্নে জানি সমুদয়
প্রভাতে উঠিয়া পাণ্ডা কাহারে না কয়।
কন্যাসহ দিব্য যানে চলেন ত্বরিত
কেন্দুবিল্ব গ্রামে গিয়া হন উপনীত।
জিজ্ঞাসা করিল এক ব্রাহ্মণের পাশ
জয়দেব গোস্বামীর কোন্ স্থানে বাস।
ব্রাহ্মণ কহিল প্রভু আমাদের গ্রামে
গোস্বামী নাহিক কেহ জয়দেব-নামে।

জয়াখেপা আছে এক অজয়ের তটে
দেখগা নিকটে যেয়ে সেই যদি বটে।
শ্মশানেতে থাকে সে ত গ্রামে না বেড়ায়
পুরবাসী ভয়ে কেহ নিকটে না যায়।
শয়ন করিয়া থাকে শ্মশানের খাটে
অন্ন রেন্ধে খায় সে ত মড়া-পোড়া-কাঠে।
সঙ্গেতে ফিরয়ে তার তিনটী কুকুর
কেমনে কহিব তারে গোস্বামী ঠাকুর।
এইরূপে শুধু হাতে গেলে তার পাশ
হয়ত কুকুরে তব ছিঁড়ে নিবে মাস।
ইহা শুনি করে পাণ্ডা শিরে করাঘাত
ভাবেন কি দায়ে ফেলাইলে জগন্নাথ।
এ হেন বেদনা আমি কাহারে জানাই
রূপবতী কন্যা মোর সন্যাসী জামাই।
কোথায় হইবে কন্যা সম্পত্তিশালিনী
তাহা না হইয়া হ’তে হ’ল সন্যাসিনী।
যে রয় সতত রম্য-হর্ম্মের ভিতরে
সে কেমনে রবে এবে শ্মশান-উপরে।
সন্যাসী গোঁসাই নিজ মুখে মাখে ছাই
হয়ত বাছার মুখে মাখাইবে তাই।

পদ্মা মম পট্টবাস পরে চিরকাল
হয়ত সন্ন্যাসী দিবে এবে বৃক্ষ-ছাল।
চিরদিন বাছা মম খায় সর ক্ষীর
এবে খাবে ফল মূল অজয়ের নীর।
হয়ত সন্ন্যাসী কভু ক'রে ছল বল
খেতে দিবে সিদ্ধি ভাঙ্ ধুতুরার ফল।
যা হ'ক্ তা হ'ক্ আর ভেবে কি করিব
হয়েছে প্রভুর আজ্ঞা অবশ্য পালিব।
এত বলি ভয়ে ভয়ে করিয়া গমন
জয়দেব-সন্নিধানে দিল দরশন।
ত্রিকালজ্ঞ যোগী জয়দেব গুণমণি
জগন্নাথ-পাণ্ডা দেখি উঠিল তখনি।
পাণ্ডার শ্রীপাদপদ্মে করিয়া প্রণাম
জিজ্ঞাসা করেন পরে কিবা তব নাম।
কোন্ ধামে বাস তব হও কোন্ জন
আমার নিকটে তব কিবা প্রয়োজন।
পাণ্ডা কন্ বাস মম জগন্নাথ-ধামে
জগন্নাথ-পাণ্ডা খ্যাতি হরিদাস নামে।
এই মম কন্যা ধরা-ধন্যা গুণবতী
পদ্মনাভ-পরায়ণা নাম পদ্মাবতী।

হয়েছে প্রভুর আজ্ঞা তাহার কারণ
করিবে আমার কন্যা তোমারে বরণ।
জয়দেব বলে ইহা কেমনে সম্ভবে
বিবাহ করিলে মোর লোক-নিন্দা হবে।
দূরে থাক্ রমণীর সহ আলাপন
যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গ করি না কখন।
পাণ্ডা কন নিন্দা হবে কোন অপরাধে
প্রভু-আজ্ঞা হলে কোন কার্য্য নাহি বাধে।
জয়দেব বলে ইহা সত্য বটে সব
হেন কন্যা মম পত্নী হওয়া অসম্ভব।
তব কন্যা রাজ-কন্যা সম রূপবতী
আমি ছার নরাধম কদাকার অতি।
তব কন্যা খায় খণ্ড ছেনা সর ক্ষীর
আমি খাই ফল মূল অজয়ের নীর।
তব কন্যা গন্ধ-তৈল মাখয়ে সদাই
তৈলের অভাবে আমি গায়ে মাখি ছাই।
তব কন্যা শুয়ে থাকে পালঙ্ক-উপরে
আমার শয়ন-স্থান শ্মশান-উপরে।
তোমার কন্যার বাস সুন্দর মন্দির
আমার নাহিক দেখ পত্রের কুটীর।

তব কন্যা পট্টবাস পরে চিরদিন
বসন অভাবে মোর কটীতে কৌপীন।
এ কষ্ট সহিয়া কন্যা কেমনেতে রবে
অতএব মোরে বিভা দেওয়া না সম্ভবে।
আসিবার কালে পাণ্ডা ভাবিলেন যাহা
অন্তর্যামী জয়দেব প্রকাশেন তাহা।
অন্তরের কথা শুনি লাগে চমৎকার
ঘুচিল পাণ্ডার মনে সকল বিকার।
জানিল গোস্বামী সিদ্ধ শুদ্ধ-কলেবর
পদ্মার বিবাহ দিতে এই যোগ্য বর।
অতএব বিনয়ে কহেন হরিদাস
পদ্মারে গ্রহণ করি পূর্ণ কর আশ।
জয়দেব শুনি সেই বিনয় বচন
আর কোন প্রতিবাদ না করে তখন।
ধ্যানেতে জানিল পদ্মা আপন-ঘরণী
অতএব অঙ্গীকার করেন তখনি।
তবে শুভ দিনে করি কন্যা সম্প্রদান
হরিদাস নিজ বাসে করেন প্রয়ান।
জয়দেব পদ্মাবতী হইল মিলন
হরি হরি মুখ ভরি বল বন্ধুজন।

(গঙ্গাদেবীর নিকট জয়দেবের বর প্রাপ্তি।)

ত্রিপদী।

রাজা শ্রীরামরঞ্জন হ'য়ে আনন্দিত মন
পুনঃ জিজ্ঞাসেন মৃদুভাষে
কি জন্য গঙ্গার পানী এ ধামে এল উজানি
কহ তাই শুনিব উল্লাসে।
জগবন্ধু কয় পুনঃ মহাভাগ শুন শুন
গঙ্গা যাহে উজান বহিল
পাইনু তব আদেশ বলি তবে সবিশেষ
মহাজনে যাহা প্রকাশিল।
কাটোয়া (১) গঙ্গার ঘাট দুরেগ যোজন বাট
কুচল বলিয়া সবে জানে
পার হ'য়ে বিল খাল কিবা শীত বর্ষা কাল
জয়দেব যাইত সিনানে।

---

(১) কাটোয়া—কেন্দুবিল্ব গ্রাম হইতে প্রায় ২০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গঙ্গার তীরস্থ একটি নগর, শ্রীজয়দেব গোস্বামী যোগবলে তথায় প্রত্যহ গঙ্গা-স্নান করিতে যাইতেন।

এক দিন তীরবাস মনে করি অভিলাষ
রহিলেন কাটোয়া নগরে
পর্য্যটন করি তীর খেয়ে ফল মূল নীর
শুইলেন ঘাটের উপরে।
বয়সে অতি প্রাচীন যাতায়াত প্রতি দিন
করিয়া শুকায়ে গেছে মুখ
ক্ষীণ তনু দেখি তার দয়া হ'ল গঙ্গামার
ইচ্ছা হ'ল ঘুচাইতে দুঃখ।
সেই দিন-নিশি-শেষে মাতা কন্ স্বপ্নাবেশে
আর তুমি এস না হেথায়
অজয়ে উজান বেয়ে প্রতিদিন আমি গিয়ে
দরশন দিব রে তোমায়।
বসিয়ে অজয়-কূলে সুচন্দন ফল ফুলে
হরি-পূজা করিবে যখন
উজায়ে অজয় জল ভাসাইব ফুল ফল
তুমি দেখা পাবে রে তখন।
ধরে গঙ্গা-পদদ্বয় স্বপনে গোস্বামী কয়
কত দিন, যাবে মা উজানে
এ হেন ভাগ্যের ফল কত দিন রবে বল
সুনিশ্চয় কহ শুনি কাণে।

গঙ্গা কন্ হে প্রবিণ ! তুমি রবে যত দিন
তত দিন প্রতিদিন যাব
কিন্তু কহি তব পাশ না যাইব বার মাস
হ'লে তথা তোমার অভাব।
তবে সে অজয়-জলে তোমার পুণ্যের ফলে
বৎসরান্তে যাব এক দিন
পাপী তাপী পুণ্যবান্ সকলে করিবে স্নান
ভদ্রাভদ্র নবীন প্রবীণ।
পুনঃ জয়দেব কন্ আমি ম'লে আগমন
কোন্ দিন হবে তাহা শুনি
পৌষমাস-সংক্রান্তিতে সর্ব্বজনে তরাইতে
যাইব বলেন সুরধুনী।
ঐ দিন সাধুদলে অদ্যাপি অজয়-জলে
আগা জাগাইয়া পুঁতি শর
করি সবে অনুরাগ দেখিতে শরের আগ
ঠেলা ঠেলি করে পরস্পর।
জাগরিত সেই শর জলেতে ডুবিলে পর
তবে জানি গঙ্গা আগমন
করিতে নিজ-কল্যাণ পাপী তাপী পুণ্যবান্
স্নান দান করে সর্ব্বজন।

দেবী গঙ্গা ঠাকুরাণী স্বপনে বলিলা বাণী
সেই বাক্য রক্ষার কারণ
আসিয়া উজান বাটে কদম্বখণ্ডির ঘাটে
ভক্ত-বাঞ্ছা করেন পূরণ ।
পুনঃ কহে রাজা রাম ভাল ইহা শুনিলাম
হ'ল মনে আনন্দ অপার
এবে কহ দয়া করি কেমনে লিখিলা হরি
দেহি পদপল্লবমুদার ।
জয়দেব-সুচরিত হরি-কথা-সুমিলিত
সুমধুর অমৃতের ধার
স্মরি হরি-পদদ্বয় কান্দি নীলকণ্ঠ কয়
হরি হরি বল একবার ।

(শ্রীগীত-গোবিন্দ গ্রন্থ রচনা করিতে করিতে শ্রীজয়দেব গোস্বামীর সংশয়-বিবরণ ।)

পয়ার ।

জগবন্ধু বলে ধন্য, তুমি মহাভাগ
কেমনে হইল তব হেন অনুরাগ ।
অল্প বয়সে তুমি পরমবৈষ্ণব
ধ্রুব প্রহ্লাদের মত সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠব ।

শত ধন্যবাদ দেই তোমারে বালক
তব কথা শুনে হয় প্রেমাশ্রু পুলক।
এই ত শুনিলা যাহে গঙ্গা-আগমন
পুনঃ তবাদেশে কই পূর্ব্ব বিবরণ।
সম্প্রতি শুনিতে ইচ্ছা হ'ল যে বিষয়
শুনহ সে সব তব ঘুচুক্ বিস্ময়।
শ্রীগীত-গোবিন্দ গ্রন্থ লিখিতে লিখিতে
সংশয় উদিল আসি জয়দেব চিতে।
স্মর-গরল-খণ্ডনং—লিখিলেন আগে
মম শিরসি মণ্ডনং—লিখেন পরভাগে।
দেহি পদ পল্লবং—পড়িল যবে মনে
লিখিতে অশক্ত হন অপরাধ গণে।
অন্তরে উদয় হয়ে বাহির না হয়
বোবার স্বপন যেন হৃদয়েই রয়।
নায়িকার পাদপদ্ম নায়কের মাথে
এ কথা লিখিতে না পারিল নিজ হাতে।
না করি গীত-গোবিন্দে গীত সমাধান
চলি যান করিবারে গঙ্গাতে সিনান।
তার পর হ'ল যাহা অদ্ভুত ঘটন
সমাদরে কর্ণ পাতি শুন হে রঞ্জন!

(শ্রীজয়দেব গোস্বামীর সংশয় ভঞ্জনার্থে জয়দেব-বেশে
শ্রীকৃষ্ণের আগমন এবং পদ্মাবতীকর্ত্তৃক
তাঁহার পরিচর্য্যা।)

শ্রীগীত-গোবিন্দ লেখা হইত যে কালে
শুনিতেন হরি বসি কদম্বের ডালে।
সৌরভে কদম্বখণ্ডি-ঘাট ভরে যেত
কিন্তু কেহ দু'নয়নে দেখিতে না পেত।
অন্যে কি দেখিবে সেই শ্রীনন্দনন্দনে
জয়দেব না দেখিলা আপন-নয়নে।
যতক্ষণ জয়দেব করিত বর্ণন
শুনিতেন জগন্নাথ বসি ততক্ষণ।
গীত সমাধান হ'লে দেব ভগবান
করিতেন নিজ ধামে আনন্দে প্রয়াণ।
সে দিন কীর্ত্তন গান সম্পূর্ণ না হয়
যাইতে নারেন হরি আপন-আলয়।
অসম্পূর্ণ গীত রাখি জয়দেব যায়
ভাবিছেন ভগবান কি করি উপায়।
জয়দেব মোরে বহু জনম ভজিল
অদ্যাপি অদ্বৈত ভাব লভিতে নারিল।

আমিই পুরুষ আর আমিই প্রকৃতি
তাহা না ভাবিয়া সে ত ভাবিল বিকৃতি।
রাধাশ্যাম এক আত্মা ভিন্ন মাত্র দেহ
জ্ঞানী মাত্রে এ কথায় না করে সন্দেহ।
যেন এক স্বর্ণে হয় নানা অলঙ্কার
তেমনি রাধিকা-রূপে আমি ভিন্নাকার।
না বুঝিল 'জয়' তাহা হইয়া প্রবীণ
আমারে দেখিল উচ্চ, রাধিকারে হীন।
পণ্ডিত হইয়া নাহি জ্ঞানের প্রকাশ
জানে না অমিও রাধা-পাদপদ্মে দাস।
ত্যজিয়া গোলোকধাম ব্রজধামে আসি
লইতে রাধার নাম শিখিলাম বাঁশী।
রাধা-জন্যে ব্রজে আসি গোয়ালার ঘরে
বাধা বই শিরে আর বাঁধা দেই করে।
রাধা মোর তন্ত্র মন্ত্র রাধা মোর ধ্যান
রাধা মোর যোগশিক্ষা রাধা মোর জ্ঞান।
সদংশে সন্ধিনী রাধা চিদংশে সম্বিতা
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সে পরম পূজিতা।
অতএব রাধা-নাম চূড়াতে ধরেছি
আপনার নাম তাঁর চরণে লিখেছি।

এ সব সন্ধান বুঝি নাহি জানে 'জয়'
সেই সে কারণে তাঁর মনে হ'ল ভয়।
সংশয়-পূরিত চিত্ত হইয়াছে তার
ঘুচাইতে হ'ল তার মনের আঁধার।
এত বলি জয়দেব ব্রজেন্দ্র-নন্দন
জয়দেব-মূর্ত্তি হরি করিলা ধারণ।
বিশ্বের আরাধ্য হরি বহু বিশ্বভূপ
কে জানে কিসের লাগি ধরে কিবা রূপ।
মীনরূপে করিলেন বেদের উদ্ধার
কূর্ম্মরূপে ধরিলেন ধরিত্রীর ভার।
করেন বরাহ-রূপে পৃথিবী-উদ্ধার
নৃসিংহ-রূপেতে হয় দৈত্যের সংহার।
বলি-ধন হরেন বামন-রূপে হরি
নিক্ষত্র করেন ভৃগুরাম-রূপ ধরি।
নাশেন শ্রীরাম-রূপে রাক্ষসের দল
বলরাম-রূপে হরি ধরিলেন হল।
বৌদ্ধ-রূপে দয়া যাঁর অধার্ম্মিক জনে
কল্কি-রূপ-ধর যিনি মেলেচ্ছ-নিধনে।
তিনি অত্য ধরি বৃদ্ধ জয়দেব-বেশ
জয়দেব কুটীরেতে করেন প্রবেশ।

স্বামীরে দেখিয়া পদ্মা সম্ভ্রমে উঠিল
পদ-প্রক্ষালন-জল ত্বরিত আনিল।
নামাইয়া পাত্র, পদ-ধৌতের কারণ
আদরে ধরেন আগে দক্ষিণ চরণ।
যে পদের চিহ্ন ধরি গয়াসুর শিরে
অচিরে উদ্ধারে এই অখিল বাসীরে।
যে পদের চিহ্নে নিরাপদ ফণি-ফণা
যে পদ পরশে হয় কাষ্ঠ-তরি সোণা।
যে পদের স্বেদ-জলে জনমে জাহ্নবী
যে পদ-পরশে হয় পাষাণ মানবী।
যেই পদ পদ্মযোণি কভু নাহি পান
সেই পাদপদ্ম পদ্মা যতনে ধোয়ান।

ত্রিপদী।

ধরি হরি-পদ ভাবে গদ গদ
হন পুলকিত কায়
নয়ন যুগলে প্রেমবারি গলে
বয়ান ভাসিয়া যায়।

ইনি ভগবান নাহি হেন জ্ঞান
তবে যে পুলক হয়
শ্রীচরণদ্বুন পরশের গুণ
ইহা ভিন্ন কিছু নয়।
না জেনে অমৃত খাইলে কিঞ্চিত
যেমন অমর হয়
তেমনি অজ্ঞাতে হরিপদ হাতে
পরশিয়া প্রেমোদয়।
দেবী পদ্মাবতী বড় ভাগ্যবতী
ধরিয়া শ্রীপদ করে
হইয়ে বিহ্বল অজয়ের জল
ঢালিতেছে তদুপরে।
যে পদ ঘামিলে সেই সে সলিলে
স্থরধুনী জনমায়
সে পদ-প্লাবন পবিত্র জীবন
ধরণী গড়িয়ে যায়।
সে চরণামৃত হইয়ে বাঞ্ছিত
ব্রহ্মাদি নাহিক পায়
সেই পাদোদক বিহঙ্গ-শাবক
চঞ্চুতে চুমকি খায়।

শ্রীপদ কমল- প্রক্ষালন-জল
পদ্মা-ভুজ-ছায়া তায়
করি দরশন হেন লয় মন
ধরণী উদক চায়।
প্রভুর চরণ করি প্রক্ষালন
করি পদোদক পান
পতিজ্ঞানে সতী করিয়ে ভকতি
করিলা আসন দান।
ঘর্ম্মাক্ত বদন করি দরশন
মনেতে বেদনা পায়
শ্রম নিবারিতে লাগিল কয়িতে
বসন-অঞ্চল-বায়।
গোকুল নগরে ক্ষীরোদ সাগরে
গোলোকে থাকেন যিনি
অজয়ের তীরে পদ্মার কুটীরে
উদয় হইলা তিনি।
ধন্য ভগবান তুমি কৃপাবান
কাঙ্গালের পানে চাও
(ফেলি) রাজদত্ত দুধ বিদুরের খুদ্
যতন করিয়া খাও।

অভকত জন হইলে ব্রাহ্মণ
তার অন্ন ফেল ছুড়ি
ভক্তির কারণে চণ্ডাল ভবনে
খাও উড়িধান-মুড়ি।
এ ভুবন ভরি কাঙ্গালের হরি
তোমারে সকলে কয়
এ দিন কাঙ্গালে আসিয়া সে কালে
দয়া কর দয়াময়।

(জয়দেব-গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন এবং গীতগোবিন্দের শ্লোক পূরণ।)

সুচতুরা নহে সেই দ্বিজের গৃহিণী
সে কারণে ভগবানে না চিনেন্ তিনি।
জানিল আমার স্বামী করে গঙ্গা-স্নান
আইল নিয়ম মত মোর বিদ্যমান।
যথানিয়মেতে কার্য্য আছে যে সকল
তাহাই করিল হয়ে আনন্দে বিহ্বল।
তবে ভগবান চলি যান ধীরে ধীরে
উপনীত হন আসি ভোগের মন্দিরে।
হাসি হাসি ভগবান বসিলা আসনে
দেখেন ভোগের অন্ন আপন-নয়নে।

জয়দেব-মত মন্ত্র করি উচ্চারণ
করিলা রাধামাধবে (১) অন্ন নিবেদন।
বিতরি পানীয় জল আর দিয়া পান
আপন-প্রসাদ প্রভু আপনেতে খান।
গোবিন্দ-প্রসাদ খেয়ে প্রভু শ্রীগোবিন্দ
পদ্মারে বলেন আন শ্রীগীতগোবিন্দ।
এক গীত কিঞ্চিৎ লিখিতে আছে বাকী
তাহা লিখে নিদ্রা যাব ঘুমে ঘেরে আঁখি।
এত শুনি পদ্মা আনি দিল গ্রন্থ খানি
আদরে খোলেন গ্রন্থ দেব চক্রপাণি।
গ্রন্থ দেখি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ অপার
লিখিলেন দেহি পদপল্লবমুদার।
গীত সাঙ্গ করি গ্রন্থ দেন পদ্মা-করে
রাখিয়া এলেন পদ্মা মাধবের ঘরে।
তবে ত শ্রীহরি করি তাম্বুল সেবন
জয়দেব-শয্যা'পরি করেন শয়ন।
তাহা দেখি দেবী পদ্মাবতী ঠাকুরাণী
আসিয়া সেবেন তার চরণ দু'খানি।

---

(১) রাধামাধব—জয়দেবকর্ত্তৃক স্থাপিত শ্রীরাধামাধবের শ্রীবিগ্রহ।

সেবিতে শ্রীপদ, পদ্মাবতী-মন দ্রবে
নাসিকা ভরিয়া গেল অঙ্গের সৌরভে।
মৃগমদ নীলপদ্ম কর্পূর চন্দন
কেহ যেন করিয়াছে একত্রে মিলন।
অপূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধ পান পদ্মাবতী
মনেতে সংশয় তাঁর জনমিল অতি।
অতুল-সম্পদ-প্রদ রাতুলচরণে
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন দেখিল নয়নে।
তাহা দেখি এক দৃষ্টে রহিলেন চাই
ভাবিছেন পতি-পদে এ চিহ্ন ত নাই।
কেবা এই বেশধারী করে অনুমান
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিম্বা দেব ভগবান।
পদ্মাবতী সতী এই সংশয়-কারণে
জিজ্ঞাসে মধুর বাক্যে শ্রীমধুসূদনে।
কে তুমি আমার ঘরে দেহ পরিচয়
অত্যন্ত হয়েছে মম মনেতে সংশয়।

গীত।

প্রাণ-বল্লভ হে আজ কি চিহ্ন দেখি তব চরণে।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-রেখা, কেন বা যায় হে দেখা, একি লেখা হে,
লেখা নিরখি নীর বহে নয়নে॥

তব বদনে ও দু'নয়নে, চিন্ময়ের চিহ্ন পাই দরশনে,
(আর) বক্ষে কি দেখা যায়, ভৃগুপদ-চিহ্ন প্রায়,
শোভা পায় হে, গায় কৃষ্ণাঙ্গ গন্ধ পাই কি কারণে ॥

(পদ্মাবতীকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ভোজন এবং
জয়দেবের আগমন।)

পয়ার।

কে জানে পদ্মার পুণ্য কতই না ছিল
চিন্ময়ের চিহ্ন সব দেখিতে পাইল।
কিন্তু যবে হরি-কাছে করিলা প্রকাশ
লুকাইল সব চিহ্ন দেব শ্রীনিবাস।
ব্রজে যশোদারে যেন ঐশ্বর্য্য দেখায়ে
মায়া পাতি পুনঃ তারে দিতেন ভুলায়ে।
বিস্তার করিয়ে আজি সেই সে মায়ায়
পদ্মাপতি পদ্মনাভ পদ্মারে ভুলায়।
আর ত পদ্মার ভ্রম না রহিল চিতে
চরণ সেবিয়া যায় প্রসাদ খাইতে।
নিজ মুখে হরি যাহা করিলা ভোজন
সে প্রসাদ পায় পদ্মা ভাগ্যের কারণ।

যে মহাপ্রসাদ মহী-মান্য মহিমায়
কুকুরের মুখ হ’তে ব্রহ্মা নিতে চায়।
যে প্রসাদ খেয়ে হন বিমলা বিমলা
বাঞ্ছে যাহে কমলবাসিনী সে কমলা।
পড়েছে প্রসাদে কৃষ্ণ-অধর-অমৃত
আস্বাদের কথা কিবা গন্ধে হরে চিত।
যতবার পদ্মাবতী অন্ন তুলে খায়
ততবার গ্রাসে গ্রাসে বলে হায় হায়।
হেন মিষ্ট কোথাও না খাই কোন কালে
এত মিষ্ট হ’ল ইহা কিসের মিশালে।
প্রসাদ-মহাত্ম্যে তার পুনঃ হৃদি গলে
বয়ান ভাসিয়া যায় নয়নের জলে।
কিঞ্চিৎ আছয়ে অন্ন এমন সময়
জয়দেব আসি তথা হইল উদয়।
নীরনেত্রে নিকটে নিরখি নিজ-পতি
বিস্ময়া হইল মনে দেবী পদ্মাবতী।
তুলে নিল হাত, ভাত্ আর নাহি খায়
চঞ্চল-নয়নে জয়দেব-পানে চায়।
জয়দেব বলে পদ্মা একি তব কাজ
পতির অগ্রেতে খাও নাহি ভয় লাজ।

শ্রীরাধামাধবে নাহি দিয়ে ভোগরাগ
কেমনে খাইছ তুমি তাঁর অগ্রভাগ"।
এ কথা শুনিয়া পদ্মা উঠে চমকিয়া
বলেন বিনয় বাক্যে কান্দিয়া কান্দিয়া।
এখনি দিলেন প্রভু মাধবের ভোগ
প্রসাদ খাইয়া তব হ'ল নিদ্রাযোগ।
পরেতে আইনু আমি প্রসাদ খাইতে
তবে কেন হেন কথা কহ আচম্বিতে।
এই ত লিখিলে গীত নিজ-গ্রন্থ খুলি
ক্ষণকাল মধ্যে কেন তাহা যান ভুলি।
জয়দেব বলে করি গঙ্গাতে সিনান
এই আমি আইলাম তব বিদ্যমান।
কখন দিলাম আমি মাধবের ভোগ
কখন শুইয়া মম হ'ল নিদ্রাযোগ।
কখন লিখিনু গ্রন্থ করিয়া যতন
আন দেখি তাহা আমি করি দরশন।
এত শুনি পদ্মাবতী হস্ত পাখালিয়া
আনিয়া দিলেন গ্রন্থ দ্রুতগতি গিয়া।
জয়দেব নিজ-গ্রন্থ খুলিয়া তখন
আপন-সংশয়-স্থান করে দরশন।

দেখিল গ্রন্থেতে অতি অপূর্ব্ব ব্যাপার
লেখা-আছে দেহি পদপল্লবমুদার।
অনুমানি জয়দেব জানিলা তখন
এ লেখা লিখিয়া যান শ্রীনন্দনন্দন।
বিশেষ বুঝিতে মোর নাহি কিছু জ্ঞান
ইহা জানি বাঞ্ছা পূরাইল ভগবান।
কিন্তু মম কি দুর্ভাগ্য হইল এখন
না হইল প্রভু-পাদপদ্ম দরশন।
কেন বা কুক্ষণে আজ উঠিয়া বিহানে
গিয়াছিনু কাটোয়ায় গঙ্গার সিনানে।
য়াঁর পাদপদ্মে গঙ্গা জনমিলা জানি
এসে ছিলা মম ঘরে সেই চক্রপাণি।
দেখিতে না পেনু চক্ষে জগতের নাথ
এত বলি কপালে করেন করাঘাত।
পদ্মা কন প্রভু কেন ভাস অশ্রুনীরে
আছেন শুইয়া প্রভু শয়ন-মন্দিরে।
এখনি সে পাদপদ্ম করিয়া সেবন
করিতে গেলাম তাঁর প্রসাদ ভোজন।
নয়নে দেখিবে যদি সেই বংশীধর
শয়ন-কুটীরে তবে চলহ সত্বর।

এত শুনি জয়দেব সে কুটীরে যান
প্রভু-পাদপদ্ম গিয়ে দেখিতে না পান।
ভক্তের সংশয় চ্ছেদ করি ভগবান
কে জানে কিসের লাগি হন অন্তর্দ্ধান।
শয্যা-গৃহে হরিকে না পেয়ে দরশন
আক্ষেপেতে জয়দেব কহেন তখন।

(শ্রীজয়দেব গোস্বামীর খেদোক্তি এবং প্রেমাবেশ।)

লঘু-ত্রিপদী।

তুমি পদ্মাবতী অতি ভাগ্যবতী
পবিত্র পাণ্ডার কন্যা
প্রভু নারায়ণে দেখিলে নয়নে
হইলে ধরণী-ধন্যা।
প্রভু-পাদপদ্মে দেখিয়াছ পদ্মে।
প্রসাদ পেয়েছ তাঁর
সেই শ্রীচরণ না পেনু দর্শন
আমি অভাগিয়া ছার।
তুমি হে যে করে প্রভু-পদ ধরে
সেবিয়াছ বারে বার
তুলিয়া সে করে মম শির'পরে
দেহ দেহ একবার।

তোমার আশীষ হ'লে জগদীশ
ছাড়িয়ে আপন মায়া
হেন লয় মনে এই হীন জনে
দিবেন শ্রীপদ-ছায়া।

প্রভু-শ্রীচরণ করিয়ে সেবন
সফল জীবন তোর
হেরিতে সে পায় অধম না পায়
বিফল জীবন মোর।

তুমি ধন্যা ধনী রমণীর মণি
পেলে চিন্তামণি ধনে
সেই সে কারণ তোমার চরণ
সেবিতে বাসনা মনে।

তোমার চরণ করিলে সেবন
মনে অনুমান করি
কোন কালে আসি গোলোক-নিবাসী
করুণা করিবে হরি।

চল আগে যাই সুপ্রসাদ খাই
যতনে তুলিয়া হাতে
হরি-পদধূলি দেহ কর তুলি
ধরিব আপন মাথে।

এই কথা বলি হরি-প্রেমে গলি
ঢলি ঢলি চলি যায়
অতি ধীরে ধীরে ভোজন মন্দিরে
আসি ফিরে ফিরে চায়।
হরি-ভুক্তোদন পদ্মার ভোজন
অবশিষ্ট ছিল যাহা
জয়দেব দ্বিজ হাতে তুলে নিজ
ভোজন করিল তাহা।
তাহা দরশন করিয়ে তখন
পদ্মাবতী কন ডরে
হয়ে পতি ইষ্ট আমার উচ্ছিষ্ট
খাইলে কেমন করে।
জয়দেব কন হরি-ভুক্তোদন
অপবিত্র কভু নয়
প্রসাদ ও নাম আর সেই শ্যাম
তিন মূর্ত্তি এক হয়।

পয়ার।

ইহা বলি দু'টী বাহু তুলিয়া তুলিয়া
ঘুরি ঘুরি নাচে ভাবে ঢলিয়া ঢলিয়া।

বহিতে লাগিল তার বক্ষে অশ্রুধার
সে সুখের কথা আমি কি কহিব আর।
এই ত কহিনু জয়দেবের ভারতী
আর কি শুনিবে তাহা কহ মহামতি।

(জয়দেবের মহামেলার বিবরণ।)

ইহা শুনি শ্রীরামরঞ্জন কহে ভেবে
পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছি কহ শুনি এবে।
শুনিয়ে কুমার-বাক্য জগবন্ধু কয়
এবে সে মেলার কথা শুন মহাশয়।
উত্তরায়ণ সংক্রান্তি হয় যে দিবসে
সেই দিন জয়দেব-মহামেলা বসে।
কত জন করে আসি সুরধুনী স্নান
কত জন করে হরি সংকীর্ত্তন গান।
কত যে আইসে লোক কে গণিতে পারে
অতি কোলাহল হয় অজয়ের ধারে।
অসংখ্য বাজায় ডম্ফ মৃদঙ্গ খঞ্জরী
অনেক জনেতে বলে হরি হরি হরি।
বাল বৃদ্ধ যুবা আর যোগী কি সন্ন্যাসী
জয়দেব-মেলা-স্থলে মিলে সব আসি।

আসে কত দীর্ঘকেশী আর খর্ব্বকেশী
সবাকার চেয়ে দরবেশী বেশী বেশী।
শর খড় দড়ি দিয়া বান্ধিয়া আখড়া
নাচে গায় খায় সবে করি ফেলা ছড়া।
কেন্দুবিল্ব জগন্নাথ ক্ষেত্রের আকার
অন্ন ব্রহ্মময় কিছু নাহিক বিচার।
যথা তঁথা ভক্তিসহ পত্র পাত্র পাতি
একত্র বসিয়া খায় মিলি বহুজাতি।
কেবা আনে কেবা দেয় কে কারে খাওয়ায়
অনুমান করি কিছু বুঝা নাহি যায়।
তাহা দরশন লাগি ছাড়ি নিজ-দেশ
লক্ষের অধিক লোক হয় সমাবেশ।
কিন্তু কেহ কাহারে না করে নিমন্ত্রণ
আপনি আইসে সবে পুণ্যের কারণ।
নদেবাসী ব্রজবাসী আসে কত শত
প্রকাশ করিয়ে আমি কহিব তা কত।
দরশন করি সেই হরি-পরিবার
অভক্তের হয় মনে ভক্তির সঞ্চার।
সবার আছয়ে হেথা নিয়মিত স্থান
কোনরূপে কভু কেহ কষ্ট নাহি পান।

নানাস্থানে হয় বহু অন্নের ভাণ্ডার
অজয়ে গড়িয়ে পড়ে পুরু পুরু মাঁড়।
থাকয়ে উচ্ছিষ্ট পাত ছড়াইয়া ঘাটে
কলবর করি তাহা কুকুরেতে চাটে।
সংলগ্ন গলিত মণ্ড দেখিয়া কাহার
কোনরূপে নাহি হয় মনের বিকার।
জয়দেব-ভক্তি-বলে হরির ইচ্ছায়
সেই সে পবিত্র অন্ন ভক্তজনে খায়।
ভক্তিহীন যারা, তারা না পারে যাইতে
নিজ-কর্ম্মদোষে অন্ন না পারে খাইতে।
গূঢ় তত্ত্ব নাহি বুঝে মূঢ় মন্দকায়
ঘুরি ঘুরি নানাস্থানে উড়িয়া বেড়ায়।
সে সব লোকের অতি কদর্য্য আচার
ভাল মন্দ কিছু মাত্র না করে বিচার।
প্রকাশি সে সব কথা কি কহিব আর
মেলা-ক্ষেত্রে যুবতীর যাতায়াত ভার।
স্থানীয় লোকের ইহা হয় সমুচিত
তাহাদিকে করে দেওয়া শাসন কিঞ্চিত।
নানাস্থানে নানারূপ ভাল মন্দ খেলা
তিন দিন সমভাবে থাকে এই মেলা।

মাঘের দ্বিতীয় দিনে পরম হরিষে
বহু ধূমে ধূম্‌লান্ত হয় সে দিবসে।
হরি ব'লে ধূলা খেলা খেলে সাধুদলে
তাহার কারণে লোকে ধূম্‌লান্ত বলে।
সেই নিশি অবশেষে বড় আখড়ায়
প্রভু-নিবেদিত অন্ন বৈষ্ণবে যা পায়।
ঐ অন্ন কিয়দংশ ভাণ্ডেতে ভরিয়া
নদী-তট মৃত্তিকায় রাখেন পুতিয়া।
সেই অন্ন বৎসরান্তে তোলয়ে যখন
তেমনি গরম অন্ন দেখয়ে তখন।
জয়দেব-সিদ্ধস্থান-মাহাত্ম্য কারণে
অদ্যাপি অদ্ভুত কার্য্য দেখে সর্ব্বজনে।

(শ্রীজয়দেব গোস্বামীর সিদ্ধিলাভ শ্রীরাধামাধবের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন।)

জয়দেব ছিল শক্তিমন্ত্রেতে দীক্ষিত
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ পরম পণ্ডিত।
কুশেশ্বরশিব-সন্নিধানে সদা গিয়া
করিতেন মন্ত্র জপ যামিনী জাগিয়া।
কিন্তু হে জানি না তাঁর কিবা মূল মন্ত্র
এক মাত্র শিলা'পরে লেখা আছে যন্ত্র।

তাহা নিরখিয়া কন তন্ত্রশাস্ত্র-ধীর
এই যন্ত্র হয় মাতা ভুবনেশ্বরীর।
ইহাতেই বুঝ সব জ্ঞানী গুণবন্ত
জয়দেবগোস্বামীর কিবা ছিল মন্ত্র।
তবে যে তাহারে লোকে বলয়ে বৈষ্ণব
তাহার কারণ শুন সুবিজ্ঞ মানব।
এক দিন হ'ল শিব কৃপার প্রভাব
সেই গুণে জয়দেব করে সিদ্ধি লাভ।
পরে দেবী-বরে তিনি হইয়া বৈষ্ণব
প্রকাশ করিল সেবা শ্রীরাধামাধব।

(দস্যুকর্ত্তৃক শ্রীজয়দেবের হস্তপদ চ্ছেদন।)

প্রকাশি মাধব-সেবা আপন ভবনে
রাজায় জানান সেবা-সাহায্য কারণে।
মহারাজ লাউসেন হয়ে কৃপাবান
জয়দেবে করিলেন বহু ভূমি দান।
শাস্ত্রে কয় কবি আর লতিকা বনিতা
রাজা বৃক্ষ পতি কাছে আশ্রিত আশ্রিতা।
হয়ে বাণী-বরপুত্র কবি কালিদাস
করেন বিক্রমাদিত্যরাজাশ্রয়ে বাস।

চন্দ্রগুপ্তরাজাশ্রয়ে চাণক্য-পণ্ডিত
করিলেন বহু সুখ শুনি সুনিশ্চিত;
শিবসিংহ নরপতি কাছে বিদ্যাপতি
চিরকাল করিলেন সুখেতে বসতি।
ছাত্না গ্রামেতে পূর্ব্বে দ্বিজ চণ্ডীদাসে
সামন্তভূমের রাজা করুণা প্রকাশে।
মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিয়া সে পুরে
বৃদ্ধকালে আসি বাস করেন নান্দুরে।
ভারতে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
যাঁর যশ পরিপূর্ণ জগত-ভিতর।
তিনি লয়ে কৃষ্ণচন্দ্র রাজার আশ্রয়
মূলাজোড়ে করি বাস হইলা নির্ভয়।
জয়দেব লাউসেন রাজার আশ্রিত
সেইজন্য দয়া প্রকাশেন যথোচিত।
ভূমি দান করি মনে শান্তি নাহি পান
আবার হইল ইচ্ছা করিবারে দান।
মাধবের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ-কারণ
সহস্রেক তঙ্কা তাঁরে করেন অর্পণ।
সেই মুদ্রা ল'য়ে জয়দেব গৃহে যায়
পথিমধ্যে দস্যুগণ দেখিবারে পায়।

অর্থ-লোভে আসি তারা স্বামীরে ঘেরিয়া
অস্ত্রদ্বারা হস্তপদ ফেলিল কাটিয়া।
পদাভাবে জয়দেব কেমনে দাঁড়ায়
ছিন্নমূল বৃক্ষ সম ধরণী-লোটায়।
দস্যুদলে বলে তঙ্কা করিয়া হরণ
আপন আপন গৃহে করে পলায়ন।
নয়ন মুদ্রিত করি হরিকে স্মরিয়া
জয়দেব কান্দিছেন ভূমিতে লুটিয়া।
তাহা দেখি এক জন রাজপুরে গিয়া
সবিশেষ বিবরণ বলে প্রকাশিয়া।
তাহা শুনি মহারাজ পাঠায়ে কিঙ্কর
আনাইল জয়দেবে আপনার ঘর।
হস্তপদ কাটা দেখি সকলে তথায়
রাজা লাউসেন সহ করে হায় হায়।
কান্দিয়া স্বামীরে সুধাইছে কোন জনা
কে তোমারে দিল প্রভু এ হেন যাতনা।
কেমনে করিল প্রভু হস্তাদি ছেদন
আহা মরি মরি ক'ত হয়েছে বেদন।
স্বামী কন হস্ত পদ হয়েছে ছেদন
সে জন্যেতে মনে কিছু নাহিক বেদন।

তবে এই মহাদুঃখ হয় মম মনে
সেবিতে না পাব রাধামাধব-চরণে ।
দুঃখে বুক্ ফেটে যায় ভেবে প্রাণাকুল
তুলিতে না পাব প্রভু-পূজা লাগি ফুল ।
এই সে কারণে আমি করি হে ক্রন্দন
ঘসিতে না পাব হরি-সেবার চন্দন ।
পদ কাটা গেছে তাহে হয়েছে বেদনা
সে জন্য নাহিক পড়ে অশ্রু-জলকণা ।
তবে সে হৃদয়ে দুঃখ এই সে বিষম
হইলাম হরিধামে গমনে অক্ষম ।
তাহা শুনি কাঁদিয়া কহেন্ সর্ব্ব নরে
যে করিল এই কার্য্য সেই যেন মরে ।
স্বামী কন্ হেন মন্দ না বল না বল
দস্যুর কি আছে দোষ মম কর্ম্মফল ।
কোনরূপে নহে কেহ কার দুঃখ দাতা
তাই হয় যায় যাহা লিখেছেন ধাতা ।
স্বামী-মুখে এই কথা করিয়া শ্রবণ
সাধুবাদ করে তাঁরে শত শত জন ।
তবে বৈদ্যগণ তাহে বিতরি ঔষধি
কাটা ঘায়ে চিকিৎসা করেন তদবধি ।

দুই তিন দিন পরে প্রভুর ইচ্ছায়
কাটা ঘা কঠিন হয়ে শুকাইয়া যায়।
তাহা দেখি লাউসেন রাজা ছত্রধারী
জয়দেবে করে দেন ভাণ্ডারে ভাণ্ডারী।
শ্রীরাধামাধবদেব-সেবার কারণ
কেন্দুবিল্বে পাঠাইল ব্রাহ্মণ দু'জন।
জয়দেব থাকিলেন রাজার ভাণ্ডারে
সব কার্য্য হয় তাঁর আজ্ঞা অনুসারে।
ভাণ্ডারেতে জয়দেব থাকার কারণ
ব্যবস্থার গুণে সুখী হয় সর্ব্বজন।

(শ্রীজয়দেব গোস্বামীর পুনঃ হস্ত-পদ প্রাপ্তি।)

তার পর মন দিয়া শুন ভক্তজন
এক দিন হল অতি অদ্ভুত ঘটন।
জয়দেব হস্ত-পদ কেটে ছিল যারা
অতিথি হইয়া যায় ভাণ্ডারেতে তারা।
জয়দেবে দেখি তারা দ্রব্যাদি না চায়
চিনিবে বলিয়া ভয়ে দূরেতে পলায়।
অতিথি পলায়ে যায় হইয়া বিমুখ
তাহা দেখি গোস্বামীর ভয়ে কাঁপে বুক্।

অতএব জয়দেব হইয়া কাতর
আশ্বাসি বিনয় বাক্য বলেন বিস্তর।
কনু'য়ে কনু'য়ে জোড় করি করে স্তব
তাহা নিরখিয়া কৃপা করেন মাধব।
ছেদিত স্থানেতে ঘন ঘর্ষণ করিতে
দুই হস্ত বাহির হইল আচম্বিতে।
তাহা দেখি দস্যুগণ ভয়েতে পলায়
হামাটানি জয়দেব ফিরাইতে যায়।
হরির ইচ্ছায় তাঁর ঘুচিল বিপদ
হাঁটু ফাটি বাহির হইল দুই পদ।
কাটা হস্ত-পদ পুনঃ বাহির হইল
শুনিয়া দেশের লোক দেখিতে আইল।
প্রত্যক্ষ দেখিয়া এই অপূর্ব্ব ব্যাপার
জয়দেবে বহু ভক্তি হইল রাজার।
পুনর্ব্বার দিয়া তাঁরে সহস্রেক তঙ্কা
লোক দেন সঙ্গে, পথে আছে বলে শঙ্কা।
সেই লোক-সহায়ে হইয়া নদী পার
আপন-আলয়ে যান দ্বিজের কুমার।
বহুদিন পরে পদ্মা দরশন পেয়ে
'যতনে আনেন তাঁরে আগুসারি ধেয়ে।

জয়দেব-পদ্মাবতী হইল মিলন
মুখ ভরি হরি হরি বল সর্ব্বজন।

(বৈষ্ণবের সহিষ্ণুতা-বর্ণন।)

ইহা শুনি কহিছেন শ্রীরামরঞ্জন
বৈষ্ণবের হ'ল কেন হেন দুর্ঘটন।
সিদ্ধলোক জয়দেব তাহে হরিদাস
তবে কেন হ'ল তাঁর হেন সর্ব্বনাশ।
জগবন্ধু বলে কথা শুন মহাশয়
বৈষ্ণবে প্রথমে কষ্ট দেন দয়াময়।
সে কষ্ট ভুঞ্জিয়া যদি নাহি ছাড়ে আশ্
তবে হরি সেই জনে করে লন্ দাস্।
অল্প-বয়স শিশু প্রহ্লাদ ভকত
ভাবিয়া দেখনা তাঁর কষ্ট হ'ল কত।
পঞ্চম-বর্ষীয় শিশু ধ্রুব গুণমণি
পাইলেন কত কষ্ট ভেবে চিন্তামণি।
অষ্টম-বর্ষীয় শিশু হয়ে হরিদাস
কুশধ্বজ কত পেলে নিজ মনে ত্রাস।
যে করিত হরিনাম অহরহ তুণ্ডে
সে কেন পড়িল গিয়া যজ্ঞাগ্নির কুণ্ডে।

চিরকাল হরি-দাস পাণ্ডু পুত্রগণ
তবে কেন তারা করে কাননে গমন।
হরিদাসে হরি দেন প্রথমত দুখ্
সে কষ্ট সহিলে তবে পরে পায় সুখ্।
সেইরূপ জয়দেব হেন কষ্ট পান
পরে তাঁরে মহাসুখ দেন্ ভগবান।
আর তাঁর হস্ত-পদ ছেদের কারণ
বৈষ্ণবের পরিচয় হ'ল বিলক্ষণ।
এত যে পাইলা তিনি মনে মনস্তাপ
তবু না দিলেন কভু দস্যুগণে শাপ।

(জগবন্ধুর নিকট গীতগোবিন্দ-গ্রন্থের ক্ষুদ্রতার পরিচয়-জিজ্ঞাসা।)

ত্রিপদী।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র-সুত বুদ্ধিমান ভাগ্যযুত
বাল্যকালাবধি ভক্তিমান্
পুনঃ মৃদু হাসি হাসি প্রেমার্ণবে ভাসি ভাসি
কহে জগবন্ধু-সন্নিধান।

ভারতে পণ্ডিতচয় একবাক্যে সবে কয়
জয়দেব কবি-কুলোত্তম
তবে কহ গুণবন্ত ! তাহার রচিত গ্রন্থ
কি কারণে হ'ল এত কম।
শ্রীগীতগোবিন্দ গান হ'লে বহু পরিমাণ
ভক্তজনে কত সুখ পেত
বহুদিন করে পাঠ পাতা'য়ে আনন্দ-হাট
প্রেমের সমুদ্রে ভেসে যেত।

(শ্রীজয়দেবকর্ত্তৃক গীতগোবিন্দ-গ্রন্থ গোপন এবং ৺জগন্নাথ-দেবকর্ত্তৃক পুরীতে প্রকাশ-বিবরণ।)

ভেবে জগবন্ধু কন্ শুন শুন হে রঞ্জন !
যে কারণে অতি কম গ্রন্থ
সে সব প্রাচীন বাণী যতদূর আমি জানি
কহিব সকল আদি অন্ত।
যে কালে গীতগোবিন্দ রচনার ভাববৃন্দ
আসিত শ্রীগোস্বামীর মাথে
সে কালে তাহার মনে এই হ'ত ক্ষণে ক্ষণে
প্রথমে শুনাব জগন্নাথে।

এই মনে হ'লে তাঁর দেশে না করি প্রচার
রাখিতেন যতনে গোপনে
কিন্তু প্রভু ভগবান শ্রীগীতগোবিন্দ-গান
প্রকাশিলা আপন-ভবনে।
জয়দেব যতক্ষণ করিতেন সুবর্ণন
ততক্ষণ জগন্নাথস্বামী
অদর্শনে সেই স্থানে শুনিতেন স্বীয়কাণে
পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি আমি।
শুনিয়া সকল গান আসিয়া আপন-স্থান
স্বপনে শিখান সব নরে
পদ্মাপতি-সুরচিত গীতোত্তম সুললিত
প্রকাশিত হইল নগরে।

(শ্রীজয়দেবগোস্বামীর শ্রীক্ষেত্রে গমন এবং সমুদ্রে
গীতগোবিন্দ-গ্রন্থ নিক্ষেপ-বিবরণ।)

এখানে অজয়-তীরে জয়দেব ধীরে ধীরে
করি নিজ-গ্রন্থ সমাধান
স্মরিয়া পদারবিন্দ লইয়া গীতগোবিন্দ
পদ্মাসহ জগন্নাথে যান।

নগর বাজার আর নদ নদী হয়ে পার
উপনীত পুরী-প্রান্তভাগে
অনন্তর মতিমান্ আপন-রচিত গান্
শুনিল বসন্তনটরাগে।
আপনার বিরচিত মঙ্গল-আরতি-গীত
শুমি চমকিত হন চিতে
কে শিখালে এই গান না পাইয়া সুসন্ধান
মনে মনে লাগিল ভাবিতে।
করেছি নূতন গান শুনিবেন ভগবান্
এই ত বাসনা ছিল মনে
তাহা যদি নাহি হয় তবে এই সমুদয়
গ্রন্থ রাখা কিসের কারণে।
এত বলি মহাভাগ মনেতে করিয়া রাগ
পরিপূর্ণ হন্ অভিমানে
সবিশেষ নাহি জানি বৃহৎ পুস্তক খানি
ফেলি দিল সমুদ্র-তুফাণে।

(শ্রীজয়দেবগোস্বামীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ও পুনর্ব্বার গ্রন্থ-প্রাপ্তি।)

মনেতে বেদনা পেয়ে পুরীর ভিতরে যেয়ে
শ্রীমন্দির করি প্রদক্ষিণ
করি হরি দরশন প্রণমিয়া শ্রীচরণ
দাণ্ডাইল দন্তে ধরি তৃণ।
করি দু'টী করজোড় ভাবে প্রেমে হয়ে ভোর
করিতে করিতে তাঁর স্তুতি
সঘনে আঁখি যুগলে অনিবার বারি গলে
প্রেমজলে ভিজে গেল ধুতি।
সুভদ্রাদি বলরামে জগন্নাথ গুণধামে
পুনঃ প্রণমিয়া পদ্মাপতি
পুলকে পূরিত কায় ভূমে গড়াগড়ি যায়
নিরখিয়া বামন-মূরতি।
তবে কিছুক্ষণ পরে প্রবেশ করি নগরে
বাসাবাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া
প্রসাদ ভোজন করি মুখে বলি হরি হরি
নিরজনে থাকেন শুইয়া।
হলে নিশা অবশেষ জগন্নাথ হৃষীকেষ
স্বপ্নাবেশে জয়দেবে কন
হাটিয়া অনেক রাহা যতনে আনিলে যাহা
কই তাহা করালে শ্রবণ।

স্বপনে গোস্বামী কন শুনাব ব'লে নূতন
সযতনে গ্রন্থ এনে ছিনু
এবে দেখি পুরাতন তাই করি অযতন
জলনিধি-জলে ফেলে দিনু।
দয়াতে হে ভগবান্! শুনিবারে চান গান
কিন্তু আমি কেমনে শুনাই
গভীর সমুদ্র-জলে সে গ্রন্থ গিয়াছে গলে
আর তারে খুজে পাব নাই।

পয়ার।

একথা জয়ের মুখে করিয়া শ্রবণ
কহেন করুণা করি কমললোচন।
তুমিত বলিলে গ্রন্থ ফেলায়ে দিয়াছি
আমি সমাদরে তাহা তুলিয়া রেখেছি।
মোর নিত্য-লীলা-গান লেখা আছে যায়
সাগরের কিবা শক্তি তাহারে গলায়।
তুমি রে জলেতে গ্রন্থ ফেলিলে যখন
রত্নাকর কর পাতি ধরিলা তখন।
মম লীলা-সার গ্রন্থ দেখিয়া নয়নে
ধরিলা আপন-শিরে পরম যতনে।

ভাবেতে বিভোর হয়ে গ্রন্থ লয়ে মাথে
সমর্পিল সযতনে আসি মম হাতে।
জগৎ গলাবে যেই তারে কে গলায়
এই দেখ আমি গ্রন্থ বেন্ধেছি গলায়।
দেখ না মিলিয়া নিজ-নয়ন-যুগলে
কেমন সেজেছে তব গ্রন্থ মম গলে।
চিত্তহর সুমধুর নিত্যসিদ্ধগান
বনমালা-উপরে দিয়েছি আমি স্থান।
স্বামি কন্ কেন তারে এ হেন যতন
মম গ্রন্থ নব্য নয়, অতি পুরাতন।
প্রভু কন্ যা বলিলে অমার নিকটে
কিছু মিথ্যা নয়, তাহা সব সত্য বটে।
শ্রীগীতগোবিন্দ-গান অতি গুহ্যতর
চিরকাল আছে ইহা যুগযুগান্তর।
জয়দেব হয়ে জন্ম লও যতবার
তোমা হ'তে প্রকাশিত হয় ততবার।
কেন্দুবিল্ব গ্রামে বসি তুমি রে যখন
শ্রীগীত গোবিন্দ-গ্রন্থ করিতে বর্ণন।
কদম্বের ডালে বসি অতি সংগোপনে
অগ্রেতে শুনেছি আমি আপন-শ্রবণে।

তবে আসি নিজ-ধামে পুরবাসি-জনে
শিখায়ে দিয়েছি গীত নিশার স্বপনে।
সেই সে কারণে গ্রন্থ হয়েছে প্রচার
ইহা লাগি মনোকষ্ট ক'র নারে আর।
পূরাণ হয়েছে ইহা ছাড়ি অভিমান
আগামী বৈকালে মোরে শুনাইবে গান।
এই লাও গ্রন্থ আমি দিলাম তোমারে
আমারে শুনায়ে কর প্রচার সংসারে।

(শ্রীগীতগোবিন্দ-গ্রন্থের অল্পতার কারণ-বর্ণন।)

জয়দেব বলে প্রভু শ্রীচরণে কই
এই ত সামান্য গ্রন্থ, আর গ্রন্থ কই।
প্রভু কন আর গ্রন্থে নাই প্রয়োজন
যাহা দিনু তাহাতেই তরিবে ভুবন।
অদ্বৈত-বাদীর মতে লিখিয়াছ যাহা
এক্ষণে প্রকাশ করা যুক্তি নহে তাহা।
অতএব বহু অংশ থাকিল সলিলে
প্রচার হইবে সত্য যুগ প্রকাশিলে।
এক্ষণে হইব আমি ভক্ত অবতার
প্রেমভক্তি জগজ্জনে করিব প্রচার।

ভক্তির পোষক গান যে অংশেতে আছে
উদ্ধার করেছি লহ দিনু তব কাছে'।
যতনে করহ রক্ষা এই সব গান
চরমে হইবে তব পরম কল্যাণ।
আমিও গৌরাঙ্গরূপে স্বরূপের সনে
আস্বাদিব তব গান লয়ে ভক্তজনে।
এ কথা বলিয়া প্রভু দেব ভগবান্
আর কথা নাহি কন্ হন্ অন্তর্দ্ধান।

(শ্রীজয়দেবকর্ত্তৃক শ্রীগীতগোবিন্দের গান।)

নিদ্রাভঙ্গ হয়ে স্বামী উঠিয়া প্রভাতে
পুনঃ গ্রন্থ পেয়ে তুলে নিল নিজ হাতে।
করি স্নান দান ক্রিয়া আহ্নিক তর্পণ
বিষাদ ঘুচিল করি প্রসাদ ভোজন।
তবে প্রভু-আজ্ঞামত পুরী-মধ্যে যান
বিধিমতে প্রণমিয়া আরম্ভিলা গান।
মেঘৈর্ম্মেদুরাবধি যত গান ছিল
ভক্তিসহ প্রেমভরে সব শুনাইল।
শ্রীগীতগোবিন্দ-গান শুনি পুরবাসী
একবারে যান সবে প্রেমজলে ভাসি।

দূরদেশী পাষাণ-হৃদয় ছিল যারা
গীতরব শুনে দ্রব হয়ে গেল তারা।
কেহ ভূমে গড়ি যায় পুলকে শিহরি
" হরি হরি হরি " রবে পুরী গেল ভরি।
পাণ্ডাগণে মনে অতি পাইল আহ্লাদ
একেবারে দিল তাঁরে শত ধন্যবাদ।
তবে ত গোবিন্দ-গান করি সমাধান
প্রণমিয়া প্রভু-পদে জয়দেব যান।
আনন্দে গোবিন্দ-নাম করিতে করিতে
আপনার বাসা ঘরে আইল ত্বরিতে।
সারিয়া সন্ধ্যাদি কাজ মালা লয়ে করে
দৈনিক নিয়মে নাম বসি বসি করে।

(পদ্মাবতীসহ শ্রীজয়দেবগোস্বামীর হরিদাস পাণ্ডার বাটীতে গমন ও তথাকার বৃত্তান্ত।)

এমন সময়ে পদ্মা নামা'লে বদন
জলে পরিপূর্ণ তার হইল নয়ন।
তাহা দেখি জয়দেব সমাদরে কন
কেন জলজাল-পূর্ণ তোমার নয়ন।

পদ্মাবতী বলে প্রভু আসি এই ক্ষেত্রে
আপন-জনকালয় না দেখিনু নেত্রে।
শুনি সুনিশ্চিত কথা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়
জননী জনম-ভূমি স্বর্গাধিক হয়।
আসিয়া নিকটে তাহা না দেখিনু চক্ষে
এই ত দারুণ দুঃখ রয়ে গেল বক্ষে।
অতএব শ্রীচরণে এই নিবেদন
আমার জনকালয়ে করহ গমন।
তব সঙ্গে যেয়ে রঙ্গে জনক-ভবনে
মাতা-পিতা-পাদপদ্ম হেরিব নয়নে।
পদ্মা-মুখে শুনে বাণী স্বামী কন তবে
তথায় গমন মম কেমনে সম্ভবে।
তুমি ত জানহ আমি হই সর্ব্বত্যাগী
কুটুম্ব-আদরে কভু নই অনুরাগী।
পদ্মাবতী বলে প্রভু আমার কারণ
অবশ্য করিতে হবে তথায় গমন।
ইহা শুনি জয়দেব সারি হরিনাম
পদ্মাসহ যান পদ্মা-জনকের ধাম।
পিতার মন্দিরে আসি পদ্মাবতী সতী
মাতা-পিতা-পাদপদ্মে করিল প্রণতি।

বহুদিন পরে কন্যা করি দরশন
স্নেহেতে জননী করে বদন চুম্বন।
সন্যাসিনী বেশে দেখি আপন কন্যায়
কাঁদিয়া নয়ন-জলে বসন ভিজায়।
বুকে ধরি করি ভুজ-বল্লিতে বন্ধন
বিনায়ে বিনায়ে বহু করিলা ক্রন্দন।
পদ্মাবতী বলে মাতঃ! কেন্দনা গো দুখে
কিছু দুঃখ নাই মম আছি বড় সুখে।
পদ্মার মুখেতে যবে এ কথা শুনিল
জননীর চক্ষে নীর আর না বহিল।
পরে পদ্মা বসিলেন্ রতন-আসনে
দেখিতে আইল সব পুরবাসিগণে।
জ্ঞানবান্ ভক্তিমান্ যারা এসে ছিল
জয়দেবে দেখে তারা ধন্যবাদ দিল।
কিন্তু তথা সমাগতা রমণীর বৃন্দে
জয়দেবে নিরখিয়া কেহ কিছু নিন্দে।
দুঃখের সহিত কথা বলে এক নারী
বুড়ো বরে পড়িয়াছে নবীনা কুমারী।
তাহা শুনি পদ্মাবতী কহে ধীরে ধীরে
আর কেহ নিন্দাবাদ ক'র না গো ফিরে।

সকলে ত ভাগবতে করেছে শ্রবণ
পতি-নিন্দা শুনে সতী ত্যজেন জীবন।
বৃদ্ধ নন্ পতি মম সিদ্ধ শুদ্ধকায়
জানিয়া শুনিয়া আমি বিকায়েছি পায়।
এই আশীর্ব্বাদ মোরে করহ সবাই
জনমে জনমে যেন এই পতি পাই।
এ কথা শুনিয়া তারা মনে লজ্জা পান
অনেক আশীষ্ করি নিজ-ঘরে যান।
পদ্মাবতী জয়দেব করিয়া ভোজন
নির্জ্জন কুটীরে গিয়া করিল শয়ন।

(পদ্মাবতীসহ শ্রীজয়দেবের কেন্দুবিল্ব গ্রামে প্রত্যাগমন।)

বিগতা যামিনী দেখি উঠিলেন প্রাতে
স্নানাদি সারিয়া পূজা করে জগন্নাথে।
গড়াগড়ি দিয়া পুনঃ করিয়া প্রণাম
সবারে বলিয়া চলি গেল নিজধাম।
স্মরি হরিপদ মুখে করি হরিনাম
উপনীত হন নিজ-কেন্দুবিল্বগ্রাম।
গ্রন্থ কম হইয়াছে যাহার কারণ
সংক্ষেপ করিয়া তাহা করিনু বর্ণন।

আর জানিবার ইচ্ছা আছে যে বিষয়
করুণা করিয়া আজ্ঞা কর মহাশয় ?

(শ্রীজয়দেবগোস্বামীর শ্রীবৃন্দাবনধাম গমনের বৃত্তান্ত।)

তাহা শুনি কন রাজা শ্রীরামরঞ্জন
আর কিছু জানিবার আছে প্রয়োজন।
যেমন শুনিনু তাঁর জনম-বৃত্তান্ত
তেমনি তদন্ত কথা শুনিব একান্ত।
জগবন্ধু বলে তবে বলিহারি যাই
তব সম ভক্ত শ্রোতা প্রবীণেও নাই।
মহাযোগ-ভ্রষ্ট যোগী জনের নিয়ম
শ্রীমন্ত-কুলেতে আসি লভয়ে জনম।
সেই যোগ-ভ্রষ্ট যোগী তুমি পুণ্যবান্
রাজকুলে জনমিলে ভজি ভগবান্।
এ জনমে করি পুনঃ ভাগবত-কার্য্য
আনন্দে চলিয়া যাবে গোবিন্দের রাজ্য।
তোমার ভাগ্যের কথা আমি কিবা কব
শুনহ এক্ষণে চিতে যে বাসনা তব।
ত্রিকালজ্ঞ যোগী জয়দেব মহাশয়
জানিতে পারিয়া নিজ-আসন্নসময়।

পদ্মারে ডাকিয়া কন পদ্মাবতী স্বামী
সময় সংক্ষেপে বৃন্দাবনে যাব আমি।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন
দরশন লাগি মম ব্যাকুলিত মন।
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন
বংশীবট যাবটাদি নিকুঞ্জ কানন।
বহুবন পরিক্রিমা করিয়া তথায়
বসিব গোপনে গিয়া নিভৃত গুহায়।
তুমি থাক এই গৃহে জীবন যাবৎ
শ্রীরাধামাধব-সেবা করহ তাবৎ।
পদ্মাবতী বলে ইহা অসম্ভব হয়
বারি ছাড়া মীন বল কেমনেতে রয়।
বিচার করিয়া প্রভু কহ দেখি কথা
বৃক্ষহীন হইয়া কেমনে বাঁচে লতা।
আমি তব দাসী প্রভু তুমি মম পতি
জীবনে মরণে তব শ্রীচরণে গতি।
তুমি যাবে নিত্যধাম সেই সে গোকুলে
আমি কেন রব প্রভু অজয়ের কুলে।
এখানে থাকিয়া আর কিবা সুখ পাব
তুমি হে যথায় যাবে আমি তথা যাব।

তুমি গিয়ে বৃন্দাবনে নিরখিবে শ্যাম
আমি না যাইতে পাব সেই নিত্যধাম।
পতি হয়ে বল যদি অযুক্তিবচন
এখনি ত্যজিব আমি এ পাপ জীবন।

(শ্রীরাধামাধব-মূর্ত্তির ভারের অল্পতা।)

ইহা শুনি স্বামী কন পদ্মার গোচরে
বল কারে রেখে যাই আপনার ঘরে।
হেন অনুরাগী ভক্ত শিষ্য আছে কেবা,
যতনে করিবে মম মাধবের সেবা।
পদ্মাবতী বলে ইহা ভ্রমেও না কবে
কারে দিয়া যাবে প্রভু শ্রীরাধামাধবে।
পরম আরাধ্য তব শ্রীরাধামাধব
এখানে রাখিয়া যাবে এই কি সম্ভব ?
আর যেন হেন কথা কখন না বল
শ্রীরাধামাধবে প্রভু সঙ্গে লয়ে চল।
জয়দেব কন্, প্রভু হন্ অতি ভার
লইয়া যাইতে সাধ্য নাহিক আমার।
পদ্মা কন্ যে বহেন ব্রহ্মাণ্ডের ভার
তাঁর ভার বহন করিতে সাধ্য কার।

তবে তাঁরে মনে মনে চিন্তা কর প্রভু
চিন্তামণি ভক্ত-দুঃখ না রাখেন কভু।
এ কথা শুনিলা যদি পদ্মার বদনে
জয়দেব ভাবিতে লাগিল নিজ-মনে।
যে দিবসে বৃন্দাবনে করিবে গমন
সে দিনে রাধামাধব দেব নারায়ণ।
বিস্তারি বিগ্রহ ঘুচি হন্ ক্ষুদ্রাকার
জয়দেব যেরূপ লইতে পারে ভার।
বৃহৎবিগ্রহ-ভার ছিলেন দু'মণ
ক্ষুদ্র রূপ হইলেন ভক্তের কারণ।
বৃহৎবিগ্রহ-রূপ দেখি ক্ষুদ্রাকার
জয়দেব কন্ একি অদ্ভুত ব্যাপার।
প্রণাম করিয়া সেই দেব দেবরাজে
ভরিয়া নিলেন নিজ আহ্নিকের সাজে।
তবে নিশা-শেষে জয়দেব পদ্মাবতী
দুই জনে চলে যায় অতি দ্রুতগতি।
একবারে কেন্দুবিল্ব হইল আঁধার
তথাকার লোক সব করে হাহাকার।

(পদ্মাসহ শ্রীজয়দেবগোস্বামীর শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন
ও উভয়ের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি।)

এখানেতে জয়দেব পদ্মাবতীসহ
কৃষ্ণে ভাবি গমন করেন অহরহ।
তবে কিছুদিন পরে অতি শুভক্ষণে
উপনীত হন নিত্যতীর্থ বৃন্দাবনে।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনে
ভেট্ দিয়া প্রণমিল সবার চরণে।
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন
বংশীবট যাবটাদি নিকুঞ্জ কানন।
বহুবন পরিক্রমা করি বহুদিন
উভয়ে গোবিন্দ-পদে হইলেন লীন।
বলিনু সকল কিন্তু লইল সংক্ষেপ
ইহার কারণে মনে রহিল আক্ষেপ।
জয়দেব সুচরিত সুমধুর গান
নীলকণ্ঠ কহে এবে হ'ল সমাধান।

(শ্রীরামরঞ্জনের শ্যামরূপা দর্শনে যাত্রা।)

লঘু-ত্রিপদী।

জয়দেব গুণ শুনি পুনঃপুন
যামিনী হইল ভোর
অলসে ঘেরিল চলিয়া পড়িল
ঘেরিল ঘুমের ঘোর।
বৃন্দাবন-বন গোবিন্দ মদন
গোপীনাথ করি ধ্যান
শুইলা যেমন তেমনি স্বপন
দেখিলেন্ ভাগ্যবান্।
রাজার তনয় বিমল হৃদয়
শ্রীরাধাবল্লভ-দাস
সেই সে কারণে নিশীথ-স্বপনে
পূরিল মনের আশ।
স্বপন দেখিয়া প্রভাতে উঠিয়া
কোন জনে নাহি কন্
হইল যে তাঁর শ্রীশ্যামরূপার
চরণ দর্শনে মন।

তবে সে রঞ্জন স্নানাদি ভোজন
প্রহরবেলাতে সারি
স্মরিয়ে ত্রিভঙ্গে সঙ্গিগণ-সঙ্গে
চলিলেন তাড়াতাড়ি।
বিগত বাদল হয়ে গেছে জল
সপ্তদিন সর্ব্বভূমে
সে কারণে বান্ হয়ে বলবান্
চলে যায় মহাধূমে।
গিয়ে নদী-তট দেখেন শঙ্কট
ভয়ে ভয়ে চাপি নায়
শ্রীরামরঞ্জন মুদিল নয়ন
আঁখি মিলে নাহি চায়।
নদী-দুই-কূল করে কুল্ কুল্
শুনিয়া ব্যাকুল তায়
শ্রীরাজ-নন্দন করেন স্মরণ
শ্রীরাধাবল্লভ-পায়।
কাঁপে থর হরি তরি-কাণা ধরি
"হরি হরি" করি রব
নীলকণ্ঠ কয় হইয়াছে ভয়
কাতরে কান্দিছে সব।

(অজয়নদীর বান-বর্ণনা।)

একাবলী।

'তর তর' করি বাড়িছে বান
'থর থর' করি কাঁপিছে প্রাণ।
'ফর ফর ফর' ফুটিছে সার
বড় বড় ঢেউ বৃহদাকার।
খরতর ধারে কাটিছে কূল
বিপুল বানেতে ভাঙ্গিছে পুল।
তাহাতে পড়িছে বিটপী-ঝাড়
'ছুর্ ছুর্ ছুর্' শবদ্ তার।
'হুড়্ হুড়্' করি ডাকিছে জল
'গুরু গুরু' করে উরস স্থল।
দাড়েঙ্গ ছাড়িয়া পড়ে দড়াম্
ভয়ে ভাগে মীন করি হড়াম্।
'কল্ কল্' করে ডাকিছে জল
কলরব শুনে প্রাণ বিকল।
সাপুটিয়া বারি চলে দু'ধার
কেবা করে তার কূলকিনার।

তৃণ আদি খড় পড়িলে তায়
তখনি দু'খানি হইয়া যায়।
অতি খরতর জলের ধার
তরণী চালান হইল ভার।
অতি ঘোরতর তুফান বান
ঘুরাতে লাগিল তরণী খান।
আঁধার করিয়ে ঘেরিল মেঘ
তাহে 'ঝড় ঝড়' বায়ুর বেগ।
তুফানে ফাটয়ে তরণী তল
তাহার উপর মেঘের জল।
'ঝড় ঝড়' ঝড়ে ঘুরায় হাল্
'পড় পড়' ছিঁড়ি পড়িল পাল্।
উছালে উছালে উকাল ঢেউ
তাহাতে পড়িলে বাচে না কেউ।
দেখিয়া প্রবলা নদী পাথার
জীবনের আশা না রহে আর।
জলে স্থল আর বাঁশে না পায়
হাতে হাতা টানি তরণী বায়।
"হরি হরি" করি বারহি বার
অনেক যতনে হইল পার।

নীলকণ্ঠ স্থির জানিয়া কয়
এতক্ষণে কিছু ঘুচিল ভয়।

(বনের এবং শ্রীশ্যামরূপা-ক্ষেত্রের বর্ণনা।)

পয়ার।

"হরি হরি" মুখ ভরি বলি বার বার
দুস্তর অজয়নদী হইলেন পার।
এড়ায়ে বিপুল বান পুলেতে উঠিল
পুলকে পূরিত কায় সবার হইল।
বিষ্ণুপুর-বিল (১) পার হইয়া ত্বরায়
'গড় গড়' করি গড়জঙ্গলেতে যায়।
ইছাইঘোষের (২) গড় আছে সেই স্থলে
গড়েরজঙ্গল নাম সে কারণে বলে।
সেই সে কাননে উঠি করি উচ্চশির
অতি দূরে দেখে সবে ইছাই-মন্দির।
মন্দির দেখিয়ে হয় এই অনুমান
দূরদেশী ভক্তে যেন করিছে আহ্বান।

---

(১) বিষ্ণুপুর—একটি গ্রামের নাম।
(২) ইছাইঘোষ—পূর্ব্বে ঐ স্থানের রাজা ছিলেন।

তার পর দেখে সবে জঙ্গলের শোভা
জন-মনঃ-প্রীতিকর যোগি-মনোলোভা।
সেনভূম-মধ্যে (১) এই বিস্তৃত অটবী
এতই নিবিড় যাহে না প্রকাশে রবি।
কাননের মাটী তথা মিলিত কঙ্কর
বহুজাতি বহুবৃক্ষ তাহার উপর।
তরুণ তমাল তাল শাল্মলি শাল
আম জাম কঁদ বেল্ পলাশ পিয়াল।
মুরগা আসন বট আসতা আতুরি
করঞ্জা কুরচি কুচি লতা ভূরি ভূরি।
বহড়া আমলা লোধ মোধ হরিতকী
কড়ার কাঞ্চন কেলিকদম্ব কেতকী।
গণিতে না পারি সারি সারি চারিপাশ
ঘেরি ঘেরি আছে বহু বেউরের বাঁশ।
বিল্ববৃক্ষ আছে কত কে করিবে ঠিক
অনুমান করি হবে লক্ষের অধিক।
এক বিল্ববৃক্ষ যদি থাকে কোন স্থলে
হরিহর সর্ব্বদা থাকেন তার তলে।

---

(১) সেনভূম—সেনভূম নামক প্রদেশ।

বিল্ববন বিস্তারিয়া যে স্থানেতে রয়
সবে কয় সেই স্থান কাশী তুল্য হয়।
হেথা লক্ষাধিক বৃক্ষ বেড়ি চতুঃসীমা
কে কহিতে পারে এই স্থানের মহিমা।
শ্যামরূপা-ক্ষেত্রে ঘেরা চৌদিকে প্রাচীর
তাহার মধ্যেতে এক অপূর্ব্ব মন্দির।
সেই সে মন্দির মাঝে জগৎ-জননী
বিরাজেন শ্যামরূপা শ্যামলবরণী।
সদরদ্বারেতে আছে দুইটী কামান
সীসা-ঢালা মুখে, ছয়হস্ত পরিমাণ।
তাহা নিরখিয়া রাজা শ্রীরামরঞ্জন
দ্রুতগতি শ্যামা-ক্ষেত্রে করেন গমন।
সঙ্গিসহ নাবালক পড়িয়া ধরায়
প্রণাম করিল মাতা শ্যামরূপা-পায়।
পরেতে উঠিয়া দু'টী মিলিয়া নয়ন
দরশন করে শ্যামরূপার চরণ।

(শ্রীশ্যামরূপার রূপ-বর্ণনা।)

একাবলী।

পতি-হৃদে শ্যামা-চরণ জোড়
যেন কোকনদ কমল কোড়।

সুরভিতে ঘর ভরিয়া যায়
ঝাঁকে ঝাঁকে বসে ভ্রমরা তায়।
নরশির-হাড় পড়েছে পায়
তাহাতে শোণিত গড়িয়া যায়।
নাড়ীসূতে বান্ধা ঈশৎ লোল
নর-করচয় কটীতে দোল।
আল্‌তা সিন্দুর জিনি অনেক
ভকত রঞ্জন রকত-রেখ।
বাম-ভুজযুগে সুশোভমান
বর নর-শির আর কৃপাণ।
হীনে দীনে ক্ষীণে দক্ষিণ কর
সবারে দিতেছে অভয় বর।
বিকট দশন, করাল মুখ
নিরখিয়া যায় ভকত-দুখ।
লালজবা জিনি নয়নত্রয়
তরুণ অরুণে করিছে জয়।
নর-শিশু দু'টী শ্রুতি উপর
শিরসি মুকুট বিকটতর।
লোটায়ে পড়েছে এলান কেশ
চুম্বন করিছে চরণ দেশ।

আধ শশী ভালে অতি বিমল
'দক্ দক্' করে নয়নানল।
'লক্ লক্ লক্ লক্' জিহ্বায়
'হক্ হক্' ঝরে শোণিত তায়।
'তক্ তক্ তক্' কৃপাণ-কায়
'ঝক্ ঝক্ ঝক্' ঝকিছে তায়।
'ভক্ ভক্' শিরে শোণিত যায়
'থক্ থক্' হয়ে পড়ে ধরায়।
'খক্ খক্' করি আসি শিবায়
'চক্ চক্' করি চাখিয়া খায়।

পয়ার।

যেরূপ দেখিলা রাজা শ্রীরামরঞ্জন
সেরূপ দেখিতে নাহি পায় অন্যজন।
সারদাপ্রসাদ আদি সঙ্গে ছিল যারা
শৈলজার শিলামূর্ত্তি দেখিলেন তারা।
নাবালক দেখিলেন শ্যামাত্রিনয়নী
ত্রিলোচনোপরে তারা ত্রিলোক-জননী।
দেখি শ্যামরূপা কৃষ্ণচন্দ্র-কুলোদ্ভব
ভক্তিভাবে করজোড়ে করিছেন স্তব।

১ম গীত।

জয় মা আদ্যা মা মহাবিদ্যা, পরমারাধ্যা ঈশ্বরী।
মা তোমারি কাণ্ড, অতি প্রকাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী॥
ত্বঙ্কাকাশ বায়ুবহ্নি পঞ্চভূতাধীশ্বরা,
নবাভ্রবরণা করালবদনা তুমি অশেষ করুণাসাগরী॥
ত্বংহি ব্রহ্মা ত্বংহি বিষ্ণু ত্বং মহেশ ত্রিপুরারি,
ত্বংহি রাম ত্বংহি শ্যাম মীন কূর্ম্ম বরাহ নরহরি।
ত্বংহি বামন রাম রাম হল-পরশু-ধনুধারী,
ত্বংহি বুদ্ধ ত্বংহি কল্কি ভব অকুল পাথারের কাণ্ডারি॥
ত্বংহি দুর্গা কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী,
ত্বং ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী উমাসুন্দরী॥
ত্বংহি বগলা মাতঙ্গী কমলা উজ্জ্বলা রূপ-মাধুরী,
ত্বংহি বাক্‌বাণী, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, গঙ্গা ত্রিবেণী কাবেরী॥
ত্বংহি বেদমাতা গায়ত্রী সন্ধ্যা আদি করি,
ত্বংহি ধাত্রী ত্বংহি ধরিত্রী সকল-কর্ত্রী শঙ্করী॥
জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তিদে মুক্তিদে শুভ দে গো শুভঙ্করী,
পুত্র-অপরাধে ফেলনা প্রমাদে দাসে ক্ষমা দে গো ক্ষেমঙ্করী॥

২য় গীত।

ওমা নিস্তার নিস্তার এ দুখ বিস্তার,
সংসার দুস্তরে তার মা তারিণী।
আমি হয়েছি কাতর মা তুমি যা কর,
রাখ স্ব-কিঙ্কর শঙ্কর-ঘরণী॥
অসীম কষ্ট নষ্ট করগো শ্যামরূপা,
কামনা পরিপূর্ণ করগো কামরূপা,
স্ব-শিষ্যে সুদৃষ্টি কর মা বিশ্বরূপা,
না হও বিরূপা বিরূপাক্ষ-রমণী॥
জ্ঞান দে এ অজ্ঞানে জ্ঞানদে জ্ঞানদে,
মান দে অপমানে মানদে মানদে,
শুভদায়িনী মাতা শুভদে শুভ দে,
জয় দে জয়দে মা জগৎ-জননী॥

৩য় গীত।

অভয়ে অভয় দে মা দাসে, ত্রাসিত হইয়ে ত্রাসে,
বনে এলাম মনের হুতাশে।
স্ব-গুণে কৃপা বিতরি, তরাও যদি তবে তরি,
নইলে হ'লাম দেশান্তরী প্রাণ-ভয়ে রইতে নারি দেশে॥

বাল্যাবধি নিরবধি বহুকষ্ট পাই গো,
এ যাতনা কারে কহি, ঘরে কান্দে পিতামহী,
তাঁর দুখেতে ফাটে মহী, চক্ষের বারি বক্ষ বহি ভাসে॥

(কল্যাণেশ্বরী বৃত্তান্ত কথনে রাজাকল্যাণসহ যুদ্ধে
ইছাইঘোষের পরাজয়।)

কৃষ্ণচন্দ্র-কুলোদ্ভব শ্রীরামরঞ্জন
স্নান দান পূজা আদি করি সমাপন।
পূজারিকে অর্থ কিছু বিতরি যতনে
জিজ্ঞাসা করেন অতি মধুর বচনে।
কহ হে পূজারি! আমি শুনি তব ঠাঁই
এ স্থানে এক্ষণে কেন যোগী ঋষি নাই।
শুনেছি লোকের মুখে এই সিদ্ধস্থান
এখানে হয়েছে সিদ্ধ বহু ভাগ্যবান্।
স্থানে স্থানে কেন আর নাহি জ্বলে ধুনী
বিটপী-মূলেতে কেন নাহি বসে মুনি।
ভগ্ন গড়, ভগ্ন ঘর, আর ভগ্ন দ্বার
এত কেন অবনতি হইল ইহার।
পূজারি বলিছে শুন শ্রীরাজকুমার
যে কারণে ভগ্ন গড়, ভগ্ন বহির্দ্বার।

পূর্ব্বে এই দেবী-সেবা ইছায়ের (১) ছিল
বলেতে কাড়িয়া তাহা শত্রুগণ নিল'।
দেবীর করুণা ছিল ইছায়ের প্রতি
পরেতে নিদয়া হন্ সময়ের গতি।
পঞ্চকোট-অধিপতি (২) ভূপতি কল্যাণ
গঙ্গাস্নান করি যবে আইলা এ স্থান।
নিশিযোগে স্বপ্নাদেশ দিয়ে তাঁরে তারা
পঞ্চকোটে চলে যান পঞ্চানন দারা।
কোনরূপে সেই কথা জানিয়া ইছাই
যুদ্ধবেশে রাজোদ্দেশে চলে ধায়াধাই।
যথায় বিশ্রাম করে কল্যাণ ভূপতি
সেই স্থানে ইছাই মিলিল শীঘ্রগতি।
মহাবলধর ঘোষ নহে ক্ষুদ্রজন
দুই তিন দিন তথা করিলেন রণ।
নগরের রাজা সেই সংবাদ পাইয়া
ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠিল কাঁপিয়া।
ইছাইঘোষের সঙ্গে মিত্রতা থাকায়
সাহায্য কারণে বহু সৈন্যাদি পাঠায়।

---

(১) ইছাই—ইছাইঘোষ, ইনি একজন রাজা।

(২) পঞ্চকোট—একটি রাজধানী।

হিন্দু মুসলমান সৈন্য অনেক জুটিয়া
কল্যাণ রাজারে সবে ফেলিল ঘেরিয়া।
মহারাজ কল্যাণ দেখিয়া অকল্যাণ
কল্যাণীর পাদপদ্ম করিলেন ধ্যান।
শূন্যে থাকি দেবী কন্ না করিহ ভয়
অচিরে ইছাই-দল পাবে পরাজয়।
শুনিয়া আকাশ-বাণী রাজার উল্লাস
যুদ্ধহেতু করিলেন হুকুম প্রকাশ।
দুই দলে রণ-বাদ্য বাজিতে লাগিল
মহাধূমে পুনরায় সংগ্রাম বাজিল।
টানিয়া মারয়ে সব চোখা চোখা তীর
ধরাতে গড়িয়া যায় সৈন্যের রুধির!
কত ঢাল তরবার ঘোরে ঝাঁকে ঝাঁকে
কাটিয়া ফেলায় সৈন্য থাকে থাকে থাকে।
গদাম করিয়া কেহ মারিতেছে গদা
গজের গর্জ্জন জিনি গরজয়ে সদা।
কেহ মারে দড়-গায়ে বড় বড় লাঠি
আঘাতে গায়ের চাম যায় ফাটি ফাটি।
তবে সে কল্যাণ রাজা হয়ে কোপবান্
নিজকরে ধরিলেন অসি খরশান।

দেব-অংশে জন্ম তাঁর বীর অবতার
নিজ-হস্তে বহু সেনা করেন সংহার।
ইছাই তাহার তেজ সহিতে নারিল
পাঠান সেনার সহ ভয়ে পলাইল।

(বরাকর-তীরে কল্যাণেশ্বরীর স্থিতি।)

রণ জয় করি রাজা যান ধীরে ধীরে
উপনীত হইলেন বরাকর-তীরে (১)।
বড়ই প্রবল নদ সেই বরাকর
যাঁহার মিলনে বলবান্ দামোদর (২)।
সেই নদ মধ্যে এক হ্রদ সুবিস্তার
ঢল ঢল করে জল সুনির্ম্মল তার।
নদ-প্রান্তভাগে অতি উচ্চ শৈলজাল
চৌদিকে বেষ্টিত যার জঙ্গল বিশাল।
নানাস্থানে ফুটিয়াছে নানাজাতি ফুল
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমিতেছে ভ্রমরের কুল।
দেখিয়া শিখর-শোভা শিখর-নন্দিনী
যাইতে না চান আর জগৎ-পালিনী।

---

(১) বরাকর—একটি নদের নাম।
(২) দাঁমোদর—একটি নদের নাম।

সেই হেতু জগদম্বা হইলেন ভারী
রাজা কন্ আর ভার সহিতে না পারি।
অশক্ত হইলা রাজা ভরেতে কাঁপিয়া
মহীতলে শ্যামা মায় দেন নামাইয়া।
ক্ষণকাল পরে তাঁরে তুলিবার তরে
যতনে ধরিল বহু বলবান নরে।
কোনরূপে আর তাঁরে তুলিতে নারিল
হতাশ হইয়া রাজা কান্দিতে লাগিল।
যেমন কামনালিঙ্গ (১) যাইতে লঙ্কায়
ঝাড়খণ্ডে (২) রহিলেন আপন ইচ্ছায়।
সেরূপে শঙ্কর-জায়া শশাঙ্ক-বদনা
সুবর্ণপুরেতে (৩) রন্ সুবর্ণ-বরণা।
ইচ্ছাময়ী মার ইচ্ছা বুঝিয়া কল্যাণ
আক্ষেপ করিয়া পুরে করেন প্রয়াণ।

---

(১) কামনালিঙ্গ—৺রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথ।

(২) ঝাড়খণ্ড—৺বৈদ্যনাথধাম।

(৩) সুবর্ণপুর—একটি গ্রামের নাম।

(শাঁখারি ব্রাহ্মণের নিকট কল্যাণেশ্বরীর শঙ্খ-পরা-বিবরণ।)

এখানে চালনাদহে (১) যাইয়া শঙ্করী
বসিলেন ঘাটে দ্বিজ-কন্যা-রূপ ধরি।
সেইকালে এক বৃদ্ধ শাঁখারি ব্রাহ্মণ
নিঃশঙ্কেতে শঙ্খ ল'য়ে করেন গমন।
যাইতে যাইতে সেই নদী-পার বাটে
দেখিলা ষোড়শী কন্যা ব'সে আছে ঘাটে।
নিজ-রূপে দশ দিক্ করিয়াছে আলা
ভূমেতে পড়েছে যেন বিজুরির মালা।
ভুবন মোহন সুবিমল মুখ-ফাঁদ
কর-পদ-নখে পড়ে আছে কত চাঁদ।
জগদ্ধাত্রী জয়-যশো-দাত্রী জগন্মাতা
আমলাদি মিলাইয়া ঘসিছেন মাথা।
দেখি অপরূপ রূপ প্রবীন ব্রাহ্মণ
সে পথে সহসা নারে করিতে গমন।
তাহা জানি উচ্চরবে জগদম্বা কন্
মোরে শঙ্খ দিয়ে যাও শাঁখারি ব্রাহ্মণ!

---

(১) চালনাদহ—এটি বরাকর নদের নিকটস্থিত দহ।

প্রবীণ ব্রাহ্মণ তাহা শুনিয়া শ্রবণে
নিকটে যাইতে নারে ভয়ের কারণে।
জঙ্গলে যুবতী বালা নদী-তটে রয়
কেমনে যাইব কাছে হ'তেছে সংশয়।
অন্তরযামিনী মাতা জানিয়া অন্তরে
পুনঃ ডাকিলেন তারে সুমধুর স্বরে।
অভয়া-অভয়বাণী করিয়া শ্রবণ
নির্ভয়ে নিকটে যান শাঁখারিব্রাহ্মণ।
উমাকান্তি দেখে এল শান্তিভাব মনে
ভ্রান্তি দূরে গেল তাঁর দয়ার কারণে।
অখণ্ডভকতি-ভাব মনোমধ্যে এল
অঙ্গের সৌরভে নাসারন্ধ্র ভরে গেল।
হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম পদ্ম গন্ধ গায়
মকরন্দ-লোভে কত মত্তভৃঙ্গ ধায়।
দেখিয়া ষোড়শী রূপা ব্রহ্মময়ী তারা
পুলকে পূরিল দেহ বহে প্রেমধারা।
মনে মনে ভাবিলেন জননী তখন
আমারে চিনিল বুঝি শাঁখারিব্রাহ্মণ।
এইভাব ওর যদি রয়ে যায় মনে
আমার বাসনা পূর্ণ হইবে কেমনে?

তবে মহামায়া মায়া করিয়া বিস্তার
ব্রহ্মভাব বিভ্রম করিয়া দেন তার।
তখনই দ্বিজের মনে হইল সংশয়
যতনে বলিছে মাতঃ! দেহ পরিচয়।
বিজন কাননে কেন রও একাকিনী
কোনকুলোদ্ভবা তুমি কাহার গৃহিণী।
শুনিয়া কহেন মাতা সুমধুর বাণী
আমি সে দ্বিজের কন্যা নামটী কল্যাণী।
পর্ব্বত কানন আমি বড় ভালবাসি
সে কারণে এই স্থানে কভু কভু আসি।
বিশ্বাস করিয়া তুমি মম বাক্য ধর
এক জোড়া শঙ্খ মোরে পরাও সত্বর।
দ্বিজ কন্ আমি তব নাহি জানি ধাম
তোমারে যে দিব শঙ্খ কেবা দিবে দাম।
মাতা কন্ মোর পিতা রোহিণী দেঘরে (১)
দিবেন উচিত মূল্য সমাদর করে।
হলুদেকাণিতে বাঁধা আছে পঞ্চতঙ্কা
তাকের মধ্যেতে পাবে নাহি কিছু শঙ্কা।

---

(১) রোহিণী দেঘরে—সুবর্ণপুর গ্রামনিবাসী শ্রীরোহিণী নাথ দেঘরে।

ইহা শুনি দ্বিজবর বিশ্বাস করিল
যতনে জননী-করে শঙ্খ পরাইল।

(রোহিণী দেঘরের নিকট শাঁখারিব্রাহ্মণকর্ত্তৃক শঙ্খপরা বৃত্তান্ত
কথন এবং উভয়ে চালনাদহে আগমন।)

শঙ্খ পরাইয়া দ্বিজ অতি শীঘ্রতর
উপনীত হইল আসি দেঘরের ঘর।
দেঘরে জিজ্ঞাসা করে কোথায় নিবাস
কি জন্য আইলে হেথা করহ প্রকাশ।
দ্বিজ কন্ তব কন্যা শঙ্খ পরিয়াছে
তার মূল্য লইতে আইনু তব কাছে।
দেঘরে বলেন আমি সত্য বলি ভাই
একমাত্র পুত্র মোর, কন্যা জন্মে নাই।
যা বলিলে সব কথা মিথ্যা যে তোমারি
জানি না পরেছে শঙ্খ কাহার কুমারী।
ব্রাহ্মণ বলেন মোর কথা নহে ফাঁকা
দেখ গিয়ে;তাকের উপরে আছে টাকা।
একথা কহিনু তব কন্যার বাণীতে
বাঁধা আছে টাকা এক হলুদেকাণিতে।
এত শুনি রোহিণী দেঘরে ঘরে যায়
তথা গিয়ে বড় এক তাকেতে তাকায়।

উচ্চ তাকে পুনঃ পুনঃ দেখে মুখ তুলি
পড়িয়া র’য়েছে এক কাণির পুটুলি।
কাণি খুলি পঞ্চ তঙ্কা নয়নে দেখিল
অদ্ভুত ঘটনা হেরি বিস্ময় জন্মিল।
ব্রাহ্মণের কাছে গিয়া দেঘরিয়া কয়
কোথায় আমার কন্যা কহ মহাশয়।
কেমন তাহার করে সাজিয়াছে শাঁখা
তাহা না দেখিলে আমি নাহি দিব টাকা।
এত শুনি শাঁখারি ব্রাহ্মণ তারে কহে
কন্যা নিরখিবে চল চালনার দহে।
বিলম্ব নাহিক সয় দ্রুত চল বাটে
দেখ গিয়া তব সুতা আছে দহা-ঘাটে।
এত বলি উভয়েতে চলে ত্বরান্বিত
চালনার দহে গিয়া হন উপনীত।

(দেঘরেকর্ত্তৃক শঙ্খভূষিত দেবী-হস্ত দর্শন।)

যাইয়া ব্রাহ্মণ ফিরে চারি দিকে চায়
কন্যা যে কোথায় গেল দেখিতে না পায়।
দেঘরিয়া কন্ কন্যা দেখাও ব্রাহ্মণ।
দ্বিজ কন্ ভাগ্যদোষে হ’ল অদর্শন।

কিন্তু আমি মিথ্যা নাহি কহি তব কাছে
নিশ্চয় তোমার কন্যা এই স্থানে আছে।
এইত ঘসিল মাথা বসি এই স্থান
শুঁকিয়ে দেখহ মেথি আমলার ঘ্রাণ।
দেখরিয়া বলে তুমি বঞ্চক ব্রাহ্মণ
দিব না তোমারে শঙ্খ-মূল্য সে কারণ
তবে হে ব্রাহ্মণ বট আশীর্ব্বাদ দাও
এক টাকা প্রণামী লইয়া ঘরে যাও।
এ কথা শুনিয়া দ্বিজ কান্দিয়া উঠিল।
নয়নের জলে তার বসন ভিজিল।
কাতরে কহিছে দ্বিজ কোথায় জননী
দেখা দাও দীন হীনে সুবর্ণ-বরণী।
যদি নাহি দেখা দাও আসিয়া এ স্থান
তবে ত চালনাদহে ত্যজিব পরাণ।
এই বলি দ্বিজবর কান্দিতে লাগিল
দেখিয়া দেবীর মনে দয়া উপজিল।
সদাকাল রন্ যিনি মহাকালোপরে
তিনি গিয়া চালনার দহের ভিতরে।
ভকত-বৎসলা মাতা ভক্তি-ভাবে ভুলি
দেখা'লেন শঙ্খ নিজ-বাম-হস্ত তুলি।

জল ভেদি হস্ত যবে ঊর্দ্ধেতে উঠিল
অমল-কমলে যেন কমল ফুটিল।
আরক্ত কমল জিনি দেখিয়া সে কর
ঝঙ্কারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে চলিল ভ্রমর।
তাহা দেখি দেঘরিয়া করে হায় হায়
লুটায়ে পড়িল সেই ব্রাহ্মণের পায়।
কহিলেন দ্বিজ তব পুণ্য হে অসংখ্য
মায়ের করেতে তুমি পরাইলে শঙ্খ।
শাঁখারি বলিছে আমি ভাগ্যবল শূন্য
যা কিছু ঘটিল তার হেতু তব পুণ্য।
এখন বিফল বাক্যে নাহি প্রয়োজন
দেবী-কর-পদ্ম হ্রদে কর দরশন।
তবে দোঁহে পুনঃ দেবী-কর নিরখিল
দেখিতে দেখিতে কর জলেতে ডুবিল।
আর ত বিমল কর দেখিতে না পায়
দোঁহে অচেতন হয়ে পড়িল ধরায়।
পুনঃ কিছুক্ষণ পরে পাইয়া চেতন
আপন আপন গৃহে করিল গমন।

(দেঘরেকর্তৃক কল্যাণেশ্বরী-মূর্ত্তিপ্রকাশ ও কল্যাণরাজা
কর্ত্তৃক দেবী-সেবার সম্পত্তি দান।)

নিশিযোগে দেঘরিয়া স্বপন দেখিলা
করালবদনী কালী গৃহেতে আইলা।
যে রূপে দেখিলা নিশা-শেষের স্বপন
সেই রূপে করিলেন প্রতিমা স্থাপন।
পঞ্চকোট-চূড়ামণি কল্যাণাধিরাজ
করে দেন বহু গৃহ লাগাইয়া রাজ।
সেবার নিমিত্ত সে রাজেন্দ্র গুণধাম
দেবী-দেবোত্তর করি দেন বহু গ্রাম।
পূজেন কল্যাণরাজা অতি ভক্তি করি
সে জন্য দেবীর নাম কল্যাণ-ঈশ্বরী।
মূর্ত্তির আভাস মাত্র আছে এই স্থানে
শিলারূপে জগদম্বা গিয়াছে সেখানে।
এখনও সেই ধামে রন্ ভগবতী
সেই সে কারণে এই গড়-অবনতি।
এ কথা শুনিয়া রাজা শ্রীরামরঞ্জন
কান্দিয়া ভাসান নিজ-নয়ন-অঞ্জন।
পরে সে নয়ন-জল নয়নে নিবারি
শ্যামরূপা-পূজা আদি সংক্ষেপেতে সারি।

প্রণমিয়া শ্যামরূপা-অপরূপ-পায়
করিল মাতুলালয়ে গমনাভিপ্রায়।

(শ্রীরামরঞ্জনের মাতুলালয়ে গমন।)

ত্রিপদী।

সে সময় দিবাগত কানন-মাঝে বিব্রত
হইলেন অতিশয় ত্রাসে
তথায় বিশ্রাম স্থান না পাইয়া মতিমান্
চলি যান মাতুল-নিবাসে।
নিশি শেষে গুণধাম উচ্চারিয়া ইস্ট-নাম
সর্পিগ্রামে (১) করিলা প্রবেশ
আসিয়া মাতুলালয় দুঃখ-কথা সমুদয়
বর্ণন করেন সবিশেষ।
শুনি যত পুরবাসী অশেষ দুঃখ প্রকাশি
আঁখি-জলে ভাসি ভাসি কয়
কিঞ্চিৎ হইলে দুঃখ শুকা'ত যাহার মুখ
এ কষ্ট কি তার প্রাণে সয়।

---

(১) সর্পি—একটি গ্রাম, এই স্থানেই শ্রীযুক্ত রামরঞ্জনের মাতুলালয়।

পয়ার।

এইরূপ তাহাদের বিলাপ-বচনে
বহিতে লাগিল নীর বালক-নয়নে।
পরে পুরবাসী সবে প্রবোধিয়া তায়
আপন আপন ঘরে হইল বিদায়।
মাতুল-আলয়ে রাম অতুল আদরে
রহিলেন সপ্তদিন হরিষ অন্তরে।

(ঘনশ্যামগোস্বামীর বৃত্তান্ত।)

মামার মমতা যবে অধিক বুঝিল
তবে সে বালক মনে দয়া উপজিল।
এইরূপ মনে মনে হইল তখন
মাতুলের করে যাব দুঃখ বিমোচন।
এই গ্রাম যদি মোর অধিকারে রয়
মাতামহে সম্প্রদান করিব নিশ্চয়।
তবে ডাকি মাতুলেরে জিজ্ঞাসে কুমার
বল মামা এই গ্রামে কার অধিকার ?
এ কথা শুনিয়া তাঁর মাতুল কহিল
এইদেশ আমাদের অধিকারে ছিল।

পূর্ব্ব-বংশধর মম শ্রীরাধামাধব
তাঁর কর্ম্মদোষে সব গিয়াছে বৈভব।
অদ্যাবধি এইদেশে সকলেতে গায়
আমাদের রাজ্যে ছিল লক্ষাধিক আয়।
ঘনশ্যাম-পাদপদ্মে অপরাধ করি
ঘুচাইল রাজ্যধন মাধব চৌধুরী।
শুনিয়া মাতুল-বাক্য কহিছেন রাম
কহ মামা কে ছিলেন সেই ঘনশ্যাম?
যাঁর কোপদৃষ্টে হ'ল বৈভব বিনাশ
যতনে তাঁহার কথা করহ প্রকাশ।
কান্দিয়া প্রতাপ * কহে কোন্দাপাঠ § গ্রামে
ছিলেন গোস্বামী এক ঘনশ্যাম নামে।
যোগ বলে তিনি কাষ্ঠ-পাদুকা পরিয়া
অজয় নদীর জলে যেতেন চলিয়া।
এই এক কহিলাম মহিমা অপার
অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর শুন কিছু আর।
'খুস্‌টিকুরী' গ্রামে ছিল সিদ্ধ একজন
"খনকার" নাম তাঁর জাতিতে যবন।

---

* প্রতাপ—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চৌধুরী, ইনি শ্রীযুক্ত রামরঞ্জনের মাতুল।

§ কোন্দাপাঠ—কোন্দা নামক গ্রাম।

এক দিন তিনি এক শার্দ্দূল বাহনে
আসিতেছিলেন ঘনশ্যাম-দরশনে।
পরম তাপস ঘনশ্যাম সেইকালে
বসিয়াছিলেন এক ভগ্ন দেওয়ালে।
বাঘে চাপি সাহেব আসিছে এই স্থলে
জানিতে পারেন তিনি নিজ-যোগবলে।
খর্ব্বিতে তাঁহার গর্ব্ব গোস্বামী তখন
দেওয়ালে করেন আজ্ঞা করিতে গমন।
যেই মাত্র গোস্বামীর অনুমতি পায়
ভাঙ্গা ভিত্তি পবন-গমনে চলি যায়।
না হ'তে সাহেব সে অজয়নদী পার
গোস্বামী নিকটে গিয়া মিলিলা তাঁহার।
সাহেব দেখিয়া সেই অদ্ভুত ব্যাপার
সেলাম করেন তাঁরে শত শত বার।
গোসাঁই সাহেবে করি অনেক সেলাম
আদরে লইতে চান আপনার ধাম।
"খনকার" নাহি আর যান কোন্দাগ্রামে
আপন আলয়ে লয়ে যান ঘনশ্যামে।
তাহা দেখি সসম্ভ্রমে ভৃত্য একজন
দ্রুত গিয়া আনি দিল তুলিচা-আসন।

দলিজা উপরে সেই দুলিচা পাতিয়া
অগ্রেতে সাহেব তাহে উঠিল বসিয়া'।
পরে ঘনশ্যামে ডাকি বিনয় বচনে
বসিতে বলেন তাঁরে আপন-আসনে।
ইহা শুনি ঘনশ্যাম ভাবিলেন মনে
একত্রে যবনাসনে বসিব কেমনে।
এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেই স্থান
অমনি দুলিচা ফাটি হইল দু'খান।
যেমন দুলিচা খান সহসা ফাটিল
অমনি গোসাঁই গিয়া তাহাতে বসিল।
তাহা দেখি বিস্মিত হইল সর্ব্বজন
কৃতাঞ্জলি করি সবে করিল স্তবন।
এই ত বলিনু ঘনশ্যামের ভারতী
আর কিছু বলি তাহা শুন মহামতি।
এক দিন ঘনশ্যাম দন্ত ধৌত করি
পুঁতিলেন দন্ত-কাষ্ঠ মৃত্তিকা উপরি।
বলিলেন দন্তকাষ্ঠ! কভু না শুকাও
আমার বরেতে বড় বৃক্ষ হয়ে যাও।
ছায়া বিস্তারিয়া তুমি থাকিবে এ স্থল।
পুষ্পিত হইবে তুমি না ধরিবে ফল।

গোস্বামী আজ্ঞায় বৃক্ষ বাড়িল অতুল
অদ্যাপি না ধরে ফল বিকশয়ে ফুল।

(রাজামাধবরায়কর্ত্তৃক, ঘনশ্যামগোস্বামীর নিন্দা।)

অলৌকিক গুণগ্রাম বলিলাম তাঁর
বিশেষ যতনে তুমি শুন কিছু আর।
সম্পূর্ণ-অদ্বৈতবাদী ছিলেন গোসাঁই
তাঁর সম সমদর্শী কেহ ছিল নাই।
পূজিতেন শ্যামা-শ্যাম একই মন্দিরে
গৌরাঙ্গ নামেতে হ'ত পুলক শরীরে।
নাড়াগণ * নাচে আর শাক্তে § পাঁঠা কাটে
অদ্ভুত ঘটনা এই ঘনশ্যাম-পাটে।
সেই সিদ্ধ ঘনশ্যাম কিছুকাল পরে
আসিয়াছিলেন রায় মাধবের ঘরে।
দেখিয়া তাঁহার সেই অপূর্ব্ব মূরতি
মাধবের হ'ল মনে অতুল ভকতি।

---

* নাড়া—বিষ্ণুসম্প্রদায় বিশেষ।

§ শাক্ত—শক্তিসম্প্রদায় বিশেষ।

সে কারণে বহু দিন পরম যতনে
রাখিলেন গোস্বামীরে আপন-ভবনে।
একদিন মতিহীন কোন ক্ষুদ্র নরে
করয়ে গোস্বামী-নিন্দা মাধব-গোচরে।
কহিল ঘৃণিত ভাবে সেই হীন জ্ঞান
তব ঘনশ্যাম স্বামী করে সুরাপান।
শৌণ্ডিক-আলয়ে গিয়া তাহার কিঙ্কর
সুরা-ভাণ্ড আনে ভণ্ড-গোসাঁই-গোচর।
সত্য সত্য সুরাপান করয়ে গোস্বামী
দুই তিন দিন চক্ষে দেখিয়াছি আমি।
এই বাক্য তার মুখে যেমন শুনিল
অমনি মাধব রায় চমকি উঠিল।
কালে নিন্দা করি, ভালে হানি নিজ-কর
উপনীত হন আসি গোসাঁই-গোচর।
ভঙ্গিতে স্বামীরে কন্ শ্রীমাধব রায়
প্রভু হে গোস্বামি! তব একি শুনা যায়।
গোস্বামী কহেন কি শুনিলা মতিমান্
রায় কন্ তুমি না কি কর সুরাপান।
স্বামী বলে সুরা নাহি খাই নৃপবর
দুগ্ধ এনে দেয় মোরে আমার কিঙ্কর।

গোস্বামীর মুখে যবে এ কথা শুনিল
সে দিন মাধব আর কিছু না বলিল।
তার পর দিন বাধাইতে ঘোর কাণ্ড
ধরিয়া ফেলিল তাঁর সুরাসহ ভাণ্ড।
কিঙ্করের হস্ত হ'তে ভাণ্ড ছিনাইয়া
ঘনশ্যাম সন্নিকটে উত্তরিল গিয়া।
বোধহীন হয়ে ক্রোধে কহিছে মাধব
কহ দেখি ভণ্ড! ভাণ্ডে এ কি দ্রব্য তব।
কাল বলিয়াছ আমি সুরা নাহি খাই
তবে কেন ভাণ্ডে সুরা দেখিবারে পাই।

(ঘনশ্যাম গোস্বামীকর্ত্তৃক সুরা হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া
সেই ঘৃতে আহুতি প্রদান এবং রাজামাধব
রায়ের প্রতি অভিশাপ।)

ঘনশ্যাম বলে মোর না কর অযশ
ভাণ্ডে সুরা নহে উহা হয় গব্যরস।
পরেতে পরখি রায় দুগ্ধ দেখি তায়
আশ্চর্য্য মানিয়া সে ত মুগ্ধ হয়ে যায়।
গোস্বামী কহেন হে মাধব রায় রাজা
এই দুগ্ধে অদ্য রাত্রে দিয়া রাখ সাঁজা।

তোমার সাক্ষাতে কথা সত্য করি কই
সাঁজা দিলে ইহাতে হইবে ভাল দই।
যতনে মথিবে ইহা লইয়া মথনি
দেখিবে উঠিবে এতে উত্তম নবনী।
অনল-উত্তাপে গলাইয়া নবনীত
আমারে আনিয়া দিবে সেই সত্যঘৃত।
শ্রীমাধবে ঘনশ্যাম যাহা আজ্ঞা দিল
সভয়-হৃদয়ে রায় তাহাই করিল।
পর দিন সেই ঘৃত লয়ে কটোরায়
গোস্বামীরে আনি দেন শ্রীমাধব রায়।
গোস্বামী কহেন তুমি পুনঃ ঘরে যাও
ঘৃত আনি দিলে কিছু কাষ্ঠ আনি দাও।
আহ্নিক সমাধা করি বসেছি এখন
যজ্ঞ সমাপন করি করিব ভোজন।
তাহা শুনি শ্রীমাধব যজ্ঞ-কাষ্ঠ আনে
যজ্ঞ আরম্ভিয়া স্বামী চান রায় পানে।
বলিলেন তুমি নও রাজপদ যোগ্য
তোমার কারণে এই করিলাম যজ্ঞ।
এক্ষণেতে বল দেখি মোর বিদ্যমান
নির্ভূম হইবে কি হইবে নিঃসন্তান।

শুনিয়া মাধবরায় কাতরেতে কয়
অজ্ঞান দাসের দোষ ক্ষম মহাশয়।
ঘনশ্যাম বলে তোরে কভু না ক্ষমিব
যাহা বলিয়াছি তাহা অবশ্য করিব।
মাধব কহিছে যদি না ক্ষমিবে তুমি
না করিহ নিঃসন্তান করহ নির্ভূমি।
তবে ঘনশ্যাম করি ইষ্ট দেবে স্তুতি
নির্ভূম মাধব বলি দিলেন আহুতি।
ঘনশ্যাম-অভিশাপ না হ'ল বিফল
সে জন্য গিয়াছে ভূমি-সম্পত্তি সকল।
ছিলেন মাধবরায় রাজা ছত্রধারী
নির্ভূম হইয়া হন নাচের ভিখারী।

গীত।

যার যে কপালে লিখন তাহা খণ্ডে না কোন কালে।
চক্ষে না যায় দেখা, চর্ম্মে আছে ঢাকা, মর্ম্ম বুঝা যায় স্বকর্ম্মফলে॥
পূর্ব্বাপর সত্য আছে চারি যুগ,
লেখার সূত্রে জীবের সকল ভোগাভোগ,

কেহ করে যোগ কারে ধরে রোগ,
কার উদ্যোগ যায় বিফলে ॥
সুখ দুঃখ কেবল লেখার হেতু,
লেখার জন্য ভস্মময় মীনকেতু,
শশধরে গ্রাস করে রাহুকেতু
বান্ধা গেল সেতু সিন্ধু-জলে ॥
সর্ব্ব-পরাৎপর দেব চূড়ামণি,
বনবাসে যান রাম রঘুমণি,
স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা জগৎ-জননী,
দুখিনী অশোক বৃক্ষ-মূলে ॥
গণেশের যাহে হ'ল গজানন,
সিন্ধু মথি শিব বিষ প্রাপ্ত হন,
হর-নিন্দা শুনি ত্যজিল জীবন,
যজ্ঞেশ্বরী দক্ষ যজ্ঞ স্থলে ॥
দেব দ্বিজ যোগী দণ্ডিতে পণ্ডিতে,
বিধি লিপি কেহ না পারে খণ্ডিতে,
কাঙ্গাল কহে তাহা শুনেছি চণ্ডীতে,
সুরথ সমাধি কি কষ্ট পেলে ॥

(শ্রীরামরঞ্জনের হেতমপুরে আগমন।)

পয়ার।

মাতুলের সহ কথা কহিতে শুনিতে
একজন পদাতিক আইল ত্বরিতে।
লিখেছেন ঠাকুরাণী শুভ সমাচার
শুনে আনন্দিত অতি হ'লেন কুমার।
সেই দিন নিশিযোগে শিবিকারোহণে
সঙ্গিসহ চলি যান আপন ভবনে।
নাবালক সহিত সারদাচন্দ্র রায়
প্রণাম করেন গিয়া ঠাকুরাণী-পায়।
বহু দিন পরে মাতা বালক দেখিল
অপার আনন্দ নদী উথলি উঠিল।
বিষাদ ঘুচিল হ'ল প্রফুল্লিত মন
ধরিয়ে বালক-করে সকরুণে কন।

গীত।

আয় রে আয় দুখিনীর জীবন আয় আমার কোলে আয়।
দুখের কথা বলব কি তোর মুখ দেখে বুক ফেটে যায়॥
বাপ্ রে তোর অদর্শনে, জ্বলে অঙ্গ হুতাশনে,
আছি অনশনে পড়ে ধরাসনে,

যে দিন হ'তে গেছ তুমি, ধূলায় পড়ে আছি আমি,
জানেন অন্তরযামী, যে জ্বালা জ্বলে হিয়ায় ॥
প্রাণের প্রাণ তোয় বিদায় দিয়ে প্রাণে মরে ছিলাম,
আজ সুধাময় বাক্য শুনে প্রাণ দান পেলাম,
যায় রে জীবন মরি মরি, আয় রে বাছা কোলে করি
সযতনে বক্ষেতে ধরি, অধনের ধন জীবন জুড়া,
তুই রে আমার নয়ন-তারা, আয় রে আমার দুখ পাশরা,
সকল দুখ পাশরি, আয় ॥

পয়ার।

পরেতে মিষ্টান্ন কিছু করিয়া ভোজন
শয়ন মন্দিরে গিয়া করেন শয়ন।
হুজুরে তলব নাহি মনেতে উল্লাস
করিলেন আনন্দেতে পঞ্চদিন বাস।

(কোর্টের পরয়ানা বৃত্তান্ত ও ম্যানেজারি কার্য্যে ইস্তফা
দিয়া দুর্গাদাসের স্বগৃহে গমন।)

এক দিন জেলাকোর্ট হ'তে আচম্বিতে
পরয়ানা এল এক পিয়াদা সহিতে।

নাবালক-বিষয়েতে করি মহাধূম
লিখিয়াছে তাহে অতি প্রবল হুকুম।
শ্রীরাধাবল্লভে নাহি রাখিবে মন্দিরে
বাহির করিয়া দিবে ধ'রে ধীরে ধীরে।
সকল দ্বারেতে চাবি বন্ধ ক'রে দিবে
আপত্তি করিলে তাহা কভু না শুনিবে।
পরয়ানা মত কার্য্য করিবে অবশ্য
আটক করিয়া দিবে ধান্য আদি শস্য।
ম্যানেজার সেই পরয়ানা পাঠ করি
অতি ভয়ে কাঁপিতে লাগিল থর হরি।
সতত থাকেন যিনি হৃদয় মন্দিরে
তাঁরে কি করিতে পারি ঘরের বাহিরে।
এমন অধম হিন্দু কে আছে এ ভবে
বাহির করিয়া দিবে শ্রীরাধাবল্লভে।
আমা হ'তে হইবে না করিয়াছি ধার্য্য
না হয় ছাড়িয়া দিব আপনার কার্য্য।

গীত।

ধার্য্য এই কার্য্য না করিব।
নাবালকে না ধরিব ধর্ম্ম ভাবি কর্ম্ম জবাব দিব॥

রাধানাথ ব্রজবল্লভ, জগন্ময় জগদ্দুর্ল্লভ,
পূজিত পদপল্লব, কেমনে তায় বাহিরে আনিব ॥
এ কার্য্য করিতে হবে আমি কি জঘন্য,
কত না করিতে হবে উদরের জন্য,
হন হবেন হুজুরে নারাজ, থাকে থাকুক যায় যাক একাজ,
কাজ লয়ে আর আছে কি কাজ,
নাহিক লাজ ভিক্ষা মেগে খাব ॥

পয়ার।

এইরূপ দুর্গাদাস আক্ষেপ করিয়া
বাসাতে বসিয়া আছে বিরক্ত হইয়া।
হেনকালে দুই জন রাজ-পুরবাসী
ম্যানেজার সন্নিকটে উত্তরিল আসি।
অনুমান ক'রে বুঝ পুরবাসী-জন
জনেক ব্রাহ্মণ জাতি অপর যবন।
বালক বিরুদ্ধে কথা অনেক বলিল
শুনি ম্যানেজার ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।
রাগভরে দুর্গাদাস ম্যানেজার বটু
তাঁহাদিগে নানারূপে বলিলেন কটু।

কুৎসিৎ ভর্ৎসনা শুনি তারা দুই জন
আপন আপন গৃহে করিল গমন।
কার্য্যেতে জবাব দিয়া দ্বিজ দুর্গাদাস
দুঃখিত হইয়া যান আপন-আবাস।
এখানেতে নাবালক ঠাকুরাণী-পাশে
সতর্কে থাকেন সদা আপনার বাসে।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

—:*:—

বাল্য-কাহিনী।

তৃতীয় খণ্ড।

বাল্য-কাহিনী।

তৃতীয় খণ্ড।

—:*:—

(শ্রীরামরঞ্জনের ব্যাঘ্রডহরি গ্রামে গমন।)

তবে নিজ-বাসে বাস করি পঞ্চদিন
ভয়েতে কম্পিত সদা ভেবে তনু ক্ষীণ।
ছিন্নমূল-বৃক্ষ যেন শুকাইয়া যায়
তেমতি বালক হ'ল অতি শীর্ণকায়।
জেঠা নাই, খুড়া নাই, নাই পিতামাতা
সুহৃদ বান্ধব নাই, নাই জ্যেষ্ঠভ্রাতা।
কি উপায় করে শিশু যায় কোন দেশ
আত্মীয় নাহিক কেহ দিতে উপদেশ।
তবে আপনার মনে যুক্তি করি সার
ব্যাঘ্রডহরিতে যান্ শ্রীরাজকুমার।

কভু পথে কভু বা বিপথে চলি যান্
ধরিবার ভয়ে কভু পাছু পানে চান।
নিবিড়-জঙ্গল-মাঝে গিয়া কিছু দূর
ভীষণ ভয়েতে প্রাণ করে 'দুরূদুরু'।
কত শত বন-পশু করে কত রব
নীরব হইয়া ভয়ে চলিতেছে সব।
অতিভীত চিত, প্রাণ কাঁপে থরহরি
নিশা-শেষে উপনীত সে ব্যাঘ্রডহরি।
শিবিকা-বাহক-রব কানেতে পশিল
সেই রবে পুরবাসী জাগিয়া উঠিল।
মহানন্দ (১) বাবু আসি বালক-গোচরে
কুশল জিজ্ঞাসা করে পরম আদরে।
তদনুজ হরিশ (২) আসিয়া তার পর
বালক দেখিয়া হন হরিষ অন্তর।
ইন্দু দরশনে যেন উথলয়ে সিন্ধু,
চাতকের সুখ যেন পেয়ে পয়োবিন্দু,
শিখিকুল সুখী যেন দেখে জলধর,
কমল প্রফুল্ল যেন হেরে দিবাকর,

(১) মহানন্দ—শ্রীমহানন্দ চৌধুরী।
(২) হরিশ—শ্রীহরিশচন্দ্র চৌধুরী।

রাজার আনন্দ যেন বাড়িলে রাজস্ব,
প্রজার আনন্দ যেন পেয়ে বহু শস্য,
বণিকের সুখ যেন পেয়ে বহুলাভ,
ভাবুকের সুখ যেন পেয়ে নব ভাব,
রোগীর আনন্দ যেন ঘুচে গেলে রোগ,
যোগীর আনন্দ যেন সিদ্ধ হ'লে যোগ,
দীনের আনন্দ যেন পেলে বহু ধন,
অন্ধের আনন্দ যেন পাইলে নয়ন,
তাদৃশ আনন্দে মহানন্দ-পুরবাসী
প্রেমার্ণব-সুখময়-নীরে গেল ভাসি।
বালক-অধরে ধরি হরিশচৌধুরী
দেখিতে লাগিল মুখ দু'নয়ন ভরি।
দ্রবিল হৃদয়, আঁখি ভেসে গেল জলে
কান্দিয়া কান্দিয়া অতি বিনয়েতে বলে।

গীত।

আয় রে আদরের ধন পরম আদরে।
ওরে দুর্ব্বলের বল জীবন-সম্বল
চল চল লয়ে যাই নিজ-ঘরে॥

কে তোমায় করেছে এমন দুর্ব্বল,
কি কারণে এত জীবন চঞ্চল,
কেন আঁখি দু'টী করে 'ছল ছল',
'ঝর ঝর' জল দু'নয়নে ঝরে ॥
ফুলিয়া ফুলিয়া না কান্দ না কান্দ,
অধীর হও না হৃদে ধৈর্য্য বান্ধ,
কোলে আয় রে কৃষ্ণচাঁদের পূর্ণচান্দ
পেতে স্নেহফাঁদ চাঁদ ধরব তোরে ॥

পয়ার।

এত বলি ঘরে লয়ে চলিল যতনে
বসান পবিত্রাসনে পরম রতনে।
পরেতে জিজ্ঞাসা করে সুকুশল বাণী
ভাল ত আছেন গৃহে কর্ত্রীঠাকুরাণী?
বালক বলেন আর সকল মঙ্গল
একমাত্র দুঃখ, নাই দাঁড়া'বার স্থল।
মহানন্দ বলে, ইহা না বল না বল
শুনিয়া কাঁদয়ে প্রাণ মানস চঞ্চল।
ইহা বলি ধরি পুনঃ বালকের করে
আদরে লইয়া গেল আপনার ঘরে।

বসিতে আনিয়া দিল অপূর্ব্ব আসন
ফল মূল মিষ্টান্নাদি করান ভোজন।
খেয়ে সুবাসিত জল, মুখে লয়ে পান
শুইলা পালঙ্কোপরি রাজার সন্তান।
কেহ বা আসিয়া করে চরণ সেবন
কেহ বা আসিয়া করে চামর ব্যজন।
ভ্রমন-জনিত যত হয়ে ছিল দুখ
তাহা দূরে গেল মনে উপজিল সুখ।

গীত।—রাগিণী সহিনী—তাল আড়খেমটা।

মহানন্দ মহানন্দ-বাসে, যে আসে সে ভালবাসে,
যেন পূর্ণ ইন্দু দেখি ইন্দীবর পরকাশে।
শত শত পুরবাসী, সন্নিকটে আসি আসি,
প্রেমাশ্রু জলেতে ভাসি তুষ্ট করে মিষ্টভাষে॥

(শ্রীরামরঞ্জনের ছোলাবেড়ে গ্রামে গমন।)

পয়ার।

তবে সে রঞ্জন মহানন্দের ভবনে
কিছুদিন রহিলেন আনন্দিত মনে।

একদা যামিনী প্রায় দ্বিতীয় প্রহর
কনেষ্টবলেতে আসি ঘেরিলেক ঘর।
তাহাদের সঙ্গে কত শত চৌকিদার
কোলাহল করি আসি আগুলিল দ্বার।
সেই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রনাথ * বাহিরেতে ছিল
কোনরূপে ধেয়ে গিয়া সমাচার দিল।
চতুর্দ্ধরী বাবুগণ সংবাদ পাইয়া
ভয়ে ভীতচিত্ত সবে উঠিল কাঁপিয়া।
বলেন সকলে, বিধি সাধিল কি বাদ
না পূরিল আশা, হ'ল হরিষে বিষাদ।

গীত।—রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালী।

আজ বিধি বুঝি বিপদ ঘটায়।
আসি ঘেরিল রে ঘর যে ঘটায়॥
পূরব মায়ায় ভুলে, বালক করিয়া কোলে.
ফল ফুল মূলে বুঝি সব যায়॥
ভাগ্যে জানি না কি লিখেছেন শ্রীহরি,
গেল গেল এ ব্যাঘ্রডহরি,

* ক্ষেত্রনাথ—হেতমপুর-নিবাসী শ্রীক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

কি রূপে কোথায় যাই, কোথায় শিশু লুকাই,
বালক রাখিয়া এ কি হ'ল দায় ॥

পয়ার।

ঘোর রবে ঘেরে সব রাজার কিঙ্কর
পুরবাসিগণ সবে মানিল ডুষ্কর।
সে সময়ে সারদা (১) সহিত শ্রীমদন (২)
বংশের সোপানে চাপি প্রবেশে ভবন।
হ'ল ওষ্ঠাগত প্রাণ অতিশয় ত্রাসে
অতিকষ্টে উপনীত মহানন্দ পাশে।
বাবুরে কহিল তারা পলাও ত্বরিতে
রাজদূত সবে এল তোমারে ধরিতে।
শুনিয়া হইল তাঁর ক্রোধের সঞ্চার
বলিতে লাগিল কিছু করি অহঙ্কার।
বালক ধরিতে তারা এসেছে এস্থলে
পাইলে ধরিতে পারে হুকুমের বলে।

---

(১) সারদা—ব্যাঘ্রডহরি নিবাসী শ্রীসারদা প্রসাদ চৌধুরী।

(২) শ্রীমদন—ব্যাঘ্রডহরি নিবাসী শ্রীমদনমোহন ঘোষ।

তুমি বল তাহারা না ধরিবে কুমার
আমারে ধরিবে কেন, একি অবিচার ?
যা হবে তা হ'ক, আমি তাহে নাহি ডরি
অগ্রে গিয়া শ্রীরামরঞ্জনে রক্ষা করি।
এত বলি মহানন্দ উঠিয়া সত্বরে
উপনীত হ'ল গিয়া বালক-গোচরে।
বালকের করে ধরি মনের বিষাদে
উঠিলেন আপন-আলয়-উচ্চছাদে।
বড়ই চতুর সেই চৌধুরীর নাথ
চতুর্দ্দিকে করিতে লাগিল দৃষ্টিপাত।
দেখিলেন বহু লোক ফিরে ঝাঁকে ঝাঁক্
কোন পথে পলাইতে নাহি পান ফাঁক্।
এক স্থানে ছিল পর-প্রাচীরে প্রাচীর
সে দিকে বালকে পার করা হ'ল স্থির।
যুক্তি করি বংশ-মই লাগাইল ছাদে
বালক চাপিয়া তায় গুমুরিয়া কাঁদে।
'থর থর' কাঁপে পদ গুরুতর ভরে
তাহা দেখি দুইজন ধরে দুইকরে।
তথাপি বালক মনে না করে সাহস
পড়িবার ভয়ে বুক করে 'ধস্ ধস্'।

সে হেন কষ্টের কথা কি কহিব আর
অনেক যতনে তবে হইলেন পার।
ঘোর অন্ধকারে পথে দ্রুতগতি ধায়
কঠিন কঙ্কর তাহে ফুটিলেক পায়।
অস্থির হইল মন তাহার বেদনে
বহুকষ্টে প্রবেশিলা মদন-ভবনে।
সেখানে বালকে করি অতি সাবধান
মহাক্রোধে মহানন্দ নিজ-ঘরে যান।
আসিয়া আপন-বাসে করি অহঙ্কার
স্বীয়-পদাতিকগণে দিলেন হুঙ্কার।
'মার মার' শব্দ করি গর্জ্জিয়া উঠিল
খাণ্ডব দাহনে যেন পাণ্ডব রুষিল।
ভাবী মন্দ ভাবি মনে কুলদাচৌধুরী (১)
যতনে বুঝান তাঁরে হস্তপদে ধরি।
পরে কোনরূপে রাজ-দূতগণ তাড়ি
বালকে পাঠায়ে দেন মাধবের বাড়ী।
বিশেষ সুহৃদ্ জন কাছে কেহ নাই
সঙ্গেতে চলিল হরি (২) মদন নিতাই (৩)।

---

(১) কুলদা—শ্রীকুলদানন্দ চৌধুরী।
(২) হরি—শ্রীহরিশ্চন্দ্র চৌধুরী।
(৩) নিতাই—শ্রীনিত্যানন্দ খানসামা, ইহাদের ব্যাঘ্রডহরিতেই নিবাস।

ছোলাবেড়ে নামে গ্রাম বনের ভিতর
ত্বরিতে আইল সেই মণ্ডলের ঘর।
নিরখি বালক-মুখ, মণ্ডলমাধব
সম্ভ্রমে উঠিয়া করে করপুটে স্তব।

গীত।—রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল।

অদ্য মে সফল জন্ম অদ্য মে সফল ক্রিয়ে।
মদীয় সৌভাগ্য অদ্য ত্বদীয় পদ নিরখিয়ে॥
দেখ দেখ কুমার তোমার পদ নিরখি প্রেমভরে,
পুর-নিবাসী সকলে আসি প্রণমিছে নতশিরে,
(ওদের) না ধরে নয়নে-নীর ঐ নীরজমুখ নিরখিয়ে॥
আমি যে অতি দৈন্য হ'লাম ধন্য তব দরশনে,
আর ধন্য হ'ল অন্যজন পুলক পুরবাসিগণে,
বিদুরে দয়া করি যেন শ্রীহরি তার মন্দিরে,
খুদ খেয়ে ঘুচালেন ক্ষুধা ফেলিয়া সুধা ক্ষীর সরে,
(আজ) আমার মন্দিরে তুমি তেমনি দয়া প্রকাশিয়ে॥

(শ্রীরামরঞ্জনের খেজুরিয়া গ্রামে গমন।)

মাধব-রমণী সৌভাগ্যশালিনী
পতি-আজ্ঞা হৃদে ধরি

শ্রীরাজনন্দনে পাইয়া সদনে
রাখিল যতন করি।
(দ্বিজ) কুলের তিলক নবীন বালক
তিন দিন থাকি তথা
দারগা গমন করিয়া শ্রবণ
মনেতে পাইল ব্যথা।
কহেন রঞ্জন কাটিনা গমন
করিব যামিনীযোগে
হরিশ মদন শুনিয়া তখন
ব্রতী হন উদ্‌যোগে।
তবে সে মাধব ডাকাইয়া সব
শিবিকা-বাহকগণে
করি জোড়কর বালক-গোচর
কহিছে দুঃখিত মনে।
(ছিল) বাসনা আমার আর দিন চার
রাখিতে আপন-ঘরে
'হায় হায় হায়' ঘটিল কি দায়
সবে দুঃখ দিল পরে।
সময় উচিত অতি সুললিত
রঞ্জন-রঞ্জিত বাণী

শুনিয়া সকল হইয়া বিকল
নয়নে ফেলিল পানী।
নয়নের বারি নয়নে নিবারি
শিবিকা উপরি যায়
লইয়া বালক শিবিকা-বাহক
পবন-বেগেতে ধায়।

ঘোর নিশাযোগ মহাকষ্ট-ভোগ
কঙ্করে পূরিত পথ
সহজে কুচল তাহাতে জঙ্গল
আন্ধিয়ারে অন্ধরথ।
অতি ভয়ঙ্কর কন্দর খন্দর
আর যেতে নারে ছুটি
সেই ঘোর কালে এক বড় খালে
দান্দালে ভালুক দু'টা।
দেখিয়া ভালুক শুকাইল মুখ
তনু কাঁপে থর থরি
কাঙ্গাল কহিছে পরাণ দহিছে
সঘনে ডাকহ হরি।

পয়ার।

প্রতাপ চৌধুরী ছিল ঘোটকেতে চড়ি
ভালুক দেখিয়া সেহ ভূমে গেল পড়ি।
তবে তারে কোনরূপে তুলিয়া যতনে
প্রাণ ভয়ে যান সবে পবন-গমনে।
নিশাশেষে শ্রীরামরঞ্জন গুণধাম
অতি শীঘ্র উপনীত খেজুরিয়া গ্রাম।
তবে হরিবোল সিংহ বাবুর আলয়
একবারে সবে গিয়া হইল উদয়।

(শ্রীরামরঞ্জনের কাটনার নীলকুঠীতে গমন।)

নিরখিয়া শ্রীরামরঞ্জনে সেই হরি
সবিনয়ে কহিছেন করজোড় করি।
আপনারে আমি ঘরে রাখিতে নারিব
প্রকাশ পাইলে পরে বিপদে পড়িব।
কাটনাতে আছে মম বড় নীলকুঠী
যামিনী থাকিতে সবে যাই তথা ছুটি।
এত বলি সবে জুটি ছুটিয়া চলিল
থাকিতে যামিনী নীলকুঠীতে উঠিল।

সেখানে আছয়ে এক দীর্ঘাকার ঘর
প্রবেশ করিলা রাম তাহার ভিতর।
ধরিবে বলিয়া মনে অতিশয় ত্রাস
সেকারণে করিলেন অতি কষ্টে বাস।
ঘরের উপরে আছে ঝুল্ ঝুলি ঝুলি
হা(ও)য়াতে উড়িয়া সব পড়ে খুলি খুলি।
দিবসে মাছির ভয় রাত্রিকালে মশা
তাহার উপরে গায়ে লাগে কালভুষা।
কালকালী লেগে হ'ল কাল কলেবর
শ্রীহরি উদ্দেশ করি কান্দেন বিস্তর।

গীত।—রাগিণী খটভৈরবী—তাল একতালা।

ওহে নীলকণ্ঠারাধ্য, নীলকলেবর!
নীলাব্জ নয়নে, ফিরে চাও এক্ষণে
মরে যাই জীবনে হয়েছি কাতর॥
অগ্রেতে আমারে সকলে মানিল,
সে মানেতে বিধি বজর হানিল,
কি দোষেতে কেবা এ বাদ সাধিল,
আমায় আনিল হে নীলকুঠীর ভিতর॥

পাণ্ডবেরে যখন অজ্ঞাতে রেখেছ,
সে সময়ে শ্যাম সবারে দেখেছ,
আমারে কি হরি একবারে ভুলেছ,
জাননা কি আমি তোমারি নফর ॥

(শ্রীরামরঞ্জনের সিদনদী শৈলে গমন।)

পয়ার।

এইরূপ নীরদবরণে সদা ডাকি
বহুকষ্ট পান তথা এক পক্ষ থাকি।
তার পর শুন দেখি অপূর্ব্ব ঘটন
সন্ধান পাইয়া যায় দারোগা তখন।
আসিয়া ত্বরিতে সবে প্রবেশিতে যায়
হরিবোল সিংহ আসি বাধা দিল তায়।
তবে আর ঢুকিতে না পারিল সহসা
সিংহের সহিত তার হইল বচসা।
দারোগা রাগিয়া কন হরিসিংহ কাছে
কুঠীমধ্যে নাবালক অবশ্যই আছে।
বাহির করিয়া দাও ক'রনা বিবাদ
নতুবা তোমার বড় হইবে প্রমাদ।

শুনিব না কোন কথা মানিব না তোরে
কুঠী প্রবেশিব আমি হুকুমের জোরে।
হরিবোল বলে বল আছে তাহা জানি
কুঠী প্রবেশিতে পার তাহে কিবা হানি।
কিন্তু এ কুঠীতে যদি বালক না থাকে
তবে আমি কিছুতে না ছাড়িব তোমাকে।
বুঝিয়া সুঝিয়া কাজ কর ভাবা ভাবি
মানভঙ্গ হ'লে বুঝে দিতে হবে দাবি।
এ কথা শুনিয়া সে দারোগা মহাশয়
ফিরিয়া গেলেন শীঘ্র মনে পেয়ে ভয়।
তবে সেই রাত্রে সিংহ ত্রাসযুক্ত হয়ে
সিদনদী সৈলে যান নাবালক লয়ে।
যে কষ্ট পাইল সিদ পাহাড়ে উঠিতে
এক মুখে আমি তাহা না পারি বর্ণিতে।
প্রকাণ্ড পর্ব্বত তাহে বৃহৎ গহ্বর
তাহাতে নিবাস করে বহু বনচর।
বহুস্থানে বহুবৃক্ষ বহু শাখ শাখী
তাহাতে বসিয়া ছিল বড় বড় পাখী।
পদ-সঞ্চালন শব্দে মনুষ্য সাড়ায়
'কড় কড়' করি সবে উঠিয়া পলায়।

শবদে সবার প্রাণ উঠিল চমকি
ভয়েতে চলিয়া যায় 'থমকি থমকি'।
কঠিন কঙ্করজাল বিশাল প্রস্তর
বিস্তর কণ্টক-বৃক্ষ তাহার উপর।
গমনের পথ নাই দুর্গম পাহাড়
তুঙ্গশৃঙ্গ উঠিবার সাধ্য নাহি কা'র।
ধরি ধরি বহু বৃক্ষ শাখায় শাখায়
উঠিলেন সাবধানে শিখর শিখায়।
তথাপি হয়েছে অঙ্গে কণ্টকেতে চির
কোমল শরীর বেয়ে পড়িছে রুধির।
তাহা দেখি হরিসিংহ করি হায় হায়
পত্রের আসন করি তাহাতে বসায়।
দেখিয়া কাতর কৃষ্ণচন্দ্র-কুলোদ্ভবে
হাওয়া করে বৃক্ষশাখা সহিত পল্লবে।
সেই রাত্রি হয় তথা অতি কষ্টে বাস
ফল জল না মিলিল হ'ল উপবাস।
যে জন মিষ্টান্ন ক্ষীর না খেয়ে ছড়ায়
আজ তুচ্ছ বনফল না মিলিল তায়।
কঠোর যাতনা হয় জঠর জ্বালায়
কাতরে কুমার করে হায় হায় হায়।

বিস্তারিয়া বর্ণনা করিতে সেই দুখ
কাঙ্গাল কহিছে মোর ফেটে যায় বুক।

গীত।—রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

রামের বাস যেন ঋষ্যমুখে।
শ্রীরামরঞ্জন দ্বিজের নন্দন রহিলেন এখন তেমনি দুঃখে॥
রামের সঙ্গেতে ছিল অনুবল, লক্ষণ আনিয়া দিত বনফল,
তদপেক্ষা দুঃখ অধিক প্রবল, গুণের ভাই নাই ফল কে দেয় ভুখে॥

(শ্রীরামরঞ্জনের খেদোক্তি ও পর্ব্বত হইতে অবতারণা
ও সিদনদী-কূলের বৃত্তান্ত।)

তুঙ্গশৃঙ্গে আসি বসি ভাসি চক্ষুনীরে
কাঁদিয়া রঞ্জন কন পর্ব্বত বাসীরে।
কেন রে বনজ পশু আসিয়া গহ্বরে
লুকায়ে রয়েছ অতি দুঃখিত অন্তরে।
ত্রেতাযুগে ছিলি তোরা শ্রীরামের সঙ্গে
দুঃখ হইয়াছে বুঝি সেই সঙ্গভঙ্গে।
হয়েছে তোদের কিম্বা রাক্ষসের ভয়
তাই কিরে লয়েছিস গহ্বরে আশ্রয়।

বলরে বনজ সর্প কি দুঃখ অন্তরে
কেন বা লুকাতে এলি পর্ব্বত-বিবরে।
হয়েছে তোদের বুঝি সর্প যজ্ঞভয়
সেই সে কারণে কর বিবরে আশ্রয়।
বনের বেউর বংশ তোমরা কি দায়ে
পর্ব্বত উপরে আসি যাও রে শুকায়ে।
দ্বাপরে ছিলিরে তোরা কৃষ্ণ-করে বাঁশি
তাহারে হারায়ে বুঝি হয়েছ উদাসী।
ওরে রে বৃহৎ বৃক্ষ তোমারে সুধাই
তুমি যে পর্ব্বতে এলে কিবা দুঃখ পাই।
অবিচারে করে নরে তোমারে ছেদন
তাহাতে হয়েছে বুঝি মনের বেদন।
ভূতলে হয়েছে বুঝি কুঠারের ভয়
তাহাতে লইলে এই পর্ব্বতে আশ্রয়।
কেন উচ্চ মহীরুহ উর্দ্ধমুখে চাও
কান্দিয়া কান্দিয়া বুঝি হরিরে জানাও।
তোমার অশ্রুতে ভিজিয়াছে তব তল
না বুঝে আমরা বলি শিশিরের জল।
তোমরা যেমন দুঃখী আমিও তেমন
এসরে একত্রে বসি করিরে ক্রন্দন।

সম দুঃখে দুঃখী হ'লে সংসার ভিতর
উভয়ে উভয়ে দেখি করয়ে আদর।
তুমিরে দেখিয়ে মম শুকান বয়ান
ক্ষুধাতে না কর কেন ফল মূল দান।
বুঝিরে তোমার অঙ্গে ঘেরিয়াছে লতা
স্ত্রীবশ হয়েছ তেই নাহি কি ভদ্রতা।
অথবা হতেছে মনে এই অনুমান
পাষাণে বসিয়া তুমি হয়েছ পাষাণ।
একথা বলিতে নিদ্রা হইল আবেশ
শুইবার শয্যা নাই হ'ল বড় ক্লেশ।
শশী অস্তাচলে যান উদিত ভাস্কর
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রাণ হইল কাতর।
দু'নয়নে ঝর্ ঝর্ ঝরিতেছে পানি
মনেতে বাসনা হ'ল যাই দুধেপানি।
উঠিবার কালে কষ্ট যেমত পাইল
নামিতে যাতনা তার অধিক হইল।
ধরি ঝাড় নামঘাড় করিয়া নামিতে
ঘুরিছে মস্তক আর না পারে চলিতে।
ধরা ধরি করি নামি ধরাধর মূলে
ধীরি ধীরি করি যায় তটিনীর কূলে।

হুড়্ হুড়্ হুড়্ হুড়্ শবদ তাহার
হাঁটুজলে স্থির হয়ে থাকা হয় ভার।
তাহে এক বুক বান খরতর ধার
ভাবিছেন কেমনে হইয়া যাব পার।
ঘাট বাট নাই তার আর নাই তরি
কে তরায় এ বিপদে কিরূপেতে তরি।
তবে হরিসিংহ রায় পরম যতনে
উপদেশবাক্য বলে শ্রীরামরঞ্জনে।

গীত।—রামপ্রসাদী স্থর।

রাগিণী আলিয়া,—তাল একতালা।

ভাবছ কেন ভবের কূলে কুলকুণ্ডলিনী মাকে ভুলে।
দিনান্তে নিশান্তে যেবা একবার দুর্গা দুর্গা বলে,
অপার ভবসিন্ধু বারি, পার হয়ে যায় অবহেলে,
শঙ্কা কি নাম ডঙ্কা দিয়া ঝাপ দিয়া দাও এই সে জলে
(এই সিদজলে)
যদি যাওরে ভাসি এলোকেশী মা আসিয়া করবে কোলে॥

(শ্রীরামরঞ্জনের দুধেপানি গ্রামে গমন।)

পয়ার।

দুর্গানাম বলে হ'ল সাহস সবার
সাঁতারি সিধাই নদী হইলেন পার।
ত্বরা করি শিরোবাস খুলিয়া সবাই
ভিজান বসন ত্যজি পরিলেন তাই।
সেই বাস হাতে করি নিতাই লইল
তবে দুধেপানি পানে চলিতে লাগিল।
যাইতে যাইতে পথে নাবালকে কয়
বনেতে যাইতে মম হইতেছে ভয়।
হরিবোল বলে হরিপদ ভাব মনে
বিপদ পলাবে সেই শ্রীপদ স্মরণে।
ভয়ের ভবন নয় সেই সে জঙ্গল
ইহাতে বসিলে হয় পরম মঙ্গল।
কানন-কুহর অতি শান্তিময় স্থান
যোগিজন আসি বসি করে যোগধ্যান।
বালক বলিছে কেন দেখি না সে সব
দিবাভাগে শিবাকুল করে কলরব।
হরিবোল বলে শোকে শুনে নাই কেউ
তুমি কোথা শুনিলে দিবসে ডাকে ফেউ।

কোথায় ডাকিছে শিবা কৈ কৈ কৈ
বালক বলিছে শুন অই অই অই।
তবে শিবারব সিংহ করিয়া শ্রবণ
কহিতে লাগিল কিছু তাহার কারণ।
দেখ হে কুমার বনে বৃক্ষাদি তরল
যোগেতে অটল ভাবে রয়েছে সকল।
ভোগ-বাঞ্ছাহীন ওরা যোগীর সমান
ঊর্দ্ধমুখে ঈশ্বরের করিতেছে ধ্যান।
তিনিও করুণাময় স্বকৃপা প্রকাশি
বায়ুরূপে আশীর্ব্বাদ করিছেন আসি।
তাহাতে গাছের পাতা করে ফড় ফড়
অনুমান হয় যেন সঙ্গীতের স্বর।
বিটপী পল্লব মুখে করিতেছে গান
ভকত কোকিলা অলি ধরিতেছে তান।
আহা মরি সবে মেলি কি মধুর গায়
লতা শ্রোতৃভাবে ভরি ভূমিতে লোটায়।
করঞ্জা কেতকী ফুল দেখহ সবায়
পুলকে ভরিয়া ঐ কাঁটা ফুটে গায়।
সিংহ কি শার্দ্দূল বন্য পশু অগণন
পুলকে পূর্ণিত তারা ভাবে অচেতন।

দিবাভাগে শিবাকুল শুনি ঐ ধুয়া
আনন্দে বলিছে বেশ হুয়া হুয়া হুয়া।
হরিবোল হরিদাস বড় মিষ্টভাষী
শুনিয়া বালক মুখে নাহি ধরে হাসি।
ক্ষণপ্রভাসম হাসি ক্ষণে মিলাইল
বিষাদ-আঁধার পুনঃ আসিয়া ঘেরিল।
চলিতে কণ্টক ফুটে কোমল চরণে
কাতর কুমার অতি তাহার বেদনে।
তা'দেখি নিতাই তার নিকটেতে যায়
যতনে চরণে ধরি কণ্টক ঘুচায়।
যে জন সুরঙ্গে যায় তুরঙ্গাদি গজে
যানাভাবে সেই আজ যায় পদব্রজে।
চতুর্দ্দশ বর্ষ রাম ভ্রমিলেন বনে
তাহার এমন দুঃখ না হইল মনে।
সঙ্গেতে লক্ষ্মণ আর লক্ষ্মী প্রিয়া যার
কানন গমনে বল কিবা দুঃখ তার।
একে রাজ্য ছাড়া ইনি তাহাতে বালক
অল্পকালে ছাড়া হন জননী জনক।
যুধিষ্ঠির বনে ছিলা দ্বাদশ বৎসর
তিনিও নহেন দুঃখে এমন কাতর।

বিচারিয়া দেখ তাঁর কিসের কেলেশ
সময়ে দিতেন দেখা দেবহৃষীকেশ।
সঙ্গেতে স্বপত্নী ছিল আর চারি ভাই
আপন বলিতে এর কেহ সঙ্গে নাই।
নলরাজে হয়ে ছিল কলির কুদৃষ্ট
তাহার কারণে তিনি পান বহুকষ্ট।
শুনি তাঁর দগ্ধমীন গিয়াছিল জলে
ইহার জোটে না মীন সময়ের ফলে।
শ্রীবৎসরাজের হয় শনির কুদৃষ্ট
সে কারণে পান তিনি বনে বহু কষ্ট।
কিন্তু যে তাহার সঙ্গে চিন্তা ভার্য্যা ছিল
তাহার কারণে তত দুঃখ না হইল।
ইহার যে চিন্তাদেবী সঙ্গেতে ফিরিছে
চিতাধিক সেহ দেহ দাহন করিছে।

গীত।

বিধির কি ঘটনা মরি হায়।
প্রজার বন্দিত রাজার নন্দন, কাননে আসিয়া করেন ক্রন্দন,
দেখিয়া বেদন বাড়য়ে বেদন খেদবাক্যে বক্ষ ফেটে যায়॥

সদা যান যিনি তুরঙ্গাদি যানে, তাঁহার এ কষ্ট সয় কিরে প্রাণে,
বেড়াইয়া বনে মহাদুঃখ মনে দিনে দিনে ক্ষীণকায় ॥

পয়ার।

দুঃখিত অন্তর সদা চক্ষে ঝরে পানি
কিছুক্ষণ পরে সবে এল দুধেপানি।
দুধেপানি পঁহুছিলেন রাজার ছাওয়াল
শুনিয়া দেখিতে এল বহু সাঁওতাল।
উহাদের সম নাই মনুষ্যেতে কাল
একরঙ্গা মানুষ দেখিতে লাগে ভাল।
কাল মাথে সিঁথা কাটা তাহে উভ ঝুঁটি
পিলফা উপরে যেন লাগায়েছে খুঁটি।
চৌদিকে চিরুণী গোঁজা তাহে বনফুল
ঝোলা ঝোলা পুঁতিমালা দোলে তার মূল।
হালা হালা রাঙ্গামালা বেড়িয়াছে গলা
করে করে শোভা করে পিতলের বালা।
কার করে ধনু আর কার করে তীর
বনে থেকে বাহিরায় বাঘমারা বীর।
সাঁওতালে আসি দেখে শ্রীরাজকুমার
হলো তাহাদের মনে আনন্দ অপার।

বেতাল গায়ক যত সাঁওতাল দল
গান আরম্ভিল তারা বাজায়ে মাদল।

গীত সাওতালি।

তুঁহু সে মোদের রাজার বৈটা মোদে দেহ মহুলের লেটা।
তুঁহু সে মোদের রাজার বেটা তুঁহু দেও বুন্দিলির ঘাটা॥
তুঁহু মোদের রাজার ছয়াল মোদে দেহু কুন্ভির দাল,
তুঁহু মোদের সেই সে বুড়ান মোহুদের দেও গুয়া পান,
তুঁহু সে মোহুদের শুবা জুনাড়ি পোড়ায়ে মোদে দিবা।

পয়ার।

বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে মুখ উভ করে পাছা
হাত ধরে ধরে সব সারি সারি নাচা।
কেঁহুর নেহুর করে পুঁহু কঁহু কঁহু
বেসুর বাঁশরি বাজে পুঁহু পুঁহু পুঁহু।
দেখিয়া শুনিয়া তবে নাচ গান বাঁশী
এত দুখে হ'ল তাঁর চাঁদমুখে হাসি।
এমন সময়ে রায় শ্রীগুরুদয়াল
শিবিকা বাহক আনে বহু সাঁওতাল।
তাহাদের স্কন্ধে এল শিবিকা সুন্দর
তাহা দেখি নাবালক হরিষ অন্তর।

নাবালক দয়ালেরে বলেন বসিতে
সাদরে সম্ভাষে তারে হাঁসিতে হাঁসিতে।
এমন সময়ে হরিবোল সিংহরায়
বিদায় মাগেন আসি বালকের পায়।
বিদায় হইল সিংহ বালক সদনে
উপনীত হন পরে আপন ভবনে।
তবে দুধেপানি করি এক রাত্রি বাস
দেজুরি যাইতে আজ্ঞা করেন প্রকাশ।

(শ্রীরামরঞ্জনের দেজুরি গ্রামে গমন।)

পর্ব্বতে যাইতে তাঁর হল যত কষ্ট
কৃষ্ণ বিনা সেই দুঃখ কেবা করে নষ্ট।
সাঁওতাল বেহারা ভাল যেতে নাহি জানে
একদিকে যেতে হ'লে অন্যদিকে টানে।
কভু যায় নামটানে কভু বা উঠায়
কভু বা যাইতে ভূমে দাঁড়াইল ঠায়।
কেহুর নেহুর করে করে কত গোল
কাহার বাপের সাধ্য বুঝে উঠে বোল।
দ্বিতীয় প্রহর বেলা তৃষ্ণায় পীড়িত
সুদ্রাক্ষীপুরে সব হন উপনীত।

সমস্ত দিবস তথা থাকি মহাশয়
গমন বাসনা করে সন্ধ্যার সময়।
সাঁওতালগণ তবে হইল বিদায়
বাঙ্গালি বেহারা আসি জুটিল তথায়।
সেই সে বেহারা লয়ে শিবিকাবাহনে
সুরঙ্গে বলিয়া যায় তুরঙ্গ-গমনে।
ভ্রমণ সময়ে হয় ঘোর অন্ধকার
আকাশ হইতে ঘন পড়ে জলধ'র।
মেঘ দেখে বালকের শুকাইল মুখ
দুঃখের উপরে একি হইল রে দুঃখ।

একাবলি।

মরার উপরে খাঁড়ার হান
ভাঙ্গা তরি তায় তুফান বান।
খরতর বানে ভাসিয়া যায়
তাহে যেন পুনঃ কুমীরে খায়।
জ্বরের উপরে ধরিল কাশ
করে বেন্ধে বুকে চাপাল বাঁশ।
একে জ্বরো ছেলে তাহাতে খোনা
তাহার উপরে ধরেছে নোনা।

একে নিশা কাল তাহে আঁধার
ঘন ঘন পড়ে জলের ধার।
এমন বিপদে কেমনে যায়
বুঝি পথ মাঝে প্রাণ হারায়।
দুঃখ'পরি দুঃখ পড়িল ভাল
আঁধিয়ার তায় নাহিক আলো।
ঘোর নাদে ঘন ডাকিছে মেঘ
তাহাতে প্রবল বায়ুর বেগ।
আকাশে বিজলী চমকে যবে
পদ দুই চারি চলয়ে তবে।
চমকিত আলো বিজলী সাত
ঝন ঝন ঝন বজর পাত।
অন্তরেতে বড় হয়েছে ভয়
কেন্দে কেন্দে শিশু হরিরে কয়।

গীত।—রাগিণী খট,—তাল একতালা।

হরি কাতরে করহে করুণা দৃষ্টি।
পথে দেখতে পাইনা আর বিপুল আঁধার
আর তাহে অনিবার প্রবল বৃষ্টি ॥

শিবিকার ছাদ সচ্ছিদ্র সকল, গা বাহিয়া জল পড়ে গল গল,
বজর শবদে পরাণ বিকল, অসময়ে জল লাগে না মিষ্টি ॥
হলাম রাজার নন্দন সুখের বাজারে,
তবে কেন কষ্ট হাজারে হাজারে,
হরি এত যদি আছ মনের বেজারে,
তবে কেন বা আমারে করিলে সৃষ্টি ॥

পয়ার।

ভাবি কৃষ্ণে অতি কষ্টে কিছুক্ষণ পর
উপনীত শ্রীমাধব, যাদবের ঘর।
তাহাদের হল মনে বড়ই উল্লাস
তথায় বালক করে কিছু দিন বাস।

(শ্রীরামরঞ্জনের দেজুরি হইতে হেতমপুরে আগমন।)

শ্রীরামরঞ্জন তবে এক পক্ষ পরে
উপনীত হইলেন আসি নিজ ঘরে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁখি জলেতে ভাসায়
প্রণাম করেন নিজ ঠাকুরাণী পায়।
বহু দিন পরে দেখে পূর্ণ মুখচাঁদ
ঠাকুরাণী পান মনে পরম আহ্লাদ।

গাভীর আনন্দ যেন পাইয়া বাছুর
হারা পুত্র পেয়ে মাতা সুখী যতদূর।
প্রভাসেতে কৃষ্ণ দেখি যেন নন্দরাণী
বৃষকেতু পেয়ে যেন পদ্মাঠাকুরাণী।
অজ্ঞাতের পরে পেয়ে পুত্র পঞ্চজন
কুন্তীমাতা আনন্দিত হইল যেমন।
তেমনি হইয়া সুখী কর্ত্রী ঠাকুরাণী
অনিমিষে চেয়ে দেখে চাঁদ মুখ খানি।
কত না দুঃখের কথা মুখ ধরি বলে
ভিজান বসন নিজ নয়নের জলে।

গীত।—রাগিণী আলিয়া,—তাল তিওট।

ওরে বাছা একবার মোর কোলে আয় রামরঞ্জন।
তোরে সর্ব্বদা দেখতে চাই কিন্তু না দেখতে পাই,
ঘরে যাইরে আমি অনেক দিন দেখি নাই তোর চাঁদবদন॥
বিধির যে লিখন জানি সে লিখন,
কালেতে ফল্‌তে হয় বিলক্ষণ,
আমি পেলাম রে পুত্রশোক,
উঠছে অনন্ত দুখ ফাটে বুক্‌রে
দেখে তোর চাঁদমুখ করি সে শোক সম্বরণ॥

মনে যে বেদন, আমি সে বেদন, কারে করি বল্ নিবেদন,
ওরে বল আমি কোথা যাই তিন কুলে কেউ নাই
কায় জানাই রে কে আর বাঁচাবে ঘুচাবে মনের বেদন ॥

(শ্রীরামরঞ্জনের গোগলা গ্রামে গমন।)

ত্রিপদী।

আনন্দেতে নিজ বাসে থাকিলেন মহোল্লাসে
সদা সুখী সুখের বাজারে
আট দিন গতে সব লোকে করে জনরব
সাহেব আসিবে ধরিবারে।
জলপূর্ণ দু'টী আঁখি নবীন কিশোরে ডাকি
কর্ত্রী ঠাকুরাণী কন তায়
আসিবেন কালেক্‌টর বলে ঘেরিবেন ঘর
বল বাপ কি করি উপায়।
নবীন প্রণমি পায় বলিছেন কর্ত্রী মায়
বালক পাঠায়ে দাও দূরে
এখানে রেখ না আর অজয় নদীর পার
চলে যান তারকের পুরে।
বিখ্যাত গোগলা গ্রামে পাঠাইয়া দাও রামে
পাইবেন পরম আনন্দ

রাখিতে বালক প্রাণ হয়ে অতি সাবধান
সঙ্গে যাক শ্রীহরিশ্চন্দ্র।
করি যুক্তি স্থিরতর সাহসে করিয়া ভর
নাবালকে বাহির করিল
অমাতিথি অতি ঘোর নিশা না হইতে ভোর
গোগলায় আসি পৌঁহুছিল।
শুনিয়া বেহারা-রব চমকি উঠিল সব
পুরবাসী আসিয়া সুধায়
তবে ত অতি গোপনে জানাইয়া নিজ জনে
তারকের বাটী লয়ে যায়।
যাইয়া তথায় বসি শ্রীরঞ্জন পূর্ণশশী
হাঁসি হাঁসি তারকেরে কয়
হইয়াছি অতিভীত ব্যাকুল হয়েছে চিত
তুমি মোরে করহ নির্ভয়।

গীত।—তাল তিওট।

বিনা তারকে জীবে তারে কে।
যার তারক নাই ত্রিজগতে তারে কে
বুঝ পারে কে ভবের ধারে কে
বিনা তারকনাথ পারে নিতে পারে কে

আমার দুখার্ণব পাথার তায় জানি না সাঁতার, কর পার হে,
পার নিতে পার তাই, বল্লাম বুঝে পারকে ॥
ও যে না মানে তারকনাথ, তারিত ব্যাঘাত, বজ্রাঘাত,
যে নাম না মেনে নর যায় হে নরকে ॥

ত্রিপদী।

তারক বলিছে বাপ দূরে গেল অনুতাপ
তব মুখে সদালাপ শুনে
করি তব দরশন জুড়াল নয়ন-মন
বাক্যামৃত বরিষণ গুণে।
তুমি রাজা দ্বিজোত্তম আমি অতি নরাধম
মোরে কেন কর এত ভক্তি
গুরু করে শিষ্য স্তব এত অতি অসম্ভব
আমি অতি অনভিজ্ঞ ব্যক্তি।
মম সম হীনজনে এত বিনয় বচনে
স্তুতি করা বড়ই অযুক্তি
শুন ওহে দয়ার্ণব আমার করিলে স্তব
এই কথা অত্যন্ত অত্যুক্তি।
তারক দেখিয়ে পরে তারক বলিছ মোরে
তাও বুঝে দেখ গুণধাম

তারক তারেন জীবে সে বল কেবল শিবে
শ্রীতারকব্রহ্ম রামনাম।
তারক আমার নাম তুমি রাম গুণধাম
তুমি গুরু আমি তব দাস
স্বগুণে করুণা করে এলে যদি মম ঘরে
অধীনের পূর্ণ কর আশ।

গীত।—রাখট্ ভৈরবী—তাল একতালা।

(যাতে ক্ষীর সর এই দুই সুর।)

এ নয় অসম্ভব, ভবে ভাবলে ভব ভব লয়ে যান ভব পারে।
কিন্তু করিলে তদন্ত, থাকে না হে ভ্রান্ত,
নরকান্ত হয় রামমন্ত্র জোরে॥
যথায় তথায় কে কোথায় না দেখে,
অন্তকালে গায়ে গঙ্গামাটী মেখে,
কপালেতে দেয় রামনাম লিখে,
রামে কে না ডেকে কে পারে যেতে পারে॥
নিশি দিবা সদা বসি অবিরাম,
পঞ্চমুখে শিব ডাকেন শ্রীরাম,
একবার মুখে না করি রাম নাম, চতুর্ব্বর্গধাম পায় কি নরে॥

(শ্রীরামরঞ্জনের গোগলা হইতে হেতমপুরে গমন।)

পয়ার।

তারকের মুখে শুনি বাক্য-প্রতিবাদ
বালকের উপজিল অত্যন্ত আহ্লাদ।
কত উপদেশ কথা শুনি লক্ষ লক্ষ
পরম যতনে তথা থাকি এক পক্ষ।
পরে এক দিন কালেক্টরের নাজির
অকস্মাৎ ছদ্মবেশে হইল হাজির।
কতিপয় পদাতিক অতিথির বেশে
সন্ধ্যার সময় আসি গোগলা প্রবেশে।
নানাছলে তাহাদের লয়ে পরিচয়
জানিতে পারিয়া হ'ল অতিশয় ভয়।
আহার না করে শিশু তাহাদের ত্রাসে
তারক লইয়া গেল দুর্গাদাস বাসে।
দুর্গাদাস তারকের জ্যেষ্ঠভ্রাতা হন
তাহার ঘরেতে শিশু করিল গমন।
সেই নাবালক সেই প্রহর নিশায়
গোপনে হেতমপুরে পলাইয়া যায়।

ইন্দ্রনারায়ণ আর হরিশ চৌধুরী
চলিল শিবিকা সঙ্গে তুই বার ধরি।
অবিলম্বে নিজালয়ে করেন গমন
নিরখিয়ে ঠাকুরাণী আহ্লাদিতা হন।

(শ্রীরামরঞ্জনের বাতিকার গ্রামে গমন।)

তিন দিন পরে তথা আইল সংবাদ
দারোগা আসিবে পুরে হইবে প্রমাদ।
তার পরদিন বেলা প্রহর সময়
গোলাম রসুল আসি উপনীত হয়।
জাতিতে মুসলমান লোক অতি ভাল
রাজার সংসারে পরিচিত চিরকাল।
ঠাকুরাণী শুনি দারোগার আগমন
বাতিকার গ্রামে রামে করিল প্রেরণ।
মহানন্দ চতুর্দ্ধরী ইন্দ্রনাথ রায়
গোপনেতে বালকের সঙ্গে সঙ্গে যায়।
কতক্ষণ পরে গিয়ে গ্রামে উপনীত
ভয় দূরে গেল তবে হন স্থির চিত।

মদনের (১) খুল্লতাত জমিদার চন্দ্র
বালক দেখিয়ে তার হইল আনন্দ।
শ্রীচন্দ্র বলে তবে এস বাছাধন
তোমারে দেখিয়ে মম জুড়াল জীবন।
এই কথা বলি কোলে লইল তখন
ঝর ঝর ঝরে আঁখি নিরখি বদন।

গীত।

চন্দ্র-কোলে কৃষ্ণচন্দ্র-কুলচন্দ্র কিবা শোভিছে।
পুরবাসিগণ সুখেতে মগন জগজন মন হরিছে॥
দেখিয়ে বালক ভুবন পালক অনুগত লোক দ্রবিছে।
ও বিপক্ষ পক্ষ করিয়ে লক্ষ, দুখে বক্ষ ফাটিছে॥

(শ্রীরামরঞ্জনের বাতিকার হইতে হেতমপুরে গমন।)

পয়ার।

আনন্দে হইয়া পূর্ণ পরম যতনে
সপ্তদিন থাকিলেন শ্রীচন্দ্র-ভবনে।

---

(১) মদন—বাবু মদনগোপাল সিংহ, বীরভূম জজ আদালতের সেরেস্তাদার।

পরেতে হইল মনে পিতামহী মায়
শ্রীচন্দ্র নিকটে শিশু মাগেন বিদায়।
বলিলেন বহু কষ্ট দিলাম তোমারে
বালক বলিয়ে ক্ষমা করিবে আমারে।
এ দুঃখ বিগত যবে সুখেতে ভাসিব
সময় পাইলে ফিরে আবার আসিব।
এক্ষণে বিদায় হয়ে চলিনু ভবনে
বাৎসল্য প্রকাশি দেখো রেখ যেন মনে।
পত্রাদি লিখিয়ে মোরে দিবেন আশ্বাস
সময়ে সময়ে যেন করিহ তল্লাস।

গীত।—খমট ভৈরবী—তাল একতালা।

খুড়া বিদায় দাও আজ আনন্দ মনে।
যদি দিন দেন শিব সুখেতে ভাসিব, আবার আসিব এই ভবনে॥
সপ্তদিন আজ আসি তব পাশে, ভালবাসা সহ ছিলাম ভালবাসে,
আজ ঘর ছেড়ে যেতে হ'ল পরবাসে পরবাসে যারা সতত মনে॥
রাজার উদ্দেশ্য নাবালকে ধরা, ভেবে ভেবে অঙ্গ হ'ল জীর্ণজরা,
লুকাইতে স্থান দিল না বসুন্ধরা, তাইতে বারিধারা বয় নয়নে॥

পয়ার।

নিজ লোক সহ নাবালক বাহাদুর
সত্বরেতে উপনীত হন নিজ পুর।
বহু কষ্টে চারি দিন করিলেন গত
তার পর হ'ল মন অধিক বিরত।

(বালক ধরিতে বিমলানন্দের (১) আগমন ও গঙ্গানারায়ণের (২) সহ বাদানুবাদ।)

ত্রাহিত্রাণ ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া গেল
শ্রীবিমলানন্দ বাবু ধরিবারে এল।
পুরেতে প্রবেশি বাবু শ্রীবিমলানন্দ
বালক ধরিব বলে হইল সানন্দ।
প্রথমে পাইয়া দেখা গঙ্গানারায়ণে
কহিছেন বাবু কিছু তর্জ্জন গর্জ্জনে।

---

(১) বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়—ইনি শ্রীযুক্ত বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা।

(২) গঙ্গানারায়ণ সিংহ—ইনি হেতমপুর রাজবাটীর খাজাঞ্চী ছিলেন।

তুমি কে এখানে বসে আছ মহাশয়
সম্মুখে আসিয়া দেহ নিজ পরিচয়।
শুনি গঙ্গানারায়ণ কহে হেট মাথে
আমিত রাজার ঘরে থাকি পেটভাতে।
বিমলা কহেন মোর হয় অনুমান
পেটভেত নও তুমি হইবে দেওয়ান।
বালক ধরিব বলে হইয়াছে ভয়
সে কারণে ছল করি দেহ পরিচয়।
জানিয়ে শুনিয়ে তুমি করিতেছ ছল
এখনি পাইবে তুমি তার প্রতিফল।
এতেক বলিয়া অতি মনের ঈর্ষ্যায়
গঙ্গানারায়ণে ধরি পাহারা বসায়।

ত্রিপদী।

দুখানলে জ্বলে মন বলে গঙ্গানারায়ণ
কেন মোরে দিলেহে পাহারা
মোরে বলি কর্ম্মচারী অত্যন্ত করিছ জারি
এমন কি দেখিলে চেহারা।
ভিক্ষা করি মাখি তেল পর মাথে ভাঙ্গি বেল
স্নান করি সায়রের জলে

প্রহরের মধ্যে যাই গোবিন্দপ্রসাদ পাই
মোটা দেহ প্রসাদের বলে।
গরিবের মোটা পেট সদা হয় মাথা হেট
লজ্জার কণ্টক ফুটে পায়
ভিক্ষা চায় ভিখারিতে অসমর্থ হয় দিতে
বিমুখ হইয়ে ফিরে যায়।
এ চেয়ে যন্ত্রণা আর তীর্থস্থানে যাওয়া ভার
পাণ্ডা চায় গণ্ডা গণ্ডা টাকা
টাকা ত সে দিতে নারে দাঁড়াতে না পায় দ্বারে
পলা বলে দেয় গলাধাক্কা।
গেলে কোন ইস্টেসন্ আসে কোচম্যানগণ
বলে লও বড় ঘোড়াগাড়ি
সেহ তাহা নাহি লয় কোচম্যান মন্দ কয়
নেড়ে কত পাকা পাকা দাড়ি।
শুন হে বিমলানন্দ! আমারে বল না মন্দ
বৃথায় সন্দেহ কেন কর .
আমি গৃহত্যাগী হই বৃক্ষতলে পড়ে রই
কভু নই রাজার কিঙ্কর।

গীত।

(ঘুমাইও না মন।)

আমি এ দের কেহ নৈ।

এই সত্য কথা তোমারে কই ॥

কোন কাজ নাই হে হাতে, দুখ নাই তাতে,

পেট ভাতিতে পড়ে রই ॥

(আমি) একা নই হে আমার মতন, সঙ্গে আছে আর একজন,

আমরা দু'জনে নই হে কুজন, ভোজন করি ওজন সই ॥

সত্য বলি বাপের কিরে, পিঁড়ায় বসে পাই না পিঁড়ে,

বাইরে বসে খাই হে ভিঁড়ে, গুমো চিড়ে জলো দৈ ॥

(শ্রীরামরঞ্জনের দুবরাজপুরে গমন।)

ত্রিপদী।

শুনি গঙ্গার ভারতী বাবু দেন অব্যাহতি

মহামতি পলাইয়া বাঁচে

যা হলো বাদানুবাদ বিশেষি সে সংবাদ

পঁহুছিলেন বালকের কাছে।

শুনে হৃদি কম্পবান ভয়েতে শুকায় প্রাণ

কেন্দে আঁখি হইল সিন্দুর

যুক্তিতে করি উপায় গোপনে চলিয়া যায়
যুবরাজ ভুবরাজপুর।
মুকুন্দ সারদারায় আগে পাছে সঙ্গে যায়
বেহারায় চলিল ত্বরিত
নারায়ণ মহাতার আসিয়ে সদর দ্বার
অতি শীঘ্র হন উপনীত।
নিরখিয়ে তারা সব করিয়ে আনন্দ-রব
নিজ ঘরে লইয়া চলিল
সর্ব্বদা মুকুন্দ সঙ্গে নানা কথার প্রসঙ্গে
নাবালক লুকায়ে রহিল।

গীত।

মহাতা-ভবন মহত মন্দিরে বিরাজে রাজনন্দন।
পুরবাসী আসি, সুখে দুখে ভাসি, করেন চরণ বন্দন॥
কেহ বলে হায়, ঘটিল কি দায়, কিছুই ত বুঝা যায় না।
রাজার বালক, ভুবন-পালক, বাসাতে বসিতে পায় না॥
দেখে চাঁদমুখ, ফেটে যায় বুক, দুখ ধরে রাখা যায় না।
হায় রে কি করি, ঐ দুঃখে মরি, হরি কেন ফিরি চায় না॥
নবীন বয়সে, ফিরে দেশে দেশে, এত দুঃখ প্রাণে সয় না।
নীলকণ্ঠ কয়, ফাটিছে হৃদয়, ঘটেতে জীবন রয় না॥

পুরে করিয়ে বিরাম, ভাবে অবিরাম, দ্বিজ রামরঞ্জন,
মহেশ সেই হৃষীকেশ অশেষ বিপদভঞ্জন ॥

(বিমলানন্দের ক্রোধোক্তি শুনিয়া রাজ-পুর-
বাসিগণের যুক্তি।)

পয়ার।

সন্ধানে না পাওয়া গেল রাজার কুমার
বাবুর মনেতে হ'ল ক্রোধের সঞ্চার।
রাগভরে বলে বাবু শুনহ এক্ষণ
রাজ-কর্ম্মচারী আমি নহি অন্যজন।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি শুনহ সকলে
কর্ত্রীমায়ে ধরাইব হুকুমের বলে।
তাহাতে বালক যদি না হয় হাজির
অবশ্য করাব তারে ঘরের বাহির।
এই কথা বলি তবে ডাকি নিজ-জনে
তুরঙ্গে চড়িয়া যান ত্বরিত গমনে।
যে কথা বলিয়া গেল শ্রীবিমলানন্দ
সে কথা শুনিয়া সবে হ'ল নিরানন্দ।
সকল বৃত্তান্ত শুনি কর্ত্রী ঠাকুরাণী
নবীনে ডাকিয়া কন্ সকরুণবাণী।

বল্‌রে নবীন এবে কি হবে উপায়
ওয়ারেণ্ট করে মোরে ধরিবারে চায়।
দর্পনারায়ণে (১) ডাকি যুক্তি কর স্থির
যাহাতে না হই আমি ঘরের বাহির।
নবীন নারাণ (২) সহ কিশোরে (৩) ডাকিল
প্রবোধ-বচনে মাকে সান্ত্বনা করিল।
নির্ভয়ে থাকহ তুমি সকলেতে বলে
কার সাধ্য তোমারে মা! ধরিবেক বলে।
তোমারে ধরিতে যদি আসে কোন জন,
ধরিতে না দিব মোরা করি প্রাণপণ।
আমাদের আলয়েতে রাখিব যতনে
সে কারণে কোন ভয় না করিহ মনে।
তাহাদের সব কথা করিয়া শ্রবণ:
শিরে কর হানি মাতা করেন রোদন।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে কন্ অতিসকাতরে
রাজরাণী হয়ে আমি যাব কার ঘরে।

---

(১) দর্পনারায়ণ—দুবরাজপুর গ্রাম-নিবাসী শ্রীদর্পনারায়ণ মাহাতা।

(২) নারাণ—ঐ শ্রীদর্পনারায়ণ মাহাতা।

(৩) কিশোর—হেতমপুর গ্রাম-নিবাসী শ্রীরাজকিশোর মুখোপাধ্যায়।

একেত হয়েছি আমি পতি-পুত্র-হীনা
আর(ও) কি ঘটিবে কিছু বুঝিতে পারি না।

গীত।

এ দুঃখাগ্নি কোথায় বা নিবাব।
কার কাছে বা উপায় পাব ॥
আহা কেমন করে পরের ঘরে যাব ॥
সকলেতে পূজা করে, সূর্য্য দেখতে পায় না মোরে,
এবে গিয়ে দেশান্তরে পরের ঘরে, পরের অন্ন খাব ॥
পতি গেল পুত্র গেল, গেল রাজ্যধন,
এক পৌত্র আছয়ে তার সংশয় জীবন,
যে দিন প্রাণ-পুত্র গেল, সে দিন মলে ছিল ভাল,
রাখি জীবন জঞ্জাল, শেষে আমার এই কি হলো লাভ ॥

পয়ার।

শুনিয়ে মায়ের কথা নবীন কহিছে
কেঁদনা জননি! মোর জীবন দহিছে।
সুখ কিম্বা দুঃখ জেন সকলি সমান
সুবোধ লোকেতে ইহা করে অনুমান।

এইত ভবের নদী বড়ই পাথার
মায়ায় মোহিত হয়ে দিতেছি সাঁতার।
সুখ-পরে দুঃখ আসে, দুঃখ-পরে সুখ
অতএব সমান জানিহ সুখ দুখ।
রামায়ণে শুনিয়াছ ভেবে দেখ মনে
জানকীরে লয়ে যায় অশোকের বনে।
নলের ঘরণী দময়ন্তী নাম ধরে
বনবাসে কত কষ্ট পাইলা অন্তরে।
যা হ'ক তা হ'ক আর ভেবে কি করিবে
যা আছে কপালে লেখা অবশ্য ফলিবে।

গীত।

সুখ দুঃখ যত সব দৈবে হত, আপনার হাত নয়।
কভু দুঃখ-ক্ষেত্রে সুখের উদয় সুখ-ক্ষেত্রে দুঃখোদয়॥
কামনা করিলে পূরে যদি কাম, তবে কেন অশেষ গুণের গুণধাম,
অধিবাসে বনবাসে গেলেন রাম, কেমন্ দিনে কি হয়॥
দেখ গো নলিনী ত্যজি অরণ্যানী অগ্নি ভয়ে জলাশ্রয়॥
স্নিগ্ধা কই সে জলে, হিমরূপ অনলে, জ্বলে নলদলচয়॥
সুখ দুঃখ সব ভাগ্য-লেখা-হেতু, সে কারণে ভস্মময় মীনকেতু,
শশধরে গ্রাসকরে রাহুকেতু, সমুদ্রেতে সেতু হয়॥

(জজ সাহেব প্রভৃতির কথা।)

পয়ার।

এখানে বিমলানন্দ শিহুড়িতে যান
সাহেবে বলিয়া বোর্ডে সংবাদ পাঠান।
ঠাকুরাণী নাবালকে করেছে গোপন
তারে না ধরিলে, ধরা যাবে না রঞ্জন।
বালকের অলি তারে হবে ঘুচাইতে
তবে সে পারিব মোরা বালক ধরিতে।
এইরূপে লিখি পত্র ডাকযোগে দিল
অবিলম্বে জজ তাহা জানিতে পারিল।
শুনিয়ে সকল কথা জজ আসি কয়
কি কার্য্য করিলে হে সাহেব মহোদয়!
মৃত্যুকালে কৃষ্ণচন্দ্র মিনতি করিয়া
বলিয়াছিলেন মোর করেতে ধরিয়া।
মোর মাতা পুত্রে তুমি করিবে রক্ষণ
কোনমতে কিছু নাহি ঘটে কুঘটন।
আমি ত তাহার কাছে করেছি স্বীকার
তোমার সকল ভার রহিল আমার।
সে জন্য বালকে আমি বড় ভাল বাসি
রাখিতে আপন-কাছে হই অভিলাষী।

যদিও এ কার্য্য একা তোমারি একতার
তথাপি বিনয়ে আমি বলি বার বার।
যাহাতে বালক থাকে অতি হৃষ্টমনে
তাহার উপায় তুমি করহ এক্ষণে।
শুনিয়ে জজের কথা কালেক্টার কন
বালকের হিতচিন্তা করুণ্ এখন।
পরিণামে যাহে শিশু নিরাপদে রয়
করিতে সেরূপ কার্য্য উপযুক্ত হয়।
যদ্যপি এখন শিশু থাকে নিজ-ঘরে
মূর্খ হয়ে কত কষ্ট পাইবেক পরে।
সে জন্য বালকে আমি ঘরে না রাখিব
বিদ্যা শিখাইতে তারে যতন করিব।
কর্ত্রীমাতা তাহা নাহি বুঝিতে পারিয়া
রাখিলেন নাবালকে গোপন করিয়া।
সে জন্য আদ্যন্ত সব লিখি বিবরণ
কলিকাতা বোর্ডে মোরা করেছি প্রেরণ।
সেখানে হুকুম যাহা হইবে প্রচার
তাহাই হইবে মোঁর সাধ্য নাহি আর।
শুনিয়ে এতেক কথা জজ্ বাহাদুর
বিমর্ষ হইয়া যান আপনার পুর।

(বিমলানন্দের পুনঃ হেতমপুরে আগমন।)

অদ্ভুত ঘটনা কিছু শুন তার পরে
নূতন আইল জজ্ শিহুড়ি সহরে।
সেই জজে এই জজ্ বালক সপিয়ে
বিলাতে চলিয়া যান জাহাজে চড়িয়ে।
সেই ওয়ারেণ্ট লয়ে বিমলা চলিল
গোলাম রসুল (১) তার সঙ্গেতে মিলিল।
বিমলা ব্রাহ্মণ আর অপর যবন
দুইজনে একঠাঁই হইল মিলন।
বালক ধরিব বলে হরিষ অন্তরে
আপন আপন দেবে ডাকিছে সত্বরে।

গীত।

ভজ মন নন্দলালা খোদায়তালা রসুলউল্লা বংশীধারী।
ভজ মন পীর পয়গাম্বর শিব দিগম্বর নীলাম্বর আর নরহরি॥
চল মন মক্কা ঢাকা মদিনা পেঁড়ো, খেয়ে খেঁড়ো দালচড়চড়ি॥
খেদেতে বলছে বামণ যাই বৃন্দাবন খেয়ে লবণ পোস্তবড়ি॥

---

(১) গোলাম রসুল—শ্রীসেখ গোলাম রসুল, ইনি একজন পুলিশ-কর্ম্মচারী।

(কর্ত্রীঠাকুরাণীর দুবরাজপুরে গমন।)

ধরিতে আইল শুনি কাঁদে ঠাকুরাণী
নবীনে ডাকিয়ে কন শিরে করহানি।
হা নবীন এত দিনে বল কোথা যাব
কাহার শরণ লয়ে এ দুঃখ ঘুচাব।
প্রবল-হুকুম-বলে ধরিতে আইল
নাহিক এড়ান এবে মরিতে হইল।
আনি দেহ বিষ কিম্বা শাণিত কাতারি
নাশিব জীবন, দুঃখ সহিতে না পারি।
এনে দেহ অহিফেন খাই এক ভরি
ঘুমাতে ঘুমাতে সুখে প্রাণ পরিহরি।
পুড়িব আগুণে কিম্বা জলেতে ডুবিব
জীবন ত্যজিব তবু ধরা নাহি দিব।
নবীন বলিছে মাগো করোনা বিলাপ
কেন বা অনলে যাবে, জলে দিবে ঝাঁপ।
কেন বা খাইবে মাতা গরলের রাশি
কেন বা লইবে গলে মরণের ফাঁসি।
সময়েতে সুখ দুঃখ কত হয় যায়
তাহার কারণে কেন কর হায় হায়।

ভেব না ভেব না কোন হবে না বিপদ
চিন্তা দূর করি চিন্ত চিন্তামণি-পদ।
যুক্তি করিয়াছি আমি তাই কর সার
মাহাতা আলয়ে শীঘ্র চল এইবার।

গীত।

যা আছে কপালে তাই হবে।
ভবের খেলার ভাব বুঝিয়া ভাবনা কি তবে॥
যে দিন যথায় যাবার কথা অবশ্যই যাবে,
যে দিন যা খাবার কথা অবশ্যই খাবে॥
দুখের সময় সুখ খুজিলে সুখে না রবে,
(ও সেই) ভগবান করেছেন সময় বলবান ভবে॥
সুখ দুখ সমান ভাবি আপনার ভাবে,
কণ্ঠ কয় আনন্দে শ্রীগোবিন্দ-গুণ গাবে॥

একাবলি।

যার দরশন রবি না পায়
এক পদ যেই না চলে পায়।
বিধির ঘটনা মরি কি হায়
সে আজি ঘরের বাহিরে যায়।

দীঘল দীঘল বহয়ে শ্বাস
নয়ন-সলিলে ভিঁতিল বাস।
তত কান্দে যত মনের ঢেউ
সে কথা শুনিতে পারে না কেউ।
করুণ-নয়নে দেখিলে দুখ
পাষাণ গলয়ে, জ্বলয়ে বুক।
যখন বাহির হইল দ্বার
এ ঘর নগর হ'ল আঁধার।
যাইতে যাইতে চমকে প্রাণ
ধরে বা আসিয়া হরে বা মান।
নীলকণ্ঠ মন-বিষাদে কয়
এত কি যাতনা পরাণে সয়।

গীত।

যাইতে যাইতে রাজার জননী
কান্দিয়া কান্দিয়া বলে
মান বাঁচাইয়া কেমনে যাইব
ধরে বা'আসিয়া বলে।
বনের পাখীটি উড়িয়া বসিলে
গাছের পাতাটি নড়ে

সে শবদ শুনি ভাবয়ে জননী
বুঝি বা এবার ধরে।
শিবিকা-উপরে থাকিতে না পারে
ভূমিতে নামিয়া যায়
জালে ঘেরা মৃগী তাড়িতা হইলে
যেমন পলাতে চায়।
কভু বলে, বনে অনল জ্বালিয়ে
পুড়িয়ে হইব ছাই
কভু বলে, আর পারিনা হাঁটিতে
মাটিতে মিশিয়ে যাই।
এলোথেলো কেশে পাগলিনী বেশে
কভু কান্না কভু হাঁসি
মনের জ্বালাতে আপন-গলাতে
লইতে চাহেন ফাঁসি।
কতক্ষণ পরে তুবরাজপুরে
উপনীত রাজ-মাতা
তাহা নিরখিয়ে মাহাতা সকলে
আসিয়া নোয়ায় মাথা।
অতি সমাদরে লয়ে যায় ঘরে
দিয়ে ঘটপূর্ণ বারি।

বিচিত্র আসনে বসাইয়া মাকে
সকলে বসিল ঘেরি।
নারাণ মুকুন্দ (১) হইয়ে সানন্দ
ধরিয়ে চরণ শিরে
অশ্রুজলে আঁখি ভাসাইয়ে পরে
কহিছে পুরবাসিরে।
(আর) বলিব কি ভাই সুখের সীমা নাই
হৃদে আনন্দ না ধরে
যে সুখ পরাণে হয় অনুভব
তাহা কি জানে অপরে।
নিজ-গুণে শুভদিনে মা এলেন্ অধীনের ঘরে
যত যত পুরবাসী, সন্নিকটে আসি আসি
আনন্দেতে হাসি হাসি, ভাসি অশ্রুনীরে।
বলে বাণী, ভবরাণী যেন কালুর কুটীরে,
তেমনি মাতা দয়ান্বিতা অদ্য মদীয় মন্দিরে॥

পয়ার।

কেহ বা আনিল পদ-প্রক্ষালন-জল
কেহ বা আনয়ে মিষ্ট, কেহ আনে ফল।

---

(১) মুকুন্দ—ডুবরাজপুর নিবাসী শ্রীমুকুন্দনারায়ণ মাহাতা।

কেহ সুবাসিত জল ঢেলে দেয় পায়
কেহ বা শীতল করে চামরের বায়।
ফল জল খেয়ে মাতা শুইল শয্যায়
দুখেতে ফাটিছে বুক করে হায় হায়।
শয়ন করিয়ে মাতা মুদিয়ে নয়ন
মৃত-পতি-পুত্র-মুখ করেন স্মরণ।
কোথায় রহিল পুত্র কোথা মোর পতি
কোথা পুত্র-বধূ মম সে পরমা সতী।
কোথায় সে ঘর দ্বার কোথা রাজ্যধন
কাহার হস্তেতে রাজ্য পড়িল এখন।
কোথায় গেল সে মম আসন বসন
কোথায় পলায়ে গেল কর্ম্মচারিগণ।
বড়ই শঙ্কট এবে হইল আমার
কি করি কোথায় যাই নাহিক নিস্তার।
নাহিক দেবর মম নাহি তেন ভাই
এ হেন বিপদে কোথা যাইয়া জুড়াই।
কেবল পুত্রের পুত্র-বধূ মাতা আছে
কেমনে এমন দুখে যাই তার কাছে।
হায় কি দারুণ দুখ রহিল অন্তরে
নারিনু যতনে তারে আনিবারে ঘরে।

ঘরেতে এল না মম সেই পদ্মমুখী
সর্ব্বদা হইয়ে আছি সেই দুখে দুখী।
তেমন সুখের দিন কবে বা হইবে
আদরেতে আদরিণী ঘরেতে আসিবে।
কবে বা হইবে ঘরে শুভানুশীলন
কবে বা দেখিব ঘরে উভয়-মিলন।
কত দিনে হবে মম সে সুখ-সঞ্চার
নিজ-ঘরে বসিবেন শ্রীরাজকুমার।
হায় হায় এ কি দায় ঘটিল এ ঘটে
দিন কি দিবেন বিধি এ হেন সঙ্কটে।

গীত।

হায় কি দুঃখ দিলে মোরে হরি।
অগ্রে পতি-পুত্র হরি, অবশেষে কল্লে দেশান্তরি ॥
(কথা) বল্‌তে হৃদি বিদীর্ণ, সময়ে না মিলে অন্ন,
অপরাহ্নে অপরান্ন, খাইতে হইল চেষ্টা করি ॥
রাজরাণী হয়ে এলাম পরের ভবনে হে,
এত কি এ ছিল পোঁড়াকপালের লিখন হে,
পুত্র গেল পতির পাছে, এ দুখে প্রাণ কি বাঁচে,
আর কি কপালে আছে, সদা ঐ ভাবনা ভেবে মরি ॥

ঘরের ঠাকুর পর্কে দিলে, শ্রীমন্দির শূন্য,
এ চেয়ে অধিক দুঃখ আছে কি আর অন্য,
হরি বুঝিতে নারি তোমার লীলে, কি পাপে এ দুখ দিলে,
শ্রীরামরঞ্জন রাজার ছেলে, (তারে) করে দিলে নাছের ভিখারী॥

(বালক ধরিতে কালেক্টার সাহেবের দুবরাজপুরে আগমন।)

পয়ার।

লুকাইল ঠাকুরাণী শুনি পরস্পর
বিমলা চলিয়া গেল শিহুড়ি নগর।
গোলামরসুল গেল আপন-থানায়
পরোয়ানা করি পরে সাহেবে জানায়।
বিমলা যাইয়া সব কালেক্টরে কয়
বালক ধরার কার্য্য মোর সাধ্য নয়।
আবাল বণিতা বৃদ্ধ যাহারে সুধাই
সেই বলে ঠাকুরাণী নিজ-ঘরে নাই।
ধরায় না পাই ধরা কোথা খুজে আনি
জাতিতে গণক নহি জ্যোতিষ না জানি।
ত্রিকালজ্ঞ যোগী নহি নহি দেবাসুর
ধরি কি উপায় করি বলহ হুজুর ?

যা হয় করহ এবে চলিনু বলিয়া
শুনিয়া সাহেব রাগে উঠিল জ্বলিয়া।
এমন সময়ে শ্যাম (১) দারোগা লিখিল
কর্ত্রীমায়ে মাহাতারা লুকায়ে রাখিল।
দুবরাজপুর-বাসী দর্পনারায়ণ
রাণীরে রেখেছে ঘরে করিয়া গোপন।
কালেক্টার পাঠ করি শ্যামের লিখন
রোষাবেশে হল যেন জ্বলন্ত দহন।
একে ত হইয়াছিল প্রবল আগুণ
শ্যামলাল-পত্র পেয়ে বাড়িল দ্বিগুণ।

একাবলি।

(যেমন) একে শনি তায় ত্রিদোষ পান
মনসা পাইল ধুনার ঘ্রাণ।
দেখিয়ে শুনিয়ে কাঁপয়ে চিত
জ্বলন্ত অনলে পড়িল ঘৃত।
মিঠার উপরে পড়িল বিষ
নিমের সহিত গিমের মিশ।

---

(১) শ্যাম—শ্রীলালাশ্যামলাল. ইনি তদানীন্তন কৃষ্ণনগর-থানায় দারোগা ছিলেন।

বানের উপরে পড়িছে বান
জ্বরের উপরে জ্বর যোগান।
রাগের উপরে বাড়িল রাগ
করী ধরি যেন মাতিল বাঘ।

পয়ার।

বালক ধরিতে নিজে কালেক্টর যান
দুবরাজপুরে গিয়া হন্ অধিষ্ঠান।
চৌকিশুদ্ধ চৌকিদার লইয়া স্বদলে
মাহাতা-মন্দির আসি ঘেরিল স্ববলে।
চারি দ্বার আগুলিল যত চৌকিদার
সঙ্গেতে কনেষ্টবল আর জমাদার।
সাহেব করিছে সদা তর্জ্জন গর্জ্জন
ভয়েতে নিকটে যে'তে নারে কোন জন।
লোকে কয়, সর্ব্বনাশ হইল এবার
ধরিল মাতাকে আর না দেখি নিস্তার।
এই সে বিষম কথা শুনিয়া অমনি
"হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলে কাঁদেন জননী।

গীত।

হয়ে মোরে কৃপাবান রক্ষা কর ভগবান
নাহি ত্রাণ মরিনু এবারে
এ দুঃখ কারে জানাই তিনকুলে কেউ নাই
কেবা রক্ষা করিবে আমারে।
হরি তব কৃপাবলে প্রহ্লাদ বাঁচিল জলে
কুশধ্বজে রাখিলে আগুণে
ধ্রুবেরে অভয় দিলে ধ্রুবলোকে পাঠাইলে
কোলে নিলে আপনার গুণে।
গয়াসুরে তুমি হরি স্বীয় গুণে কৃপা করি
পরাজিত হলে তার ঠাঁই
হে ভব-দুঃখ-বারণ! মস্তকে দিয়ে চরণ
চরিতার্থ করহ গোঁসাই।
পুরাণে শুনেছি আমি তুমি জগতেরস্বামী
শিশু-দুঃখ আশু যে ঘুচাও
তবে কেন দয়াময়! রঞ্জনে হয়ে নিদয়
নয়ন মিলিয়ে নাহি চাও।
নিজ-গুণে কর দয়া এ দাসীরে পদ-ছায়া
দিতে হবে করুণানিদান!

নতুবা হে জগদীশ! খাইয়ে বিষম বিষ
ত্বদুদ্দেশে ত্যজিব পরাণ।

গীত।

হরি দয়াময় আমায় এ সময়, একবার ফিরে চাও হে শ্রীকান্ত।
নইলে সতীরে দুর্গতি দিবে (ওরা) অতিমতিভ্রান্ত॥
ভয়ে মরি, রাখ হরি, করি সর্ব্বজনে শান্ত॥
যে গোল্ শুনি সদরে, ওরা যদি অনাদরে,
প্রবেশিয়া ঘরে মোরে, ধরে হে দুর্দ্দান্ত॥
তবে ভব-ভাব্য-দেব হে, কি কব অধিকান্ত॥
কর্‌বো বনে, কি আগুণে, কি জীবনে জীবনান্ত॥

ত্রিপদী।

শত শত ঘাঁটোয়াল পৃষ্ঠেতে বান্ধিয়া ঢাল
করে ধরি করবালশাণা
শত শত চৌকিদার, সর্‌দার, জমাদার,
দিলেক সদরদ্বারে হানা।
দুর্দ্দম-সাহেব-দলে কতই কুৎসিত বলে
ঘেরিল সকলে বলে দ্বার

অতি ক্রুদ্ধ কালেক্টর লয়ে যত অনুচর
বেড়িল ভবন-চারি ধার।
হুকুম বড় প্রবল ঘেরিয়াছে দল বল
নিকটে কে ছল্ বল্ করে
ভবন-বাসী বিকল পড়ে ঘাম "কল্ কল্"
ভয়ে ভূমি "টলমল" করে।
"ধর ধর" "মার মার" খিড়কি, সদরদ্বার
কর্ কর্ চুর্মার্ ভেঙ্গে
কিছুতে করোনা ডর্ কর্ত্রীঠাকুরাণী-কর
ধরগে কহেন চোখ রেঙ্গে।
শুনি বাণী বিপরীত সকলে হইল ভীত
না রহে কাহার চিত স্থির
থাকিতে নারে ভবনে ভাবে সবে মনে মনে
ফেলয়ে কেবল চক্ষু-নীর।
সকলেই ভয় পান কেবল দর্পনারাণ
সাহেব নিকটে যান তবে
মুখে শাট্, বুকে ভয় তথাপি গর্জ্জিয়ে কয়
পরিণামে যা হয় তা হবে।

(কালেক্টর সাহেবের সিহুড়িতে প্রত্যাগমন এবং কর্ত্রী ঠাকুরাণী ও শ্রীরামরঞ্জনের গৃহাগমন।)

পয়ার।

সর্পের সমান করি তর্জ্জন গর্জ্জন
দর্প করি বলিতেছে দর্পনারায়ণ।
শুনহ সাহেব তুমি ধর্ম্মঅবতার
ধার্ম্মিক হইয়া কেন কর অবিচার।
আমার ঘরেতে নাই কর্ত্রীঠাকুরাণী
কোথায় বালক আছে কিছুই না জানি।
বিফল সন্দেহ করি কহিছ কুভাষা
আমার অন্দরে নহে বালকের বাসা।
ঠাকুরাণী মোর ঘরে কভু নাহি রয়
মিছামিছি কেন তুমি দেখাইছ ভয়।
না যদি বেড়য় ঘরে কর্ত্রীঠাকুরাণী
হইবে আমার বহু সম্মানের হানি।
সাহেব তর্জ্জন করি মাহাতারে কয়
তোমার কথাতে মোর বিশ্বাস না হয়।
চালাক বাঙ্গালীজাতি অতি মিথ্যাবাদী
কাঁসা বিতরিয়া বলে বিতরিনু চাঁদী।

কথায় কাঁকরমাটী করে দেয় ধূলা
মিথ্যা সাক্ষী দিয়া করে মোরব্বাকে মূলা।
নারাণ কহিছে সত্য নহে অপ্রমাণ
কিন্তু হে বাঙ্গালী নয় সকলে সমান।
উত্তম মধ্যমাধম আছে সবে বলে
অধমে বলয়ে মিথ্যা ধার্ম্মিকে না বলে।
সকল বাঙ্গালী যদি মিথ্যা কথা কয়
কার কথা শুনিয়া আইলে মহাশয়?
মিথ্যা কথা শুনি যদি এলেন এ ঘরে
সকল হইবে মিথ্যা জানিবেন পরে।
এইরূপ বাক্‌যুদ্ধ হইল বিস্তর
পরেতে সাহেব যান আপনার ঘর।
তাহার পরেতে রাজা শ্রীরামরঞ্জন
ব্যাঘ্রডহরিতে যান করিয়া ক্রন্দন।
কর্ত্রীঠাকুরাণী যান আপনার ঘরে
বালক আইল ঘরে কিছুদিন পরে।
শ্রীরামরঞ্জন আসি পদে প্রণমিল
দোঁহে দেখি দোঁহমনে আনন্দ বাড়িল।
সুখেতে বালক নিজ-বাসে করে বাস
হেনমতে গত হ’ল প্রায় দুই মাস।

(পুনঃ কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের হেতমপুরে আগমন।)

বিশেষ জানিয়া তবে উমাকান্ত রায় (১)
কালেক্টর সাহেবে সে সংবাদ জানায়।
বালক বাটীতে আছে খবর পাইয়া
চলিল সাহেব-দল ধরিব বলিয়া।

যোড়শাক্ষরী পয়ার।

হায়, বালক ধরিতে যায় সাহেবের দল
দল মাদল (২) দাগিতে যেন চলিল সকল।
'কল কল' করি ঘাম-জল পড়িতেছে পায়
পায় কচুজোড় ছিনপাই (৩) প্রহর দিবায়।
বায় কোচম্যান গাড়ীখান অতি খরতর
'তরতর' করি চলে ঘোড়া ধরণী উপর।
'পর পর' করি ফুরাইয়া গেল সব হয় (৪)
হয় উপনীত হয় আসি রাজার আলয়।

---

(১) উমাকান্ত রায়—কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের অধীন নায়েব।

(২) দল মাদল—এই দুইটী তদানীন্তন বিষ্ণুপুর রাজার প্রসিদ্ধ কামানের নাম।

(৩) কচুজোড় ছিনপাই—এই দুইটী গ্রামের নাম।

(৪) হয়—পথের নাম।

জয়নারায়ণ (১) যদি ওরে হয় অনুকূল
কূল্ পাবেনা পাবেনা হলে মোরা প্রতিকূল।
'কুল কুল' করে কুলি কুলি দেয় 'কুলকুলি'
কুলি কুলিশ সমান গর্জ্জে দুটী হাত তুলি।
তুলি তুলিয়া যাহার দেহ লিখে বিধাতায়
তায় অতি ভয়ে ভীত করি কাঁপাইল কায়।
কায় বলিব এমন দুঃখ আছে কে এমন
মন-নয়ন কাঁদিছে সদা দেখিয়ে রঞ্জন।
তবে পৌষমাসে গত বেলা দ্বিতীয় প্রহর
প্রায় পুরবাসী মানবের আহারের পর।
হন দিনকর স্থিরকর বিতরিছে কর
হেন সময়ে শবদ অতি করি ঘোরতর।
পুরে প্রবেশ করিল আসি সাহেবের দল
পুরবাসীর অস্থির প্রাণ হইল বিকল।
শুনি জানিতে পারিয়া ওমরালী (২) জমাদার
হবে মন্দ জানি বন্ধ করে দিল সব দ্বার।

---

(১) জয়নারায়ণ—শ্রীজয়নারায়ণ রায় তদানীন্তন রাজবাটীর পাচক ব্রাহ্মণ। এব্যক্তি সময়ে সময়ে শ্রীযুক্ত রামরঞ্জনকে লুকাইয়া রাখিত।

(২) ওমরালী—শ্রীওমরালী খাঁ, একজন রাজষ্টেটের জমাদার ছিল।

সবে আসিয়া দেখিল বন্ধ দ্বারের কপাট
ইহা দেখিয়া সাহেবসব করে জোটপাট।
রামসদয়ে (১) ডাকিয়ে তবে কন্ ম্যানেজর
তুমি ত্বরায় করিয়া যাও দে(ও)য়ানের ঘর।
আন নবীন দেওয়ানে ডাঁকি করি কোন ছল
তবে আমরা সকলে মিলি প্রকাশিব বল।
তবে সদয় চলিল সেই দেওয়ানের ঘর
যেয়ে ডাকেন দেওয়ানে করি অতি মৃদুস্বর।
চল চল হে দেওয়ান-রাজ ডাকে ঠাকুরাণী
গিয়ে শুনিবে তাহার কিছু সকরুণবাণী।
ইহা শুনিয়া নবীন উঠে আইল সত্বর
তারে দেখিয়া, করিয়া জোর ধরে ম্যানেজর।
যাহা মুখেতে আইল তার তাহাই বলিল
বল প্রকাশি সাহেব তারে ধরিয়া রাখিল্।
তাহা শুনিয়া ভাবেন বসি কর্ত্রী ঠাকুরাণী
এবে কি হইবে কি যাইবে কিছুই না জানি।

---

(১) রামসদয়—হেতমপুর নিবাসী শ্রীরামসদয় বন্দোপাধ্যায়।

কর্ত্রী ঠাকুরাণীর বিলাপ।

গীত।

শিরে করহানি কাঁদে ঠাকুরাণী
এইবারে আর নাহিক নিস্তার।
সাহেব আইল দুয়ার ঘেরিল
মাণিক হরিল বুঝিরে এবার ॥
(দুঃখ) অনেক পেয়েছি কষ্টেতে রয়েছি
জীবিতে হয়েছি যেন শবাকার।
নয়ন-জলে ভাসি যাচ্ছে পুরবাসী
দেখে আসি দুখ, বল কেবা কার ॥
যেয়ে কোন্ ধাম রক্ষা পায় রাম
ভেবে অবিরাম হয় না কিনার।
(আর যে) দেখ্‌তে পাইনা পথ হইলাম বিব্রত
অন্ধের মত দেখি জগৎ অন্ধকার ॥

পয়ার।

বলেতে কনেষ্টবল দুয়ার ঘেরিল
কাতরে বালক তবে কাঁদিতে লাগিল।

(শ্রীরামরঞ্জনের বিলাপ।)

ত্রিপদী।

স্বকৃপা বিতরি রক্ষাকর হরি
অনাথ দাসেরে আসি
না আসিলে পরে বিপদ সাগরে
নিশ্চয় যাইব ভাসি।
যেন হে খাণ্ডব দাহনে পাণ্ডব
কানন ঘেরিয়াছিল
সেরূপ আমারে ঘেরে চৌকিদারে
চতুর্দ্দার আগুলিল।
কোথাকারে যাই কোথা রক্ষা পাই
ভাবি স্থির নাহি হয়
এ হেন দুর্দ্দিনে রক্ষা কর দীনে
দীনবন্ধু দয়াময়!
হইয়াছে ডর কাঁপি 'থর থর'
'ঝর ঝর' আঁখি ঝরে
ওহে গিরিধর! ধর ধর ধর
ভাবিয়া মরিনু ডরে।

ছলে বলে ধরি করে দেশান্তরি
আসিতে না দিবে ফিরে
সেই ভয়ে হরি কাঁপি থরহরি
ভাসিতেছি নেত্র-নীরে।
হায় হায় হায় প্রাণ যায় যায়
কার পায় গিয়ে ধরি
আজি হে আমারে বিপদ পাথারে
তরাইবে দয়া করি।
কোথা পিতামহ দরশন দেহ
আমার নিকটে আসি
নতুবা এ বার নাহিক নিস্তার
অকূল পাথারে ভাসি।
বালক-পালক কোথা গো জনক
আসিয়া ফিরিয়া চাও
গিয়েছ ফেলিয়ে থেকনা ভুলিয়ে
কোলেতে তুলিয়ে লাও।
কোথা গো জননী বালক পালিনী
কেমনে ভুলে রহিলে ?
তোমার চরণ করি দরশন
ভাসিব সুখ সলিলে।

গীত।

জননি! এই বাণী তব উদ্দেশে।
প্রাণে বাঁচাও ফিরে চাও কোলে লও এসে॥
নিজ কর্ম্ম-ফলে, সদা অঙ্গ জ্বলে,
আজ সাহেবের দলে ধরিবেক এসে॥
হয়েছি কাতর, ত্রাসিত অন্তর,
মাগো তুমি ধর, নইলে যাই ভেসে॥
তোমার ছাওয়ালে, ধরিবে ভূপালে,
জানি না কপালে, কি আছে শেষে॥

(রাজপুরবাসী সহ যুক্তি।)

পয়ার।

কর্ত্রী ঠাকুরাণী আর শ্রীরাজকুমার
একবারে দুইজনে করে হাহাকার।
হায় হায় একি দায় ঘটিল এবার
দুইজনে ধরা গেল নাহিক নিস্তার।
বিলম্ব না সহে বসি করিতে যুকতি
কাতরে করেন কত কাকুতি মিনতি।
যাহারা নিকটে ছিল তাহারা কহিছে
মিনতি করোনা মাতা পরাণ দহিছে।

সদরদরজা কিম্বা অপর দুয়ার
খুলিয়া চলিয়া যাও কি ভয় তাহার?
শুনিয়া তাহার কথা কর্ত্রী ঠাকুরাণী
রঞ্জনে বলেন কত সুমধুর বাণী।

গীত।

ওরে বাছাধন পরম রতন
কেঁদনা কেঁদনা তুমি
তোমার রোদনে মনের বেদনে
পরাণে বাঁচি না আমি।
যত রে তোমার নয়নের ধার
বহিয়া বহিয়া পড়ে
তত রে আমার অন্তরের সার
রহিয়া রহিয়া পুড়ে।
বিপদ সময় এতদূর ভয়
করাত উচিত নহে
সাহস করিলে সব সুখ মিলে
সর্ব্বলোকে ইহা কহে।
করে অনুতাপ ডেকনা রে বাপ
আপন-বাপের বাপে

পাছে অমঙ্গল হয় রে প্রবল
অই ভয়ে প্রাণ কাঁপে।
যে পদ স্মরণে জীবন মরণে
রণে বনে নাহি ভয়
সে পদ স্মরণ কররে এখন
স্বভয়ে হবে অভয়।
কান্দিয়া স্বরবে শ্রীরাধাবল্লভে
ডাক দেখি একবার
নাম লহ তাঁর এ দুঃখ পাথার
অবহেলে হবে পার।
সব সুখ-খনি হিয়া-হারমণি
তোমারে সঁপিয়া পরে
কি ধন লইয়ে চক্ষুহীন হয়ে
থাকিব আন্ধার ঘরে।
জীবন থাকিতে তোমারে ধরিতে
দিবনা রে বাছাধন
অঞ্চল ঝাঁপিয়ে রাখিব লুকায়ে
আসিবে তারা যখন।
এ কথা বলিতে নয়ন হইতে
বারি পড়ে শতধারে

সেই সে সময় হ'ল অতি ভয়
পূরব সদর দ্বারে।

(শ্রীরামরঞ্জনসহ কর্ত্রীঠাকুরাণীর গোপীনাথ বাবুর
গৃহে গমন।)

পয়ার।

দে(ও)য়ান নবীনে ধরি আনি নিজ বলে
তর্জ্জন গর্জ্জন করে সাহেব সকলে।
হাকিম-মুখেতে পেয়ে প্রবল হুকুম
ভাঙ্গিতে সদর দ্বার করে মহাধুম্।
'গুড়ুম্ গাড়ুম্' করে মারে বড় কিল্
'হুড়ুম্ হাড়ুম্' করে কপাটের খিল।
'ভ্যাক্ ভ্যাঁক্' করে মারে বড় বড় পা
'ধুম্ ধুম্' করে দেয় ধুমুসের ঘা।
আঘাতে চৌচির হয় দ্বারের কপাট
কুঠারী-কোপেতে কাটে ঘরের চৌকাট।
ঠেলিছে কপাট-বাল্ দিয়ে বহু হুড়া
'ঝড়্ ঝড়্' করি পড়ে শুরকির গুড়া।
হাতেতে হাতুড়ি তুলি মারে 'ঠুই ঠাই'
মুড়ার হুড়ার শব্দ হয় 'ঢুই ঢাই।'

বিষম কোপেতে মারে কঠিন কুঠারী
দরজা নড়িয়ে যায়, ভেঙ্গে পড়ে ধারি।
যমের সমান লোক হয়ে জোট্‌পাট্‌
কপাট ঠেলিয়ে সবে করে 'হুট্‌ পাট্‌।'
বহুলোক একবারে করে 'হাই হুই'
শুনিয়া বালক-বুক করে 'ঢুই ঢুই।'
পদ বাড়াইতে আর নাহিক সাহস
বুকের পাঁজর সব করে 'ধস্‌ ধস্‌।'
যতই বলিছে ওরা 'ধর ধর ধর'
ততই কাঁপিছে দেহ 'থর থর থর।'
শুকাইয়া গেল মুখ তাহে নাহি রা
কাতর হইয়া ধরে জননীর পা।
'থর থর' কাঁপিতেছে সকল শরীর
'ঝর ঝর' ঝরিতেছে নয়নেতে নীর।
দেখিয়া জননী অতি হইয়া কাতর
স্মরিল শ্রীহরি, ধরি বালকের কর।
দাঁড়া'তে সময় নাই, চলেন ত্বরিত
পশ্চিম-খিড়্‌কিদ্বারে হন্‌ উপনীত।
তথায় প্রহরী ছিল হাজরা ব্রাহ্মণ
রাজারা করিল পূর্ব্বে তাহারে পালন।

সেই সে কারণে সে ত নাহি আগুলিল
চরণে প্রণমি বদ্ধদ্বার খুলি দিল।
সেই পথে জননী চলিয়া যান ধীরে
ধরিবার-ভয়ে আর নাহি চান ফিরে।
যতনে ধরিয়া নিজ-নন্দন-নন্দনে
উপনীত গোপীনাথ বাবুর ভবনে।
তাহারা দেখিয়া মাকে করিয়া ভকতি
বালক লুকাতে সবে করয়ে যুকতি।
কেহ কহে বালকেরে পরাইয়া সাড়ি
রাখহ অন্দর-মাঝে সাজাইয়া নারী।

(শ্রীরামরঞ্জনের চোরকুঠরী-মধ্যে প্রবেশ।)

অনেক যুকতি করি স্থির হয় পরে
বালকে লুকাও চোরকুঠরী ভিতরে।
গোপীনাথ এই কথা কয় অবশেষ
কেমনে বালক তাহে করিবে প্রবেশ।
সামান্য কুঠরী-ঘর, অতি ক্ষুদ্র দ্বার
স্থূলাঙ্গ বালক হবে কেমনেতে পার।
আর জন বলে, দেহ করি সংকোচন
পেরা'লে পেরা'তে পারে করিলে যতন।

আর একজন কহে হওনা বিব্রত
টিপিয়া করিব পার শাঁখাপরা-মত।
এত বলি সকলে বালক লয়ে যায়
ঘোর ভয়ে জোর করি কুঠরী ঢুকায়।
ঢুকিবার কালে পৃষ্ঠে হ'ল বড় চির
বহিতে লাগিল তাহে প্রবল রুধির।
সে কথা কহিতে হয় হৃদয় বিদীর্ণ
অদ্যাপি রহেছে যেন শক্তিশেল-চিহ্ন।
পাইলেন যত কষ্ট কুঠরী-ভিতরে
সে কষ্ট না পায় কেহ জননী-জঠরে।
কোমল-কমল-জিনি দেহটী নরম
অতিশয় ক্ষুদ্রঘর বড়ই গরম।
অতিভয়ে ভীত চিত্ত হইলেন রাম
'কল্ কল্' বহিতে লাগিল গায়ে ঘাম।
সে সব দুঃখের কথা কি বলিব হায়
উলপে ঢাকিয়ে যেন কদলী জাগায়।
নাবালক রহিলেন কুঠরী-ভিতরে
গোপীর জননী-বেশ ঠাকুরাণী ধরে।
ধরিবার ভয়ে অঙ্গ কাঁপে থরহরি
কাতরে কাঁদিয়া কন রক্ষাকর হরি।

গীত।

ওহে দয়াময় বড় অসময় এসময় ফিরে চাও না।
হে গোপেন্দু দয়াসিন্ধু কৃপাবিন্দু-বারি দাও না॥
পূরাও আশ্ পীতবাস নিজ-দাস-পাশ যাও না॥
আমি যে পরাণে মরি, প্যারীবল্লভ তাকেও পারি,
বালকের যন্ত্রণা হরি পরাণে আর্ সয়না॥
চাপি রথে ঊর্দ্ধপথে কোনমতে যাওয়া হয় না,
অনুমান হয়, জ্ঞান গেল, মান বুঝি রয় না॥

(সাহেব কর্ত্তৃক বালকের অন্বেষণ।)

পয়ার।

এখানে হুকুম পেয়ে সাহেবের দল
কপাট ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশে সকল।
অন্দর-ভিতরে আর মনসা-মন্দিরে
বালক তল্লাস করি চায় ফিরে ফিরে।
ঠাকুর ঘরেতে উঠে নানারূপ জাতি
তাহা দেখি কিশোরের ফেটে যায় ছাতি।
মহানন্দ ওমরালী শ্রীরাজকিশোর
তিন জন যেয়ে কিছু করিলেক জোর।

শুনিয়া সাহেব তাহা অতি ক্রোধভরে
বন্ধন-হুকুম দেন তিন জন-করে।
তবে রাজদূত বান্ধি তাহাদের হাতে
উঠিয়া পড়িল সবে উপরের ছাতে।
যে ঘরে বালক ছিল সে ঘরেতে যেয়ে
চঞ্চল নয়নে সব দেখে চেয়ে চেয়ে।
দেখিল রয়েছে পড়ে ভোজনের থাল
ওদন ব্যঞ্জন আর বাটীভরা ডাল।
রয়েছে তামাক সাজা উঠিতেছে ঘ্রাণ
খোলা খিলিবাটা পড়ে খিলি দুই পান।
দোয়াত কলম আর কাগজ দপ্তর
এলোথেলো পড়ে আছে ঘরের ভিতর।
বালকের আস্‌বাব সকলি দেখিল
কিন্তু সে কোথায় গেল জানিতে নারিল।
এখনি বালক ছিল হেন অনুমান
কোথায় কেমনে গেল না হয় সন্ধান।
রাজবাটী-বহুঘর দেখে ফিরে ফিরে
চলেন সাহেব গোপীবাবুর (১) মন্দিরে।

---

(১) গোপীবাবু—হেতমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী, ইনি শ্রীযুক্ত বাবু রামরঞ্জনের জ্ঞাতি সম্বন্ধে খুল্লতাত।

সঙ্গেতে চলিল দ্বিজ শ্রীরামসদয়
গোপীর মন্দিরে আসি উপনীত হয়।
হুড়ায়ে কপাট, ঘরে ঢুকিল যখন
সভয়ে বালক কাঁপি উঠিল তখন।
ঘরের নিকটে যবে চলে জন দুই
তখন বালক-বুক্ করে 'ঢুই ঢুই।'
জোরেতে সাহেব-লোক ফিরে ঘরে ঘরে
নাবালক নিশ্বাস ফেলিতে নাহি পারে।
অতিভয়ে ভীত হয়ে মুদিয়া নয়ন
ভাবিতে লাগিল পদ্মপলাশলোচন।
অনেক যতন করি খুঁজিল তথায়
কোনরূপে নাবালকে দেখিতে না পায়।
তবে সবে চলে যায় দে(ও)য়ানের ঘর
বালক আছয়ে ভাবি প্রবেশে অন্দর।
কিন্তু তার ঘরে নাবালকে নাহি পায়
ভাবিছেন এবে সবে করি কি উপায়?

(শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক নবীন দেওয়ান প্রভৃতির শিহুড়ি চালান।)

সাহেব দে(ও)য়ানে ডাকি করিয়া শাসন
কহিতে লাগিলা অতি কুৎসিত বচন।
শুনহে নবীন তুমি অতি হীন জ্ঞান
জানিনা কি গুণে তুমি হয়েছ দে(ও)য়ান।
ভাল মন্দ নাহি বুঝ হইয়া প্রবীণ
মান না হুকুমনামা, জান না আইন।
যেমন আমার সাথে পাতিয়াছ ছল
তেমনি তোমারে দিব তার প্রতিফল।
এত বলি কালেক্টর হয়ে কোপবান
গ্রেফ্‌তার করি করে শিহুড়ি চালান।
মহানন্দ দ্বিজসহ শ্রীরাজকিশোরে
শিহুড়ি চালান দেন আপনার জোরে।
দে(ও)য়ান নবীন আর এই দুই জন
যাইতে যাইতে পথে করেন ক্রন্দন।

গীত।

রক্ষা কর হরি শ্রীনন্দের নন্দন।
পড়েছি প্রমাদে, মন-প্রাণ কাঁদে, বিনা অপরাধে ঘটিল বন্ধন॥

অবিধি করিয়া বিধি দিল বাধা, কার অপরাধে কেবা যায় বাঁধা,
ঘুচায়ে দাও হরি সাহেবের ধাক্কা, মুক্তি যা'তে মোরা পাই তিনজন॥

(শ্রীরামরঞ্জনের কুঠরী হইতে বাহিরে আগমন।)

পয়ার।

বালক না গেল ধরা খুঁজি বহু স্থান
সাহেব দুঃখিত হয়ে শিহুড়িতে যান।
সেই কথা লোক-মুখে বালক শুনিল
কুঠরী হইতে তবে বাহিরে আইল।
অধীরে রুধির-ধারা বহিতেছে গায়
দেখিয়া দারুণ দুখ, বুক্ ফেটে যায়।
পুরবাসী সকলেতে নিকটে আসিয়া
জল ঢালি সে রুধির দিল ধোয়াইয়া।
তবে কিছুক্ষণ পরে বালক কাতরে
সঙ্গিগণ সহ যান আপনার ঘরে।
সন্ধ্যার সময়ে কহি সকরুণ বাণী
রুক্মিণী (১) আলয়ে যান কর্ত্রী ঠাকুরাণী।
তথায় যাইয়া মাতা ছাড়েন নিশ্বাস
হেনকালে বালক চলিল তাঁর পাশ।

(১) রুক্মিণী—শ্রীমতী রুক্মিণী কুমারী দেবী, ইনি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর পিসী।

বালক-পৃষ্ঠেতে হ'ল বড়-চির-চিহ্ন
দেখি জননীর হয় হৃদয় বিদীর্ণ।
দু'নয়নে শতধারা বহে শুষ্ক মুখ
তাহা দেখি জননীর ফেটে যায় বুক।
শিরে করহানি পুনঃ করে হায় হায়
কহেন এ কষ্ট কভু কেহ নাহি পায়।

ষোড়শাক্ষরী।

রামের তুল্য নাম নাই, কাশীর তুল্য ধাম
বাঁশীর তুল্য স্বর নাই, বালির তুল্য গ্রাম।
গঙ্গার তুল্য নদী নাই, সাগর-তুল্য জল
শ্যামের তুল্য দয়া নাই, আমের তুল্য ফল।
ভ্রমর-তুল্য কীট নাই ময়ূর-তুল্য পাখী
ভাগীর তুল্য জ্বালা নাই, মৃগীর তুল্য আঁখি।
ভীমের তুল্য গদা নাই, নিমের তুল্য তিত
সিম-তুল্য রুক্ষ নাই, গাভীর তুল্য ঘৃত।
ইষ্টের তুল্য দেবতা নাই, কৃষ্ণ-তুল্য রূপ
গগণ-তুল্য উচ্চ নাই, বৈশাখ-তুল্য ধূপ্।
কবরী-তুল্য পুষ্প নাই, সুরভি-তুল্য গাই
বিষ্ণুর তুল্য ইষ্ট নাই, লক্ষ্মণ-তুল্য ভাই।

ব্যাধের তুল্য নীচ নাই, চাঁদের তুল্য মুখ
অঞ্জন-তুল্য কালো নাই, রঞ্জন-তুল্য দুখ।

(শ্রীযুক্ত রামরঞ্জনের, দুবরাজপুরে গমন ও নবীন
প্রভৃতির প্রত্যাগমন।)

ঐরূপে আক্ষেপ বহু করিতে করিতে
উভয়-নয়নে বারি লাগিল বহিতে।
কান্দিয়া বালক কহে ঠাকুরাণী-পদে
বল মাতা কি করিব এ হেন বিপদে ?
ঠাকুরাণী বলে বাছা মোরে কি সুধাও
লুকাইতে দুবরাজপুরে চলি যাও।
শুনি বাণী ভক্তি সহ প্রণমিয়া পায়
দুবরাজপুরে যান হইয়া বিদায়।
সে সময় ঠাকুরাণী কেন্দে যা বলিল
তাহা শুনি সকলের হৃদয় দ্রবিল।
মায়ের করুণা শুনি কাঁদিতে কাঁদিতে
বালক চলিয়া যান অতি ত্বরান্বিতে।
দুবরাজপুরে যান পূর্ণিমার চাঁদ
সঙ্গে চলে ওমরালী সারদা প্রসাদ।

কভু দ্রুতগতি যান কভু ধীরে ধীরে
উপনীত হন্ গিয়ে মাহাতা মন্দিরে।
তাহারা বালকে দেখি সম্ভ্রমে উঠিল
সমাদরে উপযুক্ত স্থানে বসাইল।
বালক-মুখেতে বার্ত্তা শুনিয়া সংক্ষেপ
করিতে লাগিল তারা অনেক আক্ষেপ।
তবে দুই দিন পরে পেয়ে শুভবাণী
উপনীত হন তথা কর্ত্রী ঠাকুরাণী।
গ্রেফ্‌তার হয়ে যারা যারা গিয়াছিল
তাহারা খালাস হয়ে আসিয়া মিলিল।

(শ্রীযুক্ত রামরঞ্জনের নগীরাজপুরে গমন।)

নবীন দেওয়ান মহানন্দ মহামতি
ঠাকুরাণী সহ সবে করয়ে যুকতি।
নাবালক বীরভূমে রাখা না হইবে
সাহেব সন্ধান পেয়ে অবশ্য ধরিবে।
অতএব রাখিতে হইবে অতি দূরে
পাঠাইয়া দেন্ এবে নগীরাজপুরে।
কর্ত্রী মাতা বলে আমি তাহা নাহি দিব
দূরদেশে বাছা গেলে জীবনে না জীব।

তবে বহুজনে আসি বলি বহুমত
অনেক যতনে তাঁরে করেন সম্মত।
সেই নিশাযোগে নাবালক বাহাদুর
শিবিকারোহণে যান নণ্ডীরাজপুর।
শিবিকা বাহকগণ চলে ধীরি ধীরি
সঙ্গেতে চলিল এক ভৃত্য বিন্ধ্যগিরি (১)।
মুকুন্দলায়েক (২) এক অশ্বেতে চড়িল
পাঁচড়া (৩) পর্য্যন্ত তিনি রাখিতে চলিল।
যাইতে যাইতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
উপনীত হন্ গিয়ে পাঁচড়া-প্রান্তর।
গ্রামের বাহিরে রাখি নাবালক চাঁদ
মুকুন্দ দিলেন গিয়ে গোপালে (৪) সংবাদ।
শ্রীনন্দগোপাল শুনি সব সমাচার
বালক রাখিতে নাহি করে অঙ্গীকার।
মুকুন্দলায়েক তারে অনেক বলিয়া
নাবালক নিকটেতে এলেন চলিয়া।

---

(১) বিন্ধ্যগিরি—পছেড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীবিন্ধ্যগিরি ভাণ্ডারী, এব্যক্তি বিশ্বস্ত খানসামা।

(২) মুকুন্দলায়েক—হুবরাজপুব নিবাসী শ্রীমুকুন্দনারায়ণ লায়েক।

(৩) পাচড়া—একটি গ্রাম।

(৪) গোপাল—পাঁচড়াগ্রামের জমীদার শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাবালক জিজ্ঞাসে, কি বলিলেক নন্দ
মুকুন্দ বলিল, কথা ভাল নয় মন্দ।
তোমারে লইতে তিনি আপন-আলয়
না পারেন কোনক্রমে হইয়াছে ভয়।
মুকুন্দ মুখেতে শুনি কথা অনুচিত
হইল বালক-মন বিষাদে পূরিত।
মুকুন্দেরে বলে তুমি ফিরে যাও ভাই
আমি আর কি করিব নণ্ডী চলে যাই।
বলেন মুকুন্দ নিশা থাকিবে যাবৎ
আমি হে তোমার সঙ্গে থাকিব তাবৎ।
বিধির লিখন যাহা কে পারে খণ্ডিতে
স্থানাভাবে নিশাযোগে চলেন নণ্ডীতে।
শ্রীগোপাল নাবালকে স্থান নাহি দিল
তাহে তাঁর মন প্রাণ কাঁদিতে লাগিল।
গোপালের রাজাদিকে ভক্তি ছিল অতি
তবে যে ঘটিল ইহা সময়ের গতি।
যাহা হ'ক সে কথায় ফল নাহি আর
বালক চলিয়া গেল অজয়ের পার।
কিছুদূর গিয়ে নিশা হইল প্রভাত
মুকুন্দ ছাড়েন তবে বালকের সাত।

মধু-ভাষে সম্ভাষিয়া ফিরে ঘরে গেল
নাবালক নণ্ডীরাজপুরে (১) চলে এল।
চক্রবর্ত্তী বাবুগণ নিকটে আসিয়া
পরিচয় জিজ্ঞাসেন আনন্দে ভাসিয়া।
নাবালক দিলেন আপন-পরিচয়
শ্রবণ করিয়া তাঁরা মানিল বিস্ময়।
আদরে লইয়া গেল আপনার বাস
যতনে করেন তথা এক মাস বাস।
চক্রবর্ত্তী বাবুদের ভীষণ শাসনে
প্রকাশ করিতে না পারিল কোনজনে।
এক মাস পরে যাহা ঘটিল ঘটন
বিস্তারিয়া বলি তাহা করহ শ্রবণ।
একদিন নাবালকে বসায়ে নির্জ্জনে
সুধান পরেশ (২) অতি মধুর বচনে।
বলহ বালক মোর সন্দেহ ঘুচাও
কেন বা পরের ঘরে লুকায়ে বেড়াও।
বালক কহেন শুন সুধীর প্রবীণ
অলপ বয়সে আমি হই পিতৃহীন।
কোর্টেতে সম্পত্তি গেল সেই সে কারণে
রাজ্য-রক্ষা করে আসি ম্যানেজারগণে।

(১) নণ্ডীরাজপুর—একটী গ্রাম।

(২) পরেশ—নণ্ডীরাজপুর নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী।

আমারে যতন করি পড়া'বার তরে
কলিকাতা পাঠাইতে চাহেন সত্বরে।
শুনিয়া সে সহরের লোণা গাংপানি
পাঠা'য়ে না দেন মোরে কর্ত্রী ঠাকুরাণী।
হুকুম-অমান্য হেতু করি মহাধুম্
বলেতে ধরিতে মোরে হয়েছে হুকুম।
সেই সে কারণে বহুজন-উপদেশে
লুকায়ে বেড়াই আমি স্বদেশে বিদেশে
পরেশ বলেন বাছা এ কথা সুধাই
তোমার দেশে কি কেহ ভাল লোক নাই?
হুজুরে হাজির হয়ে প্রার্থনা প্রকাশি
লইয়া নারিল যেতে পুণ্যধাম কাশী।
সেখানে পড়িলে কিছু হইতনা ভয়
শুনা আছে কাশীধামে লোণা জল নয়।
এত বলি পরেশ ডাকিয়া নিজ-জনে
বলিতে লাগিলা কিছু মধুর বচনে।
বিজয় লায়েক (১) হন পরেশের ভাই
কহেন পরেশনাথ তাঁর মুখ চাই।

---

(১) বিজয় লায়েক—নওঁয়াজপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিজয় চন্দ্র লায়েক ইনি শ্রীযুক্ত বাবু পরেশনাথ চক্রবর্ত্তীর গ্রাম্য সম্বন্ধে ভ্রাতা।

মোর কথা মন দিয়া শুন হে বিজয়
আর হেথা নাবালকে রাখা ভাল নয়।
কি জানি এ কথা যদি হয় পরকাশ
সন্মান না রবে তবে হবে সর্ব্বনাশ।
যদি সবে আপনার সুমঙ্গল চাও
নাবালকে ভিন্ন স্থানে পাঠাইয়া দাও।

ত্রিপদী।

শুনিয়ে এ কথা মনে পেয়ে ব্যথা
বিজয় লায়েক বলে
শ্রীরাজনন্দনে যাইতে ভবনে
বলিতে নারিব ছলে।
বিশেষ উপায় করিয়ে ত্বরায়
এ দায়ে উদ্ধার কর
হবে তব যশ ব্যাপ্ত দিক দশ
পৌরুষ ঘুষিবে নর।
বালকের হিত কর যথোচিত
ভাবি মঙ্গল উদ্দেশে
রাজার তনয়ে নাহি যাব লয়ে
অন্য কোন দূরদেশে।

শ্রীপরেশ কয় শুন হে বিজয়
আমার বাসনা তাই
তবে যে বিদায় দিতে মন চায়
ভাবী ভাবি ভয় পাই।
এই নাবালক অসংখ্য-পালক
কুলের তিলকমণি
বিদেশে তাহায় করিতে বিদায়
হৃদয়ে দংশয়ে ফণী।
রাখিতে কাশীতে বাঞ্ছা হয় চিতে
কিন্তু প্রকাশিতে ডরি
যদি ঠাকুরাণী মানেন এ বাণী
তবে সে হাজির করি।
বিজয় তখনি বলেন অমনি
ঠাকুরাণী অন্ত পুরে
তাহার সদনে যাবে কোন জনে
আছেন অনেক দূরে।
শ্রীপরেশ কয় পর-কার্য্য নয়
যা(ও)য়া সে উচিত মোর
কি করিব ভাই গতি শক্তি নাই
তাই আশা করি তোর।

কল্য প্রাতে গিয়া মা'কে সম্ভাষিয়া
কহিবে সকল বাণী
যা'হইবে ধার্য্য করিব সে কার্য্য
তাহে নাহি কিছু হানি।

(বালক ধরিবার জন্য ছদ্মবেশে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল দারোগার নণ্ডীরাজপুরে আগমন।)

পয়ার।

পরে সে বিজয় বুঝি পরেশ-অন্তর
পালক বালক লয়ে যায় নিজ-ঘর।
আপনার ঘরে লয়ে অতি সযতনে
রাখিল গোপন ভাবে শ্রীরামরঞ্জনে।
তবে সে দুখের কথা শুন সর্ব্বজন
অকস্মাৎ করে পুরে দারোগা গমন।
সেই সে দারোগা ক্রোধী নাম শ্যামলাল
অপরাধী জনগণে সাক্ষাৎ সে.কাল।
সেই শ্যামলাল ভাল ছদ্মবেশ ধরি
চটকেতে চলে যায় ঘোটকেতে চড়ি।
পথে কিছু বিভীষিকা দেখিয়া ঘোড়ায়
উচু হয়ে সোজাপথে যাইতে না চায়।

'চড়াম্ চড়াম্' করি মারে দুই কোড়া
'দড়াম্ দড়াম্' করি চলে তবে ঘোড়া।
'তড়্‌বড়্ তড়্‌বড়্' করি কভু ধায়
'দড়্‌বড়্ দড়্‌বড়্' শব্দ হয় তায়।
'হট হট' 'গট গট' 'খট খট' রবে
'চটপট' চলে যায় আপন-গরবে।
বাজে 'রম্ ঝম্ ঝম্' ঘুঙ্গুর গলায়
'দম্ দম্' 'ধম্ ধম্' করে চলে যায়।
কভু যায় কদমেতে কভু যায় টাপে
খুরের জোরের দাপে বসুমতী কাঁপে।
লাগাম টানিয়া ধরে সোয়ার সবলে
লাগামে আনিতে গেলে তবু জোরে চলে।
চিবায় লাগাম-লোহা 'কড়র্ কড়র্'
চাবুলি-শবদ উঠে 'ফড়র্ ফড়র্।'
মুখ বেয়ে লাল পড়ে 'গড়র্ গড়র্'
লাগাম ঝাড়ুনি সাড়া 'ঝড়র্ ঝড়র্।'
চেহেঁহেঁ চীৎকার করি চলে যায় ঘোড়া
পুরে প্রবেশিতে পথ বেশী নাই থোড়া।
একক ঘোটকে এত উড়াইল ধুলি
আন্ধার হইয়া গেল রাজপথ-কুলি।

একস্থানে বসে ছিলা অনেক মানব
ঘোটক-চটক্ দেখি চমকিল সব।
অশ্বারোহী নিকটেতে দেখি সর্ব্বজনে
পরিচয় জিজ্ঞাসেন মধুর বচনে।
কোথায় তোমার ধাম কিবা নাম হয়
কৃপা করি পরিচয় দেহ মহাশয়!
শুনি শ্যাম কহে মম ধাম হেতমপুর
রাজ-কর্ম্মচারী আমি ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
কর্ত্রীঠাকুরাণী অদ্য পাঠাইলা মোরে
নাবালক রঞ্জনের তত্ত্ব করিবারে।
কিন্তু কার ঘরে আছে কিছুই না জানি
সে কারণে তোমাদিকে জিজ্ঞাসি এ বাণী।
দয়া করি সেই কথা বল সর্ব্বজন
কাহার ঘরেতে আছে শ্রীরামরঞ্জন?
তারা বলে মহাশয়! জানি সমুদয়
বলিতে সে সব কথা মনে পাই ভয়।
চক্রবর্ত্তী নিষেধিল্ল কেমনে বলিব
জানিতে পারিলে পরে বিপদে পড়িব।
শ্যাম কয়, মম বাক্যে করিয়া বিশ্বাস
নির্ভয়ে সকল কথা করহ প্রকাশ।

শ্যামের আশ্বাস বাক্য করিয়া শ্রবণ
সবিশেষ পরিচয় বলে সর্ব্বজন।
তোমার মনিব আছে লায়েকের ঘরে
যাইয়া সক্ষাৎ কর হরিষ অন্তরে।

ত্রিপদী।

এ কথা শ্রবণ করিয়া তখন
মনেতে ভাবিল শ্যাম
আজ শুভক্ষণে আসি এ ভবনে
পূরিল মনের কাম।
আর কেন ছল ত্যজিয়া সকল
স্ববলে ধরিয়া লব
গেল যদি জানা শুনিব না মানা
পরোয়ানা দেখাইব।
মনের উল্লাসে বিজয়ের পাশে
চলিতেছে শ্যামলাল
ধরি অশ্ব-বাগে দাঁড়াইলা আগে
রাগে করি চক্ষু লাল।
গিয়া বহির্দ্বারে ডাকে বারে বারে
"বিজয়" "বিজয়" করি

শুনিয়া বিজয় ক্রোধভরে কয়
কে ডাকিছে নাম ধরি ?

পয়ার।

বিজয় বলিছে মোর নাই খুড়া জেঠা
নাম ধরে ডাকে মোর কেটা অই ঠেঁটা।
দেখ রে দ্বারেতে কেবা আছ দ্বারবান্
কোন নর করে আসি এত অপমান।
প্রবীণ ব্রাহ্মণ যদি হয় অনুমান
যেন নাহি হয় কোনরূপে অপমান।
ইহা শুনি দ্বারবান্ ক্রোধভরে যায়
বটু নহে দেখি কটু বলিল তাহায়।
ছদ্মবেশী দারোগারে চিনিতে নারিল
তাহার কারণে মন্দ অনেক বলিল।

(শ্রীযুক্ত শ্যামলাল দারোগার প্রত্যাগমন)

ষোড়শাক্ষরী কাঞ্চীযমক।

তবে শুনিয়া তাহার কথা বলে শ্যামলাল
লাল করিয়া যুগল আঁখি উঠাইয়া ভাল্।
ভাল্ ভাল্রে আমায়, আমি তোমার শমন
মন স্থির করি দেখ তোর্ নিকটে মরণ।

রণ-বেশে এসে মুখলাড় এ কিরে ভরসা
রসা দিয়ে হাতে বেন্ধে তোরে মারিব দু'কশা।
কশা নিঙাড়িয়া ধরে লয়ে যাইব তোমায়
মায় শ্রীরাজকুমার আর লায়েক বেজায়।
জায় বেজায় করিয়া জারি কর বিপরীত
রীত ছাড়িয়া কহরে কথা অতি অনুচিত।
চিত ভীত নহে তোর জারি করার বিধায়
ধায় বালক ধরিতে রাগে ফুলাইয়া কায়।
কায় ভয় নাহি পায় অতি সাহসী জীবন
বন-শার্দ্দূল জিনিয়া সে ত করয়ে গর্জ্জন।
জন জনকের নাম ভুলে দেখিয়ে দশন
"শন্‌শন্" করি বহে ঘন নাশার পবন।
"বন্‌বন্" করি ঘুরাইয়া করের অঙ্গুলি
গুলি বজর্ বাটুল যিনি কটু কথাগুলি।
"গুলিমালি" গালাগালি তার নাহিক বিরাম
রামরঞ্জন শুনিয়া বলে "গেলাম গেলাম।"

(শ্রীযুক্ত রামরঞ্জনকে স্থানান্তরে পাঠাইবার উপায়।)

তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি বিজয় লায়েক
দ্বারেতে বসিয়া কটু বলিল অনেক।

তবে ছদ্মবেশী জনে দারোগা জানিল
অনেক বিনয়বাক্যে বিদায় করিল।
পরে সে পরেশ-কাছে হয়ে উপনীত
প্রকাশি সকল কথা করায় বিদিত।
দারোগা আসিয়া যাহা দৌরাত্ম্য করিল
সবিশেষ সব কথা-পরিচয় দিল।
শুনিয়া পরেশ কহে বিজয়ের ঠাঁই
শ্রীরামরঞ্জনে আর রেখে কাজ নাই।
সঙ্গে লয়ে যাও তুমি দুই চারি জন
এই রাত্রে স্থানান্তরে রাখা প্রয়োজন।
তাহার আদেশ-বাক্য শুনিয়া বিজয়
বলেন যাইব অন্য নাহিক সংশয়।
পরেশ বলিল শীঘ্র করহ উপায়
বিলম্ব হইলে পরে ঘটিবেক দায়।
এত শুনি বিজয় আসিয়া নিজ-ঘরে
লোক জোটাইতে আজ্ঞা করে গিরিধরে *।
গিরিধর আনি দিল শিবিকা-বাহক
ঘরের বাহিরে তবে যায় নাবালক।

---

* গিরিধর—একজন লোকের নাম।

যাহারে লাগয়ে বিধি কে রাখিবে তায়
কোন স্থানে গিয়া সে ত সুখ নাহি পায়।
নলিনী যেমন বহ্নি-ভয়ের কারণ
জীবন মাঝারে যায় জুড়া'তে জীবন।
স্থান ত্যাগ হ'ল মাত্র না জুড়ায় জলে
পোড়াইয়া দেয় তারে হিমরূপানলে।
শশী যথা সিন্ধু-মাঝে অনল-জ্বালায়
অম্বু-বাস ত্যজি সে ত শম্ভু-শিরে যায়।
তথায় হইল দুঃখ ফণীর দংশনে
বিষম বিষের ভয়ে উঠিল গগণে।
গগণে যাইয়া তার না ঘুচিল ত্রাস্
বিধির বিধানে তথা রাহু করে গ্রাস্।
কমল কুমুদ-বন্ধু উভয়ে যেমন
সেরূপ এখন দুঃখী শ্রীরামরঞ্জন।

গীত।

বিধির লেখা কে পারে খণ্ডিতে।
কি দণ্ডীতে কি পণ্ডিতে;
দুঃখ বলিব কি আর, শ্রীরাজকুমার
থাকিতে পেলেনা সুখময় নণ্ডীতে॥

হত বিধি ভাগ্যে লিখিয়াছে যত, সময়ে অবশ্য ফলিবেক তত,
তেমনি দশা, যেমন সমাধি স্থরথ,
(হয়ে) ছিলেন বিব্রত শুনেছি চণ্ডীতে ॥
বয়সে প্রবীণ দয়াল পরেশ, বালকে পাঠায়ে দিল দূরদেশ,
পুরাকালে যেন দেবহৃষীকেশ,
করেন্, পাণ্ডবের দ্বেষ, দণ্ডীরে দণ্ডিতে ॥
বিধির লেখা হেতু যে যথায় যায়, অবশ্য যাইবে কে রাখিবে তায়,
যেমন রাবণ ধরিল লক্ষ্মী-সীতামায়,
রাখিতে নারিল লক্ষ্মণ গণ্ডীতে ॥

(শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন কর্ত্তৃক ৺দামোদরের স্তব।)

পয়ার।

নণ্ডীতে না হ'ল থাকা বালক জানিল
মনের বেদনা পেয়ে কাঁদিতে লাগিল।
চক্রবর্ত্তী-পাদপদ্মে করিয়া প্রণাম
দামোদর * মন্দিরেতে যান রাজারাম।
প্রাঙ্গনেতে গিয়া তথা দিয়া গড়াগড়ি
বলিতে লাগিলা শিশু করজোড় করি।

---

* দামোদর—নণ্ডী গ্রামস্থিত বাবুদিগের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্ত্তি।

জয় দামোদরচন্দ্র জগৎ-জীবন
অধম-জনের গতি পতিত-পাবন।
জয়-মধু-মুর-হর নরক-নাশন
বিপদ-ভঞ্জন হরি শ্রীমধুসূদন।
জয় ধ্রুব-নাথ পদ্মপলাশলোচন
দয়াময় দরিদ্রের দুঃখবিমোচন।
জয় হে প্রহ্লাদ-প্রভো! জয় নরহরি
রক্ষ কমলাক্ষ কৃপা-কটাক্ষ বিতরি।
জয় কুশধ্বজ-প্রভু গোলকের ইন্দু
জয় হে কমলাপতে করুণার সিন্ধু।
বালক-পালক প্রভু তুমি চিরকাল
বিষ-জল পানে প্রাণ পাইল রাখাল।
আমি ত বালক অতি, তোমার ভকত
তবে কেন না রাখিবে তাহাদের মত?
এত বলি কান্দি শিশু হৃদে করি ধ্যান
অতি অপরূপ রূপ দেখিবারে পান।
পূরব পুণ্যের ফলে নিরখে যেরূপ
প্রকাশ করিয়া কিছু কহিব সেরূপ।

লঘু-ত্রিপদী।

কিবা দামোদর- চন্দ্র মনোহর
রতন-আসন-মাঝে
বামে ভানুসুতা যেন হেম-লতা
তমালে বেড়িয়া সাজে।
অতি সুশোভন অঙ্গের গঠন
নিরখি মানস মাতে
কিবা সে বদন কমল যেমন
অরুণ নয়ন তাতে।
আজানুলম্বিত ভুজ সুশোভিত
জগতের হিত যাতে
শার্ঙ্গ শরাসন অতি সুশোভন
কিরীট মুকুট মাথে।
বিশাল হৃদয় কমলা-আলয়
গোপী-সুখোদয়কারী
উরু করি-কর জিনি মনোহর
অখিল-অন্তর-হারী।
শোণ শতদল সম পদতল
নখ ঝলমল তাতে

হেরিয়া বরণ হেন হয় মন
তরুণ অরুণ প্রাতে।
হেন রূপ স্মরি অনুমান করি
মনের বিশ্বাস এই
না পারে ভুলিতে কেহ কোনমতে
বারেক দেখেছে যেই!
স্মরিয়ে শ্রীহরি শিবিকাতে চড়ি
নিরানন্দ মনে যায়
অন্তরেতে হরি পদ চিন্তা করি
বলে হরি হর দায়।
বলি কর জোড়ে রক্ষা কর মোরে
নিকটে আসি কেশব!
করি কৃপা দান রক্ষ ভগবান
হর হে যাতনা সব।
আমি মন্দমতি না জানি ভকতি
তব প্রতি প্রীতি নাই
ভজন পূজন চরণ-সেবন
করিতে কভু না চাই।
ভরসা আমার শ্রীনাথ! তোমার
অধম জনার গতি

ডাকি একচিতে আসি দেখা দিতে
হবে হে কমলাপতি।
এ দুঃখ অকূল পাথারেতে কূল
অনুকূল হয়ে দাও
ত্বরা আনি তরি দেহ পার করি
(ভব) কাণ্ডারী মোরে বাঁচাও।

গীত।

কাতরে করুণা কর কৃপাময় হরি।
দাও যদি অভয় পদ তবে এই বিপদে তরি ॥
হয়ে রাজ-তনয় হইলাম দীন, কান্দিয়ে বেড়াই চিরদিন,
হয়ে দীনের অধীন, বাল্যকালে পিতৃবিহীন হয়ে
হ'লাম হে ভিখারী ॥
যে দুঃখ হৃদয়ে উঠে, জানাইব কার নিকটে, পড়্‌লাম সঙ্কটে,
থাকৃতে পাই না রাজ্যপাটে, অজ্ঞাতে বসতি করি ॥
ঐশ্বর্য্য হইল কাল, কান্দিতে জনম গেল, বরং দীন দুঃখী ভাল,
কোথায় বা থাকি সকাল, কোথায় বা পোহাই শর্ব্বরী ॥

(শ্রীযুক্ত রামরঞ্জনের মহিষখাপুরী* গ্রামে গমন।)

এইরূপ নানা চিন্তা করি মনে মনে
উপনীত হন্ আসি নিবিড় কাননে।
একে ঘোর নিশা তাহে পথ ভয়ঙ্কর
শিবিকা-বাহকগণ তাহাতে কাতর।
ঘন ঘন ডাকে শিবা শার্দ্দূলের সঙ্গ
তাহা শুনি বালকের কাঁপিতেছে অঙ্গ।
এইমতে সকলেতে আসিতে আসিতে
"মহিষখাপুরী" গ্রামে আইল ত্বরিতে।
গ্রাম প্রবেশিয়া সবে অতি ধীরে ধীরে
প্রবেশ করেন তারাশঙ্কর-মন্দিরে।
বলেন শঙ্কর আসি বিজয়ের প্রতি
নিশাকালে আগমন কেন মহামতি ?
তাহার বচন শুনি কহেন বিজয়
এ সকল বিবরণ শুন মহাশয়! —
বীরভূম-মধ্যে যে হেতমপুর গ্রাম
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ছিলেন সে ধাম।

---

* মহিষখাপুরী গ্রাম—রাণীগঞ্জের নিকটস্থিত, বর্দ্ধমান জেলার অধীন। ঐ গ্রাম হেতমপুর হইতে প্রায় ১৫ ক্রোশ দুরস্থিত।

তাঁহার নন্দন নাম শ্রীরামরঞ্জন
তিনি অদ্য আইলেন তোমার ভবন।
নিদ্রিত আছেন এই শিবিকা-উপরে
রাখিতে হইবে তাঁরে পরম আদরে।
সেইজন্য আইলাম তোমার আলয়
অন্য কোন প্রয়োজন নাহি মহাশয়।
এ কথা শুনিয়া তবে শ্রীতারাশঙ্কর
শিবিকা হইতে তাঁরে আনিল সত্বর।

(শ্রীযুক্ত রামরঞ্জনের গোপালপুর গ্রামে (১) গমন।)

সমাদরে তিন রাত্রি তথায় থাকিয়া
সকলে গোপালপুরে চলেন হাঁটিয়া।
অগ্রে যান বিন্ধ্যগিরি পশ্চাতে বিজয়
মধ্যে যান নাবালক সভয় হৃদয়।
অতি মন্দ মন্দ গতি চলিতে না পারে
পথে যা হইল কষ্ট জানাইব কারে।
তাহা দেখি বিন্ধ্যগিরি বলেন তখন
এস মম স্কন্ধ'পরে কর আরোহণ।

---

(১) গোপালপুর গ্রাম—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চৌকী রাণীগঞ্জের অধীন। হেতমপুর হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী।

চলিতে অশক্ত শিশু বলে আর কান্দে
কেমনেতে বিন্ধ্যগিরি করিবে হে কান্ধে।
সহজে কুচল পথ তাহে আন্ধিয়ার
তাহাতে কণ্টক-বন যাওয়া হ'ল ভার।
সঙ্গেতে আছিলা মোর বিজয় শঙ্কর
তাহারা চলিয়া গেল আগেতে বিস্তর।
হায় হায় এ কি দায় কেমনেতে যাই
সেই দোঁহাকার সঙ্গ কেমনেতে পাই।
বিন্ধ্যগিরি কহে তুমি ডাক উচ্চরবে
শুনিয়া তোমার সাড়া দাঁড়াইবে সবে।
এত শুনি নাবালক অতি উচ্চস্বরে
ডাকিতে লাগিল বাবু শ্রীতারাশঙ্করে।

গীত।

'ওহে শঙ্কর! আমায় সঙ্গ কর, আমার শংকর করুণা করি।
এই পন্থা ভয়ঙ্কর, (পায়ে) ফুটিল কঙ্কর,
হায় কি ঘটা'লেন শঙ্কর শঙ্করী॥
কণ্টক-বিকীর্ণ কুহর কান্তার, তাহে কুহু-নিশি অতি অন্ধকার,
অন্ধের মত দেখ্‌তে পাই না আর,
'পথে যাওয়া হ'ল ভার আর চলিতে নারি॥

চিরকাল বসে থাকিতাম বাটীতে, কখন পারি না মাটীতে হাঁটিতে,
পড়ে কণ্টকের চির রুধির গাটীতে,
পাটীতে বেদনা হয়েছে ভারী ॥

পয়ার।

বিজয় লায়েক আর শ্রীতারাশঙ্কর
শুনিতে পাইল সুধাময় কণ্ঠস্বর।
উভয়েতে তবে নিজ-পাছু পানে চায়
নিকটে বালক-মুখ দেখিতে না পায়।
না দেখিয়া নাবালক আর নাহি যায়
কর ধরাধরি করি উভয়ে দাঁড়ায়।
পথ-পানে চেয়ে দোঁহে ভাবিতে লাগিল
কতক্ষণ পরে আসি বালক মিলিল।
দেখিল নলিন-মুখ মলিন হয়েছে
সুকোমল দেহ, ভয়ে শুকায়ে গিয়েছে।
কঙ্কর কণ্টক কত ফুটিয়াছে পায়
অধীরে রুধির-ধারা ঝরিতেছে তায়।
'কল কল' শ্রমজল পড়িতেছে গায়
বিন্ধ্যগিরি ইন্দু-মুখ যতনে মুছায়।

বিজয় বলিল কি বা হইল তোমার
বালক বলিছে চলে যাওয়া হ'ল ভার।
শঙ্কর বলিছে কেন হইলে অচল
বালক বলিছে আর গায়ে নাহি বল।
পিপাসায় ছাতি ফাটে কণ্ঠ শুষ্ক তায়
যান বিনা যেতে নারি প্রাণ যায় যায়!
তবে সে বিজয় বলে শুন রাজারাম
এই বটবৃক্ষ-মূলে করহ বিশ্রাম।
ঐ দেখ সরোবর অতি মনোহর
জলপান করি তাহে জুড়াও অন্তর।
এ কথা শুনিয়া শিশু দ্রুতগতি যান
সরোবরে নামিয়া করেন জলপান।
স্বর্ণপাত্রে জল যিনি না খান ধরিয়া
তিনি জল খান আজি অঞ্জলি করিয়া।
না মিলিল খাজা গজা কিম্বা মিষ্টফল
শুধু জল হ'ল খেতে অদৃষ্টের ফল।
জলপান করাইয়া শ্রীরামরঞ্জনে
বসাইলা বৃক্ষ-মূলে পল্লব-আসনে।
শীতল করিতে তাঁরে তিতল বসনে
ব্যজন করিতে লাগে দুই তিন জনে।

কোমল শরীরে ক্লান্তি তবু নাহি যায়
শ্রম-জলজাল গড়ি পড়িতেছে পায়।
সে হেন যাতনা দেখি হেন লয় মনে
রামের বসতি যেন পঞ্চবটী-বনে।

গীত।

যেমন রামের বাস পঞ্চবটী-বনে।
তেমনি এক্ষণ শ্রীরামরঞ্জন বসিলেন বৃক্ষ-পত্রাসনে॥
বনবাস কালে রাম রঘুবীর, বেন্ধে ছিলেন বনে পত্রের কুটীর,
ইনি কুটীরবিহীন সতত অস্থির, নিরবধি নীর বহে দু'নয়নে॥
রঞ্জনের দুঃখ রাম সমতুল, করিয়া দেখিনু হ'ল মম ভুল,
ইনি নাহি পান বনে খেতে ফলমূল,
তাহে সতত আকুল, ভীষণ শাসনে॥

পয়ার।

কিছুক্ষণ শ্রান্তি দূর করিয়া তথায়
অতি কষ্টে নাবালক ধীরে ধীরে যায়।

লঘু-ত্রিপদী।

চরণযুগল অতি সুকোমল
যাইতে বেদনা পায়

সুকঠিন বাটে ধীরে ধীরে হাঁটে
কি দুঃখ বলিব হায়।
যেতে পদব্রজে বাজা পায়ে বাজে
'উহু উহু' করি চলে
বুক্ বেয়ে ঘাম পড়ে অবিরাম
'গেলাম গেলাম' বলে।
হায়্রে কি দুঃখ বিধাতা বিমুখ
দেখে বুক্ যায় ফেটে
মাতঙ্গে তুরঙ্গে যে যায় সুরঙ্গে
সে কি যেতে পারে হেঁটে?

গীত।

হায় বিধি কি অবিধি ঘটন ঘটা'লে এক্ষণ।
বন-মাঝে পদব্রজে রজে যায় রাজ-নন্দন॥
একে ঘোর অন্ধকার, দৃষ্টি নাহি চলে কার,
কেমনে রাজ-কুমার কান্তারে করে ভ্রমণ॥
পালঙ্ক-শয়নে যাঁরে রাখিতে আতঙ্ক হয়,
সে ধনে আজ বন-মাঝে দেখি বিদীর্ণ হৃদয়,
যে যায় অশ্ব তরণীতে, পদ দেয়না ধরণীতে,
সে কি কঠিন অবনীতে কর্‌তে পারে পদার্পণ॥

পয়ার।

তবে সে বালক কষ্ট পাইয়া প্রচুর
শ্রীগোপাল স্মরি চলে শ্রীগোপালপুর।
যাইতে যাইতে পদে বেড়য়ে লতিকা
তাহার উপরে দেখে কত বিভীষিকা।
"খুকু খুকু" "হুকু হুকু" করিছে ভল্লুক
"উকু উকু" রবে কত ডাকিছে উল্লুক।
"ঝড়্ ঝড়্" শব্দ ক'রে বহিছে বাতাস
"কড়্ কড়্" করিতেছে বেউরের বাঁশ।
"মড়্ মড়্" করিতেছে কত বৃক্ষ-ডাল
"সড়্ সড়্" স্বরে যায় শশকের পাল।
"ফুড়ুরুরু" শবদেতে উড়িছে গুড়ুর
তাহাতে চমকে প্রাণ হিয়া "দুরদুর।"
থরহরি কাঁপাইল বালকের কায়
বিজয়েরে ধরি ধরি ধীরি ধীরি যায়।
শশী অস্তাচলে যায় বিভাবরী ভোর
ছাড়ে শঠ ষট্‌পদ কুমুদিনী-ক্রোড়।
অরুণ তরুণ-কর করিছে প্রকাশ
বিমল-কমলে করে কমলিনী হাস।

এমন সময়ে অতি কাতর অন্তরে
আইলা ভূপাল-সুত শ্রীগোপালপুরে!
গোপাল-প্রাঙ্গণে (১) নিজ-কপাল ঠুকিয়া
প্রণাম করেন ভূমে লুণ্ঠিত হইয়া।
প্রণমিয়া শ্রীগোপালে জুড়ি দুই কর
ভক্তিভাবে তাঁরে স্তব করেন বিস্তর।

তোটক ছন্দঃ।

মন মাধব না ভুল কোন মতে
বল গোপ-কুলোজ্জ্বল গোপপতে!
ভব-পাতক-তারণ জানি মনে
বল, কৃষ্ণ! কৃপা কর দীন জনে।

ভব-বাঞ্ছিত শ্রীপদ বাঞ্ছ মনে
দৃঢ়-ভক্তি করে ভজ সাধুজনে।
ভব-পাতক-তারণ জানি মনে
বল, কৃষ্ণ! কৃপা কর দীন জনে।

---

(১) গোপাল—গোপালপুর-গ্রাম-স্থিত বাবুদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ।

মধুকৈটভ-নাশন বিশ্বপতে !
মুর-নাশন রক্ষ এ পাপ রতে।
ভব-পাতক-তারণ জানি মনে
বল, কৃষ্ণ ! কৃপা কর দীন জনে।

ভয় না কর ভাস্কর-পুত্র-ভয়ে
রহ যাদব মাধব নাম লয়ে।
ভব-পাতক-তারণ জানি মনে
বল, কৃষ্ণ ! কৃপা কর দীন জনে।

গীত।

নয়ন হের রে শ্রীগোপাল।
উদয় মন্দির-মাঝ, নটবর-সাজ, ঐ ব্রজরাজ শ্রীনন্দলাল ॥
গলায় মালাটী চরণেতে লুটে, ভকত জনার মন-প্রাণ লুটে,
দেখিলে মাধুরী প্রাণ কেন্দে উঠে,
শিখি-পুচ্ছ শিরে সেজেছে ভাল ॥
নাসার নলক-বর গজমতি, পলকে ঝলকে অতি তার জ্যোতি,
কণ্ঠ কয় কণ্ঠে শোভা করে অতি, বনমালা-সহ মালতী মাল ॥

পয়ার।

করিয়ে প্রণতি পুনঃ প্রণমিয়া পায়
সত্বরে শঙ্করালয়ে (১) নাবালক যায়।
শঙ্কর আদর করি আনিয়া ভবনে
বসাইল নাবালকে অপূর্ব্ব আসনে।
চাকরে আনিয়া দিল মিষ্ট-ফল জল
ফল জল খে'য়ে শিশু হইল শীতল।
ডিবা খুলি তাম্বুল লইয়া অবশেষ
বসিলেন গিয়ে দিয়ে উপাধানে ঠেস।
এমন সময়ে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ
উদয় হইল যথা শ্রীরামরঞ্জন।
অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরে দেখিয়া তথায়
প্রণাম করিয়া শিশু ধরণী লুটায়।
আশীর্ব্বাদ করি দ্বিজ কহয়ে তখন
তোমারে করুন্ কৃপা দেব নারায়ণ।

---

(১) শঙ্কর—গোপালপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। (৩৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত তারাশঙ্করও ইনি।) মহিষথাপুরী গ্রাম ইঁহার পত্তনী, অতএব তথাকার জমিদারী কাছারীতে শ্রীযুক্ত নাবালককে রাখিয়াছিলেন, পরে নিজ-বাটীতে আনেন।

এত বলি দ্বিজবর হরিষ অন্তরে
সত্বরে চলিয়া যান আপনার ঘরে।
তবেত বালক স্মরি পিতামহী মায়
বালিশে ঠেসন দিয়ে ঘামিয়া ঘুমায়।
ঘেরি ঘেরি কিঙ্কর বসিয়া চারি পাশ
করে তালবৃন্ত-সহ চামরে বাতাস।
যতক্ষণ ঘুমাইল রাজার নন্দন
ততক্ষণ করে ভৃত্য চরণ সেবন।
যবে দিনমণি প্রায় প্রখর হইল
তবে সে ঘুমায়ে শিশু জাগিয়া উঠিল।
ভৃত্যে আনি দিল জল ভৃঙ্গার ভরিয়া
মুখ প্রক্ষালিল শিশু চৌকিতে বসিয়া।
প্রাতঃকৃত্য কার্য্য সব করি সমাপন
সত্বরে করিয়া স্নান করিলা ভোজন।
ভোজনান্তে মহাভুজ ভুজ প্রক্ষালিয়া
শয়ন করেন পুনঃ শয্যা'পরে গিয়া।

•

(বিরূপাক্ষ উপাখ্যান কথনে সাহাজাদ রাজার বৃত্তান্ত।)

ভোজনান্তে তবে তারাশঙ্কর বিজয়
বালক-নিকটে আসি হইল উদয়।

দুই জন বালকের বসি দুই পাশে
কৌশলে অনেক কথা বলে আর হাঁসে।
বালকের করে ধরি বলেন শঙ্কর
কত দুঃখ পেলে বাছা আসি মম ঘর।
করিতে নারিনু আমি কোন আয়োজন
না জানি কতই কষ্টে করিলে ভোজন।
ইহা শুনি নাবালক কন্ ধীরে ধীরে
কোন কষ্ট নাই মোর তোমার মন্দিরে।
বহু শাক সূক্তা শালি অন্নাদি ব্যঞ্জন
উদর পূরিয়া আমি করেছি ভোজন।
বিনয়ে বালক পুনঃ কহে মুখ চাই
এমন কাহার ঘরে কভু খাই নাই।
খেয়েছি অনেকবিধ বহু মিষ্ট ফল
একমাত্র না মিলিল সুনির্ম্মল জল।
বিগত যামিনীযোগে জঙ্গল-ভিতরে
খাইনু নির্ম্মল জল দীর্ঘ সরোবরে।
সে দীঘি হইতে জল তুলি এক ভার
এনে যদি দেয় কোন কিঙ্কর তোমার।
তবে আর কোন কষ্ট থাকেনা আমার
দয়াতে আনা'য়ে দেহ জল এক ভার।

আর এক কথা বলি তোমার সদনে
কহ দেখি সেই দীঘি দিল কোন্ জনে।
শঙ্কর কহিছে সাহাজাদ্ নরেশ্বর
দিয়াছিলা বন-মাঝে সেই সরোবর।
রঞ্জন বলিছে সাহাজাদ্ কোন্ জন
সবিশেষ বল তাহা করিব শ্রবণ?
শঙ্কর কহেন তিনি ছিলেন গোপাল
সাধন-বলেতে পরে হ'লেন ভূপাল।
রঞ্জন কহেন কিবা করিলা সাধন
কহ দেখি সেই কথা করিব শ্রবণ?
শঙ্কর বলেন শুন শ্রীরামরঞ্জন
বিশেষ করিয়া তাহা করিব বর্ণন।
এক দিন সাহাজাদ্ গো-পালের সনে
একাকী ভ্রমিতেছিল নিবীড় কাননে।
গাভীহারা হয়ে সারা বন বুলে বুলে (১)
সন্ন্যাসী দেখিল এক বটবৃক্ষ-মূলে।
বৃহৎ ব্যাঘ্রের চর্ম্ম করিয়া আসন
গায়ে ভস্ম, শিরে জটা গেরুয়া বসন।

(১) বুলে বুলে—বেড়াইয়া বেড়াইয়া, ইহা বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলার পশ্চিমদেশীয় লোকের ভাষা।

ভালে ঊৰ্দ্ধ পুণ্ড্র সাজে জিনি অৰ্দ্ধ ইন্দু
তাহাতে সুন্দর এক সিন্দূরের বিন্দু।
দুলিছে বিশাল বক্ষে গলে অক্ষমাল
আপাদ-লম্বিত বেড়ি আছে জটাজাল।
অরুণ-কিরণ যিনি জ্যোতি সৰ্ব্বগাত্রে
কর শোভা করে শূল কপালের পাত্রে।
দেখি জটাভার আর অঙ্গের সৌষ্ঠব
মনে হয় যোগী যেন ভীষণ ভৈরব।
যোগীরে নিরখি সাহাজাদ্ শুদ্ধ মনে
প্রণাম করিল তাঁর যুগল চরণে।
সন্ন্যাসী আশীষ্ করি নিজ-হস্ত তুলি
বসিতে করেন আজ্ঞা হেলা'য়ে অঙ্গুলি।
অতি দূরে রাখাল বসিয়া কন্ প্রভু
এমন সন্ন্যাসী বনে না দেখিনু কভু।
কে হও কানন-বাসী দেহ পরিচয়
দেখিয়া তোমারে, মম হইয়াছে ভয়।
সন্ন্যাসী কহিছে ভয় না করিহ চিতে
নির্ভয় হইয়া বসি থাক এক ভিতে।
কিন্তুরে আমার এক কর উপকার
চরমে পরম ফল হইবে তোমার।

কালি করেছিনু আমি একাদশী-ব্রত
উপবাসী হয়ে আছি ক্ষুধায় বিব্রত।
থাকিতে দ্বাদশী, ব্রত রক্ষার কারণ
ফলমূল আনি দেহ করিব পারণ।
বালক বলিছে ফল বন-মধ্যে নাই
কেমনে আনিয়া দিব সন্ন্যাসি-গোঁসাই।
সন্ন্যাসী বলিছে ঐ পাকিয়াছে তাল
ত্বরিতে আনিয়া তুমি দেহরে রাখাল।
শুনি সাহাজাদ্ অতি শীঘ্র যায় ছুটে
তরল তালের গাছে 'তরতর' উঠে।
ফলের নিকটে গিয়া পদে পদে ছাঁদি
দুই হাতে নড়াইয়া দিল দুই কাঁদি।
কিঞ্চিৎ অপক্ক ফল নড়া'তে না পড়ে
তবে সে রাখাল তাল-মূলে গিয়া ধরে।
ধরিয়া ফলের মূল টানিল রাখাল
করিয়া 'খড়াক্ ধূম্' পড়ে গেল তাল।
তাল-বেলে ছিল বড় বিরুলির চাক
'ভুঁ-ভুঁ-ভুঁ-ভুঁ' শবদে উঠিল ঝাঁকে ঝাঁক।
ঘন ঘন 'গণ্ গণ্' করি 'ভন্ ভান্'
বেড়িল বিরুলী সব ভেঁড়ুলী সমান।

নিকটে মানুষ দেখি অধিক রুষিল
আসি সবে 'পটাপট্' বিন্ধিতে লাগিল।
বেঁধা ছেঁদা স্থানে ছিনু হ'ল 'টাকা টাকা'
পিঠে গুড়পিঠেমত ফুলে 'চাকা চাকা।'
চৌদিকে 'ভোঁ ভোঁ ভোঁ' করে ভোঁবিরুলীগণ
বসাইছে বিষশুঁগো বিষম জ্বলন।
বিষের জ্বলনে হাড় দেহ প্রাণ ধ্বসে
বৃশ্চিক বিন্ধয়ে যেন শেষের দিবসে।
এমন সময়ে এক বড় বিষধর
গর্জ্জিয়া উঠিল তাল-গাছের উপর।
বিরুলীতে করে 'ভোঁ ভোঁ' সাপে করে ফঁুস
তথাপি সাহসী ছেলে না হয় বেহুঁস।
বলিষ্ঠ রাখাল বড় সাহসী সে জনা
বামকরে ধরে কাল-ভুজঙ্গের ফণা।
ফোঁপান ফণায় ধরি এমন টিপিল
সাপের বাপের নাম ভুলাইয়া দিল।
ভুজঙ্গের অঙ্গ কাঁপে বিষম টিপায়
বিস্তারিত বিষ-মুখ মিলিতে না পায়।
ফণী-ফণা লুকাইল ভয়েতে কঁুকুড়ি
মুঁধি কি শালুক যেন দিবসেতে কঁুড়ি।

তবে সে ভুজঙ্গ তার ভুজাঙ্গ বেড়িল
করাবধি স্কন্ধে যেন বলয় পরিল।

একাবলি।

ভাঙ্গা-ঘর-চালে নাহিক খড়্
তাহার উপরে প্রবল ঝড়।
শেল-শূল-বেন্ধা হৃদয়-মাঝ
তাহার উপরে পড়িল বাজ।
কাণা ছেলে তাহে উঠিল চোক
ঘরে চুরি তাহে তনয়-শোক।
কাননের পথে নিশি আঁধার
তাহার উপরে জলের ধার।
জরা দেহ তাহে জ্বর-প্রকাশ
তাহার উপরে ধরিল কাশ।
বিরুলী-বিধঁনে শরীর কাঁপে
তাহার উপরে বেড়িল্ সাপে।
দুঃখের উপরে পড়িল দুখ্
নীলকণ্ঠ কহে ফাটিছে বুক্।

পয়ার।

সর্ব্বাঙ্গে বিরুলী বিঁধে হাতে আছে কাল
তথাপি কাতর নহে সাহসী রাখাল।
এক হস্তে ধরি ধরি নামি তাল-তলে
ধরিল সাপের পুচ্ছ আপনার বলে।
ভুজঙ্গ বন্ধন ভুজে যত বেড় ছিল
নিজ-পরাক্রমে ক্রমে সব খসাইল।
তবে সে ঘুরা'য়ে তারে ফেলাইল ছুড়ে
যাইয়া পড়িল সর্প বেগে বহুদূরে।
এ সব ঘটনা দেখি সন্ন্যাসী ঠাকুর
মনেতে আনন্দ-লাভ করিল প্রচুর।
রাখাল-সাহস দেখি হরিষ-অন্তরে
ডাকিলা আপন-কাছে সুমধুর স্বরে।

(সাহাজাদের সিদ্ধমন্ত্র-প্রাপ্তি ও রাজ্য-প্রাপ্তি।)

তবে সে আনিয়া তাঁরে দিল দুই তাল
তাহা ল'য়ে গোঁসাই বলিছে 'ভাল ভাল।'
ধন্যরে তোমার ধৈর্য্য ধন্যরে সাহস
এক মুখে আমি তব কি করিব যশ।

কাটিল কঠিন কীট কর্ণের জঙ্ঘায়
সহ্য-হেতু ধৈর্য্যগুণ ধরণীতে গায়।
সে যেন করিল ধৈর্য্য গুরুর কারণ *
ততোধিক দেখি অদ্য তব আচরণ।
অতএব তোমারে করিব মন্ত্রদান
সেই ফলে হবে তব পরম কল্যাণ।
বালক বলিছে প্রভু ভকতবৎসল
ইহা ঘটে মম ভাগ্যে কিবা পুণ্যফল।
আমি দীনহীন অতি গরুর রাখাল
তোমা হেন গুরু পাব হেন কি কপাল।
সন্ন্যাসী বলেন তুমি যে হও সে হও
পরিচয়ে নাহি ফল আসি মন্ত্র লও।
রাখাল কহিল আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ
অন্নাভাবে করি পর-গোধন রক্ষণ।
শুনিয়া প্রভুর মন অধিক দ্রবিল
সিদ্ধমন্ত্র দিয়া নিজ কাছে বসাইল।

---

* কর্ণ—কুন্তী-পুত্র, মহাভারতে কিম্বদন্তী যথা, একদা কর্ণের গুরু ভৃগুরাম কর্ণের জঙ্ঘায় মস্তক দিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একটি কীট কর্ণের জঙ্ঘা ভেদ করিয়া তাঁহার মস্তকে দংশন করে, পাছে গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভাবিয়া কর্ণ নিজ জঙ্ঘা ভেদ জন্য যন্ত্রনা সহ্য করিয়াছিলেন।

বহুক্ষণ দিয়া তারে বহু উপদেশ
নিবিড় কাননে গিয়া করেন প্রবেশ।
তাঁর উপদেশ-বাক্যে শ্রীভুবনেশ্বর
করিলা শব সাধন কিছুদিন পর।
হইল নায়িকা সিদ্ধ দেবীর কৃপায়
রাঢ়রাজ্যে রাজা হন শ্রীভুবন রায়।
পূরব সীমার শেষে গড় মানকর
পশ্চিম সীমার শেষ নদ বরাকর।
দক্ষিণ দিকের সীমা দামোদর হয়
উত্তর সীমার শেষ দুর্জ্জয় অজয়।
এই চতুঃসীম-মধ্যে "আড়রা" নগরে
ভুবন হইল রাজা নায়িকার বরে।
ভুবনে ভুবনেশ্বর কিছুদিন পরে
"সাহাজাদ্" নাম পান নবাবের ঘরে।

(সাহাজাদকর্ত্তৃক বিরূপাক্ষের সিদ্ধোপায় কথন।)

সিদ্ধ হ'ল সাহাজাদ লোক-মুখে শুনি
বীরভূম হ'তে যান বিরূপাক্ষ মুনি।
বিরূপাক্ষ বহুবিধ করিলা সাধন
না হইল সিদ্ধিলাভ দৈবের কারণ।

সাহাজাদ্ সিদ্ধ হন কি সাধন করে
বিরূপাক্ষ যান তাহা জানিবার তরে।
আসিয়া আড়রা রাজধানীর ভিতর
উপনীত হন গিয়া রাজার গোচর।
সম্মুখে সন্ন্যাসী দেখি সাহাজাদ্ রায়
ভক্তিতে প্রণাম করে লুটি দু'টী পায়।
কিঙ্করে আসন দিল শার্দ্দূলের ত্বক্
তাহাতে বসেন গিয়া ধার্ম্মিক সাধক।
তবে কিছুক্ষণ পরে যাইয়া নির্জ্জনে
সদালাপ করিতে লাগিল দুই জনে।
রাজা কন্ আগমন হয় কি কারণ
কহিছেন বিরূপাক্ষ করহ শ্রবণ।
শুনিলাম জনরবে বলে বালবৃদ্ধ
মহারাজ! তুমি নাকি হইয়াছ সিদ্ধ।
বল দেখি মহাভাগ! করি কি সাধন
লভিলে মঙ্গলময় মঙ্গলা-চরণ।
রাজা কন্ কেমনে হে কহিব সে বাণী
প্রকাশ করিলে পাছে হয় সিদ্ধি হানি।
শুনিয়া রাজার কথা বিরূপাক্ষ কন্
সাধকে বলিলে বিঘ্ন না ঘটে কখন্।

রাজা কন্ শক্তিপদ ভাবি ভক্তিভাবে
পূরিয়াছে আশা গুরু-করুণা-প্রভাবে।
বিরূপাক্ষ বলে মাকে দেখাইতে পার
রাজা কন্ পারি কৃপা থাকিলে তোমার।
ইহা শুনি বিরূপাক্ষ ঈষৎ হাসিয়া
কহিতে লাগিল তাঁর বদন চাহিয়া।
ধন্য মহারাজ তুমি অতি মহামতি
তব পুণ্যে সুপ্রসন্না হ'লেন পার্ব্বতী।
ধন্য তব মন্ত্রদাতা গুরু কর্ণধার
ত্রিলোক তুলনা দিতে নাহি দেখি তাঁর।
ধন্য তব মন্ত্র তন্ত্র ভজন সাধন
পাইলা অভয়া-পাদপদ্ম দরশন।
আমি হতভাগ্য অতি অধম দুর্জ্জন
হ'লনা জননী-পাদপদ্ম দরশন।
বহুপীঠ বহুতীর্থ-স্থানেতে ভ্রমিয়া
না হইল সিদ্ধিলাভ বেড়াই কান্দিয়া।
এবে বুঝি শুভদশা হইল আমার
সৌভাগ্যক্রমেতে দেখা পাইনু তোমার।
বহু যাগ যজ্ঞ করি না পাইনু যা'য়
আজ দয়া করি তুমি দেখাইবে তায়।

গীত।

রাজা ধন্য হে ভুবন রায় !
তুমি ভুবন বিখ্যাত, আখ্যা সাহাজাদ্,
(তব) সম্রাট-সদনে বহু মর্য্যাদ,
আমি সাধনের বাধা ঘুচাব বিবাদ, আজি হে তব কৃপায় ॥
নিতি নিতি সবে নীতিশাস্ত্র শুনে, ভক্তি মুক্তি পায় সাধু-সঙ্গগুণে,
তাহার প্রত্যক্ষ তব দরশনে, আমার পুলকে পূরিল কায় ॥
অখণ্ড প্রকাণ্ড সাধন করিয়ে, সপ্তদ্বীপ নবখণ্ডাদি খুজিয়ে,
ব্রহ্মাদি দেবতা ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিয়ে, যার দেখা নাহি পায় ॥,
হৃদে ব্রহ্মভাব ধরি কণ্ঠ কহে এই, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তারিতা যেই,
তুমি দয়া করে দেখাইবে সেই, ব্রহ্মময়ী মায় ॥

ত্রিপদী।

কেন্দে বিরূপাক্ষ কন্ মহাভাগ হে রাজন্ !
কবে মার দরশন পাব .
রাজা কন্ হে ঠাকুর !. আজি হবে দুঃখ দূর
আহ্নিক ঘরেতে যবে যাব।
সত্য কই হে প্রবীণ ! মা আসেন প্রতিদিন
খেতে নিতে ফুল জল মিষ্ট

তথা গিয়া সে সময় অভয়ার পদদ্বয়
দু'নয়নে করিবে হে দৃষ্ট।

(সাহাজাদের আহ্নিক-গৃহদ্বারে বিরূপাক্ষের গমন।)

এত বলি মহাভাগ আসন করিয়া ত্যাগ
চলি যান আপন অন্দরে
বিরূপাক্ষ মহামতি চলিযান শীঘ্রগতি
রাজার প্রদত্ত বাসা ঘরে।
তথা গিয়া তাড়াতাড়ি স্নান ভোজনাদি সারি
শুইলেন শার্দ্দূলের ছালে
হয়ে শ্যামা অনুরাগী নিদ্রার পরেতে জাগি
উঠিলেন প্রায় সন্ধ্যাকালে।
করে কমণ্ডলু ধরি মুখ প্রক্ষালন করি
স্নান পরে সন্ধ্যাদি সারিয়া
যামিনী প্রহর গতে রাজার আদেশমতে
রাজপাশে পঁহুছেন গিয়া।
নরপতি সাহাজাদ্ করি বহু মরিয়াদ
ভক্তিভাবে প্রণমিয়া তাঁরে
অন্তরে পাইয়া ডর না দিল ঢুকিতে ঘর
বসিতে আসন দিলা দ্বারে।

রাজার আহ্নিক ঘর স্থগঠিত মনোহর
তাহাতে বিবিধ আয়োজন
চন্দনাদি মকরন্দে কোমল কুসুম-গন্ধে
বিমোহিত হয় সর্ব্বজন।
দ্বারে বসি বিরূপাক্ষ করি বিকট কটাক্ষ
দেখেন আহ্নিক অনুষ্ঠান
মহারাজ সেইক্ষণে বসিয়া আপন মনে
শ্যামাপদ করিছেন ধ্যান।
জননীরে দেখাইব সাধ করে সম্ভাষিব
প্রতিজ্ঞাপাশেতে আছে বদ্ধ
সেইজন্য মহামতি হইয়া কাতর অতি
ভাবিছে অভয়া-পাদপদ্ম।
ভাবে প্রেমে হয়ে ভোর করি দু'টী করযোড়
রাজা কন্ জননী উদ্দেশে
নিজ-বাস পরিহরি দীন হীনে দয়া করি
বিরূপাক্ষে দেখা দাও এসে।

গীত।

ভজন মন্দিরে আয় মা মহামায়া।
দাও মা করুণা কটাক্ষে, দাস বিরূপাক্ষে,

বিরূপা হও না বিরূপাক্ষজায়া॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ত্রিসংসারে, কে কারে তোমারে দেখাইতে পারে,
না বুঝে পড়েছি প্রতিজ্ঞা-পাথারে,
লহ মা কিনারে ভীত চিত কায়া॥
কহি মা কাতরে নয়ন মুদিয়ে, মুক্তি কর বিরূপাক্ষে দেখা দিয়ে,
পরে নীরদবরণা নীলকণ্ঠপ্রিয়ে,
নীলকণ্ঠে গিয়ে দিও পদছায়া॥

(সাহাজাদ-গৃহে নায়িকার আগমন।)

ঘোড়াশাঙ্করী।

ডাকি এতবার আমি বলি তারা তারা তারা
তারা ফেটে পড়ে জল তবু না দিতেছ সাড়া।
প্রতিদিন এস যাও নাও খাও গো নৈবেদ্য
তবে আজি কেন না আসিলে কি পাইলে ছিদ্র।
তব দয়াময়ী নাম আছে জগতে প্রকাশ
তবে কেন গো জননি! মম না পূরিল আশ।
আমি বলিয়াছি যাহা করি দাও সিদ্ধ
হয়ে প্রত্যাশী বসিয়া আছে বিরূপাক্ষ বৃদ্ধ।
মাতা শূন্যে কন্ বল আমি কেমনে যাইব
তব দ্বারে বসি আছে নর নারায়ণ শিব।

আমি তাঁহারে লঙ্ঘিয়া ঘরে যাইব কেমনে
অতি সঙ্কটে পড়েছি ভয় হইতেছে মনে।
রাজা ডাকি কন্ থাকে যেবা শিবের উপরে
তার কেন এত ভয় হয় জীবের গোচরে।
মাতা পুনঃ কন্ বিরূপাক্ষ নহে ক্ষুদ্রজীব
ও যে সাধন-বলেতে প্রায় হইয়াছে শিব।
রাজা শুনি কন্ সেও ত মা তোমার কৃপায়
তবে তোমার আসিতে হেথা আছে কিবা দায়।

(নায়িকার আত্মপরিচয় শ্রবণে বিরূপাক্ষের খেদোক্তি।)

মাতা কহিছেন আমি নহি সেই সে অম্বিকা
হই তাঁহার সেবার দাসী প্রধান নায়িকা।
শুনি ঈষৎ হাসিয়া কন বিরূপাক্ষ বীর
তুমি এই কি সাধনে সিদ্ধ হইয়াছ ধীর।
রাজা শুনিয়া কহেন আমি কেমনে জানিব
আজি তোমার কৃপায় মোরে জানালেন শিব।
কন্ বিরূপাক্ষ অনন্তাদি ভাবিয়ে অন্তরে
যাঁর অন্ত নাহি পান ভাবি যুগ যুগান্তরে।
যাঁরে ব্রহ্মাদি দেবতা কভু ধ্যানে নাহি পায়
শিব শবরূপে পড়েছেন যাঁর দু'টী পায়।

তুমি তাঁহারে করেছ লাভ শুনিয়া শ্রবণে
আমি এসেছিনু নিজ-আশা পূরণ কারণে।
যাহা করেছিনু আশা তাহা হইল বিফল
তাহে তুমি নহ দোষী মম করমের ফল।

একাবলি।

বিটপী-মূলেতে ঢালিনু জল
প্রকাশে পল্লব না মিলে ফল।
কুমার লাগিয়ে সেবিনু দাব
হইল কপালে হিজিরা লাভ।
মথিনু সাগর রতন-আশে
পেনু বরাটক বারিধি পাশে।
সোনার বাসনা মনেতে রয়
পিতলে শীতল কে কোথা হয়?
শালের বাসনা করিয়া পর
কাপাস-কাপড়ে ভুলে কি নর?
ক্ষীর সর চিনি যে জন চায়
চিটে গুড় ভিঁড়ে সে কি খায়?
মনের বিষাদে কাঙ্গাল গায়
দুধের পিপাসা ঘোলে কি যায়?

(বিরূপাক্ষের বাক্যে সাহাজাদের ক্রোধোক্তি।)

কটু বটুর বদনে কটু বটুর বদনে
শুনিয়া রাজেন্দ্র চায় আরক্ত লোচনে।
রাজা বলিতেছে শুন রাজা বলিতেছে শুন
জননীর নিন্দা নাহি কর পুনঃ পুনঃ।
তুমি কেমন গোঁসাই তুমি কেমন গোঁসাই
শকতি ভকতি তব কিছুই যে নাই।
তুমি কেমন ঠাকুর তুমি কেমন ঠাকুর
ঠাকুরাণী নিন্দা কর আসি মম পুর।
তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ
তেঁইসে আমার হাতে রহিল জীবন।
মন্দ বল মুখ নাড়ি মন্দ বল মুখ নাড়ি
বুকেতে বসিয়া যেন উপাড়িছ দাড়ি।
অন্য হ'ত যদি কেহ অন্য হ'ত যদি কেহ
ফিরিয়া ঘরেতে যেতে না পারিত সেহ।
তুমি দেখিবে অম্বিকা তুমি দেখিবে অম্বিকা
তাহা না হইয়া ইনি হলেন নায়িকা।
তাহে হইয়াছে দুঃখ তাহে হইয়াছে দুঃখ
বলিতেছ কটু ভাষা বাঁকাইয়া মুখ।

উনি যে হন সে হোন উনি যে হন সে হোন
বিচারে নাহিক ফল কৃপা করি রোন।
আমি উঁহারি কৃপায় আমি উঁহারি কৃপায়
পেয়েছি রাজত্ব পুনঃ পাব কালিকায়।
শুন সাধক ব্রাহ্মণ শুন সাধক ব্রাহ্মণ
গোপিকা ভজিলে মিলে শ্রীনন্দনন্দন।
পুনঃ শুন পাতি কান পুনঃ শুন পাতি কান
ভকত সেবিলে মিলে প্রভু ভগবান্।
তুচ্ছ পিশাচ তুষিল তুচ্ছ পিশাচ তুষিল
তার উপদেশে রামে তুলসী পাইল।
আমি ভজিয়া নায়িকা আমি ভজিয়া নায়িকা
মনে কি করেছ কভু পাবনা অম্বিকা।
যদি থাকে ভক্তি-বল যদি থাকে ভক্তি-বল
অবশ্য পাইব মার চরণ যুগল।

(বিরূপাক্ষকর্ত্তৃক নায়িকার স্তব।)

ইহা শুনি বিরূপাক্ষ ইহা শুনি বিরূপাক্ষ
ভকতি উদয় মুখে নাহি সরে বাক্য।
তবে হইয়া নীরব তবে হইয়া নীরব
মনে মনে করিতেছে নায়িকার স্তব।

গীত।

যে পদ লাগিয়ে শঙ্কর সন্ন্যাসী।
বসিয়া শ্মশানে সদা যোগধ্যানে, বিমল বয়ানে মেখে ভস্মরাশি ॥
যে পদকমল ব্রজে কমলিনী, পতিবর বাঞ্ছি পূজিলেন তিনি,
যে চরণপদ্ম পান না পদ্মযোনি,
তোমরা সে জননীর পাদপদ্মে দাসী ॥
গিরীশবন্দিনী গিরিরাজ-কন্যা, ত্রিলোকজননী ত্রিজগতে মান্যা,
তুমি তার পদ পূজিয়ে যে ধন্যা,
তা কে বলিতে পারে মর্ত্ত্যপুরবাসী ॥

(বিরূপাক্ষ ও নায়িকার কথোপকথন।)

ত্রিপদী।

শুনি এই স্তবরব দেবীর হৃদয় দ্রব
দয়ায় পূরিল তাঁর মন
চেয়ে করুণা কটাক্ষে দুর্গাদাস বিরূপাক্ষে
দ্রুত আসি দিলা দরশন।
নিরখি নায়িকা মায় বিরূপাক্ষ পড়ি পায়
কাতরে করেন নিবেদন
মাগো মার অনুচরি নিজ-গুণে দয়া করি
কর মোর কষ্ট বিমোচন।

আর এক কথা কই কহিবার যোগ্য নই
বলিতে বড়ই লাগে ভয়
করুণা করিয়া কও মায়ের কি কাজে রও
শুনিব সকল পরিচয়।
তবে সে নায়িকা কয় শুন শুন সদাশয়
পরিচয় দিব রে সকল
যত মার দাসী আছে আমি রে সবার পাছে
মোর কাছে লন স্নান-জল।
বিরূ কন্ মিষ্টভাষে মা কেমন ভালবাসে
কহ মাতা আপনার গুণে
কোন দিন যেয়ে তথা কহ যদি কা'রো কথা
সে কথা মা শুনে কি না শুনে।
দেবী কন্ যত কই সব শুনে ব্রহ্মময়ী
আমি তার নইরে অপর
করিলে বহু বিনয় ছুটো কথা নাহি রয়
এমন দোষের নাহি ঘর।
মাতা যদি দেন তাড়ি বাবারে বলিতে পারি
তাতে ভয় নাহি করি মনে
যদি কোন কথা আছে বলরে আমার কাছে
বলিব গো উভয় সদনে।

অঋণী হইয়া ঋণে ভজন সাধন বিনে
দয়া না করেন এলোকেশী
শিবে দিলে বিল্বদল জীবে দেন মোক্ষফল
মা, চেয়ে বাবার দয়া বেশী।
পাইলে ধুতুরা সিদ্ধি বিতরেন অষ্ট সিদ্ধি
কোলে সিদ্ধিদাতা সে গণেশ
ভজিলে ভবের পায় ভব-রোগ দূরে যায়
ভুবনপাবন সে মহেশ।
শুনিয়া নায়িকা-বাণী বিরূ কন্ সব জানি
কিন্তু মা তোমার কাছে কই
আছে গুরু অনুমতি ভজি পূজি পশুপতি
কিন্তু গতি নাই দুর্গা বই।
অতএব বলি শুন প্রকাশিয়া স্বীয় গুণ
ফিরে চাও যাও মা কৈলাসে
কৃপা করি গিয়া তথা বলিবে আমার কথা
সবিনয়ে জননীর পাশে।
দেবী কন্ কিবা কব কি মনোবাসনা তব
বল সেই সব কথা শুনি
বিরূ কন্ এত দিন ভেবে ভেবে তনু ক্ষীণ
কেন দয়া না করেন উনি।

এ কথা শুধায়ে পর আসিয়া পুনঃ সত্বর
বলিয়া যাইবে কৃপা করি
ইহাতে হইলে আন নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ
জলে কিম্বা বিষপান করি।
মোর পানে ফিরে চাও প্রতিজ্ঞা করিয়া যাও
জীবনে মরণে যশ গাব
দেবী কন্ হ'ল তাই তাহাতে সন্দেহ নাই
দিন দুই পরে বলে যাব।

(নায়িকার কৈলাসে আগমন।)

করি বাক্য সমাধান হইলেন অন্তর্দ্ধান
দেবী-স্নান-সেবার নায়িকা
কৈলাস ধামেতে যেয়ে উপনীত হন ধেয়ে
শিবসহ যথায় অম্বিকা।
শিব শক্তি একাসনে নিরখিয়ে দু'নয়নে
প্রেমবারি বহে অবিরাম
বিলম্ব না করি ত্বরা লুণ্ঠিত হইয়া ধরা
উভয়েরে করিলা প্রণাম।
দণ্ডবৎ করি উঠি পরশি চরণ দু'টী
মিলিলেন সঙ্গিনীর সঙ্গে

মিলাইয়া সুরতান করি হরগৌরী গান
ভাসি যায় সুখের তরঙ্গে।

গীত।

জয় মহেশি! জয় মহেশি! গুণের শেষ কে জানে।
শঙ্কর শঙ্করী যুগল মাধুরী কোন যোগী ধরে যোগধ্যানে॥
জয় শঙ্কর জয় শঙ্করী, মহিমাসাগর মহিমাসাগরী,
করুণাকর করুণাকরী, দেহ পদতরি ভব-তুফানে॥

(নায়িকাকর্ত্তৃক দেবী-পরিচর্য্যা করিতে করিতে বিরূপাক্ষের বৃত্তান্ত কথন ও দেবীকর্ত্তৃক তদুত্তর কথন।)

পয়ার।

সঙ্গীত সমাধি সবে করিলা গমন
নিজ নিজ বাসে গিয়া করিলা শয়ন।
স্নান সেবা-দাসী অতি প্রত্যুষেতে উঠি
জলের কলসী লয়ে চলিলেন ছুটি।
স্নানের চৌকীতে বসি আছেন চণ্ডিকা
যাইয়া চরণে জল ঢালিল নায়িকা।
পরে শির'পরে জল ঢালে চট্‌পট্
কেশাদি কাপড় ভিজি করে শট্‌শট্।

জলজাল সহ কেশ চুম্বিছে চরণ
(যেন) কান্দিয়া আঁধার লয় চান্দের শরণ।
তবে এলোকেশী কেশ নিঙ্গাড়িয়া করে
ভিজা বাস ছাড়ি রক্ত পট্টবাস পরে।
করেতে কঙ্কণ পরি রুদ্রাক্ষের মালা
গিরীশে পূজিতে যান গিরিরাজবালা।
এমন সময়ে সে নায়িকা ঠাকুরাণী
দাঁড়াল মায়ের কাছে জোড় করি পানি।
জননী কহেন কেন করজোড় কর
কি কথা আছয়ে তাই কহগো সত্বর।
নায়িকা কহিছে চক্ষে ফেলাইয়া বারি
না দিলে অভয় দান বলিতে না পারি।
মাতা কন্ বল বল নাহি কিছু ভয়
তবে সে নায়িকা অতি কাতরেতে কয়।
বিরূপাক্ষ দাস তব আছে বীরভূমে
তার পাদ্যঅর্ঘ্য তুমি লয়েছ কি উমে!
মাতা কন্ দাসি! তোরে বলে কি জানাই
বিরূপাক্ষ সম ভক্ত আর কেহ নাই।
দাসী কন্ তবে কেন নহ অনুকূল
মাতা কন্ বীজমন্ত্রে আছে তার ভুল।

শুদ্ধ মন্ত্র সেহ যদি জপে একবার
তবে সে এখানি আসা পূরাইব তার।
দাসী কয় মন্ত্রহেতু সে কোথায় যাবে
কোন সিদ্ধসাধু কাছে সিদ্ধমন্ত্র পাবে।

(দেবীকর্ত্তৃক বিরূপাক্ষের মন্ত্র সংশোধন ও হরগৌরী মিলন।)

মাতা কন্ শীঘ্র করি আন বিল্বদল
লিখে দিব শুদ্ধ মন্ত্র লইয়া কজ্জল।
এত শুনি বিল্বদল নায়িকা আনিলা
নিজ-হস্তে শুদ্ধ মন্ত্র জননী লিখিলা।
সেই মন্ত্র দিয়া মাতা নায়িকার করে
বসিলেন গিয়া নিজ-আহ্নিকের ঘরে।
সচন্দন বিল্বদলে পূজিয়া ঈশান
তবে সে ঈশানী ঈশ বাম পাশে যান।
শিব শক্তি একাসনে হইল মিলন
হরি হরি মুখ ভরি বল বন্ধুজন।

গীত।

হরগৌরী যুগলাঙ্গ একাসনে কি শোভা করে।
প্রভাত-প্রভাকর কিরণ প্রভা হরে নখনিকরে॥

হায় কি সুখ উভয় মুখ নিরূপম সুনিরমল,
উভয় সুবর্ণে সুলাবণ্য-বারি ঢলঢল,
শ্বেতকমল হেমকমল ফুটেছে যেন সরোবরে ॥
স্ফটিকসহ হীরকমতি জ্যোতি জিতিয়া পশুপতি
বামে হেমবরণা সতী সর্ব্ব জ্যোতি হরে রে ;
ষোলকলা শশাঙ্ক পাশে হইলে স্থিরা দামিনী,
তেমনি ভবদেব পাশে শোভিছে ভবভামিনী,
অতসীমাল স্থির যেমনি সিত সুরধুনীর নীরে ॥
কিবা হেমবরণা উমা-কান্তি, কি উমাকান্তের কান্তি,
নিরখি নর লভে শান্তি ভব-ভ্রান্তি হেরে রে ;
নীলকণ্ঠ বামে নীলকণ্ঠপ্রিয়া নিরখিয়ে,
নীলকণ্ঠ গেল নিজ নয়ন-নীরে ভাসিয়ে,
শিবশক্তি কাছে আসিয়ে দৃঢ়ভক্তি যাচে জোড়করে ॥

(বিরূপাক্ষকর্ত্তৃক নায়িকার নিকট দেবীর বৃত্তান্ত
শ্রবণে গুরু-বিশ্বাস প্রকাশ।)

পয়ার।

এখানে লিখিত মন্ত্র লইয়া নায়িকা
বিরূপাক্ষ কাছে যান প্রণমি অম্বিকা।

সে সময় বিরূপাক্ষ মহাপুণ্যবান্
একেশ্বর শিব-সন্নিধানে করে ধ্যান।
অন্তরযামিনী দেবী অন্তরে জানিয়া
বিরূপাক্ষ-সন্নিধানে উত্তরিলা গিয়া।
দেবীরে দেখিয়া বিরূপাক্ষ গুণধাম
ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়ে করিলা প্রণাম।
জিজ্ঞাসিল কহ মাতা কি বলিলা বাণী
দেবী কন্ তোমারে প্রসন্না ভবরাণী।
বিরূ কন্ কেন তাঁর না পাই দর্শন
দেবী কন্ আছে তার বিশেষ কারণ।
দিয়াছে অশুদ্ধ মন্ত্র তব মন্ত্রদাতা
সেই সে কারণে দেখা নাহি দেন মাতা।
বিল্বদলে শুদ্ধমন্ত্র লিখি নিজ-করে
দিলেন মঙ্গলা তব মঙ্গলের তরে।
ধর এই শুদ্ধ মন্ত্র করিয়া যতন
অচিরে মনের আশা হইবে পূরণ।
শুনি বিরূপাক্ষ বলে আমার গোঁসাই
দিয়াছেন শুদ্ধ মন্ত্র কোন ভুল নাই।
যদি ভুল ধরেছেন ভোলানাথ-প্রিয়া
আসিতে হবে না তাঁরে, যাও কহ গিয়া।

যে মন্ত্র দিলেন গুরু সেই মন্ত্র সার
ইহা ভিন্ন অন্য কিছু লইব না আর।
মম মূলমন্ত্র ভুল বলিলেন যিনি
আসেন আসুন কিম্বা না আসুন তিনি।
নিজ-গুরুমন্ত্র আমি কভু না ত্যজিব
যতনে জপিব ভবে যত কাল জীব।
জপিব জপিব মন্ত্র যা পেয়েছি তাই
ইহাতে তাঁহার দেখা পাই বা না পাই।
নায়িকা বলেন, মন্ত্র পড় একবার
না পড়িলে অপমান হইবে তাঁহার।
এই কথা বিরূপাক্ষ করিয়া শ্রবণ
মায়ের প্রদত্ত মন্ত্র করিলা গ্রহণ।
একবার সেই মন্ত্র করিয়া পঠন.
দূরে ফেলাইয়া দিল করি অযতন।
কিন্তু অনাদরে মন্ত্র যেমন পঠিল
তাহার প্রভাবে মার আসন টলিল।
জয়া কয় কেন মাতা টলিল আসন
মাতা কন্ আছে মোর বিশেষ কারণ।
মর্ত্ত্যলোকে বিরূপাক্ষ হয় মম দাস
আজি পূরাইব আমি তার অভিলাষ।

জয়া কন্ সে যে তব মন্ত্র না লইল
তবে কেন মাতা তব আসন টলিল।
ইহা শুনি হাসিয়া কহেন আদ্যাশক্তি
দেখ দেখি জয়া তার কত গুরুভক্তি।
আমারে না মানি সেহ গুরুরে মানিল
সেই সে কারণে তথা যাইতে হইল।
গুরুনিষ্ঠা আছে যার তার কিবা ভয়
একালে ওকালে দুই কালে পায় জয়।
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান শালগ্রামে শিলে
নদী-জল জ্ঞান যার গঙ্গার সলিলে।
ভাগবতে পুঁথি জ্ঞান মন্ত্রকে অক্ষর
এই যার জ্ঞান হয় পাপী সেই নর।
বিশেষতঃ কলি কালে দেখি সর্ব্বদাই
অনেক জনের প্রায় গুরু-ভক্তি নাই।
এক মন্ত্র লয়ে অন্য মন্ত্রাধিপে পূজে
ভ্রমেতে পড়িয়া নিজ কার্য্য নাহি বুঝে।
কিন্তু ইহা ঘটে যুগ-মাহাত্ম্য কারণ
লিখিয়াছে সংহিতায় বহু মুনিগণ।
বিরূপাক্ষ সেই কলিকালে জনমিল
গুরু-পাদপদ্ম কভু ভ্রমে না ভুলিল।

দীর্ঘ পয়ার।

পিতার প্রধান নন্দগোপ আর দশরথ
পুত্রের প্রধান গয়াসুর আর ভগীরথ।
সুতার প্রধান আমি আর জনক-সুতা সীতা
ভ্রাতার প্রধান লছমন শ্রুতির প্রধান গীতা।
ধামের প্রধান কাশীধাম নামের প্রধান রাম
ভূপের প্রধান রামচন্দ্র রূপের প্রধান শ্যাম।
বৃক্ষের প্রধান অশ্বত্থ ফলের প্রধান আম
পক্ষীর প্রধান গরুড় পক্ষী দেবের প্রধান বাম।
মাসের প্রধান বৈশাখ মাস যানের প্রধান করী
শিষ্যের প্রধান বিরূপাক্ষ বিশ্বের প্রধান হরি।

(বিরূপাক্ষের দেবী-দর্শন ও বর-প্রাপ্তি।)

ইহা বলি জগদম্বা চড়ি সিংহযানে
চলিলা অচলবালা বিরূপাক্ষ-স্থানে।
বাঁকুড়ার সন্নিহিত দ্বারকার তীরে
মেনকার সুতা উপনীতা ধীরে ধীরে।
যেখানেতে বিরূপাক্ষ করিয়া আসন
বসেছেন যোগাসনে মুদিয়া নয়ন।

সেই স্থানে মাতা আসি দিলা দরশন
জানিতে পারিল বিরূপাক্ষ বিচক্ষণ।
ধ্যান ভঙ্গ করি অতি সম্ভ্রমে উঠিয়া
অভয়ার পাদপদ্মে পড়িল লুটিয়া।
দেবী কন্ উঠ বাছা মেগে লও বর
বিরূ কন্ কামনা বিহীন মমান্তর।
ধন জন পুত্র আর রাজ্য কি সম্পদ
সে সব বাসনা জানি সকলি বিপদ।
তব পাদপদ্ম যেবা করে দরশন
সে কি কভু চায় তুচ্ছ রাজ্য আর ধন।
আর কি ভবেতে ভয় আছে গো আমার
তব দরশন ফলে হেলে হব পার।
তবে যদি আজ্ঞা হেতু নিতে হয় বর
প্রকাশ করিতে তাহা হইতেছে ডর।
প্রসন্না হয়েছ যদি মহেশমহিলা
সর্ব্বস্থানে বয়ে দিতে হবে এই শিলা।
যে দিন যথায় আমি করিব গমন
সেই স্থানে পাই যেন এই শিলাসন।
তথাস্তু বলিয়া বর বিতরি অম্বিকা
চণ্ডিকা মূরতি ছাড়ি হ'লেন কালিকা।

দেখি শ্যামারূপ তাঁর হৃদয় দ্রবিল
পুলকে পূরিত হয়ে গান আরম্ভিল।

১ম গীত।

হর-হৃদি-হ্রদে পদ কোকনদ-শোভা জিনি।
কালরূপে আলো করে কালী করালবদনী॥
ঘোররূপা ভয়ঙ্করা এলোকেশী উলাঙ্গিনী।
রূপোজ্জ্বলা স্বধাঢালা মুণ্ডমালা বিভূষিণী॥
বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজে অসি মুণ্ড বিধারিণী।
দক্ষিণ দ্বিকরে নরে বরাভয় প্রদায়িনী॥
পীনোন্নত পয়োধরা ঘোর জলদবরণী।
বরনর-করচয় কটীতে শোভে কিঙ্কিণী॥
ঘোররূপা মহারৌদ্রী শ্মশানালয়-বাসিনী।
সৃক্কদ্বয় গলদ্রক্তধারা বিস্ফুরিতাননী॥
মুক্তাবলম্বি-কেশা কালী দন্তুরা দৈত্যঘাতিনী।
বালার্ক-মণ্ডলাকার আরক্তিম ত্রিনয়নী॥
শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরিনিবাসিনী।
বিপরীত রতাতুরা সুখপ্রসন্নবদনী॥
কণ্ঠ কয় দক্ষিণাকালী ভাবিলে দিবা রজনী।
দেন ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী॥

২য় গীত।

কেবলে শ্যামা ভয়ঙ্করী।
কোটি ইন্দু শীতল, যার পদতল অগম অতল শীতল বারি॥
কালরূপা তারা কালদর্পহরা,
যার পদে মহাকাল কালভয় নিবারি॥
হয়ে মায়ের তনয় মায়ে কি ভয়, ঐ ভাবনা ভাবিয়ে মরি॥
ঘোর ঘনঘটা শ্যামাঙ্গ ছটা,
যাতে ভোলে ভোলানাথ শ্রীজটাধারী॥
যে সক᠁ রূপে আছে, হরহৃদে নাচে,
তার কাছে রূপ কার বা ধরি॥
কণ্ঠ কয় শ্যামার রূপ ভাব্‌তে অধিকার হয় যেন দিবা বিভাবরী,
ঐ স্মরণ-বলে মরণ-কালে পাই যেন রাঙ্গা পদ-তরী॥

পয়ার।

্পাক্ষ-মুখে গান করিয়া শ্রবণ
কৈলাস-ঈশ্বরী করে কৈলাসে গমন।

(বিরূপাক্ষ ও তৎপুত্র কবীন্দ্রকর্ত্তৃক সাহাজাদের প্রতি অভিশাপ।)

এখানেতে বিরূপাক্ষ যে যে স্থানে যান
সেই সেই স্থানে বসি শিলাসন পান।

বহু দিন বহন করিয়া সে পাথর
কোমর বাঁকিল মার হইল কাতর।
অতএব সাহাজাদে বিতরি স্বপন
লওয়াইলা ছলে বলে সেই শিলাসন।
শিলা পেয়ে সাহাজাদ আনিয়া ভাস্কর
গড়াইল শিবলিঙ্গ নাম রাঢ়েশ্বর।
এ কথা শুনিয়া বিরূপাক্ষের নন্দন
পিতার নিকটে গিয়া দিলা দরশন।
তাঁহার গুণের কথা কি কহিব আমি
ভুবন বিখ্যাত নাম "কবীন্দ্রগোস্বামী।"
বলিবার সাধ্য নাই তাঁর নরলীলা
যাঁহার আজ্ঞায় জলে ভেসে ছিল শিলা।
কবিন্দ্র-গুণের কথা কি বলিব আর
যাঁর বরে কুমারীটি হইলা কুমার।
কেন্দুলা গ্রামেতে বাস করিতেন তিনি
প্রকাশিলা দেবী-সেবা মহিষমর্দ্দিনী।
মহিষমর্দ্দিনী পাঁট বড় সিদ্ধাসন
সে আসনে বসিতে না পারে কোন জন।
নীলকণ্ঠ ঠাকুর খুজিয়া খণ্ড বিশ্ব
গুরু পরখিয়া হন কবীন্দ্রের শিষ্য।

বুধগণ শুনি তাঁর কবিতার ছন্দ
ব্যাখ্যা করি আখ্যা দেন "গোস্বামীকবীন্দ্র।"
সেই সে কবীন্দ্র আসি পিতার সদনে
রাজা নিল শিলাসন শুনিলা শ্রবণে।
ক্রোধানলে তনু জ্বলে হল অনুতাপ
পিতা পুত্র উভয়ে রাজারে দেন শাপ।
বলিলেন তব রাজ্য না রবে কখন
অনিয়মে অকালেতে হইবে নিধন।
যে রাজায় বিরূপাক্ষ অভিশাপ দিল
বন-মাঝে বড় দিঘী সেই কাটাইল।

(শ্রীরামরঞ্জনের বৰ্দ্ধমান যাইবার বৃত্তান্ত।)

শুনিয়া মধুর কথা শঙ্কর-সদনে
উপজিল মহানন্দ বালকের মনে।
তবে ত আনিয়া জল দিল এক ভার
বালকের কোন কষ্ট না রহিল আর।
ছানিয়া শীতল জল তিতল বসনে
দ্বিতলে বসিয়া খান পিতল বাসনে।
গুপ্তভাবে করি তথা সপ্তদিন বাস
বৰ্দ্ধমানে যাইতে করেন অভিলাষ।

বাহক আনিয়া দিল শঙ্কর-কিঙ্করে
খর খর যায় শিশু খড়খড়ি'পরে।
পশ্চাতে বিজয় যায় জয় জয় করি
শ্রম-জলবিন্দু মুছে যান বিন্ধ্যগিরি।
ত্বরিতে বাহকগণ চলে তর তর
ঘণ্টা দুই পরে উপনীত পাণিগড়।
তথায় যাইয়া পরে করি অন্নপাক
খেয়ে শুয়ে পায় পরে টিকিটের ডাক।
টিকিটের ঘণ্টাধ্বনি জানি তাহা নিট
বিন্ধ্যগিরি চলি যান লইতে টিকিট।
যথায় টিকিট দেন টিকিট মাষ্টার
তথা গিয়া বিন্ধ্যগিরি বলে বার বার।
তিন খানি টিকিট আমারে তুমি দাও
হিসাব করিয়া তার মূল্য বুঝে নাও।
কাটিল টিকিট তবে টিকিট মাষ্টার
'খট্ খট্ কট্ কট্' শবদ তাহার।
তবে সবে টিকিট লইয়া 'চট্ পট্'
দাঁড়াইল গিয়া ঠিক রেলের নিকট।
ঘুরায়ে ঘুরায়ে চাকা উগারিয়া ধূম
আইল কলের গাড়ী করি মহাধুম।

কতকক্ষণ পরে ইষ্টেশনে দাঁড়াইল
তাড়াতাড়ি করি সবে গাড়ীতে চড়িল।
নামিল লগেজ মাল খালাসীর ঘাড়ে
তুলি পুনঃ মাল, গাড়ী সময়েতে ছাড়ে।

(রেলগাড়ীর বর্ণনা।)

বাজে ঘণ্টা 'ঠনং ঠননং ঠননং'
চলে গাড়ী 'সনং সননং সননং।'
'পুপু পুঁউঁ' বাজে বিষ বাঁসরী ফাক্কা
'হট হট হট' করি নড়িতেছে চাক্কা।
'ঠুটুঠুই ঠুটুঠুই' লাগায়ে ধাক্কা
টলি টলি ঢলি ঢলি আরোহী বাঁক্কা।
'দলমল দলমল' দুলে কলগাড়ী
'টলমল টলমল' করে নর-নারী।
'ঝলমল ঝলমল' করে কল খানি
'কল কল' করে কল-কলুষিত পানি।
ঘন ঘন শুনে 'শন শন শন' 'সাক্কা'
'চক চক চুকু চুকু' বোলত চাক্কা।
'হুস্থ হুস্থ ফুস্থ ফুস্থ' উগারিয়া ধূমে
'হস হস ফস ফস' চলে গাড়ী ধুমে।

‘হুড়ু হুড়ু গুড়ু গুড়ু দুড়ু দুড়ু’ শব্দ
জিনিয়া পবন মন গমন আরব্ধ।
‘হড় হড় হড় হড় ঝড় ঝড়’ নাদে
চলে ক্রোশ দশ তুন ঘণ্টার আধে।

(আরোহীদিগের পরস্পর কথোপকথন।)

গাড়ীর গমন দেখি আরোহীর দলে
মনের আনন্দে বসি একজনে বলে।
ধন্য হে ইংরেজ রাজ পুরুষ-প্রধান
অনুমান করি এরা হরির সমান।
তাহা শুনি কহিছেন এক বঙ্গদেশী
আমার বুদ্ধিতে এরা হরি চেয়ে বেশী।
হরি নানা অবতারে চালাইলা রথ
জোড়া জোড়া ঘোড়া বিনা না চলিত পথ।
ঘোড়া কিম্বা গো মহিষ ইহারা না চায়
কলে জলে অনলে বৃহৎ গাড়ী ধায়।
ইহা শুনি সুবিজ্ঞ পণ্ডিত এক জন
কহিতে লাগিল তারে কুৎসিত বচন।
আরে রে অধম তুমি অতি হীন জ্ঞান
কাহারে করিছ তুমি কাহার সমান।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর এক লোমকূপে
তাঁহার সমান কেবা হবে কোনরূপে।
ভাবিয়া দেখহ এই কলেবর-কল
চলিছে.বলিছে ইহা কাহার কৌশল।
দেখ দেখি নিজ-মনে করি অনুমান
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বপু যাঁহার নির্ম্মাণ।
কলেবর-কলে আছে যতেক কৌশল
তার কাছে কিসে লাগে কলগাড়ী-কল।

গীত।

যত মানব দেহধারী, অবিকল কল-গাড়ী,
নির্জ্জনেতে হরি করেছেন নির্ম্মাণ।
কি রেলে অরেলে কি স্থলে অস্থলে,
বিশ্ব-মাঝে চলে বিষম ইঞ্জান॥
এ গাড়ীতে ধৃত স্থিত ষট্‌চক্র,
কুচক্রী কুচক্ষে দেখ্‌তে পায় না চক্র,
চক্রধর চক্রে ঘুরান ঘুরণচক্র,
কুচক্রে সুচক্রে চক্রীর চক্রযান॥
ধর্ম্মপথে আছে কর্ম্ম-রেল প'ড়ে,
টিকিট আদি গাড়ী চলে তার উপরে,

উভয় মিলন কভু হয় না পরস্পরে,
ধ্রুবরূপে স্থিত নিজ নিজ স্থান ॥
টিকিট গাড়ী গণ্য সাধুজন সুজন,
মালগাড়ীতে গণ্য রাজা মহাজন,
যারা ইষ্ট নিষ্ঠা ছাড়া পাপিষ্ঠ কুজন,
ময়লা বুঝে মন কয়লা বোঝে যান ॥
টিকিটে প্রকট তিন মত শ্রেণী,
শাক্তাদি বৈষ্ণব এই অনুমানি,
কণ্ঠ কয় তাহে নাহি কিছু হানি,
সত্য জানি সবার এক ইষ্টেশান ॥

(বৰ্দ্ধমানের বৃত্তান্ত।)

এইরূপে করি কত কথোপকথন
দেখিতে লাগিল সবে গাড়ীর গমন।
মহা ধুমধাম সহ যায় ধূমযান
অবিলম্বে উপনীত হয় বৰ্দ্ধমান।
নাবালক, বিন্ধ্যগিরি নায়েক বিজয়
নামিলেন তিন জন সভয় হৃদয়।
দুয়ারে টিকিট দিয়া মাষ্টারের করে
সোপানে সোপানে উঠে পুলের উপরে।

হইয়া বিপুল পুল যতনেতে পার
পুলকে পূরিত কায় হইল সবার।
একজন কোচম্যানে ডাকিয়া বিজয়
বলেন লইয়া চল রাজার আলয়।
কোচম্যান বলে ভাড়া একটাকা নিব
বিজয় বলিছে চল তাই আমি দিব।
ইহা বলি বাড় খুলি গাড়ীতে চড়িল
পবন গমনে গাড়ী চলিতে লাগিল।
দেখিছেন রাজপুত্র শ্রীরাজনগর
জন-মনোলোভা শোভা অতি মনোহর।
কুসুম-কাননে কত ফুটিয়াছে ফুল
ভ্রমিতেছে তাহে কত ভ্রমরের কুল।
বিমল জলেতে কত কমল ফুটেছে
মধু-লোভে মধুকর তাহাতে জুটেছে।
দেখিয়া নগর শোভা আর সরোবর
কুমার প্রবেশে আসি শ্রীরাজনগর।
বর্দ্ধমান মাঝে আছে যত দেবালয়
বিশেষ করিয়া তাহা কার সাধ্য কয়?
বঙ্কেশ্বরী নদী যথা উত্তর বাহিনী।
তথায় সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গলকারিণী।

কাশী কি কৈলাস ছাড়ি আসি এইস্থান
করিছেন মহারাজে সতত কল্যাণ।
সেই স্থানে গিয়া শিশু আনন্দিত মনে
মঙ্গলারে প্রণমিল মঙ্গল কারণে।
মায়ে প্রণমিয়া শিশু ত্বরিত গমনে
প্রণমিতে যান প্রভু লক্ষ্মীনারায়ণে।
তথায় যাইয়া নমি প্রভু নারায়ণে
চলি যান শ্রীরাধাবল্লভ দরশনে।
তথায় উদয় হয়ে নাবালক রাম
শ্রীরাধাবল্লভ পদে করেন প্রণাম।
দণ্ডবৎ সারি কৃষ্ণচন্দ্র-কুলোদ্ভব
করজোড় করি করে কাতরেতে স্তব।
এ হেন সময়ে হরি-মন্দির ভিতর
বাজিয়া উঠিল সন্ধ্যা-আরতি-ঝাঁঝর।
আরতি সমাধি এক গায়ক প্রধান
আরম্ভ করিলা প্রভু-নিয়মিত গান।

গীত।

শ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীপদ-পল্লব,
দুর্ল্লভ আশ্রয় লহ মন আমার।

দেখিলে ঐ কান্তি, যাবে মনোভ্রান্তি,
ত্রিতাপের শান্তি হবেরে তোমার ॥
মঙ্গল না বুঝে মজিলি না শ্রীপদে,
ভ্রমে না ভাবিয়ে শেষের বিপদে,
বল দেখি মন কিসের আমোদে,
বিষয়-বিষহ্রদে দিতেছ সাঁতার ॥
চরণে শরণ যদিরে লবিনে,
মরণে নির্ভয় হবিনে হবিনে,
দিনমণি-সুত বান্ধিবে যে দিনে,
সে দিন শ্রীগোবিন্দ বিনে নাইরে নিস্তার ॥
ঐ পদ-সম্পদ হৃদি-মাঝে ধরি,
সময় থাকিতে বল হরি হরি,
তবেরে শ্রীহরি, স্বকৃপা বিতরি,
দিয়া চরণ-তরি করিবেন পার ॥
নিদানেতে যে দিন জন্মিবে উৎকণ্ঠ,
যাইতে কামনা করিবি বৈকুণ্ঠ,
সে দিন ডাকিতে নারিবি চিন্ময় শ্রীকণ্ঠ,
নীলকণ্ঠের কণ্ঠ কফে হবে ভার ॥

(শ্রীরামরঞ্জনের বর্দ্ধমান হইতে হুগলি উদ্দেশে গমন।)

পয়ার।

গুণি-মুখে শুনি গান রাম গুণমণি
চঞ্চল হইয়া ফিরি চলেন অমনি।
গিয়া কোন মহতেরে দিয়া পরিচয়
রহিলা গোপন ভাবে তাহার আলয়।
সপ্তদিন গুপ্তভাবে করি তথা বাস
তাহার পরেতে মনে পাইলেন ত্রাস।
সকল সন্ধান জানি জনৈক মোক্তার
কাছে এসে কয় কথা বড় মুখ তার।
বলিছে বালকে, আমি বহু টাকা নিব
তাহা না পাইলে পরে ধরাইয়া দিব।
ইহা শুনি বালক-আশ্রয়দাতা রাগি
মোক্তারে কহেন মন্দ বালকের লাগি।
তবে সে মোক্তার অতি ভয়ে পলাইল
বালকের মন কিছু সুস্থির হইল।
পরে সে বালক লয়ে নায়েক বিজয়
জনৈক সুজন-গৃহে হইল উদয়।
সে মহৎ নাবালকে দেন উপদেশ
কেন তুমি গোপনে ভ্রমিছ বহু দেশ।

কেন বা ফেলিছ সদা নয়নেতে নীর
অতি শীঘ্র হুজুরেতে হওগা হাজির।
ইহা শুনি নাবালক যামিনীর শেষে
চলিল হুজুর-পাশে হাজির উদ্দেশে।
গাড়ী চড়ি ইষ্টেশনে উদয় হইল
হুগলি যাইব বলি টিকিট লইল।
ভয়ে ভয়ে গাড়ী'পরে করি আরোহণ
এক স্থানে মিলিয়া বসিল তিন জন।
পরস্পর নানাকথা বলিতে বলিতে
পবন-বেগেতে গাড়ী লাগিল চলিতে।
মেমারী হইয়া পার পূর্ব্বদিকে ধায়
অবিলম্বে উপনীত হইল মগরায়।
তথা যেয়ে পরস্পর করিল শ্রবণ
বালক ধরিতে রেলে গেছে এক জন।
হুগলির ইষ্টেশনে আছয়ে বসিয়া
তাহা শুনি নাবালক উঠিল কান্দিয়া।
নীলকণ্ঠ বলে মোর ফেটে যায় বুক
বর্ণিতে না পারি আর রঞ্জনের দুখ।

(শ্রীরামরঞ্জনের মগরাষ্টেশনে রেলগাড়ী হইতে পদব্রজে গমন।)

বিজয় বলিল তুমি না কান্দ কুমার
এখনি করিব আমি এর প্রতীকার।
এ গাড়ী হইতে শীঘ্র চলহ নামিয়া
পদব্রজে ত্রিবেণীতে যাইব হাটিয়া।
এত বলি তিন জন নামি মগরায়
পদব্রজে ত্রিবেণীতে চলিল ত্বরায়।
যাইতে যাইতে পথে বলে গিরিধারী
স্নানের সময় গত ক্ষুধা হ'ল ভারি।
পথে যদি কোন স্থানে মিলয়ে দোকান
করিয়া সন্দেশ জল জুড়াইব প্রাণ।
বালক বলিছে তুমি এই দণ্ডে মর
না করিয়া গঙ্গাস্নান পূরিবে উদর।
বিন্ধ্যগিরি বলে যদি পথে গঙ্গা পাই
তবে আর গঙ্গাস্নান কে করিবে ভাই ?
এই কথা বলে বিন্দু চক্ষে ফেলে পানি
যাইতে যাইতে এক দেখিল দোকানি।
তেলি মালী নহে সেই জাতি সূত্রধর
দোকান লইয়া বসে আছে একেশ্বর।

তাহা দেখি বালক সহিত তিন জন
ত্বরা করি উপনীত তাহার সদন।
তাহা দেখি দোকানির হরিষ অন্তর
আসুন আসুন বলি করিল আদর।
বিজয় বলিল এক কিসের দোকান
সেহ বলে মুড়ি চিঁড়ে যা লইতে চান।
তাহা শুনি নাবালক কহে ধীরে ধীরে
খাইতে নারিব মুড়ি চিনে গুড় চিঁড়ে।
খেতে নারি বাসি মণ্ডা নাকে লাগে বাস
কেমনে খাইব চিঁড়ে নাহিক অভ্যাস।
শুনিয়া বালক-বাক্য বিজয় সুধীর
বলিতে লাগিল খেদে চক্ষে ফেলি নীর।

গীত।

কেন্দে বিজয় বলিছে ধীরে।
হৃদে স্নেহভাব রাখি, চাঁদমুখ দেখি ভাসিতেছে আঁখি-নীরে॥
পর্য্যুসিত ক্ষীর খণ্ড দিলে যায়, দাঁতে কাটি থুথু করিয়া ফেলায়,
কেমন করে আজি খেতে দিব তায়, ধুমধরা গুম চিঁড়ে॥
দধি দুগ্ধ চিনি ফিনি ক্ষীর সর, যে নাধরে আদরে পাতি দুইকর,
খাওয়াতেন মিষ্টান্ন বৃদ্ধ নৃপবর, বলেতে বদন চিরে;

(আজ) কেমনে তায় দিব মোটা চিঁড়ে খালি,
মিঠার অভাবে চিঠার পাটালী,
হায় কি ঘটনা ঘটাইলা কালী, আনিয়া গঙ্গার তীরে ॥

(বিন্ধ্যগিরির ভোজন-বৃত্তান্ত ও শ্রীরামরঞ্জনের ত্রিবেণীতে গঙ্গা-স্নানার্থে গমন।)

পয়ার।

এ কথা শুনিয়া তার বিন্ধ্যগিরি কন
খাও বা নাখাও চিঁড়ে তোমরা দু'জন।
মোর পানে করুণা করিয়া ফিরি চাও
বাপার ঠাকুর হে খাবার কিনে দাও।
মেষ-মাংস পেলে আমি নাহি চাই অজা
চিঁড়ে মুড়ি পেলে নাহি চাই খাজা গজা।
ইহা বলি আজ্ঞা লয়ে পাতি বড় পিঁড়ে
খোরা ভরি নিল প্রায় তিন সের চিঁড়ে।
তাহে দিয়া গণ্ডাদশ কদলীর ফল
পাটালি মিশায়ে ঢালে পাঁচ সের জল।
জলেতে ভিজিয়া চিঁড়ে করে 'চপ্ চপ্'
সাপুটিছে বিন্ধ্যগিরি করি 'সপ্ সপ্।'

দুই তিন মিনিটেতে খোরা হ'ল ফাঁক
তাহা দেখি নাবালক হইল অবাক।
পিঁপুড়ি ডোরাতে পাত শুঁকিবেনা কেউ
চেঁছে পুঁছে খেয়ে বিন্দু করিলেক হেউ।
আর কিছু চাই বলি সুধান বিজয়
বিন্দু বলে গুড় মুড়ি পেলে ভাল হয়।
ইহা শুনি নাবালক নিজে ধরি ঝুড়ি
ঢালিয়া দিলেন প্রায় পাঁচ সের মুড়ি।
নুন আর লঙ্কা দু'টী দিয়া তার'পর
দিলেন কড়াই ভাজা খেসারি মটর।
যখন চিবায় বিন্দু খেসারি মটর
কঠিন শবদ উঠে কটর কটর।
চারি পাঁচ মিনিটেতে শূন্য হ'ল খোরা
কুকুরে ফেলিয়া দিতে না রহিল থোড়া।
পরে করি দুই তিন সের জল পান
বলিছেন বিন্দু কিছু স্থির হ'ল প্রাণ।
হস্তপদ ধুয়ে বিন্দু মুখে লয়ে গুয়া
চলিল বালক-সঙ্গে গেয়ে এক ধূয়া।
বিজয় বলিছে তার ধরি দুই কর
পূরিল কি না পূরিল তোমার উদর ?

শুনি কহে বিন্ধ্যগিরি বিজয় নিকটে
মন্দ নয় একরূপ হইয়াছে বটে।
আর কিছু পেলে পরে হ'তাম সন্তোষ
দোকান উজাড় হ'ল তোমার কি দোষ।
ভরে না ভরুক পেট আর কোথা পাব
এইত নিকটে ঘাট তথা গিয়া খাব।
বিজয় বলিছে তুমি আছ উপবাসী
ঘাটেতে যাইয়া মুড়ি খাবে রাশি রাশি।
উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য তথায় না পেলে
খাইলেই হবে ধরি কারো কচি ছেলে।
এ কথা বিজয় যবে বলিল প্রকাশি
শুনিয়া বালক-মুখে নাহি ধরে হাঁসি।
হাসিতে হাসিতে সবে চলি যান বাটে
ক্ষণ পরে উপনীত ত্রিবেণীর ঘাটে।
করিয়া গঙ্গাতে স্নান দাঁড়াইলা সব
জোড় কর করি করে জননীর স্তব।

গীত।

গঙ্গে গো শুভাঙ্গিনী, ভানুজ ভয় ভঙ্গিনী,
হরিচরণ-সঙ্গিনী তরঙ্গিণী তারিছ নরে।

ত্যজি গোলোক, এলে ভূলোক ত্রিলোক-শুভদায়িনী,
অগতি গতি দায়িনী জনতারিণী পাপহারিণী,
আগমে নাহি সীমা অসীম মহিমা প্রকাশিনী,
তাপনাশিনী পরমেশানী সদাবাসিনী শিব-শিরে ॥
অশেষ পাপী ত্রিতাপে'তাপি, ডুবে যদি মা তব নীরে,
কলুষরাশি, সকল নাশি, স্বরগবাসী কর তারে,
তব সলিলে, মানবলীলে, সম্বরে যে বরনরে,
আর জঠরে আসেনা ফিরে, সে লোক চলে গোলোক'পরে ॥

(ত্রিবেণী হইতে নৌকাযোগে শ্রীরামরঞ্জনের হুগলি গমন।)

পয়ার।

গঙ্গাস্নান করি পরে সারি জলপান
হুগলি যাইতে হ'ল আকুলিত প্রাণ।
তবে তিন জন গিয়া গঙ্গার গহ্বরে
নাবিক নাবিক বলে ডাকে উচ্চস্বরে।
তাহা শুনি নাবিক আসিয়া একজন
জিজ্ঞাসিছে আমারে ডাকিলে কি কারণ।
বিজয় বলিছে মোরা যাইব হুগলি
লয়ে যেতে পার তবে নায়ে নাও তুলি।

নাবিক বলিছে ভাড়া দুই টাকা নিব
বিজয় বলিছে চল তাই আমি দিব।
এই কথা বলি সবে চড়িল নৌকায়
অতি দ্রুতগতি তরী চলিল ভাটায়।
কুবাতাসে ঘুরে তরী পাথারেতে যায়
ভয়েতে কাণ্ডারী তরী সাবধানে বায়।
থরহরি প্রাণ কাঁপে দেখিয়া তুফাণ
দাঁড়ি মাঝি করে ডরে হরি-গুণ গান।

গীত।

আমার এ দেহ-তরি ভব তুফাণে।
এখন যায় কেমনে॥
ভাঙ্গা তরি জীর্ণ ভারি জেরেছে কীট ঘুণে,
তাতে আবার পাপের বোঝাই আছে মণে মণে॥
(আরে ও) টলে ঢলে ডুবায় তরি আরোহী ছয়জনে;
তরবি যদি মন রে আমার হরি বল বদনে॥

পয়ার।

শ্রীহরি স্মরণ করি তরী চালাইল
ভাসি ভাসি আসি তরী ঘাটেতে লাগিল।

হুগলি আসিল নৌকা নাবিকেরা কয়
তাহা শুনি নাবালক হইল নির্ভয়।
তরণী হইতে তবে নামিয়া ত্বরিত
দুর্গাদাস চাটুজ্যের ঘরে উপনীত।
বিজয়ের বৈবাহিক বাবু দুর্গাদাস
সেই সে কারণে শিশু যান তাঁর পাশ।
বৈবাহিকে দুর্গাদাস করি দরশন
সাদরে সম্ভাষি কাছে বসান তখন।
রাজচিহ্ন নিরখিয়া কুমারের অঙ্গে
জিজ্ঞাসিল কেবা এই শিশু তব সঙ্গে।
বালকের পরিচয় দিলেন বিজয়
শুনিয়া সন্তুষ্ট হয়ে দুর্গাদাস কয়।
গোপন ভাবেতে থাক কোটার উপরে
কারো সাধ্য নাই আসি ধরে মোর ঘরে।

(শ্রীরামরঞ্জনের হুগলিতে অবস্থান।)

তাঁহার আশ্বাস বাক্য করিয়া শ্রবণ
নির্ভয়েতে রহিলেন শ্রীরামরঞ্জন।
পরেতে হইল কিছু টাকা দরকার
জয় বলে বিন্দু ঘরে যাও একবার।

খরচের টাকা লয়ে দেওয়ানের পাশ
অবিলম্বে ফিরিয়া আসিবে এই বাস।
তবে চলে বিন্ধ্যগিরি আনন্দিত মনে
উপনীত হয় গিয়া রাজার ভবনে :
এখানে দরখাস্ত হেতু চলিল বিজয়
কলিকাতা সহরেতে উপনীত হয়।
দুইদিকে দুই জন করিলা গমন
একাকী থাকেন হেথা শ্রীরামরঞ্জন।

ত্রিপদী।

একাকী থাকিতে দুঃখ পেয়ে চিতে
কান্দিয়া বালক কয়
হায় হায় বিধি করিলি অবিধি
বিধির এ বিধি নয়।
দিয়া রাজ্যপদ অতুল সম্পদ
অশেষ বিপদে ফেল
পর্ব্বত কাননে পরের ভবনে
কান্দিতে জনম গেল।
যত দুখ পাই কারে বা জানাই
সুখ নাই পাই কভু

এ দুঃখ পাথারে তারিতে কে পারে
বিনা সে জগৎ-প্রভু।
পিতার জননী কর্ত্রী ঠাকুরাণী
তিনিও নিকটে নাই
দারুণ ক্ষুধায় প্রাণ যায় যায়
কার কাছে গিয়া খাই।
অন্তরের ব্যথা কারে বলি হেথা
সতত কাতর হই
নাশি এ দুর্গতি কে করিবে গতি
অগতির গতি বই।
হে রাধাবল্লভ করুণা অর্ণব
শ্রীপদপল্লব দাও
আপনার গুণে এ হেন নির্গুণে
করুণনয়নে চাও।

গীত।

আমি এ যন্ত্রণা কত সব।
দুঃখ নাশহ শ্রীকেশব॥
তব কৃপা ভিন্ন, গতি নাই অন্য,
আমি বড়ই জঘন্য জীব॥

তুমি সর্ব্ব জীবের সুখ দুঃখ দাতা,
পিতার পরম পিতা ধাতার বিধাতা,
তুমি যদি মোরে না কর মমতা, কাহার আশ্রয় লব ॥
সর্ব্বত্র এ কথা সর্ব্ব লোকে কয়,
পুত্রের অপরাধ পিতা নাহি লয়,
তবে কেন ফিরে চাও না দয়াময়, এ কি অবিচার তব।

(নবীন দেওয়ান ও কেনারামসহ (১) বিন্ধ্যগিরির
টাকা লইয়া আগমন।)

পয়ার।

এইরূপ নাবালক কান্দে একেশ্বর
এখানেতে বিন্দু যায় দেওয়ানের ঘর।
নবীন দেখিয়া বিন্ধ্যগিরির বদন
জিজ্ঞাসে কোথায় আছে শ্রীরামরঞ্জন।
বিন্ধ্যগিরি কহে তিনি হুগলি-সহরে
লুকায়ে আছেন বাবু দুর্গাদাস-ঘরে।
দেওয়ান বলিছে তুমি এলে কি কারণ
বিন্দু কয় টাকার হইল অনাটন।

(১) কেনারাম—বাবু কেনারাম ঘোষ; ইনি হরিপুরগ্রাম নিবাসী সম্রান্ত জমিদার ও হেতমপুর রাজবাটীর জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী ৺বাবু নটবর ঘোষের পুত্র।

বিন্দু-মুখে এই কথা নবীন শুনিয়া
বিষাদে পূরিত হয়ে উঠিল কান্দিয়া।
বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেইক্ষণ
কেনারামে সঙ্গে লয়ে করিল গমন।
তিন জন তাড়াত্বাড়ি যাইয়া সত্বরে
উপনীত হয় গিয়া হুগলি নগরে।
যথায় আছয়ে শিশু অতিশয় ত্রাসে
সবে উপনীত সেই দুর্গাদাস-বাসে।
যেখানে বিরলে শিশু করিছে ক্রন্দন
তথায় যাইয়া সবে দিল দরশন।
দেখিল বালক আছে নির্জ্জনেতে বসি
রাহু কবলিত যেন পূর্ণিমার শশী।
শুকায়ে গিয়াছে তাঁর শ্রীমুখমণ্ডল
শিশিরে বিশীর্ণ যেন কমলের দল।
বদন বিবর্ণ আর বসন মলিন
দেখিয়া কান্দিয়া উঠে দেওয়ান নবীন।

ত্রিপদী।

নবীনে দর্শন করিয়া তখন
শ্রীরাজনন্দন বলে

কেন্দ না কেন্দ না দিও না বেদনা
ভেসনাহে আঁখি-জলে।
দেখি তব মুখ ঘুচিলহে দুখ
শোক তাপ দূরে গেল
হেরি নবঘন চাতক যেমন
আনন্দে মগন ভেল।
করিয়া মন্ত্রণা ঘুচাও যন্ত্রণা
আর ত সহে না প্রাণে
এইরূপে কত দিন করি গত
বেড়াইব স্থানে স্থানে।

(বিজয়ের নিকট কলিকাতার সমাচার প্রাপ্তে শ্রীরামরঞ্জনের নৌকায় কলিকাতা যাত্রা।)

পয়ার।

বালকের মুখে শুনি এতেক বচন
নবীন দেওয়ান দুঃখে করেন রোদন।
কেনারাম বলে যাতে কষ্ট নষ্ট হয়
তার সদুপায় চিন্তা কর মহাশয়।
ধৈর্য্য ধর বৃথা আর কর না রোদন
বিপদ কালেতে ডাক শ্রীমধুসূদন।

অগতির গতি তিনি দীনের বান্ধব
দয়া করি সব কষ্ট নাশিবে কেশব।
এইরূপে হয় তথা কথোপকথন
হেন কালে বিজয় দিলেন দরশন।
নবীনে সকল কথা বলেন বিজয়
কলিকাতা গিয়া যাহা হইল নিশ্চয়।
মঙ্গলজনক কথা যেমন বলিল
এই দণ্ডে যাব তথা নবীন বলিল।
কলিকাতা যাইবার করি অভিপ্রায়
দুর্গাদাস সন্নিকটে হইল বিদায়।
তাড়াতাড়ি ঘোড়াগাড়ী ভাড়া করি বাটে
তাহে চড়ি উপনীত সুরধুনী-ঘাটে।
ত্বরায় তরণী'পরে করি আরোহণ
দক্ষিণাভিমুখে দ্রুত করেন গমন।
গঙ্গা-বক্ষে দেখি সেই বিপুল তরঙ্গ
অতি ভয়ে ভীত চিত কাঁপিতেছে অঙ্গ।
ভয়েতে সকলে স্মরি দেব ভগবান্
কাতরে কাণ্ডারিগণে করে সাবধান।
ভয়ে ভীত নাবালক জুড়ি দু'টী কর
গঙ্গারে প্রণমি স্তব করেন বিস্তর।

গীত।

সুর শৈবলিনী, জগত-জননী,
শঙ্কর মৌলি-নিবাসিনী গঙ্গে!
মম পাপাটবী, ছেদ মা জাহ্নবী,
কৃপাণ স্বরূপ কৃপা অপাঙ্গে ॥

(তুমি) গোলোকবাসিনী ত্রিলোক ত্রিধারা,
ত্রিলোক আরাধ্যা সর্ব্ব-সারাৎসারা,
সর্ব্বতীর্থময়ী সর্ব্বপাপহরা,
ভব-দারা ভব-কলুষ ভঙ্গে ॥

(তুমি) বিষ্ণুপাদোদ্ভবা সকলেতে গায়,
কিন্তু কিমাশ্চর্য্য কার্য্য দেখা যায়,
তোমার জীবনে যদি জীবন যায়,
বিষ্ণুরূপ পায় পাপাঙ্গে ॥

কে জানে মা গঙ্গে তব গুণ গরিমা,
বিধি বিষ্ণু শিব দিতে নারেন সীমা,
আমি জ্ঞানহীন কেমনে কহি মা,
অসীম মহিমা তব দ্রবাঙ্গে ॥

তোমা হীন দেশে হই মহাজন,
অথবা রাজেন্দ্র বহু ধনজন,
সে সুখ সম্পদে নাহি প্রয়োজন,
বিসর্জ্জন সে সুখ সঙ্গে ॥

তব তীরে হই সরট করট,
কিম্বা নীরে হই কুম্ভীর কমঠ,
(সেহ) ভাগ্য করে মানি তট সন্নিকট,
. জন্মি যদি আমি কীট পতঙ্গে ॥
তব তীরে স্থান তব নীরে স্নান,
তব জলপান তব রূপ ধ্যান,
যে করে জগতে সেহ ভাগ্যবান,
শুনি পুরাণ প্রসঙ্গে ॥
কণ্ঠ কয় যে দিন স্মরি অম্বিকায়,
এ দেহ মিশাবে পঞ্চভূতাত্মায়,
সে দিনে এ দীনে রেখ রাঙ্গাপায়,
ভাসে যেন কায় তব তরঙ্গে ॥

(শ্রীরামরঞ্জনের কলিকাতা গমন।)

শুনি স্তব গান আর সারি গেয়ে গেয়ে
নাবিকেরা ত্বরায় তরণী যায় বেয়ে।
সুবাতাসে পাল.পেয়ে দ্রুত তরি হাঁটে
উপনীত কলিকাতা হাটখোলা ঘাটে।
তটেতে লাগিল তরি নামি তার পরে
চলি যান পঞ্চজন পঞ্চানন ঘরে।

সেখানেতে নাবালক থাকে সপ্তদিন
অনুদিন ভেবে ভেবে তনু হয় ক্ষীণ।
বালকের কষ্ট দেখি বাবুর গৃহিণী
দুঃখিত হইয়া কত কান্দিলেন তিনি।

(শ্রীরামরঞ্জনের রামকৃষ্ণপুরে গমন।)

সেই সে সময়ে তথা চড়ি এক হয়
পঞ্চুর জামাতা আসি হলেন উদয়।
শ্বশুরের কাছে গিয়া ধীরে ধীরে কয়
বালক ধরিতে আজি আসিবে নিশ্চয়।
সরিফ বাহির হ'ল বালক ধরিতে
স্থানান্তরে নাবালকে রাখহ ত্বরিতে।
নতুবা ধরিবে আসি ক্ষণকাল পরে
করহ উপায় যাহে বালক না ধরে।
জামাতার মুখে শুনি এতেক বচন
ভয়েতে ঘামিয়া গেল বাবু পঞ্চানন।
মুখে নাই বাক্ বুক করে দুর দুর
বালকে লইয়া যান রামকৃষ্ণপুর।
কেন্দে কৃষ্ণসুত রামকৃষ্ণপুরে যায়
না পড়িল ধরা রাম কৃষ্ণের ইচ্ছায়।

রামকৃষ্ণপুরে পঞ্চু হইয়া উদয়
স্থানীয় কর্ত্তারে গিয়া দেন পরিচয়।
সম্মত করিয়া তাঁরে বিবিধ বিনয়ে
বাগান বাড়ীতে যান নাবালকে লয়ে।
বৃহৎ বাগানবাড়ী অতি সুশোভন
তথায় লুকায়ে রন শ্রীরামরঞ্জন।

ষোড়শাক্ষরী।

গঞ্জের প্রধান কৃষ্ণগঞ্জ সর্ব্বগঞ্জে গঞ্জে
নগর মধ্যে কৃষ্ণনগর জন-মনোরঞ্জে।
সায়র মধ্যে কৃষ্ণসায়ের বড় দীর্ঘাকার
বান্ধের প্রধান কৃষ্ণবান্ধ অদ্ভুত ব্যাপার।
কবির প্রধান কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানি
তন্ত্রের প্রধান কৃষ্ণানন্দী তন্ত্রসার খানি।
চামের প্রধান কৃষ্ণসার অতি শুদ্ধাসন
নামের প্রধান কৃষ্ণনাম বলে সর্ব্বজন।
তিলের মধ্যে কৃষ্ণতিল সবাই করে যশ
লীলার প্রধান কৃষ্ণলীলা সুমধুর রস।
শিলার প্রধান কৃষ্ণশিলা মুক্তি দান করে
ধামের প্রধান কৃষ্ণধাম সর্ব্ব পাপ হরে।

রাজার প্রধান কৃষ্ণচন্দ্র বড় পুণ্যবান
বাবুর প্রধান কৃষ্ণচন্দ্র সেই পরিমাণ।
ফুলের প্রধান কৃষ্ণপদ্ম আর কৃষ্ণচূড়
গ্রামের মধ্যে প্রধান গ্রাম রামকৃষ্ণপুর।

গীত।

কৃষ্ণচাঁদের চাঁদ সেই রামকৃষ্ণপুরে।
করি কৃষ্ণপদ ধ্যান, কৃষ্ণগুণ গান,
করিয়া ভাসেন অশ্রুনীরে॥
বালকের বাক্য সহজেই মিষ্ট, তার উপরে আবার বলে রাধাকৃষ্ণ,
মনোহর গান বড়ই উৎকৃষ্ট,
কর্ণে হইলে প্রবিষ্ট সর্ব্বাঙ্গে শিহরে॥
পঞ্চম বর্ষীয় প্রহ্লাদ যেমন, হরি হরি বলি ভাসালে ভুবন,
আজি রঞ্জনের ভাব দেখিরে তেমন,
(নিরঞ্জনে) ডাকি আঁখি নিরঞ্জন করে॥
কান্দিয়া কহিছে হে রাধাবল্লভ, বিপদে বিতরি শ্রীপদপল্লব,
করুণা করিয়া করুণা অর্ণব,
লয়ে চল দুঃখ অর্ণব ওপারে॥

(শ্রীরামরঞ্জনের হুজুরে হাজির হইবার যুক্তি।)

পয়ার।

এখানে সরিফ আসি পঞ্চুর ভবনে
মহাধুম লাগাইল বালক কারণে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করি কহিছে বাবুরে
বালকে লুকায়ে তুমি রেখেছ এ পুরে।
তাহা শুনি পঞ্চানন কহিলেন বাণী
বালক কেমন বটে কিছুই না জানি।
শুনিয়া সরিফ তাহা অগ্নি হেন জ্বলে
অতিশয় ক্রোধভরে পঞ্চাননে বলে।—
নাবালকে লুকাইয়া রাখি নিজ-ঘরে
বঞ্চনার কথা বল আমার গোচরে।
এখনি ঘুচাব তব সকল কৌশল
মোর কাছে না খাটিবে কোন ছলবল।
বলিতে বলিতে কথা অধিক রাগিল
দ্বাররুদ্ধ কবাটের শিকল ভাঙ্গিল।
তাহা দেখি পঞ্চানন কর্ম্মাধ্যক্ষ কয়
অনধিকারের চার্য্য জান মহাশয়?
ইহা শুনি সরিফ চলিয়া গেল দূরে
পঞ্চানন যান তবে রামকৃষ্ণপুরে।

যথায় বসিয়া আছে শ্রীরামরঞ্জন
তথা গিয়া পঞ্চানন দিলা দরশন।
সরিফ আসিয়া যাহা বলিল কুৎসিত
সব কথা সবাকারে করেন বিদিত.।
পঞ্চুর বদনে শুনি সরিফাগমন
ভয়েতে কম্পিত হন শ্রীরামরঞ্জন।
নবীন বলিছে হায় কি বুদ্ধি করিব
বিপদ্‌সাগর হ'তে কিরূপে তরিব?
এ কথা শুনিয়া তবে কহিছে বিজয়
এক বুদ্ধি আছে বলি শুন মহাশয়।
আমি এই যুক্তি মনে করিয়াছি স্থির
জ্ঞানসহ কাণ পেতে শুন মহাবীর।
হুজুরে দরখাস্ত কাল প্রাতে দিব গিয়া
যা'হবে হুকুম তাহা করিব জানিয়া।
শুনিয়া সে কথা সবে একবাক্যে কয়
এ কাজ করিতে আর বিলম্ব না সয়।
তবে সে দেওয়ান গিয়া বসিয়া নির্জ্জনে
আবেদনপত্র এক লিখেন যতনে।
পরদিন প্রাতে বেলা নয়টা সময়
আবেদন পত্র লয়ে চলিল বিজয়।

ভাবিতে ভাবিতে পথে জয়বাবু যায়
উপনীত হন এক মোক্তার-বাসায়।
দেখি আবেদনপত্র সেই সে মোক্তার
দাখিল করিতে ভয়ে না হন স্বীকার।
হতাশ হইয়া ফিরি আসিয়া বিজয়
নবীনের পরিচয় দিল সমুদয়।
কহিল দেওয়ান কাছে নায়েক কুমার
প্রকাশ্যে দরখাস্ত করা না হইবে আর।
এ কথা শুনিয়া চিন্তা করেন দেওয়ান
কি হবে উপায় কিছু না পান সন্ধান।
পঞ্চানন বলে বৃথা কেন হও ব্যস্ত
ডাক যোগে পাঠাইয়া দেহ দরখাস্ত।
তখনি কাগজ লয়ে দ্বিজ পঞ্চানন
সময় উচিত লেখে সব বিবরণ।
নাবালক লিখিছেন ধর্ম্ম-অবতার
কাশীতে পড়িতে যাব প্রার্থনা আমার।
কলিকাতা সহরে থাকিতে বাসি ভয়
সেজন্য কাতরে বলি করিয়া বিনয়।
হে হুজুর বাহাদুর! এই বাক্য স্থির
প্রার্থনা মঞ্জুর হ'লে হইব হাজির।

কাতরে করুণা করি যে হুকুম চাই
টাউন-হলেতে যেন সেই পত্র পাই।
টাউন-হলেতে যদি দেন বিজ্ঞাপন
নির্ভয়ে বোর্ডেতে আমি করিব গমন।
এরূপে দরখাস্ত লিখি ডাকে পাঠাইল
সেই দিন আর্জ্জি গিয়া কোর্টে পৌহুছিল।
কোর্টাধ্যক্ষ সেই পত্র করিয়া পঠন
অবগত হন তার সব বিবরণ।
দয়াতে হুকুমনামা লিখেন হুজুর
বালকের আবেদন হইল মঞ্জুর।
জনৈক পেয়াদা সে হুকুমনামা লয়ে
টাউন-হলেতে আসি দিল চিটাইয়ে।
তার পরদিন আসি নায়েক বিজয়
দেখিলেন বিজ্ঞাপন পড়ি সমুদয়।
মোহর সংযুক্ত পত্রে প্রকাশ রয়েছে
জেলাতে হাজির হওয়া আদেশ হয়েছে।
হুকুম পত্রিকা যাহা পঠন করিল
বালক নিকটে আসি সকল বলিল।
শুনি হরষিত হন শ্রীরামরঞ্জন
বলে চল এই দণ্ডে করিব গমন।

(শ্রীরামরঞ্জনের ফরেশডাঙ্গায় গমন ও তথা হইতে
নারীবেশে পলায়ন ।)

তবে সবে তাড়াতাড়ি চড়িয়া নৌকায়
ত্বরিত গমনে যান ফরেশডাঙ্গায় ।
সরিফ ভয়েতে শিশু অতিশয় ত্রাসে
গোপনে প্রবেশে আসি নন্দলাল-বাসে ।
পূর্ব্ব পরিচয় কিছু ছিল সে কারণ
গিয়াছিল নাবালক তাহার ভবন ।
নন্দের ভবনে মনে হইয়া উল্লাস
করিলেন গুপ্তভাবে সপ্তদিন বাস ।
অষ্টম দিবসে নন্দ বলেন বালকে
এখানে থাকিলে পরে জানিবেক লোকে ।
এক্ষণ এখান হ'তে হইয়া বিদায়
সত্বর চলিয়া যাও শিহুড়ি জেলায় ।
এই কথা নন্দ-মুখে করিয়া শ্রবণ
ভাবিতে লাগিল শিশু শ্রীরামরঞ্জন ।
নবীনে বলিছে আমি যাইব কি মতে
সরিফ এসেছে পাছে ধরে লয় পথে ।
হায় হায় এত দিনে ঘটিল কি দায়
কেহ যে আমার সঙ্গে যেতে নাহি চায় ।

এ কথা শুনিয়া তবে বলে কেনারাম
আমি তব সঙ্গে সঙ্গে যাব গুণধাম।
কিন্তু যদি নির্ভয়ে যাইবে নিজ-দেশে
নিশিযোগে চল তবে রমণীর বেশে।
এ কথা শুনিয়া শিশু করিল স্বীকার
আনাইলা মূল্যবান কেশ অলঙ্কার।
বাজারে কিনিয়া নিল বডি আর শাড়ী
নিশিযোগে নাবালক সাজিলেন নারী।

গীত।

বর-নর নাগরী বেশা।
বার বরিষ বয় বালকচাঁদ আধ যুবতীসমহি রস লেশা॥ ধ্রু॥
কুঞ্চিত কুন্তল তলকরি তহুপর, মনোহর পরকেশ লেলা।
ভালে অরুণবর কিরণ বিনিন্দিত সুন্দর সিন্দুর দেলা॥
পরিহিত কেশে বিবিধ বেণী বন্ধন লুটুই লুটুই পীঠ জোড়ে।
কুটিল কটাখে দুরন্ত মদনশর জন-মন-ধৈরজ তোড়ে॥
অতসী কুসুমজিত পীত পটাম্বর পিন্ধল মনোহর ছান্দে।
কোড় কদম্বে বনাই দোকুচযুগ তহুপরি কাঁচলি বান্ধে॥

কলপিত কুচ'পরে দোলত চুম্বত
গীমকি গজমতি হারা।
কুম্ভ ভরিয়া যেন শম্ভু শিরসি কেহ
দেয়ত সুরধুনী-ধারা॥
করকে কেউর আর কঙ্কণ কিঙ্কিণী
কণক বলয়সহ সাজে।
চরণ যুগলে মল করতহি ঝলমল
রহি রহি রুণু রুণু বাজে॥
বর-নর কামিনী গজ-বর গামিনী
শ্যামবরণ কাম-কোড়া।
কণ্ঠ কহত রূপ ঈষদবলোকনে
জন-মন ভাব-বিভোরা॥

গীত।

অপরূপ রূপলাবণী সুচন্দ্রাননী।
রঞ্জন রমণীরূপ জন-মন রঞ্জিনী॥ ধ্রু॥
লম্বিত লোটন কেশ চুম্বিছে নিতম্ব দেশ
আজ বৃন্দাবনের সখীবেশ ধরিলেন গুণমণি॥
কণ্ঠ কয় যা' হৃদে এসে, বলছি তাই ভাবি উদ্দেশে,
যেন ঐ বেশে যাইয়ে শেষে ব্রজে পাই চিন্তামণি॥

পয়ার।

কুমারের নারীরূপ দেখিয়ে সবাই
বলিছে এমন রূপ কভু দেখি নাই।
এ বেশে চলিয়া যান যদি অবনীতে
পুরুষ বলিয়া কেহ নারিবে জানিতে।
এ কথা শুনিয়া বলে কেনারাম রায়
এবারে যাইব পথে হইয়া নির্ভয়।
কিন্তু এক কথা তোমা সবারে প্রকাশি
আরও ভাল হয় সঙ্গে হলে এক দাসী।
তাহা শুনি সকলে করিয়া যুক্তিসার
কিছু টাকা দিয়া এক আনিল কুমার।
উপযুক্ত বেশভুষা দিল তার অঙ্গে
সাজাইয়া দাসী দিল বালকের সঙ্গে।
একই পাল্কীতে দোহে করি আরোহণ
অতি শীঘ্র ইষ্টেশনে করেন গমন।
টাকার অভাবে গাড়ী না হল্ল রিজাফ
দেড়া ভাড়া গাড়ীতে বসিল ফেলি ঝাঁপ।
গাড়ীতে কাণ্ডার বান্ধি হইয়া সন্তোষ
অপর গাড়ীতে বসে কেনারাম ঘোষ।

পবনের ন্যায় গাড়ী চলে বেগবান
অবিলম্বে উপনীত হয় বৰ্দ্ধমান।
হায় কি দুঃখের কথা দৈবের ঘটন
ডেপুটী আসিয়া তথা দিল দরশন।
জিজ্ঞাসেন কেনারামে সে মহানুভব
গাড়ীর কাণ্ডারী মাঝে কেবা আছে তব।
কেনারাম কহে ওঁরা মোর কেহ নন
আমি যাঁর অন্নদাস তাঁর কন্যা হন।
বাপের ব্যারাম শুনি হইয়া কাতর
তাহারে দেখিতে যান জনকের ঘর।
এইরূপে কেনারাম ছলে কথা কন
না ফুরাতে কথা গাড়ী আইল জংসন।
জংসনেতে গিয়া গাড়ী যেমন থামিল
তেমনি তথায় আসি সরিফ উঠিল।
কেনারাম ঘোষবাবু ব'সে ছিল যথা
চঞ্চলনয়নে চেয়ে বসিলেন তথা।
বসিয়া সরিফ কহে কেনারাম কাছে
কাণ্ডারী তুলহ শীঘ্র দেখিব কে আছে।
শুনি কেনারাম ভয়ে কম্পবান হয়
ভূমিকম্প কালে যেন বৃক্ষ সমুদয়।

তবে কেনারাম অতি জোড়ে কহে তায়
কেমনে কাণ্ডার খুলে দেখাব তোমায় ?
মনীবের কন্যা মোর আছেন বসিয়া
তোমারে দেখাব বল কিসের লাগিয়া ?
সরিফ বলিছে ও কাহার কন্যা নয়
বালক বসিয়া আছে এই সে নিশ্চয়।
যে সময়ে এই কথা সরিফ বলিল
শুনি নাবালক ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।
থর থর কাঁপে দেহ জীবন চঞ্চল
বাতাসে হেলিছে যেন কদলির দল।
আকুলিত প্রাণ আঁখি ঝর ঝর ঝরে
ঝাঁপিয়া পলাতে চান সরিফের ডরে।
সে সময় সরিফ করিয়া জাঁক জারি
জোরেতে খুলিতে যায় গাড়ীর কাণ্ডারী।
এমন সময়ে কেনারাম সযতনে
ডেপুটীরে জানাইল বিনয় বচনে।
ডেপুটী কহিল এই আমার সাক্ষাতে
কার সাধ্য কাণ্ডার কাপড় ধরে হাতে।
ইহা শুনি সরিফের ভয় উপজিল
নামি এক ষ্টেশনেতে দূরে পলাইল।

ডেপুটী নামিয়া যান আসি বোলপুর
তার পর গাড়ী চলে এল বহুদূর।
যখন যামিনী প্রায় পাঁচটা বাজিল
আমোদে আমোদপুরে আসিয়া নামিল।
ছাড়িয়া রমণী বেশ মোক্তারের বেশে
ষ্টেশন ছাড়িয়া আসি বন্দরে প্রবেশে।
দাসীবেশে ছিল যেবা কাণ্ডার ভিতর
সে বেশ ছাড়িয়া সেহ হইল চাকর।
না করি বিলম্ব অতি ত্বরিত গমনে
প্রহরের মধ্যে যান সাজিনা ভবনে।
শিবাশরণের (১) দ্বারে আইলেন যবে
পুরবাসী ধেয়ে এল বেহারার রবে।

শ্রীরামরঞ্জনের সাজিনায় অবস্থিতি ও বিবাহ-
পাগলের কথা।)

ত্রিপদী।

শ্রীরামরঞ্জন সাজিনা ভবন
আইলেন শুনি সবে;

(১) শ্রীযুক্তবাবু শিবাশরণ মুখোপাধ্যায়; ইনি শ্রীযুক্ত রাজাবাহাদুরের ভগ্নীপতি ছিলেন।

যত পুরবাসী পরম উল্লাসী
ভাসিছেন সুখার্ণবে।
কত সারি সারি আসে পুরনারী
কত বাল বৃদ্ধ যুবা,
কেহ থাকি দূরে কেহ থাকি পুরে
আঁখি জলে ডুবা ডুবা।
কেহ ওষ্ঠে ধরি বলে মরি মরি
হরির কি অবিচার,
রাজার নন্দনে দুঃখ দিয়ে মনে
কি সুখ হইল তাঁর।
এক বৃদ্ধা নারী আসি তাড়াতাড়ি
ধরিয়া রঞ্জন-করে
বলে হায় হায় বুক ফেটে যায়
তোরে রাখি দেশান্তরে।
সর্ব্বদা হতাশে থাক পর বাসে
তাহাতে হয়েছ ক্ষীণ
নাহি সে লাবণ্য হয়েছ বিবর্ণ
অন্নাভাবে যেন দীন।
চন্দ্রমা মণ্ডল অথবা কমল
জিনিয়া বিমল মুখ

সে মুখ মলিন স্থূলদেহ ক্ষীণ
দেখিয়া ফাটিছে বুক।
সময়ে আহার না করি তোমার
. বিবর্ণ হয়েছে দেহ
সেই সে কারণ দেখিয়া বদন
চিনিতে না পারে কেহ।
এ কথা বলিয়া রঞ্জনে লইয়া
গেলেন আপন ঘরে
দিয়া মিষ্টজল করিয়া শীতল
ভোজন করান পরে।
শরণ-ভবনে পরম যতনে
একদিন করি বাস
যামিনী প্রভাতে শিহুড়ি যাইতে
করিলেন অভিলাষ।
শ্রীশিবাশরণ আসিয়া তখন
শ্রীরামরঞ্জনে কয়
না করি ভোজন করিবে গমন
এই কি উচিত হয়।
এ বেলা বিশ্রাম করি গুণধাম
ভোজনান্তে চলি যাবে

কিছু নাহি খেলে এ বেলায় গেলে
জননী যন্ত্রণা পাবে।
শরণ-বচন করিয়া শ্রবণ
রঞ্জন করিলা স্নান
কিছুক্ষণ পরে বাটীর ভিতরে
ভোজন করিতে যান।
সারিয়া ভোজন করি আচমন
ধরি শরণের করে
তাহার মাতায় প্রণমিতে যায়
নির্জ্জন কুঠরী ঘরে।
যাইয়া তথায় প্রণমিয়া পায়
আসি মা যখন বলে
তখন শরণ- জননী-নয়ন
পরিপূর্ণ হ'ল জলে।
ধরিয়া অধরে মৃদু মৃদু স্বরে
শরণ-জননী কন
কত দিন পরে আসিবি এ ঘরে
বলে যারে বাছাধন।

গীত।

ওরে বাছা আর কি তোর দেখতে পাব চাঁদবদন।
পূরব পুণ্যবলে, অনেক ভাগ্যফলে, অত্র স্থলেরে;
আমরা সকলে কল্লাম তোর দরশন॥
আর কিরে কখন, করিবি আগমন,
অতি দরিদ্রা দুঃখিণী মায়ের ভবন॥
যখন সাজি অপূর্ব্ব ঠাটে, বসবি আপন পাটে, সুখের হাটেরে;
তখন মা বলে রাখবি কি মনে স্মরণ॥

ত্রিপদী।

এ কথা শ্রবণ করিয়া রঞ্জন
আসিয়া বসিল যবে,
সে কালে সে স্থলে বিবাহ পাগলে
আসিয়া দেখিল সবে।

ভঙ্গ পয়ার।

তারে দেখিয়া রঞ্জন • তারে দেখিয়া রঞ্জন
জিজ্ঞাসা করেন তুমি হও কোন জন।
শুনি কহিছে ব্রাহ্মণ শুনি কহিছে ব্রাহ্মণ
আমি এ জগত মাঝে দুখী একজন।

রাম কন্ কিবা দুখ রাম কন্ কিবা দুখ
সে কয় কহিতে কথা ফেটে যায় বুক।
পুনঃ কহেন রঞ্জন পুনঃ কহেন রঞ্জন
কি দুঃখ তোমার বুক ফাটে কি কারণ?
সেহ কহিছে কান্দিয়ে সেহ কহিছে কান্দিয়ে
বুড়ায়ে গেলাম তবু না হইল বিয়ে।
দুখ বলে কি জানাই দুখ বলে কি জানাই
মোর বংশে কভু কারো বিয়ে হয় নাই।
রাম কন্ একি কও রাম কন্ একি কও
বংশে বিয়ে না হইলে তুমি কিসে হও।
রাম কহেন আবার রাম কহেন আবার
অবশ্য হয়েছে বিয়ে তোমার বাবার।
দ্বিজ কহে মুখ চাই দ্বিজ কহে মুখ চাই
আমার বাবার বিয়ে আমি দেখি নাই।
তবে লোক জনে কয় তবে লোক জনে কয়
কিন্তু সে কথায় মম না হয় প্রত্যয়।
আমি সেই অনুরাগে আমি সেই অনুরাগে
বিবাহ উপায় হেতু এনু তব আগে।
শুনি রাম কন্ তায় শুনি রাম কন্ তায়
আমার কাছেতে তব কি হবে উপায়।

দ্বিজ কহে শুন ধীর   দ্বিজ কহে শুন ধীর
তুমি যদি মোর সঙ্গে হও হে হাজির।
আমি শুনিয়াছি পাকা   আমি শুনিয়াছি পাকা
তাহে পুরস্কার পাব পঞ্চশত টাকা।
বিভা তাহাতে হইবে   বিভা তাহাতে হইবে
বরঞ্চ খরচ বাদে মজুত থাকিবে।
আমি বনদেশে খুজি   আমি বনদেশে খুজি
সুলভে করিব বিয়া হাতে রেখে পুঁজি।
শুনি হেসে কন্ রাম   শুনি হেসে কন্ রাম
অবশ্য ব্রাহ্মণ তব পূর্ণ হবে কাম।
যদি ইহা নাহি হয়   যদি ইহা নাহি হয়
তোমার বিবাহ আমি দিব মহাশয়।
তোমার বয়স বা কি   তোমার বয়স বা কি
আশী হ'তে আছে প্রায় ছয় সন বাকী।
তুমি কিসের লাগিয়া   তুমি কিসের লাগিয়া
কম দরে বুনো মেয়ে করিবে হে বিয়া।
কোন ঘটকে বলিয়া   কোন ঘটকে বলিয়া
পূর্ব্বদেশে ভাল মেয়ে খুজে দিব বিয়া।
কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ   কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ
সত্য বোধ করি হয় আনন্দে মগন।

দ্বিজ নীলকণ্ঠ কয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ কয়
বিবাহ-পাগল হলে এইরূপ হয়।

গীত।

বিয়ে পাগ্‌লা হলে ভাই।
কিছু ঠিক ঠাওর আর থাকে নাই ॥
সকল কথা মিথ্যা হ'লে সত্য বলে বুঝে তাই ॥
করি মিছ্‌ মিছানি ঘটনা, কত খায় কত জনা,
ও তা বুঝতে পারে না।
তারে মারলে হাজার হয়না বেজার এমনি মজা বিয়ের বাই ॥
কারো বেটায় সাজালে বেটী, তায় বিয়ে করে খাঁটী
এমনি হয় মাটী,
হয় এমনি পাগল, আগল দাঁঘল বুঝে না ছাগল কি গাই ॥

পয়ার।

বিনয়ে ব্রাহ্মণ কন্ শুন হে কুমার!
মোর বিভা দেওয়া নহে অসাধ্য তোমার।
তবে তত দূর ভার দিতে নাহি চাই
অনুগ্রহ কর যাতে টাকাগুলি পাই।
ইহা শুনি রঞ্জন কহেন মধুরবে
ভেব না ব্রাহ্মণ তাই হবে হবে হবে।

(শ্রীরামরঞ্জনের শিহুড়ি গমন।).

ইহা শুনি ব্রাহ্মণ করিতে গেল স্নান
এখানে রঞ্জন করে শিহুড়ি প্রয়াণ।
রাজা রাম কেনারাম দুই শিবিকায়
ব্রাহ্মণ জুটিবে বলি দ্রুতগতি যায়।
স্নান সমাধিয়া পরে আইল ব্রাহ্মণ
দেখিল চলিয়া গেছে শ্রীরামরঞ্জন।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ আর না খাইল ভাত
অতি দ্রুত গতি ধায় পাল্‌কি পশ্চাৎ।
অতি দ্রুত গিয়া পথে দেখা নাহি পায়
হতাশ হইয়া দ্বিজ করে হায় হায়।
জীবনের আশ ছাড়ি পবন গমনে
চলিল ব্রাহ্মণ সঙ্গ পাবার কারণে।
না পাইল সঙ্গ হ'ল দূরে দরশন
দাঁড়াও দাঁড়াও বলি ডাকিছে ব্রাহ্মণ।
ঘোষ বাবু শুনি সেই ব্রাহ্মণের স্বর
শিবিকা বাহকগণে বলেন সত্বর।
ঘণ্টায় দু'ক্রোশ হাঁট না কর বিশ্রাম
শ্রমের সুফল হবে পাইবে ইলাম।

এত শুনি শিবিকা-বাহক দ্রুত যায়
দৌড়িয়া ব্রাহ্মণ আর সঙ্গ নাহি পায়।
যাইতে যাইতে এক মুড় কাঠে লেগে
পড়িল ধড়াম করে হাঁটু গেল ভেঙ্গে।
কঙ্করে হইয়া ক্ষত পড়িল রুধির
তাহার জ্বলনে সেহ হইল অস্থির।
তথাপি উঠিয়া পুনঃ গমনাভিলাষ
না পারে চলিতে মনে হইল হতাশ।
পরে সে ব্রাহ্মণ দুঃখী হইয়া অন্তরে
হাঁটু ভাঙ্গা বিয়ে করি চলি গেল ঘরে।
দেখিয়া দ্বিজের দুঃখ নীলকণ্ঠ গায়
আর কি না হবে কষ্ট অষ্টমঙ্গলায়।
এখানে বাহকগণ দ্রুত গতি যায়
উপনীত হ'ল আসি শিহুড়ি জেলায়।
কালেক্টর-কুঠীর নিকটে গিয়া রাম
বিটপি-মূলেতে রাম করেন বিশ্রাম।

(শ্রীরামরঞ্জনের কালেক্টর সাহেবের সহ সাক্ষাত।)

পরে কেনারামে রাখি বৃক্ষের তলায়
একাকী বালক যান চড়ি শিবিকায়।

ভয়েতে ব্যাকুল প্রাণ কাঁপে থর হরি
চলিল বালক হৃদে ভাবিয়া শ্রীহরি।
এমন সময় দ্বিজ শ্রীতারাচরণ
বালক নিকটে আসি দিল দরশন।
তবে সেই তারাচাঁদে নিকটে দেখিয়া
বালকের চক্ষে জল পড়িল গড়িয়া।
তারাচাঁদ বলে বৎস না কান্দ না কান্দ
সকলই হইবে শুভ হৃদে ধৈর্য্য বান্ধ।
বড় ভাল করিয়াছ আসিয়া হেথায়
হুজুরে হাজির হও চলহ ত্বরায়।
এইরূপে নানা কথা কহিতে কহিতে
চলিলেন তারাচাঁদ বালক সহিতে।
শিবিকা আসিল যবে কুঠীর অদূর
দূরে থাকি দেখিলেন সাহেব হুজুর।
নিকটে আসিয়া তবে সাহেব সুধান
শিবিকারোহণে এল কাহার সন্তান ?
তাহা শুনি তারাচাঁদ জোড়করে কন
এই সেই পলাতক শ্রীরামরঞ্জন।
তাহা শুনি সাহেবের আনন্দ অপার
জিজ্ঞাসেন কোথা তুমি ছিলে হে কুমার।

বালক কহিছে তবে করি জোড়কর
বলিতে অন্তরে মম হইতেছে ডর।
সাহেব বলেন ভয় কর না অন্তরে
বল বাছা লুকাইয়া ছিলে কার ঘরে?
বল তুমি, কে তোমারে লুকায়ে রাখিল
অকারণে কেবা মোরে এত কষ্ট দিল?
বালক কহিছে তবে করি জোড়কর
লুকায়ে না ছিনু আমি কাহাদের ঘর।

ভঙ্গ পয়ার।

শুন ধর্ম্ম-অবতার শুন ধর্ম্ম-অবতার
লুকাবার স্থান দিতে কে আছে আমার?
আমি অতিশয় ত্রাসে আমি অতিশয় ত্রাসে
সন্ন্যাসী হইয়া ছিনু সন্ন্যাসীর পাশে।
কভু পর্ব্বত-গহ্বরে কভু পর্ব্বত-গহ্বরে
কখন করিনু বাস বৃহৎ বিবরে।
ভিক্ষা করিয়া বন্দরে ভিক্ষা করিয়া বন্দরে
রান্ধি খাইতাম অন্ন নদীর কন্দরে।

সেই সন্ন্যাসীর সনে সেই সন্ন্যাসীর সনে
বহুদিন বেড়াইনু নিবিড় কাননে।
কভু না মিলিত জল কভু না মিলিত জল
ক্ষুধায় খাইতে হ'ত কাননের ফল।
দুঃখ নিবেদিব কত দুঃখ নিবেদিব কত
উপবাসে করিয়াছি বহুদিন গত।
এক পত্রের কুটীরে এক পত্রের কুটীরে
বহুদিন ছিনু এক তটিনীর তীরে।
কেহ চিনিবে বলিয়া কেহ চিনিবে বলিয়া
ঢেকেছিনু অঙ্গ বহু বিভূতি মাখিয়া।
কথা বলি বার বার কথা বলি বার বার
নয়ন বাহিয়া জল পড়ে অনিবার।
তাহা দেখিয়া হুজুর তাহা দেখিয়া হুজুর
আশ্বাস বচনে ভয় করিলেন দূর।
অতি স্নেহ পরকাশি অতি স্নেহ পরকাশি
জিজ্ঞাসেন উমাপদে মৃদু মৃদু হাসি।
বল আমার নিকটে বল আমার নিকটে
এই সেই নাবালক বটে কি না বটে।
উমা কহেন তখন উমা কহেন তখন
এই বটে পলাতক শ্রীরামরঞ্জন।

ইহা শুনিয়া শ্রবণে ইহা শুনিয়া শ্রবণে
ধরণীর (১) হাতে দেন শ্রীরামরঞ্জনে।
এক মোক্তার প্রবীণ এক মোক্তার প্রবীণ
বালক হাজির হেতু হইল জামিন।
তবে সেলামি হুজুরে তবে সেলামি হুজুরে
বালকে লইয়া গেল দক্ষিণার (২) পুরে।
দেখি শ্রীরামরঞ্জন দেখি শ্রীরামরঞ্জন
কান্দিতে লাগিল বাবু দক্ষিণারঞ্জন।
শুনি লোক-মুখে বাণী শুনি লোক-মুখে বাণী
ধেয়ে যান দক্ষিণার মাতা ঠাকুরাণী।
আসি দেখিয়া রঞ্জনে অসি দেখিয়া রঞ্জনে
একেবারে শতধারা বহে দু'নয়নে।
কোলে লইয়া রঞ্জন কোলে লইয়া রঞ্জন
আপন অন্দরে তিনি করেন গমন।
গিয়া দিয়া মিষ্ট জল গিয়া দিয়া মিষ্ট জল
তাপিত বালকে তিনি করেন শীতল।

---

(১) ধরণী—শ্রীযুক্তবাবু ধরণীধর রায়; ইনি হেতমপুর ষ্টেটের তাৎকালিক ম্যানেজার ছিলেন।

(২) দক্ষিণা—শ্রীযুক্তবাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়; ইনি রাজা বাহাদুরের পিস্তুতো ভ্রাতা।

দ্বিজ নীলকণ্ঠ কয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ কয়
এতক্ষণে মনে মম হ'ল সুখোদয়।

(শ্রীরামরঞ্জনের কুলদানন্দ বাবুর গৃহেস্থিতি ও কোর্টে যাইবার আদেশ প্রাপ্তি।)

ত্রিপদী।

শ্রীরামনঞ্জনে পাইয়া সদনে
দক্ষিণারঞ্জন-মাতা
বলে হায় হায় হইল কি দায়
বড় দুঃখ দিল ধাতা।
রাজার নন্দন করিছে ক্রন্দন
পরাণে নাহিক সয়
বলিতে এ দুখ ফেটে যায় বুক
জীবন বাহির হয়।
নলিন-নয়ন নাইরে তেমন
সতত ঝরিছে পানি
তেমন বরণ হল বিবরণ
মলিন বদন খানি।

বহু দিন পরে এলি মোর ঘরে
দেখি বহু সুখ পাই
আর ত তোমারে দিব না রে কারে
মনেতে বাসনা তাই।
তবে যদি জোরে লয়ে যায় তোরে
তবে কি করিব আমি
জলেতে পশিব জীবন ত্যজিব
স্মরিয়া জগৎস্বামী।
হায় কি লিখন হেন কুঘটন
কার কি কখন হয়
কাঙ্গাল কহিছে পরাণ দহিছে
বিধি বড় নিরদয়।

পয়ার।

এমন সময়ে আসে শ্রীকুলদানন্দ
বালকে দেখিয়া তার হইল আনন্দ।
হৃষ্টচিত্তে মিষ্টবাক্যে বলেন আসিয়া
কোন ভয় নাহি থাক নিশ্চিন্ত হইয়া।
এ কথা শুনিয়া তবে শ্রীরামরঞ্জন
পর্য্যঙ্ক উপরে গিয়া করেন শয়ন।

সুনিদ্রায় পথশ্রম কিছু না রহিল
সুখে নিদ্রা গিয়া শিশু প্রভাতে উঠিল।
মুখ ধৌত করিলেন সুবাসিত জলে
তার পর আইলেন বাহির মহলে।
ক্ষণ পরে আইলেন শ্রীউমাচরণ
শ্রীরামরঞ্জনে লয়ে যাবার কারণ।
তিনি কন্ এবে চল ধরণীর পাশে
এ কথা শুনিয়া রাম কাঁপেন তরাশে।
দুর দুর করে উর পদ টলমল
বাতাসে হেলিছে যেন কদলীর দল।
তাহা দেখি তারাচাঁদ হস্ত দিয়া অঙ্গে
বলিছেন ভয় নাই চল মোর সঙ্গে।
যাহাতে তোমার সব ভয় দূরে যায়
নিশ্চয় করিব আমি তাহার উপায়।
তাহার আশ্বাস-বাক্য করিয়া শ্রবণ
দক্ষিণা সহিত যান শ্রীরামরঞ্জন।
ধরণী-সদনে যান ভাই দুই জন
উপযুক্ত কালে আসি দিল দরশন।
ধরণী বলেন তবে কুমারের প্রতি
কোর্টেতে হাজির হ'তে চল শীঘ্রগতি।

তোমারে লইয়া যেতে হয়েছে আদেশ
বিলম্ব করিয়া যেন নাহি দাও ক্লেশ।
শীঘ্র গিয়া সমাধান কর স্নানাহার
নয়টার বেশী যেন নাহি হয় আর।
এ কথা শুনিয়া কন্ দক্ষিণারঞ্জন
এক্ষণে কেমনে যাবে রাজার নন্দন ?
ঘন ঘন ডাকে ঘন তাহে ঘোর ঘটা
নয়ন ঝলসে হেরি বিদ্যুতের ছটা।
অবিরত জলধারা পড়িছে ভূমিতে
পারিবে না নাবালক এখন যাইতে।
শুনিয়া ধরণী কন্ দক্ষিণারঞ্জনে
বিরক্ত হইয়া অতি আরক্ত লোচনে।
ক্রোধে কন্ অনুরোধ রবে না নিশ্চয়
যাইতেই হবে আর বিলম্ব না সয়।
শুনিয়া দক্ষিণা অতি নিরানন্দ মনে
বালকে লইয়া যান আপন ভবনে।
স্নানাহার শীঘ্র করাইয়া সমাপন
তার পর লয়ে যান জননী-সদন।
নিজ পিতৃস্বস্থ-পদে করিয়া প্রণাম
ঘরের বাহিরে চলি যান রাজা রাম।

বড়ই দুঃখের কথা সেই সে সময়
কেন্দে কেন্দে দক্ষিণার মাতা আসি কয়।

গীত।

ওরে বাছা আর একবার ফিরে আয় রামরঞ্জন।
তোরে না দেখে হইরে সারা, তাই বহু দিনের পারা,
নয়ন-তারা রে; নয়ন ভরিয়া করে নিব দরশন॥
ওরে বাছাধন, পরম রতন,
দেখা দিয়ে যা খেয়ে যা ক্ষীর মাখন;
কিছু মিষ্টান্ন আসি খাও, আর কিছু বেন্ধে নাও,
তবে যাও রে; পথে ক্ষুধার্ত্ত হলে কর্‌বি ভোজন॥

পয়ার।

অনেক কান্দিল মাতা বিষণ্ণ হইয়া
তবু সে রঞ্জন পুনঃ না যান ফিরিয়া।
দক্ষিণারঞ্জন রামে লয়ে নিজ-পাছে
উপনীত হন গিয়া ধরণীর কাছে।
সাদরে ধরণীধর ধরিয়া রঞ্জনে
প্রশংসা করিলা বহু দক্ষিণারঞ্জনে।

এমন সময়ে বৃদ্ধ দেওয়ান নবীন
উদয় হইল যথা বালক নবীন।
হরি বাবু সেই স্থানে আসি সেইক্ষণ
একসঙ্গে মিলিত হইল চারি জন।
চারিখান পাল্কী ভাড়া করিয়া সত্বর
অবিলম্বে চড়িলেন তাহার উপর।

(শ্রীরামরঞ্জনের কোর্টে গমন ও কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষা।)

ত্রিপদী।

শিবিকা উপরে বিষণ্ণ অন্তরে
কহে রাম গুণনিধি
হায় হায় হায় আজি এ কি দায়
ঘটালে দারুণ বিধি।
এ কি কর্ম্মভোগ বিষম দুর্য্যোগ
দেখিয়া লাগয়ে ভয়
বুঝি বা এবার নিশ্চয় আমার
পরাণ বিয়োগ হয়।
দামিনী-দমকে পরাণ চমকে
মিলিতে না পারি আঁখি

শুনি বজ্রনাদ জানিয়া প্রমাদ
ভয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকি।
বায়ু ঝড় ঝড় মেঘ চড় চড়
তড় তড় বারি-ধারা
ঘন অতি ঘোর রবি হীনজোর
দিনে দেখি আন্ধিয়ারা।
কাঁপিয়া তখন শ্রীরামরঞ্জন
মুদিয়া নয়ন বলে
এ দুর্দ্দিনে ত্রাণ কর ভগবান
স্থান দিয়া পদতলে।
হে কমলাপতি এ দীনের প্রতি
কিঞ্চিৎ করুণা কর
অতিশয় ডরে ডাকি সকাতরে
রক্ষহ মুরলীধর।

পয়ার।

এমন সময়ে বাবু শ্রীকুলদানন্দ
বালক-গমনে আসি দেন প্রতিবন্ধ।
যতনে ধরিয়া বাবু ধরণীর করে
বলিছেন সবে আজি থাক মম ঘরে।

ধরণী বলেন বাবু বিনয়ে জানাই
রাখিঁতে নারিব শিশু কারো মুখচাই।
বালকে হাজির হ'তে হুকুম হয়েছে
দেখুন হুকুমনামা সঙ্গেতে রয়েছে।
এত বলি বাহকেরে হুকুম করিল
শিবিকা-বাহকগণ শিবিকা তুলিল।

একাবলি।

ঘোর ঘন ঘটা অতি আন্ধার
জোরে ঘোরে ডাকে বারহি বার।
'সন সন' করি বহিছে বাত
'ঝন ঝন' রবে বজর পাত।
'ঝর ঝর' ঝরে জলের ধার
'তড় তড়' উঠে শবদ তার।
বড় বড় গাছ শিশু কি শাল
'মড় মড়' করি ভাঙ্গিছে ডাল।
চমকে দমকে দামিনী-দাম
হেনই সময়ে চলিছে রাম।
শিবিকা-বাহক ত্বরিতে ধায়
অচিরে আমোদপুরেতে যায়।

তথায় টিকিট্ লইয়া সব
গড়ীতে উঠিল স্মরি মাধব।
ঘণ্টা বাজিল 'ঠনন ঠন্'
চালাইল গাড়ী চালকগণ।
'সন সন সন' তাহার ডাক
'বন বন' করে ঘুরিছে চাক।
বিপুল পুলেতে হতেছে পার
'গুরু গুরু গুরু' শবদ তার।
মগরা হুগলি হইয়া পার
হাবড়ায় গাড়ী এল এ বার।
পূরব দিবসে খবর পাই
সরকারী গাড়ী আছে দাঁড়াই।
ধরণী দেখিয়া গাড়ীর চিন
চাপিল তাহাতে সহ নবীন।
হরিষে লইয়া রাজকুমার
উঠিয়া বসিল ভিতরে তার।
পরে জোরে ঘোড়গাড়ী চালায়
চটকে ঘোটক চলিয়া যায়।
বড় বড় হল পাঠের ঘর
দাঁড়াইল রাম তার উপর।

দেখিয়া শুনিয়া বালকগণ
হইল পরম সুখে মগন।
করতালি দেয় বারহি বার
'ফট্ ফট্' উঠে শবদ তার।

পয়ার।

বালক-মণ্ডলী দেখি দেওয়ান সুধায়
বল রামকৃষ্ণ (১) তুমি আনিলে কোথায়।
এ কথা শুনিয়া কন্ ধরণী সুধীর
ওয়ার্ডে বালক আনি করিনু হাজির।
নবীন কহিছে যার আছে বহু বল
তিনি কেন করিলেন এমন কৌশল।
ইতিপূর্ব্বে বলিলেন বাসা ঘরে গিয়া
কাশীতে পাঠাব শিশু হুকুম লইয়া।
এবে তার বিপরীত দেখিলাম ফল
পরিচিত রামকৃষ্ণ করিলেন ছল।
এত বলি রামকৃষ্ণ মোক্তারের প্রতি
অনুচিত র্ভৎসনা করেন মহামতি।

---

(১) রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ ঘোষ শ্রীবুক্তরাজা বাহাদুরের তরফ হাইকোর্টের মোক্তার।

শুনি ওয়ার্ডের কর্ত্তা রাজনারায়ণ
নবীন দেওয়ানে কিছু করিলা শাসন।
পরে বাবু নারায়ণ কহেন নবীনে
কেন না থাকিবে শিশু আমার অধীনে ?
না জানিয়া তুমি কেন ঘটাও জঞ্জাল
কাশীধাম কলিকাতা হইতে কি ভাল?
কলিকাতা সম নাই এ জগতে স্কুল
ইহা যেবা নাহি মানে সেহ বুঝে ভুল।
সর্ব্বদেশে সর্ব্বলোক একবাক্যে কয়
এখানে পড়িলে ছেলে বহুদর্শী হয়।
অতি সভ্য স্থান এই উত্তম সহর
নানাস্থানে নানাদ্রব্য আছে মনোহর।
এমন সহরে এ পরম সুখ ফেলে
কাশীতে পড়িতে কেন যাবে এই ছেলে ?
না বুঝি তোমরা ওরে দিলে বহু দুঃখ
লুকায়ে রাখিয়া শিশু করিলে হে মূর্খ।
ইহা বলি নাবালকে ধরি নিজ করে
উঠিয়া গেলেন বাবু দ্বিতল উপরে।
তাহা দেখি নবীনের কাঁপিল পরাণ
কান্দিতে কান্দিতে সেহ করিল প্রয়াণ।

বালকে রাখিয়া ভাসি দুঃখের তরঙ্গে
চলিল দেওয়ান লয়ে রঘুনাথে সঙ্গে।
খুজিয়া করিল এক বাসাঘর স্থির
তথায় বসিয়া ফেলে দু'নয়নে নীর.।
এখানে বালক বোর্ডে রহে তিন দিন
কাহারে না দেখি তাঁর ভেবে তনু ক্ষীণ।
বালকে বুঝান বহু রাজনারায়ণ
কিছুতেই না বুঝিলা শ্রীরামরঞ্জন।
তখন ভাবেন তিনি হইল কি দায়
বালকে বুঝাতে নারি কি করি উপায়।
অনন্তর বালকের ধরি দুই করে
উপনীত হন গিয়া সাহেব গোচরে।
হুজুরে সেলাম করি সেই মহাশয়
বালকের সবিশেষ দেন পরিচয়।
বালকে দেখিয়া কাছে সাহেব সুধান
এত দিন লুকাইয়া ছিলে কোন্ স্থান ?
বালক বলেন এক সন্ন্যাসীর সনে
লুকাইয়া ছিনু গিরি কন্দর কাননে।
লোনা জলে পীড়া হবে জানিয়া নিশ্চয়
লুকায়ে রহিনু আমি শুন দয়াময়।

সাহেব কহেন বাবু কেন এত ভয়
কলিকাতা এবে বড় স্বাস্থ্যকর হয়।
আনন্দে করহ পাঠ হইয়া নির্ভয়
বিদ্যালাভ করি যাবে আপন আলয়।
পূর্ব্বে এলে আর ভাল হইত তোমার
না বুঝে করেছ কাজ উপায় কি আর।
যাহা হৌক এই স্থানে থাক কিছু দিন
অবশ্য হইবে নিজ কার্য্যেতে প্রবীণ।
নাবালক বলে আমি হেথা না থাকিব
আজ্ঞা দিলে অদ্য ট্রেণে কাশীতে যাইব।
সাহেব বলেন শিশু শুন মোর বাণী
কাশীর ওয়ার্ডে গেলে হবে কিছু হানি।
তথায় সময়ে ভাল মিলে না আহার
ইহার অধিক কষ্ট কিবা আছে আর।
বালক কহিছে কষ্ট সকলি সহিব
একান্ত আমার মন কাশীতে পড়িব।
সাহেব বলেন হেথা দুঃখ নাহি সুখ
নিত্য নিত্য দেখিবারে পাইবে কৌতুক।
এই সে সহর হয় অতি সুখময়
এখানে কাহার কোন দুঃখ নাহি রয়।

গীত।

কলিকাতা অতি অপূর্ব্ব সহর, অতি মনোহর,
ইথে ছয় ঋতু বর্ত্তমান সর্ব্বস্থান সু-সুন্দর।
চলিবে উত্তম বাটে, সিনাবে উত্তম ঘাটে,
কিনিবে উত্তম হাটে, কত রূপে মজার মজার,
দ্রব্য আসে হাজার হাজার, রাজার চক কি সুখের বাজার;
বাদাম পেস্তা কমলা লেবু, সুলভে কিনিবে বাবু,
সুখ সায়রে উঠু ডুবু, হবে যামিনী বাসর॥
সম্প্রতি সম্রাটের হুকুম হয়েছে অতি ভাল,
গ্রাস করিতে বাতীরে আসছে গ্যাসের আলো,
বলছে সব সাহেব-দলে, আসবে বারি কলে কলে,
লহরেতে লোহার নলে;
বেড়াইবে বাড়ী বাড়ী, আনন্দ হইবে ভারি,
সুখে রবে পুরুষ নারী, হবে কলের বারি স্বাস্থ্যকর॥

পয়ার।

নানারূপে সাহেব বুঝান বহু ক্ষণ
তথাপি না বুঝে শিশু শ্রীরামরঞ্জন।
বুঝে না বালক ইহা দেখিয়া হুজুর
নারায়ণে ডাকি কন্ গিয়া কিছু দূর।

শুন হে রাজেন্দ্র এক ডাকিয়া ডাক্তার
পরীক্ষা করিয়া দেহ দেখহ উহার।
হেথা যদি থাকিলে জীবনে হয় হানি
তবে হেথা না রাখিব এই মোর বাণী।
তবে নারায়ণ গিয়া আনেন ডাক্তার
পরীক্ষা করিতে সেই রাজার কুমার।
তিনি আসি দেখিয়া কহে রোগ নাই
পরে যে কি হবে যাবে কেমনে জানাই।
পরে এক অপর ডাক্তার আসি কন্
নিশ্চয় হইবে রোগ হেথা যদি রন্।
সেই কথা দরখাস্তে করিয়া লিখন
বোর্ডেতে দাখিল করে শ্রীরামরঞ্জন।
অনেক চেষ্টায় হ'ল হুকুম প্রচার
এই স্থানে ছয় মাস থাকহ কুমার।
ছয় মাস গত হ'লে পাঠাব কাশীতে
ইহার আপত্তি কিছু না চাই শুনিতে।
ইহা বলি ভর্ত্তি করে দিলেন ইস্কুলে
নাবালক কান্দিতে লাগিল ফুলে ফুলে।
রাজেন্দ্র বলেন আর রোদনে কি ফল
মোর সঙ্গে চল মুছি নয়নের জল।

ইহা বলি যান চলি বাবু নারায়ণ
সঙ্গেতে চলিল শিশু শ্রীরামরঞ্জন।
এখানে বাসায় থাকি নবীন দেওয়ান
শুনিয়া সকল হয় আকুলিত প্রাণ।
পরে এক যুক্তি স্থির করিয়া অন্তরে
বিদ্যাসাগরের কাছে চলিলা সত্বরে।

ত্রিপদী।

স্থির করি মতি গেলা দ্রুতগতি
মহামতি বুধ-পাশে
ঘুচাতে বিপদ ধরি তাঁর পদ
কহিছে বিনয় ভাষে।
নয়ন যুগল করে ছল ছল
অবিরল জল পড়ে
দিতে পরিচয় বিদরে হৃদয়
বদনে না বাণী সরে।
কহেন সাগর তোমাদের ঘর
কি নগর তার নাম
কহেন দেওয়ান শুন মতিমান
নগর নহে সে গ্রাম।

পথে বহু দূর নাম হেতমপুর
দুবরাজপুর থানা
তাহে পূর্ণচন্দ্র ছিল কৃষ্ণচন্দ্র
বুঝিবা থাকিবে জানা।
শ্রীরামরঞ্জন তাঁহার নন্দন
পাঠের কারণে আসি
সদা সর্ব্বক্ষণ করয়ে রোদন
আঁখি জলে যায় ভাসি।
পড়িতে কাশীতে বাঞ্ছা করি চিতে
বোর্ডের আদেশ চান
অনেক প্রকারে অনুনয় করে
হুকুম নাহিক পান।
হে মহানুভব শ্রীচরণে তব
শরণ লইতে চাই
করি উপকার রাখুন এ বার
নতুবা ভাসিয়া যাই।

পয়ার।

ইহা শুনি সাগর কহেন হাসি হাসি
কি বিপদ হল তব কেন যাবে ভাসি?

নবীন কহিছে শিশু থাকিলে হেথায়
বিপদ ঘটিতে পারে সকলেতে গায়।
সেই ভয় হেতু তব রাতুল চরণে
প্রার্থনা করিনু এক লিপির কারণে।
এক খণ্ড পত্র যদি দেন কৃপা করি
তবে তব গুণে মোরা এ বিপদে তরি।
সাগর কহেন পত্র দিব কোন জনে
নবীন কহিছে তাহা প্রকাশি চরণে।
আছেন কাশীর বোর্ডে যে জন মাষ্টার
তাঁরে পত্র দিলে হবে বহু উপকার।
তথায় যাইলে লয়ে পত্র আপনার
থাকিতে পারেন সুখে শ্রীরাজকুমার।
এ কথা করি শ্রবণ অতি শীঘ্রতর
লিখি দেন পত্র এক বিদ্যার সাগর।
শীঘ্র যদি নাবালক কশীধামে যান
যতনে রাখিবে তারে দিয়া বাসস্থান।
সে পত্র লইয়া তবে দেওয়ান নবীন
সত্বরে বাসায় ফিরে আইল সে দিন।
তার পর দিন উঠি নবীন প্রভাতে
দিলেন সে পত্র খানি রঘুনাথ-হাতে।

লিপি লয়ে রঘুনাথ কাশীতে চলিল
শিবদাস পণ্ডিতের গৃহে উত্তরিল।
বিদ্যাসাগরের পত্র লয়ে শিবদাস
যতন করিয়া তারে দিলেন আশ্বাস।
তাঁহার আশ্বাস বাক্য পেয়ে রঘুবর
কলিকাতা ফিরে পুনঃ আইলা সত্বর।
সে কালে রাজেন্দ্র মিত্র পরম যতনে
বহু উপদেশ বাক্যে বুঝান রঞ্জনে।
রাখিতে আপন কাছে হন যত্নবান
কোন মতে নাবালক স্বীকার না পান।
সকলে বুঝায় শিশু যায় তার পাশ
এইরূপে গত প্রায় হয় ছয় মাস।
নিয়ম পূরণ হতে আছে তিন দিন
এমন সময়ে এল দেওয়ান নবীন।
দেওয়ানে দেখিয়া শিশু থাকিতে না চান
তা দেখি রাজেন্দ্র হন ক্রোধে কম্পমান।
অতিশয় আক্ষেপ করিয়া মহামতি
কটু কথা কন্ কিছু দেওয়ানের প্রতি।
বলিলেন তোমা চেয়ে অজ্ঞ নাহি আর
হিতাহিত বোধ কিছু নাহিক তোমার।

এখানে না রাখি শিশু কাশীতে রাখিবে
কিন্তু তথা গেলে শিশু মূরখ হইবে।
এ স্থানের সুনিয়ম তুমি নাহি জান
পরিচয় দিই শুন করি প্রণিধান।
প্রভাতে উঠিয়া কিছু করি পর্য্যটন
তৎপরে গরম 'চা' করিবে ভক্ষণ।
অনন্তর বিদ্যাভ্যাস করি চারি দণ্ড
উত্তম খাবার মিলে ক্ষীর সর খণ্ড।
এগার বাজিলে যায় কলেজে পড়িতে
চারিটা বাজিলে আসে চড়িয়া গাড়ীতে।
এক ঘণ্টা বাসা ঘরে বিশ্রাম করিয়া
বেড়াইতে পান ভাল গাড়ীতে চড়িয়া।
এক ঘণ্টা বেড়াইয়া আসি বাসস্থান
ছয়টার সময়ে 'চা' পুনর্ব্বার খান।
বুধবার গীত-বাদ্য শুনিবার পান
বৎসরান্তে বার জোড়া পরিচ্ছদ পান।
মৎস্য মাংস প্রতিদিন দেয়, যত্ন করে
ডাক্তার আসিয়া দেখে সপ্তাহের পরে।
ইহা ছাড়ি যাওয়া স্থির কাশীতেই মত
কাশীর নিয়ম বুঝি নহ অবগত।

প্রভাতে উঠিয়া যেতে হয় গঙ্গা-ঘাটে
অপর নিয়ম আছে সন্ধ্যা-স্তব পাঠে।
সন্ধ্যা পূজা সারি পড়া করিবারে হয়
শিক্ষকে না দেন ছুটি না করিলে নয়।
শীত গ্রীষ্মে নিরামিষ্য ভোজন করায়
কুমড়া আমড়া দিয়া দুখে অন্ন খায়।
এগার বাজিলে আসে সরকারী গাড়ী
ভোজন তেয়াগি সবে যায় তাড়াতাড়ি।
নিয়মের মধ্যে যদি না পারে যাইতে
হাটিয়া যাইতে হয় কলেজে পড়িতে।
তথা গিয়া পাঁচ ঘণ্টা করিয়া পঠন
অনেক বিলম্বে ছুটি পায় শিশুগণ।
এক ঘণ্টা পরিমাণে পরিশ্রমে খাটি
শুনেছি কাটিতে হয় সুকঠিন মাটী।
খাবার খাইতে দেয় কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন
পরিধানে পরিচ্ছদ মিলয়ে সামান্য।
আজ্ঞা ভিন্ন কেহ যদি যায় স্থানান্তরে
কারাবদ্ধ হ'তে হয় অন্ধকার ঘরে।
বাগানে বৃক্ষের মূলে দিতে হয় জল
এ চেয়ে অধিক কষ্ট কিবা আছে বল ?

শুন হে নবীন তুমি করি গোলমাল
খাইতে বসেছ এ শিশুর পরকাল।
ইহা শুনি নবীন কহেন পেয়ে কষ্ট
কশীতে না হয় কারও পরকাল নষ্ট।

গীত।

পরকাল কি যায় কাশীতে ?
ভয় কি হ'ল না প্রকাশিতে ॥
যথা বিরাজেন ত্রিকাল শিব মহাকাল কালভয় বিনাশিতে ॥
বারাণসী ক্ষেত্রে যদি প্রাণ যায়, তারকব্রহ্মমন্ত্র শিব দেন তায়,
পরকালে সেহ পরব্রহ্ম পায়, বলে কাশী বাসীতে ॥
না বুঝিয়া ইহা বলিলেন স্পষ্ট, কাশীধামে অন্ন খাইবারে কষ্ট,
এ কথা শুনিলে পাবে মনঃকষ্ট, শিবদাস কি দাসীতে ;
অনুদিন দীনে অনুগ্রহ করি, বিরাজেন অন্নপূর্ণা কাশীশ্বরী,
জাগরিতা মাতা দিবা বিভাবরী, দীন জনে অন্ন দিতে ॥

পয়ার।

এ কথা শুনিয়া তবে কন্ নারায়ণ (১)
শীঘ্র যাও, করিতে না চাই নিবারণ।

---

(১) নারায়ণ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র ; ইনি তদানীন্তন কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের সুপারিণ্টেনডেণ্ট ছিলেন।

কাশীতে যাইবে শিশু শ্রীরামরঞ্জন
কান্দিয়া নিকটে যায় সম-পাঠীগণ।
তার মধ্যে কহে কেহ কান্দিতে কান্দিতে
কাল কি হে সখা তুমি যাইবে কাশীতে ?
আর কি তোমার সঙ্গে কভু না খেলিব
আর কি তোমারে সখা কভু না বলিব ?
আর কি তোমার সঙ্গে কখন(ও) না খাব
আর কি তোমার সঙ্গে ভ্রমণে না যাব ?
আর কি তোমার সঙ্গে দেখিব না নাট
আর কি তোমার সঙ্গে পড়িব না পাঠ ?
আর কি তোমার সঙ্গে যাইব না স্কুল
আর না ধরিবে তুমি মোর পাঠ-ভুল।
মৃদু মৃদু হাসি হাসি প্রিয় সখা বলে
আর কি আমার অঙ্গে পড়িবে না ঢলে ?
কেমন কঠিন ভাই তোমার অন্তর
আপনার করে, শেষে করে যাও পর।
এ বাসনা ছিল যদি তোমার অন্তরে
তবে কেন এসেছিলে এই সে সহরে ?
প্রণয়ে বান্ধিয়া মন চলে যাবে ভাই
কেমনে রহিব মোরা বল দেখি তাই।

হরি যবে করেছিলা মথুরা গমন
সঙ্গে গিয়াছিল তাঁর ব্রজ-শিশুগণ।
তুমিও যাইবে যদি একা কেন যাও
দয়া করি আমাদিগে সঙ্গে করি লাও।
যদি সঙ্গে লয়ে যাও করিয়া যতন
ফিরায়ে দিও না যেন হরির মতন।
রাখাল ফিরিয়াছিল মোরা না ফিরিব
মরিবার স্থান ভাল কাশীতে মরিব।
যদি তথা যায় প্রাণ পাব মোক্ষফল
পর-লাগি ফেলাতে না হবে অশ্রু-জল।
ইহা বলি ধরি সেই রঞ্জনের করে
কান্দিয়া কহেন কথা অতি স্নেহভরে।

গীত।

ভাইরে রঞ্জন কান্দায়ে যাস্‌নে কাশীভবনে।
তোমার সুবিমল মুখশশী, তায় সুধামাখা হাসি, ভালবাসিরে ;
আর কি দেখতে পা'ব না নিশি স্বপনে॥
আর তোর সনে উঠি বিহানে, আর কি কভু যাবনা গঙ্গা-সিনানে॥
আমরা কান্দছি এই সমুদয়, তবু দয়া না হয়, (তুই) কি নির্দ্দয়রে ;
আজ বান্ধলি কি হৃদয় কঠিন পাষাণে॥

(নাবালকের ৺কাশীধামে যাত্রা।)

পয়ার।

কান্দিয়া বালকগণ কহে বার বার
কিছুতেই নাহি রন্ শ্রীরাজকুমার।
দেখিয়া রাজেন্দ্রনারায়ণ অতিধীর
দয়া করি করিলেন এই যুক্তি স্থির।
মনে মনে বালকে অনেক দয়া ছিল
সে কারণে নিজ-সহোদরে সঙ্গে দিল।
সেই সে ব্রজেন্দ্র বাবু সহিত দে(ও)য়ান
শ্রীরামরঞ্জনে যত্নে কাশী লয়ে যান।
নবীন কহেন আর বিলম্বে কি ফল
সহর ছাড়িয়া শীঘ্র হাবড়ায় চল।
মনের আনন্দে সবে চড়িয়া তরিতে
হাবড়ার ষ্টেশনেতে আইল ত্বরিতে।
কাশীর টিকিট কাটা হ'ল দুইখান্
চলিল ব্রজেন্দ্র আর রাম দয়াবান্।
যাইতে যাইতে শিশু নবীনেরে কয়
ঘর হ'য়ে যাইতে বাসনা মম হয়।

গীত।

দেওয়ান আজ হে একবার এই পথে হেতমপুরে যেতে চাই।
তোমরা সব একত্তরে, আমারে সঙ্গে করে, চল ঘরে হে;
গিয়া এক দিনের তরে মাকে দেখে যাই ॥
মনে যে দুঃখ পাই, বলে কি জানাই,
বুঝি এত দিন মাতাতে আর মাতা নাই ॥
আমি না গিয়া তাঁর পাশে, যাই যদি কাশীবাসে,
মনের হুতাশে; মাতা মরিয়ে পুড়িয়ে হইবে ছাই ॥

পয়ার।

নবীন বলেন যাওয়া হইবে না ঘরে
বাটীতে পাঠা'য়ে দিব শ্রীরাজকিশোরে।
তাহা শুনি নাবালক ছাড়েন নিশ্বাস
কিশোর চলিয়া গেল জননীর পাশ।
কাশী গেল নাবালক শুনি এই বাণী
হরিষে বিষাদে পূর্ণ হন্ ঠাকুরাণী।
এখানেতে নাবালক হাসিতে হাসিতে
দিবস-তৃতীয়-ভাগে গেলেন কাশীতে।
বারাণসী-ক্ষেত্রে গিয়া শ্রীরামরঞ্জন
ভক্তিভাবে মুক্তি-ধাম করেন দর্শন।

(৺কাশীক্ষেত্রের বর্ণনা।)

ত্রিপদী।

ধন্য ধন্য কাশীপুরী দরশনে ভূরি ভূরি
অক্ষয় পুণ্যের লাভ হয়
পুরে প্রবেশিলে আর থাকে না মনে বিকার
দূরে যায় যত পাপচয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে কিবা জলে কিবা স্থলে
আছে যত পুণ্যতীর্থ স্থান
যত যোগী ঋষিগণ একবাক্যে সবে কন
কেহ নন্ কাশীর সমান।
সুরেশের সুরপুর পুণ্যস্থান কত দূর
তাহে জন্ম মৃত্যু আছে ভাই
কাশীতে ত্যজিলে প্রাণ পাপীও নির্ব্বাণ পান
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
অসি আর বরুণার মধ্যে ধাম সুবিস্তার
পঞ্চক্রোশ বারাণসী জানি
পুরাইতে জীব-আশ সতত করেন বাস
গঙ্গা যথা উত্তরবাহিনী।
কাশীতে মরেন যাঁরা দেবতা অধিক তাঁরা
ইহা কাশীখণ্ডের লিখন

যেহেতু অসুর-ভয় তাঁহাদের নাহি রয়
আর নাহি জনম মরণ।
অবোধ লোকেতে কহে ধরার উপরে রহে
পুণ্যধাম এই বারাণসী
কিন্তু কভু তাহা নয় এই কথা সুনিশ্চয়
শিবের ত্রিশূলোপরে কাশী।
স্বগুণে সকল বর্ণে চরমে দক্ষিণ কর্ণে
ব্রহ্ম-মহামন্ত্র দিয়া শিব
কিবা জ্ঞানী কি অজ্ঞান পাপী তাপী পুণ্যবান
উদ্ধার করেন সর্ব্বজীব।
বিশ্বেশ্বর মোক্ষদাতা ধাতার পরম ধাতা
সদা বিরাজেন কাশীধামে
করিয়া ধরণী ধন্যা অন্ন দিতে অন্নপূর্ণা
বিরাজেন বিশ্বেশ্বর-বামে।

গীত।

ধন্য ধন্য পুরী কাশী, আমি জ্ঞানহীন কেমনে প্রকাশি।
পুণ্যধাম এভবন, একবার দরশন, করিলে পলায় পাপরাশি॥

পরে মুক্তি পায় হলে কাশীবাসী,
ভব-ভয়ে পেয়ে ত্রাস, করিবারে কাশীবাস,
নীলকণ্ঠ সতত প্রয়াসী ॥
স্মরি হরি অম্বিকায়, যেয়ে মণি কর্ণিকায়,
নিদান কালেতে জলে বসি,
যেন মরিয়া গঙ্গার জলে ভাসি ॥

(শ্রীরামরঞ্জনের ৺বিশ্বেশ্বর দর্শন।)

পয়ার।

সেই কাশীধামে আসি শ্রীরামরঞ্জন
ফিরে ফিরে চতুর্দ্দিক করেন দর্শন।
ব্রজেন্দ্র সহিত যান অতি ধীরে ধীরে
উপনীত হইলেন জাহ্নবীর তীরে।
মণিকর্ণিকার ঘাটে নামি তার পর
নিলেন নির্ম্মল জল মস্তক উপর।
উত্তরবাহিনী-গঙ্গা-নীরে করি স্নান
হইলেন সুপবিত্র উপজিল জ্ঞান।
যা কিছু আছয়ে পাপ সব ধ্বংস হয়
ধামের প্রভাবে অঙ্গ পুলকে পূরয়।

একবারে ঘুচে গেল সকল বিকার
বালকের মনে হ'ল ভক্তির সঞ্চার।
পিতৃলোক প্রীতি হেতু করিয়া তর্পণ
বিশ্বেশ্বর-সন্নিধানে করেন গমন।
স্বর্ণাবৃত-মন্দিরের সন্নিকটে আসি
প্রণমেন বিশ্বেশ্বরে প্রেম-নীরে ভাসি।
গঙ্গা-জল বিল্বদল দিয়া শম্ভু-শিরে
শুনিছেন স্তবপাঠ আসিয়া বাহিরে।
কত শত দণ্ডী আসি শিবের সদনে
স্তবপাঠ করিতেছে ভক্তিপূর্ণ মনে।
ব্রজেন্দ্র সহিত শিশু মনের আনন্দে
শুনিছেন স্তবপাঠ গীতিকার ছন্দে।

গীত।

বন্দে অশিব নাশন শিব
শম্ভু ডমুরধারী।
চন্দ্রশেখর জাহ্নবীধর
মন্মথ-মদ-হারী॥

কম্বু বিজিত কণ্ঠ শোভিত
কঙ্কাল-মাল যাহে।
শুভ্র-বরণ ভস্ম-লেপন
সর্প ভূষণ তাহে॥
পিঙ্গল ভাল শার্দ্দূল ছাল
বন্ধন ফণিডোরে।
নিন্দি কমল পাদ যুগল
বন্দিয়ে করজোড়ে॥
হাম ত্বদীয় দাস, মদীয়
ছেদহ ভব পাশে।
সম্প্রতি ভব! শ্রীপদ তব
দেহ এ দীন দাসে॥

শঙ্কর শঙ্কর, হর দুঃখ হর হে।
করুণাকর হর করুণা কর হে॥
তুমি তাপহর অতি পাপহর
ঈশ বিশ্বেশ্বর বর বর দান কর হে॥
আমি পাপী নর ভয়ে কাঁপি থর-
থর, গঙ্গাধর আসি ধর ধর ধরহে॥

(শ্রীরামরঞ্জনের ৺অন্নপূর্ণা দর্শন।)

ত্রিপদী।

শুনিয়া সুন্দর গান শ্রীরঞ্জন ভাগ্যবান্
যান অন্নপূর্ণার মন্দিরে,
দরশন করি মায় প্রণমিয়া দু'টী পায়
ভাসিতে লাগিল প্রেম-নীরে।
আহা কি অদ্ভুত স্থান বালক-হৃদয়ে জ্ঞান
জন্মে ধাম-মাহাত্ম-কারণে,
অতএব ভাবাবেশে স্তুতি করে সবিশেসে
ভক্তিপূর্ণ বিনয় বচনে।

গীত।

ওগো অন্নপূর্ণা দাসে হও প্রসন্না,
বিনা মা অপর্ণা অপরে জানি না।
আমি জীবনে মরণে বান্ধা শ্রীচরণে,
নিজ দাসগণে কর গো করুণা॥
সবে কয় তোমারে ভব-দুঃখনাশা,
তাই জেনে করেছি তোমার ভরসা,
যদি মা হয়ে সন্তানের না পূরাবি আশা,
তবে কার কাছে কান্দি দুঃখের কান্না॥

(শ্রীরামরঞ্জনের ৺কাশীধামে স্থিতি ও বিদ্যাশিক্ষা।)

পয়ার।

স্তব সমাধিয়া লয়ে পুষ্পাদি চন্দন
পূজিলেন জননীর যুগল চরণ।
লইয়া প্রসাদ-পুষ্প নিবেদ্য-চন্দন
পুনঃ প্রণমিয়া চলে রাজার নন্দন।
উথলিল হৃদি মাঝে আনন্দ-জলধি
ব্রজেন্দ্র সহিত যান যথায় পলধি।
কেদার তাহার নাম নগরব্যাপক
স্কুলের শিশুগণের তত্ত্বাবধারক।
তাহার নিকটে আসি বসিয়া ব্রজেন্দ্র
সম্মান পাইয়া মনে পাইল আনন্দ।
নিকটে বসা'য়ে তারে কহেন কেদার
পরিচয় দেহ তব সঙ্গে কে কুমার ?
ব্রজেন্দ্র কহিছে কথা শুন মহাশয়
আপনার কাছে দিব সব পরিচয়।
বীরভূমে বাবু বিপ্রচরণের সুত
তাঁহার সন্তান কৃষ্ণচন্দ্র গুণযুত।
সেই কৃষ্ণচন্দ্র-সুত শ্রীরামরঞ্জন
পাঠ হেতু আসিলেন কাশীতে এখন।

কলিকাতা সহরের বাবু নারায়ণ
পাঠাইয়া দিল শিশু তোমার সদন।
ইহা শুনি পলধির আনন্দ অপার
কত শত মিষ্টকথা কহে বার বার।
সে কালে ব্রজেন্দ্র ধরি বালকের করে
পলধি বাবুর করে সমর্পণ করে।
সময়ান্তে তাঁর কাছে রসিদ লইয়া
অবিলম্বে কলিকাতা গেলেন ফিরিয়া।
তবে ত পলধি লয়ে শ্রীরামরঞ্জন
গেল যথা আছয়ে উদিত নারায়ণ।
নাগোয়ার রাজপুত্র সেই সে উদিত
তার কাছে সব কথা করান বিদিত।
পলধি মুখেতে পেয়ে সব পরিচয়
শ্রীরামরঞ্জন-সনে মিত্রতা করয়।
তাহার সঙ্গেতে শিশু শ্রীরামরঞ্জন
আসে যান বিদ্যালয়ে করিতে পঠন।
করেন কেদার বাবু সর্ব্বদা যতন
পরম আনন্দে রন্ শ্রীরামরঞ্জন।
প্রতিদিন সুনিয়মে করি গঙ্গাস্নান-
পূজাদি করিয়া পাঠ করিবারে যান।

(কর্ত্রী ঠাকুরাণীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত।)

কাশীতে বালক রন্ পরম আদরে
এখানেতে পিতামহী কান্দিছেন ঘরে।
নিশিযোগে ঠাকুরাণী দেখিয়া স্বপন
কান্দিয়া কান্দিয়া প্রায় পাগলিনী হন।
প্রভাতে উঠিয়া এক বৃদ্ধারে পাইয়া
কহেন স্বপন-কথা কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

গীত।

আজ আমি স্বপনে দেখেছি শ্রীরামরঞ্জন।
দিয়ে মৃত্তস্বরেতে রা, ধরলে আমার পা, বল্লে মা গো!
(পুনঃ) পুনঃ পা ছেন্দে, কেন্দে ভাসা'লে নয়ন॥
মুছিয়া লোচন, কহিল বচন, কিছু খেতে দাও,
করিতে এলাম ভোজন, হলাম চঞ্চলা তারি লেগে,
গেল মোর নিদ্রা ভেঙ্গে, বস্‌লাম জেগে গো,
খেতে দিতে পেলাম না মিষ্টান্ন ক্ষীর মাখন॥

কীর্ত্তনের স্বর।

কাল নিশি শেষে স্বপন দেখেছি
রঞ্জন এসেছে ঘরে।

চরণ ছান্দিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া
কহিছে করুণস্বরে ॥
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া খাইতে অইনু
তব পাশে গো জননি !
ক্ষুধার অনলে জঠর জ্বলিছে
খেতে দাও ক্ষীর ননী ॥
শুনি এই কথা নবনীর ভাণ্ড
আনিতে গেলাম ছুটে।
যাইয়া দেখিনু নবনী ত নাই
বিন্দু না পাইনু খুঁটে ॥
সুবরণ-থালে লইয়া মিষ্টান্ন
খেতে দিতে যবে যাই।
পাখী-রবে ঘুম ভাঙ্গিল তখনি
আর দেখা নাহি পাই ॥
মরি মরি বুক ফাটিয়া যেতেছে
সহিতে না পারি ক্লেশ।
নীলকণ্ঠ কহে শুন গো জননি !
দুঃখের হইল শেষ ॥

(কর্ত্রী ঠাকুরাণীর ৺কাশীধামে গমন।)

পয়ার।

কহিয়া স্বপ্নের কথা বৃদ্ধার গোচরে
কাশী যাব বলে ইচ্ছা করিলা অন্তরে।
প্রকাশিয়া কন্‌ মাতা কর্ম্মচারীগণে
কাশীতে যাইব আমি দেখিতে রঙ্গনে।
শুনিয়া সে সব বাণী যতেক কিঙ্করে
সকলে যাইতে চান হরিষ অন্তরে।
কর্ত্রী ঠাকুরাণী তবে বলেন সকলে
যার ইচ্ছা হয় মোর সঙ্গে চল চলে।
বাহকের জোট্‌ করি দাও শীঘ্রগতি
কাশীতে যাইব কাল দেওয়ান-সংহতি।
এ বাক্য শুনিয়া তবে চলিল কিঙ্কর
বেহারা আনিয়া দিল হইয়া সত্বর।
সেই দিন নিশা-ভোরে শিবিকারোহণে
চলিলেন ঠাকুরাণী ত্বরিত গমনে।
বহু জন সঙ্গে চলে হয়ে আনন্দিত
কত জমাদার চলে দেওয়ান-সহিত।
সকলেই শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে ধায়
অনতিবিলম্বে সবে সিন্‌থিয়া পায়।

এক খানা গাড়ী তথা রিজার্ভ করিলা
গাড়ীসহ ঠাকুরাণী তাহাতে চড়িলা।
তার পর দিন সবে প্রেম-জলে ভাসি
উপনীত হন নিত্য-তীর্থধাম কাশী।
আজ্ঞা দেন ঠাকুরাণী দেওয়ানের প্রতি
উপযুক্ত বাসা স্থির কর শীঘ্রগতি।
আদেশ পাইয়া তবে হরিষ অন্তরে
করিলেন বাসা এক দ্বিতল-উপরে।
তথায় যাইয়া মাতা করি গঙ্গাস্নান
বহু জনে করিলেন সমুচিত দান।
নিজ-কার্য্য সমাপিয়া বলেন দেওয়ানে
এ বারে রঞ্জনে আনি দেহ মম স্থানে।

(শ্রীরামরঞ্জনকে আনিতে দেওয়ানের গমন।)

এ কথা শুনিয়া তবে নবীন দেওয়ান
ত্বরা করি পলধির নিকটেতে যান।
বিনয়ে বাবুরে কন্ মধুর বচনে
একবার লয়ে যাব শ্রীরামরঞ্জনে।
তীর্থ যাত্রা-উপলক্ষে কর্ত্রী ঠাকুরাণী
কাশীতে এলেন অদ্য শুন এই বাণী।

একবার দেখে তিনি শ্রীরামরঞ্জনে
আনন্দে যাবেন ফিরে নিজ-নিকেতনে।
পলধি বলেন কিছু চিন্তা নাহি তার
সঙ্গে লয়ে গিয়া মাকে দেখা'ব কুমার।
এত বলি জমাদার সঙ্গেতে তখন
চলিল কেদারনাথ লইয়া রঞ্জন।
অগ্রে যান জমাদার পশ্চাতে কেদার
মধ্যস্থানে যান শিশু শ্রীরাজকুমার।
ক্ষণেক বিলম্ব পরে সেই তিন জন
বাসার দুয়ারে আসি উপনীত হন।
পলধি বলেন তবে শ্রীরামরঞ্জনে
অতি শীঘ্র যাও তুমি মায়ের সদনে।
অধিক বিলম্ব যেন কদাচ না হয়
এক দণ্ড-মধ্যে ফিরে আসিবে নিশ্চয়।
ইহার অধিক যদি বিলম্ব করিবে
বিষম শঙ্কটে তবে পড়িব পড়িবে।
তোমারে ধার্ম্মিক বলে আমি জানি মনে
সাক্ষাৎ করিতে ছাড়ি দিনু সে কারণে।
এ কথা শ্রবণ করি বলেন রঞ্জন
কোন চিন্তা নাই তব তাহার কারণ।

পিতামহী-সঙ্গে মাত্র সাক্ষাত করিয়া
এই দণ্ডে তব পাশে আসিব ফিরিয়া।
এ কথা বলিয়া পরে শ্রীরামরঞ্জন
জমাদার সঙ্গে করে করিলা গমন।
দূরে থেকে "মা, মা," বলে ডাকেন রঞ্জন
কণ্ঠ-ধ্বনি শুনি মাতা বলেন তখন।

(শ্রীরামরঞ্জনের কর্ত্রী ঠাকুরাণী-সহ সাক্ষাৎ।)

ত্রিপদী।

শুনি কণ্ঠ-ধ্বনি কর্ত্রী ঠাকুরাণী
অমনি উঠিয়া ধায়,
হারান রতন পাইলে যেমন
আদরে লইতে যায়।
সুধা-সম বাণী শুনি ঠাকুরাণী
উঠিয়া যেমন যায়,
আসিয়া রঞ্জন করেন বন্দন
পিতার জননী-পায়।
তাহা হেরি মাতা হ'লেন মূর্চ্ছিতা
পড়িলা ধরণী'পরে,
অমনি রঞ্জন করিয়া যতন
চেতন করান পরে।

পাইয়া চেতন জননী তখন
ভাসিয়া নয়ন-জলে,
ধরিয়া বদনে মধুর বচনে
শ্রীরামরঞ্জনে বলে।

গীত।

আয়রে আয় চাঁদের চাঁদ, কোলে আয় জীবন জুড়াই।
আমার অন্তরে পুত্রশোক, সর্ব্বদা ফাটে বুক, বড় দুখ রে,
দেখে তোমার মুখ সকল দুখ পাসরে যাই ॥
আত্ম-বন্ধু ভাই, আমার আর কেউ নাই,
দেখি তোমার মুখ এত দুঃখে বাঁচি তাই ॥
তোমায় না দেখে তথায়, যে দুখে দিন যায়,
দুখ বল্‌ব কায় রে, সদা ভাবিয়া আমাতে আর আমি নাই ॥

পয়ার।

পরে ধৈর্য্য ধরি মাতা বসিয়া আসনে
কাছে বসাইয়া কন্ শ্রীরামরঞ্জনে।
বাছাধন মোর কাছে সত্য করি কও
সুখে কি দুঃখেতে তুলি কাশীধামে রও।
শুনিয়া তাঁহার কথা, কহেন রঞ্জন
দুঃখে নাই সুখে আমি আছি সর্ব্বক্ষণ।

যতন করিয়া মোরে রাখেন পলধি
পরম-ধার্ম্মিক তিনি দয়ার জলধি।
বড় সুখে থাকি আমি তাঁহার যতনে
কোন দিন কোন কষ্ট নাহি পাই মনে।
এ কথা শুনিয়া মাতা আনন্দে ভাসিল
মনের বেদনা আর কিছু না রহিল।
এইরূপ হয় দোঁহে কথোপকথন
হেন কালে জমাদার ডাকে ঘন ঘন।
এক ঘণ্টা কাল প্রায় হইল অতীত
অধিক বিলম্ব আর না হয় উচিত।
দ্বারে দাঁড়াইয়া বাবু ডাকে বারে বার
আজিকার মত ফিরে চল হে কুমার।
এ কথা শুনিয়া ঠাকুরাণী কন্ ডেকে
আজিকার মত যাও বাছাধনে রেখে।
জমাদার বলে মাতা চরণে জানাই
বালকে রাখিয়া যেতে মোর হাত নাই।
এ কথা শুনিয়া মাতা করে 'হায় হায়'
নয়নের জলে পুনঃ বুক ভেসে যায়।
জমাদার বলে মাতা না কর ক্রন্দন
যতনে রাখিব মোরা শ্রীরামরঞ্জন।

এরূপ বিনয় বাক্যে মায়ে প্রবোধিয়া
চলে যান জমাদার বালক লইয়া।

(কর্ত্রী ঠাকুরাণীর শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন।)

তার পর ঠাকুরাণী কান্দিতে কান্দিতে
বলিছেন আমি আর না রব কাশীতে।
বড়ই চঞ্চল মোর হইয়াছে মন
এই দণ্ডে লয়ে চল যাব বৃন্দাবন।
এই কথা শুনি তবে বলেন দে(ও)য়ান
নিশ্চয় যাইব কাল হইলে বিহান।
এইরূপে সেই রাত্রি করি অবস্থান
প্রভাতে উঠিয়া সবে বৃন্দাবনে যান।
বৃন্দাবনে উপনীত হয়ে জননীর
শোভা হেরি বহিতে লাগিল চক্ষে নীর।

(শ্রীবৃন্দাবনধাম-বর্ণনা।)

ত্রিপদী।

কিবা এই বৃন্দাবন, রম্য-তরু-লতাগণ
নব বন পশু-সুখকর,
বৃক্ষগণ নম্র কত গুরু দেখি যেন নত
হন্ সাধু সদ্গুণ-আকর।

বেদ-বসু ক্রোশ যার পরিমাণ সুবিস্তার
জন্ম-ক্ষয়-দোষ বিবর্জ্জিত,
অপ্রাকৃত পূর্ণ-কাম নিত্যানন্দময় ধাম
শ্রুতি-স্মৃতি-আগমে বিদিত।
কলিন্দনন্দিনী তায় অবিরত বহি যায়
জলচর খেলিয়া বেড়ায়,
নির্ম্মল পবিত্র বারি পানে সদা পাপহারি
যায় স্নানে জীবে ভক্তি পায়।
তাহাতে কালীয়-হ্রদ যেখানে কালীয় মদ
নাশিলেন কালীয়দমন,
তীরে রাসস্থলী তার যথা শ্রীরাসবিহার
করেছেন মদনমোহন।
কেশীঘাট আদি করি রহে ঘাট সারি সারি
বংশীবট আদি নানাস্থান,
গোবর্দ্ধন-গিরিবর অতি দীর্ঘ-কলেবর
এই ধামে রহে বিদ্যমান।
তদুপরি শ্রীগোপাল- মূর্ত্তি রহে চিরকাল
জন-কাম সিদ্ধিকারী জানি,
গোলোকের নিত্যলীলা যথা হরি প্রকাশিলা
নিত্যধাম বলি ইহা মানি।

এক দিন ব্রজ-বাসে হরি-ভক্তি পরকাশে
ব্রহ্মা বাস-আশা করে যথা,
ব্রজেতে যতেক প্রাণী ব্রহ্মা হ'তে ভাল মানি
মোক্ষ গড়াগড়ি যায় তথা।
সপ্তশত দেবালয় বিচিত্র পাষাণময়
হরি-মূর্ত্তি তাহে অগণন,
সে ধামের মধ্যে আসি ভক্তি-ভাব পরকাশি
সর্ব্বস্থান করেন দর্শন।

(শ্রীমদনমোহন বর্ণনা।)

পয়ার।

অগ্রেতে প্রণমি প্রভু গোবিন্দ-চরণ
গোপীনাথ শ্রীমন্দিরে করেন গমন।
গোপীনাথে প্রণাম করিয়া সর্ব্বজন
আসি উত্তরিলা যথা মদনমোহন।
প্রণমিয়া ভক্তিভাবে মদনমোহনে
করিছেন স্তব পাঠ বিজ্ঞ এক জনে।

গীত।

নৌমি মদন মোহন জন দুঃখ-দলনকারী।
বারিদ-মদ হারী সুখদ শ্যামল-রূপধারী॥

শারদ-শশি	রাশি-বিকাশি	দিব্য বদন তাহে।
দীর্ঘ নয়ন	চারু নটন	মোহিতা রমা যাহে ॥
চামরীগণ	গঞ্জিত ঘন	কুঞ্চিত কচ-জাল।
সুন্দর কর	বক্ষ উপর	দোলিত বনমাল ॥
কুঞ্জর কর	গঞ্জন-কর	উরু-যুগল রাজে।
রঞ্জিত অজ-	পাদ-সরোজ	নূপুর বাজে মাঝে ॥

গীত।

শারদ চাঁদ ফাঁদ বদন, নিন্দি নলিন-নধর নয়ন,
কোটী মদন-মদমর্দ্দন, মদনমোহন ভুবন সুন্দর।
জগদালোক গোপ-বালক ধেনুপালক বেণুকর ॥
মোহনচূড়া বামে ঢলিয়া পড়িছে,
বিমল বাতাসে বরিহা উড়িছে,
কর্ণের কুণ্ডল সঘনে দুলিছে, চুম্বন করিছে চাঁচর চিকুর ॥
অলকা আবৃত মুখমণ্ডল, চন্দনের বিন্দু করে ঝলমল,
দীঘল দীঘল নয়ন-যুগল, নিরখি পাগল সুরনর ॥
তিল ফুল নাসা শোভিত নলকে,
তিলক-আলোক সঘনে ঝলকে,
দেখিয়া ত্রিলোকে পায় না ফল কে, পুলকে পুলক নর কিন্নর ॥

কম্বুকণ্ঠ বেড়ি শোভে বনমালা, বংশী-করাম্বুজে সুবর্ণের বালা,
আন্ধারেতে যেন করিয়াছে আলা, নিরখি অবলা অস্থির ॥
পরিসর বক্ষঃ অতি পরিপাটী, সঘনে দুলিছে গলার মালাটী,
কামনা করিয়া কামড়ায় মাটী, মালাসহ পট্ট-পীতাম্বর ॥
তুলা-কোটিসহ চরণতুল্য, কারে বা করিব বুঝিয়া এ মূল্য,
অতি অতুল্য ভুবন ভুল্ল, বাল্য-বৃদ্ধ-যুবা-কৈশোর ॥
ত্যজিয়া স্বধাম আসি নিত্য ব্রজে, ভব অজ চান যাঁর পদরজে,
হায় কি দুরাশা সে পদ-পঙ্কজে, নীলকণ্ঠ-মনোলুব্ধ ভ্রমর ॥

(কর্ত্রী ঠাকুরাণীর ৺গয়াধামে গমন।)

পয়ার।

প্রণমিয়া মদনমোহন-শ্রীচরণে
আপন-বাসায় চলে যান সর্ব্বজনে।
দশ দিন বৃন্দাবনে করি অবস্থান
করেন বহু বৈষ্ণবে বহু ধন দান।
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন
বংশীবট যাবটাদি নিকুঞ্জ কানন।
ভ্রমিয়া সকল স্থান ভক্তি সহকারে
পুলকিত হলো তনু প্রেমের সঞ্চারে।

চৌদিকে চৌরাশি-ক্রোশ বৃন্দাবন সীমা
তার মধ্যে পঞ্চক্রোশ করি পরিক্রিমা।
গোবিন্দাদি গোপীনাথে করিয়া প্রণাম
সত্বরে গেলেন পুণ্যতীর্থ গয়াধাম।
দিবা অবসান প্রায় সন্ধ্যার সময়
উত্তরেন গিয়া নিজ-পাণ্ডার আলয়।
তিনি সমাদরে দেন সমুচিত স্থান
সঙ্গীগণে লয়ে মাতা সেই ঘরে যান।

(কর্ত্রী ঠাকুরাণীর ৺গয়াধামে স্বপ্ন-দর্শন।)

শ্রান্তি দূর করি তথা করিয়া শয়ন
নিশা-শেষে দেখিলেন অদ্ভুত স্বপন।
ভকতি করিয়া আসি ধরি দু'টী পায়
কেঁদে কেঁদে কৃষ্ণচন্দ্র বলিছেন মায়।
করেছিলে মাতা মোরে গর্ব্ভেতে ধারণ
পেয়ে ছিলে বহু কষ্ট আমার কারণ।
অতি স্নেহে পালন করেছ বহু দিন
কিন্তু আমি শুধিতে না পারিনু তব ঋণ।
বহু অপরাধী আমি তব শ্রীচরণে
কাঁদিয়া বলিতে হ'ল সেই সে কারণে।

এসেছ জননি ! যদি পুণ্যতীর্থ ভূমি
ভুল না আমারে যেন পিণ্ড দিতে তুমি।
স্বপ্ন-যোগে এই কথা জননী শুনিয়া
বলিছেন কৃষ্ণচন্দ্রে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

গীত।

ওরে কৃষ্ণধন পরাণ রতন আজ কি শুনাইলি শ্রবণে।
তাই বলরে কুলমণি, তোমার মুখে শুনি,
হয়ে জননী না দিয়ে ননী, ওরে তোর মুখে পিণ্ড দিব কেমনে॥
ভেবে দেখ তুমি আমি ম'লে বাপ,
তোমারে কর্ত্তে হয় ক্রিয়াকলাপ,
আজ তোমারে পিণ্ড দিব একি মনস্তাপ,
এ দুঃখ সহে কি মায়ের পরাণে॥
আমি সত্য কই তোরে প্রাণের কুমার,
যে দুঃখ হয়েছে অন্তরে আমার,
অন্তরের দুঃখ কে বুঝিবে আর,
এ দুঃখ হয়েছে রে যার সেই জানে॥

(বিষ্ণু-পাদপদ্মে পিণ্ডদান।)

পয়ার।

নিশা অবশেষে মাতা স্বপন দেখিয়া
প্রকাশ করেন সব প্রভাতে উঠিয়া।
শুনিয়া স্বপন কথা সর্ব্বলোকে কয়
গয়াধামে এ ঘটনা অনেকের হয়।
অতএব জননি গো! আর না কাঁদিবে
বাবু যাহা বলেছেন তাহাই করিবে।
ইহা শুনি ফল্গু-তটে করি পিণ্ডদান
গদাধর-পাদপদ্মে পিণ্ড দিতে যান।
স্বকার্য্য সমাধি আসি শুনেন বাসায়
এক জন গদাধর গুণাবলী গায়।

(গদাধর বর্ণনা।)

তোটক।

গুণসিন্ধু গদাধর দেবপতে
মধুসূদন হে জয় লোকগতে।
তব নাম সুমঙ্গল গাই সুখে
তরিলা ব্রজবালক সর্প-মুখে।
ধ্রুব আদিক বালক পালক হে
জগতারণ পালন কারণ হে।

অজ-আদিক-নির্জ্জর-বন্দিত হে
করুণাকর না কর বঞ্চিত হে।
জগবন্ধু সদাজয় লোকপতে
মুরনাশন কেশব বিশ্বগতে।
করুণাময় চাহি কৃপা নয়নে
হরি রক্ষ কৃপাময় দীনজনে।

(কর্ত্রী ঠাকুরাণীর গৃহে প্রত্যাগমন।)

পয়ার।

পুণ্যতীর্থ গয়াধামে পঞ্চদিন থাকি
কোন স্থান দরশনে না রহিল বাকি।
সর্ব্বস্থানে পিণ্ড দান করিয়া সত্বরে
আসি উপনীত সবে বাসাবাস ঘরে।
তার পর সকলেতে আনন্দিত মনে
দুই তিন দিন-মধ্যে আসিলা ভবনে।

(শ্রীরামরঞ্জনের ছুটী-প্রাপ্তি ও গৃহাগমন।)

এখানেতে নাবালক থাকিয়া কাশীতে
বড়ই চঞ্চল হন্ যাইতে বাটীতে।
সে সময় আর অন্য নাবালক দু'টী
ওয়ার্ডের কর্ত্তা-কাছে পাইলেন ছুটী।

নাগোয়া (১) নিবাসী সে উদিত নারায়ণ
রাজার সুহৃৎ অতি প্রণয়-ভাজন।
শ্রীরামশরণ-সহ এই দুই জন
নিজ নিজ বাসে তারা করেন গমন।
সেই সে কারণে মন অধিক চঞ্চল
নয়ন-যুগল সদা করে ছল ছল।
বন্ধুরে না দেখি দুখে শ্রীরামরঞ্জন
সময়ে সময়ে বসি করেন রোদন।
বিষাদ-পুরিত হয় তাঁহার অন্তর
সতত ভাবেন কবে যাব নিজ-ঘর।
অধ্যয়নে মন আর না হয় নিবেশ
এক পাঠ দুই দিনে কষ্টে হয় শেষ।
এইরূপে হয়ে গেল বসন্তের অন্ত
পরেতে আইল ঋতু নিদাঘ দুরন্ত।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড হন্ উদিত গগনে
বাহিরে বেড়ান দায় তাঁহার কিরণে।
দিবা-প্রহরেতে পাখী ত্যজি নিজ-রবে
লুকায় বিটপী-শাখে নিবিড় পল্লবে।

---

(১) নাগোয়া—দুমকা জেলার অন্তর্গত নাগোয়া নামক গ্রাম।

মাঠেতে গরুর পাল চরিতে না যায়
জল খেয়ে শুয়ে থাকে গাছের তলায়।
'ঝড় ঝড়' ঝঞ্ঝাবাত বহিতে লাগিল
বৃক্ষোপরি ফুল-ফল সবে শুকাইল।
কমে গেল দুগ্ধ সব নবীনা গাভীর
শুকাইয়া গেল সব সরোবর-নীর।
বসন্ত-বিয়োগে কান্দে দুরন্ত মদন
নির্ভয়ে ঘুমায় নারী এলায়ে বসন।
গরম হইল সব নগর বাজার
বালকগণের পাঠ করা হ'ল ভার।
অতএব ওয়ার্ডের কর্ত্তৃগণ জুটি
পরামর্শ করিলেন ছয় মাস-ছুটী।
দীর্ঘকাল ছুটী পেয়ে শ্রীরামরঞ্জন
আনন্দিত হয়ে যান আপন-ভবন।
নিরখি রঞ্জন-মুখ কর্ত্রী ঠাকুরাণী
যে সুখ পাইলা তাহা কহিতে না জানি।
বহু দিন পরে পুরে পেয়ে পুরবাসী
সর্ব্বজন যান সুখ-সমুদ্রেতে ভাসি।
গীত-বাদ্য নানাগল্প কহিতে শুনিতে
সুখের বিরাম নাই দিবা-যামিনীতে।

পুরবাসিগণ-সহ করিয়া উল্লাস
আপন-আলয়ে করে ছয় মাস বাস।

(শ্রীরামরঞ্জনের পুনঃ কাশীক্ষেত্রে গমন ও স্বপ্ন দর্শন।)

ছুটীর নিয়ম দিন না হ'তে অতীত
পুনরায় কাশীধামে হন্ উপনীত।
সুনিয়মে বাসাবাসে করিয়া প্রবেশ
ভাবিলেন পথে বড় পেয়েছি কেলেশ।
স্নান করি আসি শীঘ্র করিব ভোজন
ইহা ভাবি গন্ধ-তৈল করেন মর্দ্দন।
তৈলাদি মর্দ্দনে কিছু স্নিগ্ধ হ'ল কায়
তবে ত উঠেন স্নান করিতে গঙ্গায়।
এক ভৃত্য সঙ্গে করি চলিলেন বাটে
অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ এক দেখিলেন ঘাটে।
অঙ্গের সৌষ্ঠব যেন জগতে দুর্ল্লভ
চন্দন জিনিয়া তাঁর অঙ্গের সৌরভ।
মুখেতে মিলিয়ে যায় সুমধুর হাঁসি
বচনে ঝরিয়া কত পড়ে সুধারাশি।
ঈষৎ রক্তিম চক্ষু শ্যামলবরণ
সুন্দর বিশাল-বক্ষঃ প্রসন্ন বদন।

একবার সেই মূর্ত্তি দেখিলে নয়নে
ভক্তির উদয় হয় পাষণ্ডের মনে।
সেই বিপ্র আসিয়া কুমার-সন্নিধান
কহিলেন যজ্ঞসূত্র কর মোরে দান।
আজ হ'তে তব দুঃখ হ'ল অবসান
ইহা বলি অতি শীঘ্র করেন প্রয়াণ।
তবে ত গঙ্গায় স্নান করিয়া রঞ্জন
যজ্ঞসূত্র আনাইয়া খুজেন ব্রাহ্মণ।
অনেক স্থানেতে যেয়ে করিয়া সন্ধান
কোন রূপে আর তাঁর দেখা নাহি পান্।
তবেত বালক অতি দুঃখ পেয়ে চিতে
নিজ-বাসাঘরে যান ভাবিতে ভাবিতে।
আর্দ্র বস্ত্র ছাড়ি, পরি দ্বিতীয় বসন
ভোজনান্তে শিশু গিয়া করেন শয়ন।
নিদ্রার আবেশে শিশু দেখেন স্বপন
শিয়রে দাঁড়ায়ে আছে শ্রীনন্দনন্দন।
চরণে নূপুর সাজে গলে বনমালা
বংশী করাম্বুজে শোভে সুবর্ণের বালা।
সঘনে দুলিছে দুই কর্ণের কুণ্ডল
অরুণ-কিরণ জিনি নয়ন উজ্জ্বল।

প্রফুল্ল কমল জিনি শ্রীমুখমণ্ডল
অলকা তিলক তাহে করে 'ঝল্‌মল্‌'।
এইরূপে দেখা দিয়া শ্রীনন্দনন্দন
ক্ষণকাল মধ্যে তিনি হন্‌ অদর্শন।
ভাঙ্গিয়া সুখের নিদ্রা উঠিল রঞ্জন
হরি-অদর্শনে কান্দি ভাসান্‌ নয়ন।

গীত।

কেন দেখা দিয়ে লুকা'লে কালবরণ।
মহাকালের ধন, কালভয় নিবারণ,
পুনঃ দেহ দীন হীন দাসে দরশন ॥
সর্ব্বদা যে ধন চাই, আজ পেয়েছিনু তায়,
তবে ছাই কপালের কি লিখন ॥
হায় কি ঘটা'লে বিধি, পেয়ে হারাইনু নিধি,
তাহে হই দুঃখ-জলধিতে নিগমন্‌ ॥
কণ্ঠ কয় পদে ধরি, আজকে লুকা'লে হরি
তাহে নাহি দুঃখ করি একক্ষণ ॥
কিন্তু হে যম-কিঙ্করে, যে দিন ধরিবে করে,
সে সময় দিও যেন শ্রীচরণ ॥

(শ্রীরামরঞ্জনের সাবালক হওয়ার হুকুম প্রাপ্তি।)

ত্রিপদী।

হরি অদর্শন হইলে রঞ্জন
ক্ষণৈক বিলাপ করি
পড়িবার তরে চলেন সত্বরে
সমুচিত বাস পরি।
দেখিয়া কুমার বাবু শ্রীকেদার
বসায়ে আপন-কাছে
বলেন তোমার ভয় নাই আর
সমাচার আসিয়াছে।
তিন মাস পরে যাবে নিজ-ঘরে
হুকুম এসেছে কালি
ঘুচে নাবালক হবে সাবালক
প্রসন্না হলেন্ কালী।
এতেক বচন শুনিয়া রঞ্জন
সুখের অর্ণবে ভাসি
বলেন তাঁহারে অনেক প্রকারে
মুখে 'মৃদু মৃদু' হাঁসি।
তবে পড়া সারি সরকারি-গাড়ী-
ভিতরে চড়িয়া রাম

আনন্দিত মনে বাসের ভবনে
উপনীত গুণধাম।
পড়িতে শুনিতে হাসিতে খেলিতে
তিন মাস গত যবে
লিখিয়া লিখন সব বিবরণ
বাটীতে পাঠান তবে।
করি পত্র পাঠ আনন্দের হাট
বসিল হেতমপুরে
দূরে গেল শোক হৃষ্ট হ'ল লোক
সব দুঃখ গেল দূরে।
ঘুচে গেল শঙ্কা লয়ে বহু তঙ্কা
লোক যায় কাশীধামে
যাইয়া তথায় লুটিয়া ধুলায়
প্রণাম করিল রামে।
শ্রীরামরঞ্জন জিজ্ঞাসে তখন
কে কেমন তথা আছে
শুনিয়া সে জন মঙ্গল বচন
বলিল বসিয়া কাছে।
তার পর দিনে উঠিয়া বিহানে
করিয়া গঙ্গাতে স্নান

অর্ঘ্যাদি রতন করিয়া যতন
ব্রাহ্মণে করেন দান।
পূজিয়া কুমারী দণ্ডিপূজা সারি
বিশ্বেশ্বর-পুরে আসি
পূজা করি তাঁয় প্রণমিয়া পায়
যায় প্রেমনীরে ভাসি।
এবে মতিমান্ লভিয়াছে জ্ঞান
কৃষ্ণচন্দ্র-কুলোদ্ভব
সেই সে কারণ করিয়া বর্ণন
শঙ্করে করেন স্তব।

গীত।

জয় জয় শিঙ্গা ডম্বরু বাদ্য, ধর হে গঙ্গাধর অনাদ্য,
(তুমি) সাধক-সাধনে অতি সুসাধ্য, পরমারাধ্য পরমেশ্বর।
জয় জয় কালী-কাল-ভর্ত্তা, জয় জয় কাল কালকর্ত্তা,
জগৎ-কর্ত্তা জগৎ-ত্রাতা, জগৎ-আত্মা জগদীশ্বর॥
ভবনাম ভব-ভারহরণ, ভব-তারণ ভব-কারণ,
মারণ-উচ্চাটন-স্তম্ভন, বশী-বিদ্বেষণ-কর॥
জয় জয় যোগী যোগ- অন্বেষী, জগতায়ু আয়ুর্ব্বেদ-বিলাসী,
শ্মশান-বিলাসী সতত উল্লাসী, পরমসন্ন্যাসী শশি-শেখর॥

চরণযুগল-তল, সুশীতল, অলক্তে আবৃত শ্বেত-শতদল,
শ্রীকর-কমল যেমন কমল, মিলিত সুন্দর সিন্দূর ॥
'ধক্ ধক্' জ্যোতি বিভূতি ভূষণ, 'ঝক্ ঝক্' হাড়-মালশোভন,
'দক্ দব্' ভালে জ্বলে হুতাশন, 'লক্ লক্' করে ফণিমণিহার॥
জয় জয় জয় মৃত্যুঞ্জয়, মঙ্গলাপতি মঙ্গলালয়,
বিশ্ববীজ বিশ্ববিজয়, বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর ॥
'বোম ভোলানাথ' নাম নহে কিছু ভুল,
শ্রীকর-কর্ণে শোভে শূল-ফুল,
আঁখি 'ঢুলু ঢুলু' জটা 'তুলু তুলু',
'কুল্ কুল্' শিরে সুরধুনি-স্বর,
জয় জয় কাশীকামধীশ, কাম-বিজয়ী রাম-ঈশ,
জয় সুরেশ জয় হে বৃষবাহন সুন্দর ॥
জয় জয় কালকূটকণ্ঠ, ধর ধর প্রভু নীলকণ্ঠ,
অতি উৎকণ্ঠ দাসকণ্ঠ, শরণাগতে শ্রীচরণ বিতর ॥

(শ্রীরামরঞ্জনের গৃহাগমন।)

নমি বিশ্বেশ্বর আর অন্নপূর্ণা মায়
চলিলেন সাবালক আপন বাসায়।
তার পরদিন পেয়ে ছুটীর হুকুম
লাগাইল তথা বহু আনন্দের ধুম্।

দিয়া বহু অন্ন-বস্ত্র দীন হীন জনে
সমুচিত সম্মান করিয়া বন্ধুগণে।
প্রণমিয়া গুরুজনে লইয়া কল্যাণ
শুভদিনে সাবালক নিজ-বাটী যান।
নলরাজা, শ্রীবৎস, শ্রীরামরঘুমণি
বনবাস-পরে ঘরে আইল যেমনি।
করিয়া অজ্ঞাতবাস পাণ্ডুপুত্রগণ
নিজ-বাস যাইবার সময়ে যেমন।
তেমনি আনন্দে আজ শ্রীরামরঞ্জন
সঙ্গি-সহ নিজ-ধামে করেন গমন।
চঞ্চল ভাবেতে এই ভাবে মহাকায়
কতক্ষণে রেল-রাস্তা ফুরাইয়া যায়।
কহিতে শুনিতে কথা সময়-উচিত
কল্‌-গাড়ী সাঁইতায় হয় উপনীত।
ষ্টেসনে নামিয়া দান করিয়া প্রচুর
অতি শীঘ্র উপনীত আপনার পুর।
প্রণমিয়া শ্রীরাধাবল্লভ শ্রীচরণে
উপনীত হন্‌ কর্ত্রীমাতার সদনে।
সেইকালে কর্ত্রীমাতা মুদিয়া নয়ন
ভাবিছেন কতক্ষণে আসিবে রঞ্জন।

এমন সময়ে রাম লুটিয়া ধরায়
প্রণাম করিল কর্ত্রী ঠাকুরাণী-পায়।
নয়ন মিলিয়া মাতা দেখিয়া রঞ্জনে
করিলেন আশীর্ব্বাদ অতি হৃষ্টমনে।
বহু দিন পরে ঘরে পাইয়া কুমার
অন্তরে আনন্দ নদী উথলে অপার।
চতুর্দ্দশ-বর্ষ-পরে রাম এলে ঘরে
যেমন আনন্দ হয় কৌশল্যা-অন্তরে।
প্রভাস যজ্ঞেতে হেরি গোবিন্দ-বদন
আনন্দিতা হন্ মাতা যশোদা যেমন।
ত্রয়োদশ-বর্ষগতে এলে যুধিষ্ঠির
অন্তরে আনন্দ যেন হইল কুন্তির।
বহু দিন পরে ঘরে পাইয়া কুমার
তেমনি হইল সুখ ঠাকুরাণী মার।
বৎসহীনা গাবী যেন বৎস পেয়ে বাটে
হাম্বারবে 'হুঁ হুঁ' করি স্নেহে অঙ্গ চাটে।
সেরূপ বাৎসল্য ভাব প্রকাশি জননী
কোলেতে লইলা নিজ কুলোজ্জ্বল-মণি।
স্নেহভরে 'গদ গদ' আনন্দে বিহ্বল
খা(ও)য়াইল সযতনে মিষ্ট ফল জল।

রাম-আগমন-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
আনন্দে দেখিতে আসে কত শত জন।
পুরবাসী দূরবাসী যে যথা শুনিল
সর্ব্বজন সুখার্ণব-তরঙ্গে ভাসিল।
কর্ম্মচ্যুত কর্ম্মী যেন পেয়ে নিজ-কার্য্য
রাজ্যচ্যুত রাজা যেন পেয়ে নিজ-রাজ্য
দরিদ্র পাইল যেন বহু রত্ন ধন
অন্ধ-জন পেয়ে যেন আপন নয়ন,
শীতের বাদল গতে উদিলে ভাস্কর
যেমতি তেমতি সুখী হয় সর্ব্বনর।

(শ্রীমতী রাণীমাতার পিত্রালয় হইতে হেতমপুরে আগমন।)

পরে কর্ত্রী ঠাকুরাণী হরিষ অন্তরে
শীঘ্র লোক পাঠা'লেন দাঁড়কা নগরে।
দাঁড়কা নিবাসে পেয়ে শুভ সমাচার
সবার মনেতে হ'ল আনন্দ অপার।
পুর থেকে ভদ্রলোক গিয়াছিল যারা
বধূ লয়ে যাব এই প্রকাশিল তারা।
শুনিয়া সুখের কথা দ্বিজ কালাচাঁদ
কন্যারে পাঠায়ে দেন প্রকাশি আহ্লাদ।

শুভদিনে শুভক্ষণে বামে শিবা করি
পতি-গৃহে আইলেন শ্রীপদ্মসুন্দরী।
রাজারাণী উভয়েই হইল মিলন
সুখের পাথারে ভাসে পুরবাসিগণ।
পরে রাজা রাম এই আনন্দের হাটে
শুভদিনে বসিলেন নিজ-রাজ্যপাটে।
রাজকার্য্য করিতে লাগিল ম্যানেজারে
আনন্দে রহেন রাম আপনার ঘরে।

বসন্ত বর্ণনা।

গীত।

সাধক-চিত্ত-ভীত শীত কি অন্ত ?
আয়ল রে ঋতুরাজ বসন্ত ॥
বালক কুসুম সে আসন দেই রাজে,
দক্ষিণ মলয়ানিল চামর বেয়াজে।
দণ্ড ধরল ফুল কেশর মাত্রে,
ছত্র ধরল নব পল্লব পত্রে,
মন্ত্রীবর স্মর দুষ্ট দুরন্ত,
কুলবতী-লাজ ধরম কর অন্ত ॥
পঞ্চিক কাকলি পাই কহোই,
দেশ বিদেশ ঘন ঘোষনা দেই।

কামধনু পর বাণ কুসুম কি কোড়া
বিব্রত সতিকুল স্বীয়-পতি-কোড়া।
বন ভরি পাটলি পলাশ বিকাশে
বিমল পয়োপরি পদমনি হাসে।
কোকিলকুল কিল মধুর আলাপে
ঝঙ্কারে অলিকুল বকুল কলাপে।
চূতযূথ মুকুল উপরিহি উজে
ভকতি ভরিয়া যেন হরিহর পূজে।
ঝারে মকুল মধু পল্লব ঝারা
কণ্ঠ কহত উহা প্রেমকি ধারা।

পয়ার।

বহিল বসন্তকালে দক্ষিণ পবন
রাজারাণী হইলেন আনন্দে মগন।
পুরবাসী পরম আনন্দে ভাসি যায়
ঘুচিল মনের জ্বালা পালা হ'ল সায়।

অবতরণিকা।

স্ববংশাবতংশ ধন্য ধন্য রাজারাম
গর্ব্বহীন মহামতি সর্ব্ব গুণধাম।
দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত বৈষ্ণব-প্রধান
পঞ্চযজ্ঞান্বিত নিত্য বড় পুণ্যবান্।

দী জিতেন্দ্রিয় স্থির মতি ধীর
যশের তরঙ্গ যেন জাহ্নবীর নীর।
রাজা ভাগ্যবান্ আর রাণী ভাগ্যবতী
সেইজন্য হ'ল বহু সন্তান সন্ততি।
রাজার প্রথম পুত্র শ্রীনিত্যরঞ্জন
যাঁর গুণ অদ্যাবধি ঘোষে সর্ব্বজন।
দ্বিতীয় পুত্রের নাম শ্রীসত্যরঞ্জন
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ।
তৃতীয় পুত্রের নাম মহিমারঞ্জন
সুকবি সুবুদ্ধিমান্ অটল বচন।
চতুর্থ পুত্রের নাম সদানিরঞ্জন
সদাই আনন্দযুক্ত অতি বিচক্ষণ।
কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কমলারঞ্জন
কমলাপতির ভক্ত সর্ব্ব সুলক্ষণ।
শ্রীজ্ঞানরঞ্জন আর শ্রীব্রহ্মরঞ্জন
শ্রীরাজ পুত্রের পুত্র এই দুই জন।
বড়ই পুণ্যের ক্ষেত্র এ রাজভবন
দিন দিন আয় বৃদ্ধি হয় সে কারণ।
রাজার ভাগ্যের কথা কহিতে না পারি
বৃন্দাবনে স্থাপিলেন শ্রীরাসবিহারী।

কাশীধামে করিলেন শঙ্কর স্থাপন
নিত্য অন্ন পান তথা তীর্থবাসিগণ।
ইস্কুল কলেজ টোল ঔষধ আলয়
পর হিতে স্থাপিলেন এই সমুদয়।
প্রতিদিন সদা ব্রতে দান আছে দীনে
এ সব কারণে যশ বাড়ে দিনে দিনে।
রাজার যেমন মন রাণীর তেমন
কল্পতরু কল্পলতা একত্রে মিলন।
উভয়ের যশোগুণে বলিহারি যাই
প্রতিষ্ঠিলা নিজ-পুরে গৌরাঙ্গ নিতাই।
শ্রীরাধাবল্লভ সেবা পূর্ব্বে যাহা ছিল
ইঁহাদের গুণে এবে অধিক হইল।
সুখে থাক রাণীমাতা শ্রীরামভূপাল
ভণে নীলকণ্ঠ রাজদ্বারের কাঙ্গাল।

গীত।

দরিদ্র দুঃখ ভঞ্জন অখিল জন-রঞ্জন,
শ্রীরাজারাম রঞ্জনাধিরাজ সিংহাসনে।
বিশাল উরু ললাট গুরু ভুরু ধনুক গঞ্জন,
প্রফুল্ল কমলদল তুল্য যুগল নয়ন,
অঞ্জন রঞ্জন তাহে সুকটাক্ষ দীন জনে॥

তব দন্ত-জ্যোতি মুকুতা-পাতি জিনিয়া অতি মনোহর,
তদুপরি সুন্দর শোভে তরুণ অরুণাধর,
রঞ্জেন রঞ্জনকর নখর কি প্রভাকর,
তম নিকর নাশকর ভাস্বর সম কিরণে ॥
ধন্য মহীপাল মহী আলো তব মহিমাতে,
নিরখি রাজ কার্য্য যত আর্য্য রাজ্য মহী মাতে,
করিলে অনন্ত পুণ্য উপার্জ্জন এ ধরাতে,
বসায়ে রাস পূর্ণিমাতে রাসবিহারী বৃন্দাবনে ॥
যুগে যুগে করিয়া যোগ যোগিগণে যাঁরে না পায়,
ভক্তি করি অন্তরে অনন্ত আদি যারে ধ্যায়,
(তুমি) ভক্তিডোরে জোরে বান্ধ সে বল্লভ-পায়,
যে পদে করিলে ভক্তি মুক্তি ভব-বন্ধনে ॥
রাজা যেমতি মহত অতি, তেমতি মতি রাণীমার,
পুত্রবতী পরমাসতী পতিগত জীবন তাঁর,
ভাগ্যবতী না হইলে বাড়ে কি এত অধিকার,
অধিক কি আর বলি রাজ্য সুবিস্তার তাঁরি গুণে ॥

—০:*:০—

গ্রন্থ সমাপ্ত।